নাম-প্রহেলিকা

(প্রথম ভাগ)

NATYA SHODH SANSTHAN
DONATED BY ...

১। [illegible] ২। দিবারাত্র, ৩। বিভীষিকা, ৪। কাজের কথা,
৫। সঠিক কথা, ৬। নির্ম্মল।

অবিনাশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

শ্রীযুক্ত [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক মেসিন যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

আদর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুর্গাচরণ মিত্র সৌভিত। তাহার প্রায় একাশের আলোকাছি হইয়াছে। অতি ছিপ্ ছিপে বাড়ীবাড়ি। ইংরেজি ভাষায় লেখাপড়া শিখিয়া থাকে;—আর আগা আছি—আজ বাদে কাল একটা হইবে।

পরিবারের মধ্যে দুই প্রাণী হইয়া পড়িয়াছে; হরাপ-পোলে রোগীর মত চলিয়া বেড়ায়, অধিকাংশ সময় পরীক্ষা দিবার বাদ। দুর্গাচরণ "সমাজে চলো ধরো" বৈষ্ণব মতাবলম্বী। তাহার সেই ছিল। সংসারে ছিলেন ইনি, পুত্র শ্যামাচরণ, পুত্রবধূ রাজেশ্বরী, একটি বাল্য বিধবা শালী, পুরোহিত এবং দুই চারি জন চাকর। দুর্গাচরণ গরিব-পুত্র মহলে তাহার কে কি করিতেন। গৃহিণী মাঝে মাঝে বলিতেন, ঘরে দুইজন দাসী ও একজন চাকর না হইলে চলে না।"

মিত্রজার এইরূপ উত্তর ছিল, 'আমি ও সকল ঢের আড়ম্বর করিতে পারি। কিন্তু বৈষ্ণবের মেয়েকে ঝি কিনা হইতে বাসন মাজা পর্য্যন্ত সকল কাজই করা উচিত।' অনেকে বলে তো মিত্রজা মহাশয়কে পাগল বলিবেন, কিন্তু আমি বলি, যাহারা দুঃখের কথা ভাগ করিয়া অনেক দিনের পর স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন, দুর্গাচরণের কর্ত্তব্য-জ্ঞান ছিল কি না।

মোট কথা, দুর্গাচরণ স্বোপার্জ্জিত ধনে শ্যামাচরণ এবং বোম্বাইয়ের কারবার রীতিমত করিয়া যাইতে বলিয়া পরলোকে যাইবেন বলিয়া একটা লক্ষণ আসাত করিতেছে, তাহার তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রস্তুত করিতেছে; কারণে ভাবিতেছে, সে আমাদের পরিণাম কি;

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে। রোগীর শীতলাগারে ঘর অন্ধ। কেবল বৃদ্ধি কহিল যে শ্যামাচরণ রাজেশ্বরী ও বাল্য বিধবা শ্যালিকা স্বপ্নের শ্রাদ্ধের জন্যই প্রস্তুত ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে সাজিতেছে।

পোষার অন্ধকার ঘরে খারাপ ঘনাইয়া আসিল। রাজেশ্বরী ও অবিবাহিত শ্যালক এসে; বৃদ্ধ আর প্রাণের বেগ ধরিয়া রাখিতে পারে না।

শ্যামাচরণ শিক্ষিত যুবক। মাসাধিক হইল শুশ্রূষাকারী পত্নীরত্নের পাশ ঠেলিয়া আসিয়া ঘুমিয়াছেন। ডাক্তার-ব্যাপারে ঘটিত তেমন অভিজ্ঞতা লাভ করা ছিল না, কিন্তু কল্পনাদেবী শিক্ষা যথেষ্ট ছিল। তিনি বিপদে পাঞ্জাবীর আনিলেন। অবশ্যই বুঝিয়া বলিলেন,—"সাজাবারে ধনের চেতনা প্রয়োজন।"

চন্দ্রাচরণ পাশ ফিরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; যে নিশ্বাসের সহিত কত অতীত, কত ভবিষ্যৎ কত ভবিষ্যৎ জড়িত ছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

রাজেশ্বরী কহিল, "আমি ডাক্তার ডেকে আনি।" দুর্গাচরণ বলিলেন, "আর কেন কতকগুলা অনর্থক খরচ করিবে; ডাক্তারকে খবর দিয়া কোন ফল ফলিবে না। জনমের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি, যতই চেষ্টা কর না কেন, কোনমতে রক্ষা হইতে পারিবে না, অবিষ্যৎ জীবনের ঘরে পৌঁছিয়া, সত্যের উজ্জ্বল আলোকিক পথ পাইয়া, আমি আনন্দে কাঁদিয়ে কাটাইতে সাধ যায়? না বলিতেছি শোন। হেথ শ্যামাচরণ! আমি ত চলিলাম, এ

[illegible] অবিশ্রান্ত বর্ষণে [illegible] প্রবলবেগে [illegible] তাহার [illegible] বিরাম নাই কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]

...ছুটাচরণ পুত্রের কথন শুনে, আঘাত পান নাই; তাঁহার মনে হইল,—"পৃথিবীটি কি রকম!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে খুব সমারোহে হরিচরণের শ্রাদ্ধবাসর হইয়া গেল। বাস দুই হইতে না হইতে শ্যামাচরণের নাম ছড়িয়া পড়িল। তাঁহার অনেকগুলি উকীল 'ক্লেণ্ড' জুটিয়াছিল। তাঁহারা বড় সাদা মানুষ বেওয়াই সাব্যস্ত হইত। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন খুব বড় বলিয়া বোধিতে পারিতেন না। এমন কি, তিনি আদালত খুলিয়া মাঠে যা—তাঁহার অনেক বন্ধু তাঁহাকে পাইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, "একবার একটু মেসো দিলে জেলখানাটাকে একটা ক্লাবে পরিণত করিতে পারিবে এমন বোধ হয়। তাহা হইলে আর তোমার প্রত্যাশা করিবার কিছু থাকিবে না। কত মাসের মেয়াদ একদিনে হইবে?"

শ্যামাচরণ বিনীত পরিহাসের সহিত বলিতেন, অতদূর সাধ অদ্যাপি করেন নাই। মাতৃহারা কন্যাদের বাড়ী না পাঠাইলে, ভূড়িভোজন না করিলে, বিশেষ একটু ভাল রেজাই-তোষক প্রস্তুত হইবে কেমন করিয়া? শ্যামাচরণ যখনই কোন কাজ করিতে যান, তখনই মনে হয়, পিতার মৃত্যুকালে শপথ করিয়াছিলেন, "কখনও বাড়াইব না।"

অনেক তর্ক যুক্তির পর স্থির হইল, আমি ত আপনার ভোগের জন্য কিছুই করিতেছি না, আপনার উন্নতির জন্য যতটুকু হইবার সেটুকু না করিলে আত্মবঞ্চনা করা হয়। তার পর অল্প দিনের মধ্যেই আপনার পছন্দমত বাড়ীর 'ফ্যাসান' করিয়া ম্যাকিন্টস্ যানদের চুরাইয়া দেওয়া হইল এবং আপাততঃ বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকা হইবে, এইরূপ স্থির হইল। বলা বাহুল্য পাড়ী, ঘুড়িও কেনা হইল।

রাজেশ্বরী একদিন শ্যামাচরণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, সকল কাজগুলি বুঝিয়া করিতেছ কি?" বাহিরে ভদ্র না দেখা গেলে লক্ষ্মী অধিক কি করিয়া? তুমি কি আমাদের উন্নতির সব বাকীটা আসিয়া বোধ করিতে বল?"

রাজেশ্বরী আর কোনও কথা বলিলেন না।

একদিন সান্ধ্যটিপি বলিল "আমা, কোন্ বাবু পশার জমাইবার সব ভদ্র ও করিয়াছে, একটা ব্যাপারের মেয়েমানুষ আছে, তাহা হইলে কাজের চক্কর হইয়া যাইবে।"

শ্যামাচরণ হাসিয়া উঠিলেন,—এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

আর দিন দেখিয়া বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়া হইল। পশার মত অনুকূল বা প্রতিকূল, বন্ধুবান্ধবেরা আসিতে লাগিল।

একদিন সকলে মিলিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "এ ভাড়া বাড়ী, বন্ধুবান্ধবদের আসিবার সুবিধা নাই।"

সকলে বলিল, "এখানে আর কি? আপনার আপনে বাবস্থা করুন।" শ্যামাচরণ ও একথা অবশ্য কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো কোনো মতে খাতির এড়াইতে পারিলেন না। সেইদিন রাত্রে পড়িয়া রাত্রী হইতে হইল।

স্থির হইল, পরদিন সন্ধ্যায় এ বাপারে কোন বাইনাচ হইবে।

কথাটা ক্রমে প্রকাশ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু রাজেশ্বরী কিছু বলিলেন না। জমিদারী শাসনের ভোরের ভিতর যেমন করিয়া উঠিল। তাহার সরল হৃদয়ে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল,—মুহূর্ত্তের ছায়া যেন আঁধার করিয়া, চোখের সম্মুখে মিলাইয়া গেল। আনন্দের মুখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া শ্যামাচরণ আপনার ঘরে গেলেন। আদর দুধবাটি লইয়া আসিয়া বলিল, "হাঁগা, কাল নাকি বাগানে নাচ্‌বে খুব?" শ্যামাচরণ বলিলেন, "খুব আর কি, বন্ধুবান্ধবের একদিন আমোদ করিবার জন্য বলিতেছে, তাই বাগানে যাওয়া যাওয়া করা যাইবে।" আদর বলিল, "বাইনাচ কি তোমার বন্ধুদের আমোদের জন্য?" শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন, "হাঁ। কেন মাগো, তোমার খুব আজ অমন কেন? বেন কি একটা আবদার রাখিতে রহিয়াছ?

[illegible] কি বলিয়া বসিয়া উঠিতেছে।" তারাচরণ হাসিয়া বলিল, "তাই বেশ মা।" তারাচরণ দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "চলরে। আমাদের তুমি ছাড়িলে, তবে দিন আমার চলিয়া যাইবে, আমাকে দিদিকে নাই। এখন তুমিই আমার বাঁধন রহিলে, সে কি আমাদের ভাগ্যে তোমাকে দিবে?"

আবদুল। দেখ, যাহা কখনও অনিবার্য, লোকে সেজন্য আক্ষেপ করে। তবে তুমি তোমার পুত্রের কথায় আমাদের তোমাদের আনিয়া গ্রাম পরিষ্কার করিবে। [illegible] তাহাদের অনুরোধে [illegible] বাড়ী করিতে পার। [illegible] বলিয়া আখিতে [illegible] বলিতেছে, তুমি যেও না। [illegible] সকল সংসর্গ ছাড়িয়া দাও।

তারাচরণ এ [illegible] অনেক কথা কহিয়া আবদুলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। আবদুল তাহাতে কোন প্রকারে সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন তারাচরণ যদি কিছুদিন থাকিয়া যান, তবে তাহাদের—বালিকার সদ্গতির [illegible] করিবেন।

আবদুল বলে, যে দিন হইতে তাহার বুকের ভিতরে [illegible] সে দিন হইতে তাহার মনে হয়, কে যেন বুক চিরিয়া [illegible] তবে বুঝি, কে যেন বুক চিরিয়া [illegible] তাহাকে জড়াইয়া ধরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[illegible] সন্ধ্যাবন্দনে তারাচরণের [illegible] সেজন্য [illegible] হইয়া গেল। অনেকক্ষণে [illegible] শরীর পবিত্র হইয়াছিল।

[illegible] তারাচরণ একজন [illegible] বাড়ীতে [illegible] চলিয়াছিল।

তারাচরণ পাল্কীতে [illegible] ভাবিয়া [illegible] কথা বলিয়াছিলেন।

তারাচরণ বলিল, "কি [illegible] তাহার আর একটি [illegible] উপস্থিত।

[illegible] বাড়ী [illegible] "ছোকরা বে [illegible] মাঠে [illegible] তারাচরণের মুখে যখন [illegible] দিদি ভাবিয়া [illegible] তাহার [illegible] [illegible] তাহার [illegible] আসিয়া, [illegible] [illegible] দিবে। [illegible] [illegible] তারাচরণ [illegible] পড়িলেন।

[illegible] বাড়ী যায়, তারাচরণের [illegible] আর দিদি, আর [illegible] বলিয়া [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] কথা আছে। তারাচরণ [illegible] পারিলেন।

প্রাণের [illegible] [illegible] কখনও [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] "এস আমা। এই আসিআর করিয়া [illegible] চটা পুমারকে সাথি যাই, ঘরের মেজের [illegible] গড়াগড়েছিলাম। [illegible] অনেক চলাচলি, [illegible] রাত্রে, কাল বলিব" বলিয়া আপনি [illegible] উঠিতে দেখেন।

আদরের মুখে তখন [illegible] অন্তরের প্রাণ [illegible] প্রাণের অতি গোপন স্থানে যে প্রেম আছে তাহা লিখিতেছিল, তাহা [illegible] ভাজিল, সে আপনি কহিতে চাহিল, তাহার বক্ষ সাদের বুকের [illegible] পড়িল।

আদর কতবার মনে [illegible] তাহার পায় পড়িয়া [illegible] খানিক কাঁদে, সে [illegible] বলিয়া দিতেছিল, প্রা[illegible] ভবিষ্যে কাঁদিলে [illegible] আগুনে জল [illegible]। কিন্তু সে আদর, সে [illegible] কাঁদিবার [illegible] কিনা তাহা [illegible]।

আমাদের [illegible], [illegible] সন্তানকষ্ট [illegible] [illegible] [illegible], তাহাদের মনুষ্য [illegible] [illegible]। [illegible] যাদের মত সামান্য [illegible] পাইলে নিশ্চিন্তা যায়, আপনার কর্তব্য [illegible] পারাইয়া [illegible]; ঈশ্বরের [illegible] [illegible] [illegible] আন্তরিক অভিমান [illegible] [illegible] করে; [illegible] [illegible] অভাব ছিল না, কাপড়ের [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

কৃষি কি আশা হয়, আমি দাসী হব, তবু তোমার পায়ের সঙ্গে আত্মটুকু না লাগিয়া দিলে, আমাকে বঞ্চিত তোমার পায়ের ধুলো কণিকা পাওয়া অসম্ভব হইবে, তখন আমি কষ্ট কতটুকু সহ্য করিতে পারি, আমি—বাপ, মা, আত্মীয় স্বজনের মমতা কাটিয়া তোমার কাছে আসিয়া তোমার পদসেবা করিব। ইহলোকের আর আমার কি কি ছাড়া-ছাড়ি আমার সহজ সত্য কি কি সহিবার মতন আমরা করিয়াছি। তোমার আমি কি বুঝাইব, আমার কি আছে। বাপের ঘরকন্নাতে যে কটা কথা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, বাবিয়া, দিবা, আহার করা, এ সমস্তের দাম কত বলিয়াছেন। আমার মত আপনার প্রাণ দিয়া তুমি ভালবাসিতে পারিবে। তবে আমার আর আছেই বা কি? আমরা বিধুর মেয়ে, আমার বাপের কি? যদি তোমার মনের একপাশে দুঃখ হয় আমার মুখের মত একটা দিবে না, হাসিও দিবে। কাজকাজের একটা ঠিকও পাইবে না। তবে তো এই, ভাবনা এক তুমি কিসমাত্রিয়া এই সব বলিবে? তুমি হয় ত তুমি আমাকে ঠকাইবে। আর সকলে তোমাকে ঠকাইয়া যেমন করিয়া তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখ। তাদের দেখা করিয়া যাইবে। যদি আমার আছে কিছু, আগে এমন কেহ নাই যাহাকে এমন পাকপাকী হয়, আমার মুখের কথা নিশ্চয়ই বলিয়া যায়। তোমার পায়ে ধরিতেছি আমার এই অনুরোধটী তুমি না সকল সময় তোমার কাছে টিকিয়ে না।"

আদরের কথায় ভালবাসা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বলিলেন, "দেখ আমার এখন পুরুষার সময় ও বিবাহে, তবে আর সময় নাই। বড় কঠিন ঠাঁই হাই হাই হাই, এখানে ভালবাসা খুব আছে। মানুষ দেখে ক্রমে পাপে ডুবিয়া যায়, কিন্তু তার ভিতরে ভিতরে কাঁদে। ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত দেহ মুক্তার সমস্ত কষ্টটুকু পাপ-ভার সহিতে না পারিয়া উঠে। তখন এক-একটা ভয়ের এক সময় অনুতাপের দেখা যায়। আমি দেখিয়াছি—যেদিন ইন্দ্রনাথের পাপপুণ্য আকাশ, আত্মা, অন্তর্যামী, স্বর্গ হইবে, তোমার উপর সমস্ত ভার, সেই দিন কি হবে, বলা যায় না। তোমার মত দেবতা একটী বিশ্বাস করিয়া দুর্বিনিময়ে পাইয়া সব শেষ করা পর্যন্ত যে নিজেদের সঙ্গে অনেক অন্যায় পুরুষেরা তুমিই আমার, ধরিয়াছ কি এই দুর্দিনে কি দুঃখ কষ্টকে দিবে? আমার এই প্রথম পাপে দাঁড়াইতেছি। তাই বলি, এই অনুরোধে আর প্রাণে সহ্য হবে ... লিতে পারি না, ইহার যদি কোন ..."

... দেখ, আমার কিছুর দিন ধরে কি ... কাঁদিব না। কাঁদিতে হয়, পরে কাঁদিব। একটী কথা তোমাকে বলি, এখনও সময়ের কুপ ... সময়ে একবার না দিলে আর উপায় নাই।

আশা। সব বুঝিতেছি, তোমার উপর সব ... ই। মানুষের মনে কুপ্রবৃত্তি সকল সময় কুবিকল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু বিপদে একবার, দুই একবার আসিয়া ফেলে দিয়া যায়।" আবদার। না আমি ভাবিব না; ঈশ্বর ছাড়া একবার ভাবিবে আর কথা নাই।" যাহার কার্য্যের শিক্ষা আছে, সেই আত্মরক্ষা করিতে পারে। আর যে কল্পনাকে শিক্ষা করে মনে করিয়া বাহুবলের উপর একটা দুর্দম দৃষ্টি হানিয়া বসিয়া থাকে, তাহারই সর্বনাশ। আমার এখন কিরূপ অবস্থা আমি যে তোমার চরিত্রকে আজ অবিশ্বাস করিয়াছি। তবে আমি আছি। যদি তুমিও পাপ পুড়িয়া যাইব, তবে যদি তুমি ভাসিয়া থাকি, তবে হইবেও ঐ দশা। যৌবনে অভিলাষক না আসিলে মানুষ প্রায়ই কর্তব্য ভুলিয়া হয়।

আদর। মনে আছে কি তোমার আজ বসিয়া মজিরাঠিমান, সংসর্গে মিশিব না। তুমি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে। সংসর্গ দোষ কেমন দেখ। এখনিনে তোমাকে পর করিল।

আশা। দেখ আমি তোমার নয় অনেকেরই ঐ ধারণা, সংসর্গে মানুষ খারাপ হয়। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি যদি আমার কর্তব্য বিসর্জন না দিই, বিবেককে আমাল না করি, আমাদারের আদিকাল উপেক্ষা করি, তবে কে আমায় অবাধ্য করিতে পারে। আর আমার মনে যদি কলিয়াছে, কই আমার সঙ্গে

[illegible] পারে না, [illegible] পারে না। [illegible] আমার বিশ্বাস, [illegible] করিতেছে। [illegible] বাহির [illegible] করে।

আমি। তুমি আমাকে বড় কঠিনহৃদয় মনে [illegible] মনে করে। তোমার [illegible] একটি কোটার আছে বটে; কিন্তু এ বিষয়ে [illegible] ঠিক কি [illegible] নিজের [illegible] বটে কিন্তু সর্বদা মনে করে না কি যে আগুনে [illegible] পোড়ে তাহাতে [illegible] কিন্তু [illegible] প্রথম কুসুমে [illegible] আসে, তখন [illegible] পারে, কিন্তু [illegible] শুকাইয়া [illegible] যে [illegible] আমার [illegible] হইল, এ [illegible] কি তোমার [illegible] তোমার [illegible] অনুরাগ; তুমি [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]

...কটিতে হিমানী-বাহিনী, শীতের কম্প ছিঁড়িয়া, আনন্দ-আবেগে প্রভাতসমীর শাখাটী দোলন করিয়া দিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আনন্দ! বড় আশা হইয়াছে, আমার সকলই যেমন করিতেছে। কাল দিবা আসুক।"

শ্যামাচরণ শয়ন করিলেন। আনন্দ বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসিল, "বাবা, আবার আশা হচ্ছে? জীবনের একটা পরিচয় পেয়েছ? প্রণয়ের একটী আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করনি? শুধু স্নেহের পবিত্রতা যেন তাল করিয়া উপভোগ করিতে পারি।"

আনন্দের দুটী চোখে দু কোঁটা জল। বুঝি, স্নেহের সান্ত্বনা শোনিয়া, দু কোঁটা জল হইয়া চোখে জমিল, ঝরিল না। আনন্দ! তোমার আসল টানিল কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:—

অপরাহ্ণে ডাক্তারখানায়, অন্যান্য দুঃস্থদের, ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা দিবার পরিশ্রান্ত হইয়া শ্যামাচরণের সে রাত্রি কাটিল।

পরদিন আর শ্যামাচরণকে একটীবারও আফিসে যাইতে হয় নাই; সে আসিবার সময় ঘড়ি ধরিয়া তাঁহাকে গাড়ী আনিতে কোচম্যান বসিয়া থাকিত, তুখোড় সিংহ বেহারা নিত্য সে তাঁহার জুতাপায়ে দিতে আসিত।

আজিকার একটী গল্প আছে, সে কেহই তাহা জানিতেন না। সমস্ত জমের পর শ্যামাচরণ একার বহির্দেশে আসিলেন। আজ তাঁহার ছড়িতে চাহে নাই, শ্যামাচরণ বলিলেন, "আজ! আর আমার কাজ না। ছাড়িয়া দাও। আমি আজ শ্রান্ত আমার আর ক্লেশ করিও না। বলিল, "কথা আমার রয়েছে। তুমি যখন মধ্য যামিনে তুমি তোমার জ্ঞান হারিয়াছ, আর আমার কি আছে? তোমার বিবাদ, তোমার

সন্ধ্যা হইয়াছে, গাড়ীর গায়ের আলো জ্বালান হয়ে গেছে, আলোর মধ্যে আলো করিয়া দেখিতে কেমন যায়। শ্যামাচরণ আপনার বাটিতেই ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, "জীবনের মধ্য প্রান্তে আসিয়াছি সায়ং হয়ার,—শিবরাত্রি সুধায় করিবার জন্য কাটাইলাম, পরিণামে এই? মনের যেন কিছুতেই পরিতৃপ্তি আর যাচ্ছে না, তবে উচ্চশিক্ষার ফল কি? সামাজিক কোলাহল সাধারণের সহানুভূতি, মানব চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত, এ সকলের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এত অর্থব্যয়, এত শ্রমস্বীকার, কেবল কতকগুলি শিক্ষার্থীকে তৈরি, সকলগুলি যাইব? এই সমের বর্দ্ধিত জীবন আর কি ক্ষুদ্র ভয়াইয়াছি কিসের কল্পনায় প্রাণের গ্রন্থি বাঁধিবার প্রয়াস পাইতেছি? প্রকৃতির আগুন ছাই চাপিয়া রাখিয়াছি; এ ধারণার মূলে আঘাত দেওয়া উচিত। আমি দেখাইব, যার উচ্চশিক্ষা আছে, তাহার মন একটা সাধারণ পশুর সমান হয় না। প্রবল আকর্ষণে প্রাণ একটু টানিয়াছিল বটে, কিন্তু তার কারণ আছে। সে কখনও আলো দেখে নাই, কেবল জনিয়াছে তাহার চোখে যদি প্রথম আলো আসে, সে চোখ কি করিবে না? আমার ঠিক সেইরূপ অবস্থা। প্রাকৃত পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনে বিজ্ঞানবাদী চোখ সভ্য উন্নত হইত, প্রথম কি সে বিচলিত হয় না? দুরাহৃত কুটীরের আলো দেখিয়া কি সে দৌড়ে না? যার জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, সে সেই আলো ধরিয়া ছুটিয়া খেয়ে যায়; আর যাহার জ্ঞান আছে, শিক্ষা আছে, কর্ত্তব্য-বোধ আছে, সে অবস্থা বুঝিয়া ফিরিয়া আসে।

এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত ডাক্তার ও শ্যামাচরণ আসিয়া, যাঁহার প্রথম হইতে বারণ "একবার একটু যদি ও মেয়েমানুষের চাঁদ ধরাইতে পারিলে হয়" —আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্যামাচরণের কাণে কাণে কি বলাতে শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন, "ভাই, যদি আমার পুত্র হত, তবে তাহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিতাম। তুমি জান না, আমার মনের কি অবস্থা হইয়াছে, যদি প্রাণ দেখাইবার হইত, শ্মশানে প্রতিকৃতি দেখাইতাম। বড় আদরের আদরে

দই নাই, প্রাণ কাঁদে দুটাইয়া দিতে পারিব না। আমরা সময় বাপ-মার কষ্ট ভাবিতে হয়, নিজ-জীবনের স্বেচ্ছাকৃতে তাঁহার ভালবাসা মন্দ লাগে না।"

রামকানাই কথা ঢাকা দিয়া বলিলেন, "আমি ও আর তোমাকে তাঁর বাড়ী যাইবার কথা বলি নে, তুমি অবুঝ, মেয়ে-মানুষের মন জানে ত? তোমার মাসীর ভরসায় গাড়ী করিয়া আসিয়াছে, তোমাকে একবার চোখের দেখা দেখিবে, এই আশা করিয়া আসিয়াছে, সে কথা রক্ষিত করিও না। একবার দেখা করিয়া আসিবে, তাহাতে আর কি? তুমি আসিতে অপমান, ও [illegible] দেখিত না।" বৃদ্ধা রাধা ও ঠাকুরঝি তোমার [illegible] উঠিলেন; আমাদের কি জানি, কেন [illegible] কোনও কথা কহিলেন না, সকলে [illegible] একবার উঠিয়াছিল, কিন্তু [illegible] বোই উত্তর দিল, "[illegible] করিয়া [illegible] আসিবে।"

[illegible] ; আবার [illegible] হইল। [illegible] ঠাকুরঝি ও বৌ [illegible] ; [illegible] বলিল, "আমাদের [illegible] বলিয়া [illegible] ; আমার [illegible] হয়, আমি [illegible] ; [illegible] বলিল। আমি আর [illegible] নাই। [illegible] ; আমার [illegible] ; [illegible] ; [illegible] ;

হইবে, তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কুসুমকুমারী, পরে আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া বলিল, কেবল কাঁদিয়া কেটিয়া সার হইবে।

তারাচরণ আপনার উচ্ছৃঙ্খলতার ভাবে আত্মহারা হইয়া তৃপ্তিপ্রাপ্তি মন ঘটিতে দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প দৃঢ় করিলেন,—কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্যের মাঝে কোনরূপ সুখে দিয়া, ও হইয়া কর্ত্তব্যের পূর্ণতা হইবার কথা বলিতে লাগিলেন; অনাথা জগদম্বাকে, যে কোন পথপ্রদর্শিকার সুখ, যে জীবন বিক্রয় সুখের ধারণা করিতে হইবে, সে জীবনের জন্য নয়, এজন্যের আশ্রয় না লইয়া যে স্বাধীনতার উপরে তুলিয়া, করিবে বুঝিয়া, চিরদিনের নিমিত্ত অনাকর্ষি দিয়া মুক্তির মন্ত্র জপের জন্য কহিল? পার্থিবের প্রস্তুত ছিল, তখনই সম্মতা হইয়া সন্তোষের কর্ত্তব্যের আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। সংসারের তুচ্ছ চক্ষে উচ্চ নীচ সমান হইল। তা হয়। হয় ত কোন সময়ে প্রাণে একটী সাধের স্বপ্ন আসিয়াছিল, সুখের উপর দিয়া কিসের একটা সরল রেখা টানিয়া গিয়াছিল, সাধের সমুদ্র উচ্ছ্বাসিত হইয়াছিল, সেই অবধি প্রাণে একটী সুগভীর ক্ষত লুপ্ত লিপাবা রহিয়া গিয়াছে, মনে হয় না, সে হইবে, আর কখনও হেরা হইবে কি না, যদি এখনও সে স্বপ্নের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা চিত্তক্ষেত্রের পূর্ব্ব কোণে রহে অন্তরে, তাহাকেই নিরাশে কল্পনার দীপ্ত করে, কিসের পরমানন্দে পাইয়া, সাড়া দিয়া, তার উপর ঢলিয়া, কহিবা দিবা, সীতা, প্রাণ, আরও যত কিছু, তুচ্ছতা ও আদি এই। সুখে সে সৌন্দর্য্য নাই, সুখে সে মোহিনী নাই, প্রেমাকর্ষণে যে আকর্ষণ সেই অতুল আকর্ষণ হইতে মন উঠাইতে পারে কার সাধ্য। যাবনিকা আসিতে পারে।

আর তারাচরণের কথাও পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, মন কাকে সাধে সহজে মেলে। তাহার অনুরূপ যোগাযোগ না হইলে তারাচরণের মনের মত হইতে কি? কখন আদর করিল, বাবু কোথায় হারে পর্যাপ্ত না হইয়া আচ্ছা হইতে সাহিত্য করিয়া নিয়াছেন। তার মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তারাচরণ স্তম্ভিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—•—

যিনি মনে তারাচরণের হাসিয়া, কাহারও কাঁদিয়া হয় ত আসিতেও সুখ পরে না, সে আর সুখ চাহে না, আশাও করে কাহারও সুখ করে না, সে আর দুঃখ চাহে না,—সুখে একাকী, দুঃখে একাকী হাসিয়া একাকী কাঁদিয়া একাকী যায়।

তার পৃথিবীর কেমন একটা ধারা, হাসিকান্না চিরদিন সমান যায় না। সুখের সাগরে ভাসিয়া সে অনন্তশয্যায় শুইয়া, আশ্চর্য্য বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখিয়া,—মোহনিদ্রায় অচেতন আছি। স্বপ্নে ভাবে নাই,—কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিকূল হইয়া কখনে এত যন্ত্রের সূত্র আছাইবে। বাসনার পবিত্র স্বপ্নে কোথায় মিলাইবে। বিলাসের অপার কালের মোহিনী-যন্ত্রে অমুক হইবে।

যে মুহূর্ত্তে তারাচরণ লাগিয়া বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল, সুখে মনে হইয়াছিল, সুখের আস্বাদে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হইয়াছে—আর সুখের আকাঙ্ক্ষা নাই, আবার কি? দারুণ পতন।

তখন পরিত্রাহিস্বরে চীৎকার করিতে হয়, —না, সুখ, কোথায় তুমি? তোমায় চাই! তোমা চাই! তোমার আশ্রয়চ্যুত হইলে বাঁচিব না। সুখ কি সুখ ছাড়া দেয়? সে তার কোলিনী মূর্ত্তি ধরিয়া, কল্পনায় চিত্রিত প্রাণ চোরের উপর ধরিয়া, মোহিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সাধিয়া কাঁদিলেও আর দেখা দেয় না।

উপায় নাই। চাহে পড়িয়া ডাকিতে হয়, কো —আ জগদম্বা! এ যন্ত্রণা কি সহ্য হয়?"

মরণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, হাতে তুলিয়া লইলাম, আর একটী মুহূর্ত্তমাত্র,—পৃথিবীর সহিত সব সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়,—বন্ধুত্ব, প্রেম, মান, লোভ চাই, এ সকল জ্বালা আর বহিতে হয় না, শান্তি পবিত্র ধাম লক্ষ্য করিয়া এই চলিলাম। ঐ—যে ঐ—লোকান্তরের উদ্যান রেখা দেখা, কুটীল, প্রেমময় সুখ ঝলিত অধরে মধুর হাসি লইয়া আবার যে ছিল, শ্মশান শোক, কল্পনার স্রোতে আবার ভাসিল

মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর মনে করিয়া তাহার আলিঙ্গন হইতে অব্যাহতি দিল।—হায় রে! আমার মতের ভয় পাইলাম। তাহার হাসি কান্না, সুখ দুঃখ সকলই সংসার সৃষ্টিকর্তা কে জানে, হয়ত সৃষ্টি কি অপূর্ণ। কিছু দিন যায়। সুখের ঘরে দুঃখ হয়, দুঃখের ঘরে সুখ হয়। দিন যায়।

অবশেষে কবির, [illegible] দিন অদর্শনে সে [illegible] থাকিতে না পারিয়া [illegible] তাহার একটী কন্যা জন্মিল না, পাঠক সে বালিকা বালিকা সেই [illegible] বুঝে

[illegible] তিন দিন [illegible] নাই। আবদুল [illegible] পুত্র পাইয়া বাটী [illegible] প্রাণে মহিষী আসার সেবা করিয়া [illegible] সেবায় সন্তুষ্ট আসিতে পারে নাই, সেই [illegible] সেবায় মজিয়া হইয়া তাহার দিন [illegible]

[illegible] তুমি আমি জানি কবি, [illegible] আবদুলে [illegible] সেবায় [illegible] পবিত্র [illegible] [illegible] [illegible]

প্রভাত [illegible] হইতেছে। তুমি পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী [illegible] সাধ্বী নও।

আর এক ভাবিল পতি, [illegible] কেবলমাত্র [illegible] ভ্রাতা [illegible] ভগিনী, [illegible]—ম—ম—ম [illegible]? ছি—ছি, আমি [illegible] আমি না। আমার মস্তকে [illegible] আমার [illegible] আনিবে? আমার [illegible] নষ্ট আমার [illegible] পবিত্র [illegible] কলঙ্কিত পথ [illegible] করিবে? আমার [illegible] সুখ আমার [illegible] হইয়া [illegible] বুকে [illegible] দিবে? তাই। আর আমি [illegible] করিব না, আর আমি [illegible] যাব না। [illegible] ফাটিয়া যায় [illegible] [illegible] [illegible] যাব না; আমার স্বামি। আমার পতি! আমার দেবতা! আমার ইহকাল [illegible] কাল, [illegible] অবলম্বন [illegible]?

সুখদা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

অমর। [illegible] [illegible] [illegible]

ষের আবোধিনী কাজিয়াছে ; এ হৃদয়ে কতই কুপথ
ক্রিয়াছে, কতদিন এমন করিয়া অলিতপদ হইতে,
ন্ধকারে ; আবার তোমার আলোময় ভবিষ্যৎ
ত জান করি, প্রাণের অধিক ভালবাসি, তোমার
লেশ কল্পিত বলিতেছি, ঈশ্বরের অবিশ্বাস আনিও
। আপনার পরিণাম ভুলাইয়া দিও না। ভুলাইলে
ত তুমি, তাঁহার ভীতি-নীতি লইয়া আলোচনা
ছে ?

। আবার। ক্ষুদ্রমতি নারী, তাহার মহিমা কি
ঝিব ভাই ? এ যন্ত্রণা বাহিরে জানাব জগতে
ই। বড় লজ্জার কথা" কথা মুখ দিয়া বাহির
ইল। যদি কখন দিন পাই, সে তরিয়া কাঁদিয়া
জ্ঞানা করিব, কি পাপে আমার এ সর্বনাশ হইল,
ন আমার নয়নের আলো নিবিয়া গেল ? কেন
মার প্রাণের কমল বিদায় হইল ? তুমিও
থিক, আমিও বঞ্চিত, তুমিও কাঁদ, আমিও কাঁদি,
দি প্রাণের বোঝা অল্প পরিমাণেও নামাইতে পারি।

আবার কাঁদিল, সেও কাঁদিল, দুটী সহবাসিক
ণ একত্রিত থাকিল। এ কলঙ্ক-কাহিনী যদি
ন্ত ভূমিতার থাকে, সে বুঝিবে।

দিন যায়। হাসিয়া হ'ক, কাঁদিয়া হ'ক, সুখে
'ক, দুঃখে হ'ক, দিন যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

জগৎ পরিবর্তনশীল। তোমার আমার অপরিবর্ত
হইবে কেন ? তোমার শিক্ষিত জীবন, স্বর্গীয়
ত্রিত্ব, নিষ্কলঙ্ক লোকচক্ষে, নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সাধা
ণের আদর্শ বলিয়া খ্যাত ; সংসারমরুপথে ও
পনাকাঙ্ক্ষে সে উজ্জ্বলিমা তোমায় ভাসিয়া গেল,
দ্বিচরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়া গন্তব্যের পরিবর্ত
ঘটে লাগিল, অবাধিত লোকাচারে তাহাদের আর
লিয়া বোধ হইল, পরিশুদ্ধ ধর্মাচারে তাহারা ঘৃণিত
ধিত।

পারীরিক-স্বচ্ছন্দ নিতান্ত আকাঙ্ক্ষায়, মুখের, পরে
চরিত্রান্তর হইতেছে,—অধিকাংশ পরিবর্তন ঘটিল,—কেবল
এইমাত্র বাকী থাকে। মনে হইল, অরূপ সোনার
বিরল নাই, আমার পরিত্যক্তের মন দিয়া তাহার
অন্তঃস্থল শূন্য দিবার উদ্যম করিব। সহিষ্ণুতার
মহোদয়ের কাপুরুষ সন্ধান করিবার পালা আসিল,
"অনায়াসে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে পারে,
মাথার ঘাম পায়ে ফেলি ?" তাহার অন্তরাত্মা
এই। সন্তান যতদিন অনুপযুক্ত ছিল, আমার
আগাইয়াছি। এখন যখন হইয়াছে, আপনার অবস্থা
বুঝিয়া চলুক। স্ত্রী, এরূপ স্বার্থপর কি আর
দ্বিতীয় আছে ? যতদিন তাহাকে স্বার্থসাধনে ব্যস্ত
করিবে, ততদিন সাধিবে, দাসীর অধম হইয়া
যোগাইবে। বিপদে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে,
ভাল হাতখানা কাটিয়া দিতে পারিলে, দিলে যাবে
একবারও পরখ খুলিয়া দিবে না। আত্মীয়স্বজন
যতদিন আমার বাড়ীতে পাত পাড়িতে পারিবে,
সময়ে অসময়ে যাচ্ছা পাইবে, আমার আসিয়া
হইয়া সর্বস্ব আগে, করিবে, তার পর কে কার
পানে মাথা তুলিলেও চুপ করিয়া দেখিবে না।

এইরূপ কুণ্ডলিত কল্পনার আশ্রয় লইয়া তোমার
সাধের স্বপ্নাসনের প্রতিকৃতি ধ্বংস করিল।

পরিণামে বয়স পঞ্চবিংশ হইল, অন্তরের অন্ত
স্থায়ী হইবার দূর হইয়া গেল, অনায় ব্যাপার কালীর
বরণ হাই পড়িল, অঙ্গের ছটায়, কমলের উজ্জ্বল
বরণ, অধরোষ্ঠের সরলে রেখা বহিল, স্বপ্নাবেশের
উল্লাসে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তখন আমোদ বাসিয়ার
একবার উপায় করিবার মনে—

"বয়া অবীক্ষেত্র, রূপযৌবনম্,
বয় নিযুক্তকাশিনি তথা অবোধি।"

বিক্ষোভদায়ী, নাগরমনোহারিণী, ঈষৎকটাক্ষে, মুখের ভাষা
চরণের কালিমায়, বিলাস লোলুপের পরিবারে উপস্থিত
আমরা তাহাকে দেখিয়াছি।

পাশবহরণী সাধনাটী তার কুবিলে ছাড়িয়া
এমিয়া উঠিলেন। মনে পরিবর্তন, লোকে হাসিল
বলিয়া কতদিন মন হয় কেঁদেছে, মহিমায় ও অন্তরে
উপায় পাইয়ে। একদিন 'সহজে পথ বাহিয়া গন্ত

[illegible] হইবে, ইহাতে সে [illegible] হইয়া শ্যামাচরণ [illegible] বলিল, "তুমি, আমার, [illegible] করিতেছ? তুমি শ্যামাচরণের পৈশাচিক [illegible] দেখিতে চাহিতেছ? প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে! এখন হইতে, সত্য বলিয়া পরিচয় দিয়াই [illegible] আমি পারিব না। সেই মুখ এখন তাহার [illegible] অন্তর্হারিণী মনে হইবে! জীবনের প্রধান অবলম্বন [illegible] বিসর্জন দিতে হইবে।

হীরা আবার সুমধুর কণ্ঠে, পাখীর মতন [illegible] করিয়া গাহিতে লাগিল। শ্যামাচরণ পাত্রপূর্ণ সুরা [illegible] দেখিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ বলিলেন, আর কোথায়? আমার পাত্র [illegible] হীরা তাহার পাত্র পরিপূর্ণ সুরা ঢালিয়া দিল। শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সখার মুখ [illegible] কে বলে, সখার মুখ নাই? তোর মুখ [illegible] তোর আছে? খুঁজিয়া দেখ, প্রতিপদে [illegible] আসিবে। পদে পদে বিপদ ঘটিবে। পদে পদে [illegible] অন্ধকার দেখিতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে মুখের [illegible] ভাবিয়া যাইবে। তুমি কে বলে, [illegible] চাও, তাও পাইবে। যে কেবল [illegible] কাছে সুখ চাহে, সে পায়। যে কেবল [illegible] সংসারে আসিয়াছে, [illegible] পরিবার পালন করিতে [illegible] চিরজীবন আত্মরক্ষা করিয়া যে কেবল [illegible] করিয়াছে, সেই মনে করে, এ [illegible] সত্য, সুখের লেশ নাই। যে সুখ [illegible] করে না, সে কেমন করিয়া সুখের [illegible] উপলব্ধি করিবে?

হীরা বাধা দিয়া বলিল, "কি বলছেন?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, তুমি অতি সুন্দর। [illegible] বলিয়া ডাকিয়াছ। এখন বুঝিতেছি, [illegible] কি মধুর, কি সুখের, কি সুন্দর! আমি [illegible] আমি আর কিছু চাহি না, সব ভাসিয়া [illegible] আমি, তুমি, আমি, তুমি, এই [illegible] হই পড়ুক। তোমার চাই? তুমি আমার [illegible] তোর আমার সকল ভোলাইয়া, আপনার [illegible] দেখাইয়া দিয়াছ। বল, চিরদিন আমার [illegible] করিবে না, আপনি আমার সিন্দুকের, আমি [illegible] হইয়া থাকিব? কখনও পারে ঠেলিবে [illegible] আপনার করিয়া, [illegible] বিপদ

হীরা। বাবু, সত্যের কি? আমি আপনার [illegible] দাসী।

শ্যামাচরণ। হীরা! তুমি দেবী কি,—আমি তোমাকে [illegible] করিয়াছি! আমার সোনার সংসার তোমার [illegible] দিয়েছি। আমার [illegible] পায়ে ঢালিয়াছি,—সমাজের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করিয়া [illegible] সর্বস্ব সার করিয়াছি। বল, তুমি কখন [illegible] দেখ, আমায় তোমার জন্য [illegible] করিতে পারি কি না?

পাত্রমিত্র মহোৎসবে [illegible] টপাটপি [illegible] লাগিলেন। হীরাবাঈ বলিল, "আপনি আমাকে ভালবাসেন, আমি জানি।

শ্যামাচরণ। বড় ভালবাসি, বড় ভালবাসি, তুমি আমার হীরা! আমি তোমায় বড় ভালবাসি। কেহ কখনও কাহাকেও এত ভালবাসে না, এত ভালবাসা কখনও কেহ কাহাকে দিতে পারিবে না, আর কেহ কখনও এত ভালবাসিবার জন্য ব্যস্ত হইবে না।

হীরাবাঈ হাসিল। শ্যামাচরণ [illegible] হাসি এত সুন্দর! অধরে অমৃতময় [illegible] উঠিল; মাধুরী লহরী তুলিয়া [illegible] কুসুমরাজের মোহিনী ছবি সুখ-স্বপ্নের [illegible]

শ্যামাচরণের মনে হইল, "যদি না [illegible] এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তোমাকে দেখিতে [illegible] হইয়া যদি না যেন!"

হীরা বাঈ গান করিল, "আজ যদি [illegible] শরীরে"—

এ কি বিঘ্ন! আমোদে বাধা পড়িল, কোথা হইতে এ আপদ আসিল? শ্যামাচরণের বাড়ীর সর্দ্দার হরিদাস আসিয়া উপস্থিত।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত শ্যামাকান্ত [illegible] চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে তোমাকে আসিতে কে বলিয়াছে?"

হরিদাস সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া শ্যামাচরণের উদ্দেশে বলিল "বাবু! অপরাধ [illegible]

বিপিনের অবস্থা যখন ভাল ছিল তখন হরিদাসের কথা তাহার মনে পড়ে নাই। হরিদাস তাহাকে ভালবাসিত, সে-কথা সত্য। কিন্তু সে ভালবাসা ত কোনো কাজে লাগে না। সে ভালবাসা কি কখনো ভোজ্য পেয় বস্ত্র অলংকার হইয়া দেখা দেয়? সে ভালবাসা কি কখনো বিপিনের ব্যবসায়ের মূলধন জোগাইয়া দিতে পারিত? সে ভালবাসা কেবল পরমুখাপেক্ষী করিয়া রাখে। অসার উপাসনা জীবনের সার পদার্থ পরিপাকে কি দুর্বল ক্ষীণ করে, কে না জানে।

বিপিন হরিদাসকে চলিবার পূর্বেই একদিন হরিদাসকে নিজের ব্যবসায়ের যুক্তিসঙ্গত সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল, "দেখ ভাই, কৃষি আমি যে কেন করিয়াছি, আমার কি সাধ? পিসীমাকোম্পানি দ্বারা অনুগ্রহ তোমার অবশ্যই ঘাপান্তর, টেম্পলের চাকরি তোমাকে নামে আনা হইবে।"

হরিদাস একটা উকীল হইলেন, তিনি বলিলেন, "ভাই, তোমার মোটা মাথায় আর কিছু ঢুকিবে না, টেম্পলের চাকরি আমার দ্বারা হইবে না। বরং তোমার একটা কাজ আমি করিতে পারি।" বিপিন একটা ভারি হাঁফ ছাড়িয়া বলিল।

হরিদাস আর থাকিতে পারিল না, বলিল, "বিপিনদাদা, তুমি যাহাই বলো, আমি তোমার মুখের উপর বলিতে পারি, যে সমস্ত আমি শুনিয়া, লইতে পারিব না। তোমার অভিপ্রায় অতিকায়ি হইয়াছিল, তাহা কে বিলক্ষণ বিশ্বাস করিয়াছি, পড়িয়া গেলে কি হইবে তাহা কিছু বলিতে পারেন। কেমন তাহা বাবু, আপনাকে আমি বিশেষরূপ চিনি, আপনার ভোগের সাহিত আমার খুব আলাপ ছিল; আর মহাপুরুষ, তাঁহার উদ্দেশে আমি প্রণাম করি। আপনাকে কতদিন সামান্য মাসিক দিয়া ভাড়ার ঘোড়ে দাঁড়াইয়া ট্রামগাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছি। সে ব্যবসায়ের বুদ্ধি আর কিছু না, আজকাল, ভদ্রসন্তানের সর্বনাশ করিয়া, বোধ মহাইয়া অর্থ উপার্জন করিবার মতলব বাহির করিয়াছেন। আপনাদের মত কুলাঙ্গার সাধনা মাথায় যা বাঙ্গালার কলঙ্ক করিয়াছে, তাই আজকাল

নাই। এমন সময় আসিবে, এই পাপ কলঙ্ক আপনাকে বিশেষরূপ অনুভাপ করিবে। আপনি কি মনে করেন, সকলে আসিবে বলিয়া ভয় করিয়াছে, পাপপুণ্যের বিচার করিবার কেহই নাই? আমার সাধারণী ভগিনী, পুণ্যশ্রী ছাড়িয়া দিল, সংসারিপ্রবর এত দূর হইতে সরিয়া পড়িল?"

পাঁচকড়ি মনে করিলেন, এমন কি কোনও উপায় নাই, যাহাতে হরিদাসের মাথাটা খাইয়া ছাড়িয়া কেলা যায়। অন্তরঙ্গভাবে বলিলেন "তুমি যে দেখিতে বাড়াবাড়ি সুরু করলে হে। আর একটি কথা তবেই তোমার চোখের মতন ভাব করতে হচ্ছে।" হরিদাস উঠিয়া দাঁড়াইল, "সকল কথা বলিয়া, ছাড়পত্র আনিয়া, মুখের আদর করিয়া যদি প্রাণের মমতা ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি, আমার আবার ঘরের জন্য কি? কখন কাহারও প্রবঞ্চনা করি নাই, কখন কাহার সর্বনাশ করি নাই, সাধ্যমত কখন মিথ্যা বলি নাই, পত্নী মাত্র মত দেখিয়া আসিয়াছি, সংসারে থাকিয়া সাধ্যমত প্রতিপালনে অগ্রসর হইয়াছি, যদি সর্বস্বের হস্তে মৃত্যু হয় মুখুয্যে, আমার সমস্ত অর্থ সদ্ব্যয় করিয়া ভগবান আমায় সুখী করিয়াছেন।"

পাঁচকড়ি। আমি তোমায় কোন কথা বলতে চাই না, তুমি নিজের ঘরে যাও।

হরিদাস। আপনার দেহে কি বহুমাত্র নাই, আপনার কি অন্তর্যামীর শরীর নাই? আপনার কি পুত্রকন্যার মায়া? স্ত্রী, সহধর্মিণী, পাপ পুণ্যের আশা বুঝাইবার জন্যও কাহাকে দেখিতে পাই, নতুবা তাহার প্রয়োজনও নাই। আপনি এমন নিষ্ঠুর, এমন নরাধম, এমন পাপিষ্ঠ যে, এ কথা শুনিলে বাবু বাড়ী যান, আমি তোমাদের করিয়া আমাকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য সাধন হইবে না; আমি যে কাজ করিতে আসিয়াছি, সে কাজ শেষ দিবে এখন পর্যন্ত এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। আপনার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,

...কেশব, তুমি কি মনে করছ, আমরা ... ছুটোর চোটে কাপ কাঁপে দেখে ... করতে পারবো? ইচ্ছামত ... আমাদের নাক চানিয়া পাড়ুকে ... ?

হরিদাস। সরলতা কাহাকে বলে না, এখনি দেখিতে ... ভক্তির দেব-দেবীরা সত্য বিলিক হইতে ... এখন আমার দিনরাত হইতেছে, চন্দ্রসূর্য্য ... ইংরাজের মাথা খুব কম দেখিতে ... যায়। তা বাবা, মনে করিবেন না, পর-... কেহ বড়াইতে পারিবে। সাধনী ... ও হিন্দুর পবিত্র গলাজল ও তুলসীর ... দেব দেবী। আপনি দেবীর বাসনা ... করেন, সে বাসনা কুরাইয়া উঠিতে পারিবেন না। ... আপনার সমস্ত বই বড় করিয়া সভাতল বাঁধিয়া ... খণ্ড ও কেহ বিজনঘরোয়ণ হইতে হইবে।

মুখের উপর চোটপাটি জবাব পাইয়া শ্যামাকান্ত মনে মনে স্থির করিলেন, আপাততঃ এ রাত্রে ... করিয়া চওয়াই সঙ্গত। প্রকাশ্যে বলিলেন, ... তুমি চরিবাস, তোমার ও অভক্রতার বিষয় আমি ... পারিবে। আমার আর কোন কথা নাই। ... তোমার বাবুর কাছে যাহা বলিতে আসিয়াছি, ... বলিয়া যাইতে পার।"

হরিদাস উত্তর করিল, "উত্তম কথা আমিও তাই ... এখন হইতে অধীনের প্রতি এই অনুগ্রহটুকু ... করিলেই যথেষ্ট হইবে।" শ্যামাকান্তের দিকে পশ্চা ... ফিরিয়া ডাকিল, "বাবু বাবু, উঠুন, একবার উঠুন, ... বাপার আসিয়াছি, শুনুন, আপনার অবশ্য ... বলিয়া আমায় বলিতে উপদেশ করিয়াছেন।"

শ্যামাকান্ত কমলার কোলকাননের পুষ্প হইয়া ... হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তার ... বলে, একটা পরিচয়ের, "বাবু" "বাবু" ... আসিতেছে। ভক্তি-পরিবর্ত্তে কাহাকে ... কোন সাগর হইতে কাপিয়ে আসে ... বলিল, "আজ্ঞা, আমি হরিদাস। কি ... বলিতে পারেন?

হরিদাস। পুত্র জীবনের সুখ সুবিধার জন্য ... বিসর্জন দিতে পারিবে? আচ্ছা, তুমি আমার ... অধিকারী হও, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ... নাই। তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, ... আমার কাছে আর আসিও না, আমার মুখ আর ... না, আমার কোন কথার আর থাকিও না, ... সংসার ও সংসারের সুখ আর চাহি না। সংসার ... করিতে পারি না। সংসার ছার—... ছার। আর ভুলিয়া থাকিব না, মুক্তপথ ... পাইয়াছি, ঠিক স্থান ধরিয়াছি, মজিয়াছি, ... সার করিয়া আসিয়াছি। আমার সব ছিল সব ... ভুলিয়াছি। তুমি কে? তুমি কেন আমার কাছে ... আসিয়াছ তোমার সহিত কি সম্বন্ধ?

হরিদাস। ছি ছি বাবু! আপনাকে কি বলি ... বলিবার কিছুই নাই। আমার ডাক ছাড়িয়া ... কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে। আপনার উপর কত ... আশা ছিল—আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সভ্যসমাজ ... তোমার সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, দেশের ... উপকার করিবেন, হরিদের দুঃখমোচন করিবেন, ... আপনার পরিচয় এই। দেশোদ্ধার মাতাকে ... সাধারণে পরিচিত হইতেছেন, আপনার অনুকরণ ... হারাইয়া পিতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছেন। শিক্ষিত ... জীবন লইয়া আপনারা যদি চরিত্র নষ্ট করিবেন ... আমরা মূর্খ, ভাল মন্দ বিচারের জ্ঞান নাই ... আমরা করে কি করিব?

শ্যামাচরণ। কিছু পাইয়া মরিতে, পার কি ... করিবে? হরিদাস, তুমি মনে করিয়াছ, আমি ... আমার বন্ধুবান্ধব চাকরিয়া পথে বসিয়াছি, ... আপনার কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া পিতৃকুল ... কলঙ্কিত করিতেছি, আমার বুঝাইয়া থাক, ... সাধে আমি সমাজের ঘৃণ্য হইয়াছি? দেখ, পৃথিবীতে লোক দুদিনের জন্য, এই আছে, এই নাই, ... তাহার মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকিব? আমার ... সমাজের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিব? আমার ... হরিদের জন্য আপনার স্বচ্ছন্দকে পরাধীন করিব? ... আমার পর? যাহার জন্য লোকের অপ্রিয় হই ... আমার বোঝা বহিবা, আমি অভিমান ... [illegible]

করিয়া পুরাতন বাটীর ভাঙ্গা ঘরে প্রবেশ করিলাম, আপনার সাধের হাট পড়িয়া রহিল, সেখানে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার মনে একবারও আকাঙ্ক্ষা হইল না। পুরাতন বাটীর ঘরে ঘরে, ছাদে ছাদে, আমার ছেলেবেলার কত স্মৃতি জড়ানো রহিয়াছে, সেই সকল স্মৃতি আমার হৃদয়ে কোনো চাঞ্চল্য উপস্থিত করিতে পারিল না। আমার হৃদয় তখন একেবারে মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, সেখানে কোনো রসের সঞ্চার হইবার উপায় ছিল না।

বাটীতে আসিয়া আমি একটা ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। কাহারো সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হইল না। সন্ধ্যার সময় মা আসিয়া আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন, "বাছা, কি হইয়াছে তোমার? অসুখ করিয়াছে?" আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "না মা, অসুখ করে নাই, আমি ভালো আছি।" মা বলিলেন, "তবে তুমি এমন করিয়া শুইয়া আছ কেন?" আমি বলিলাম, "এমনি শুইয়া আছি, আমার কিছু ভালো লাগিতেছে না।" মা বলিলেন, "তবে তুমি কি আজ আহার করিবে না?" আমি বলিলাম, "না মা, আজ আমি কিছু খাইব না।" মা বলিলেন, "সে কি কথা! সমস্ত দিন কিছু খাও নাই, এখন আহার না করিলে কি চলে? কি খাইবে বলো, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিতেছি।" আমি বলিলাম, "না মা, আজ আমি কিছু খাইব না, আমার ক্ষুধা নাই।" মা বলিলেন, "সে কি কথা! ক্ষুধা নাই বলিলে কি হয়? তুমি কি আমার কথা রাখিবে না?" আমি বলিলাম, "না মা, আজ আমি কিছু খাইব না।" মা বলিলেন, "তবে তুমি কি আমার মাথা খাইবে?" আমি বলিলাম, "তাহাই খাইব।" মা বলিলেন, "তবে আমার মাথা খাও।

[illegible] কোথায় [illegible], কাহার [illegible] ? [illegible] আমার [illegible] ? [illegible] আমার [illegible] ? [illegible] আম

গেছিলাম, বাহির প্রদেশের একটা হাসপাতাল বড়ই [illegible] পাওয়া যাইত, সেখানে-সবস্থানীয় অনাথাদের পক্ষে প্রাণে দুটিয়া খুব তাড়াতাড়ি সুস্থী হইতে পারিতাম, —কে জানে, সে জীবন কেমন ? যাহোক—কি—হইবে।

চোখ বুজিয়া সুন্দরী বলিল, "আমার ! যদি [illegible] হয় বুঝিব, থাক, কাজ ; আর ত সময় পাইবে না। কে বলে, চোখে কান্না আসে ? কান্না আসিবার সুখ নাই। যে কাঁদিতে শিখিয়াছে, সে আর হাসিকে চাহিবে না। কাঁদ, অমর ! প্রাণ ভরিয়া কাঁদ ! আমার কাঁদি। বুকের বেদনা নামিয়া যাক্, মনের যাতনা দূর হউক। শান্তির মধুর কোমল স্পর্শে কলঙ্কিত করুক। পৃথিবীর সকলে এসেছে, সংসারের আর্দ্র-অভিত আনন্দ হাসিবে, সেই দিন—দেখাতে যাইতেছ। তোমার তোমার আমার কেহ [illegible] না, তোমার সুখীর প্রেমে কেহ মজিল না, তোমার ভাগ্যের বন্ধের কেহ [illegible] না। তোমরা কবি, কাব্যের পথে আমার পরীক্ষা করিতেছ, তাহার আদর্শের ধন বৃত্ত, চোখের সমীর—অমর—অভিনব—তরুণার আত্ম-সমর্পণ করিয়া সুখ-দুঃখের পার্থিব দুনিয়া যাক, সেই তোমার পরীক্ষা। পরম সুখের পথে দাঁড়াইয়া, আমার বক্ষের প্রাণিনী কয়। তবু ত আমার দেখা হইলে হইতে পারে।"

অমরের চক্ষে জল—অভিনব মোহে সুন্দরীর মুখপানে চাহিয়া আছে। আবেগ ধীরে ধীরে কমে কমে আসিতেছে। আবার বলিল, "সে জানে আই ; আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। চোখের উপর দিয়া যেন কত আলো ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। কপালে যেন বৃশ্চিকরী বীণার ঝঙ্কার তুলাইয়া দুঃখ-যুগান্তরের মধুর স্মৃতি জাগিয়া দিতেছে ; কাণে কাণে কাহারা যেন বলিয়া আছে। আমায় কোলে করিতে চায়, বুকে রাখিতে চায়,—অভিমান, আব্দার, কলহ, সন্তাপ ফেলিয়া দিতে বলিয়া যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। আমার উলাসে যে আমার কত আপনার !"

সুন্দরী ভুলিল, ও সকল প্রলাপ নয়,—মৃত্যুর সূচনাকণ।

অমর কাঁদিয়া বলিল, "সুন্দরি ! আই ! অমর [illegible]

হারাইলাম। আমাদের কেহ নাই, আমার আপনার সহায় যাহা, আমার শোক-তাপ সহিবার সময় কই ? [illegible] কেমন করিয়া তুমি [illegible] দিলাম,—এখনও স্বামি-সাধনের সংসারের উপর [illegible] দুটি পাইতেছ, কে [illegible],—পক্ষিসেবা করিয়া, পাঁচের [illegible] মজিয়া সুখী হইতে পারিতাম। অত সুখ [illegible] কেহ কখনও উপভোগ করে না। সুন্দরীর [illegible] আঙন জ্বলিল ; সুখ, সম্পদ, প্রেম, বিলাস সব [illegible] হাই হইয়া গেল, সাগর-তরঙ্গে সব ভাসিয়া গেল। একে একে সব যায়। সুন্দরি ! ভাই ! আমার বুকটায় হাত দাও। আমার বুক যেন কে চাপিয়া ধরিতেছে। সর্বাঙ্গ দিয়া আগুন ছুটিতেছে। আমার প্রাণ যায়।"

সুন্দরী অমরের পায়ে হাত দিয়া দেখিল,—বড় উত্তাপ। প্রতি লোমকূপ দিয়া যেন অগ্নিস্তর বাহির হইতেছে। অমরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বুঝিল। ডাকিল, "অমর !" সাড়া নাই। অমর অচৈতন্য।

সুন্দরী ভাব ছাড়িয়া উঠিতেছিল,—তখনই মনে হইল, চিকিৎসা অবশ্য হইলে বিপদ কাটে বই কমে না। কাঁদিবার সময় অনেক পাইবে,—এখন চিকিৎসা করাইতে সব দাঁড়াইবে। এমন সময় ইংরাজ ডাক্তার, নতুবা আর একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আসিলে উপযুক্ত হইত। সুন্দরী রোগীকে সামলাইয়া দিয়া আপনাকে সামলাইয়া বসিল। ইংরাজ ডাক্তার রোগীর পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজের বাঙ্গালী বাবুটি সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রোগীকে কিরূপ ঔষধাদি খাওয়ান হইতেছে ?"

সুন্দরী উত্তর করিল,—"অল্পো হো।" বাঙ্গালী বাবুটি আবার বলিলেন,—"দেখ, তোমাকে আর একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, রোগীর পক্ষে ছুধ ছাড়া আর একটি জিনিষ যেন প্রবেশ করিতে না পায়। তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।"

সুন্দরী। আপনার উপদেশমত সকল কাজ করিতেছি—বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। ডাক্তার বাবু, আমার একটি অনুরোধ আছে। আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এই অনুরোধটি রক্ষা করিতে হইবে। রোগীর [illegible] পাগলিনীর মত হইয়া তাঁর বুকে

হরিরাজ

(ঐতিহাসিক ঘটনামূলক বিয়োগান্ত নাটক)

"I could a tale unfold, whose lightest word
Would harrow up thy soul ; freeze thy young blood ;
Make thy two eyes, like stars, start from their spheres,
Thy knotted and combined locks to part,
And each particular hair to stand an end,
Like quills upon the fretful porpetine"

(Hamlet ; Act I. ; Scene 5.)

নাটকের পাত্রপাত্রীগণ।

[illegible]	কাশ্মীরের যুবরাজ।	শীলেখা	রাজমহিষী।
[illegible]	ঐ সখা।	সরেবা	রাজকুমারী।
[illegible]	সেনাপতি।	ললনা	কুলপুরোহিতকন্যা।
[illegible]	প্রধান সামন্ত।		(হরিরাজের সহিত বিবাহপণে বদ্ধ)
[illegible]	সৌরাষ্ট্র-রাজ।		
[illegible]	কাশ্মীররাজের মন্ত্রণাকারী ঘটনেক ব্রাহ্মণ।	মণিমা	জরাকন্ধ-পত্নী।

দূতী, বান্ধবগণ, ব্রাহ্মণগণ, সৈন্যগণ, কাশ্মীররাজের প্রেতাত্মা, সখীগণ, পরিচারিকাগণ, নর্ত্তকী ইত্যাদি।

হরিরাজ।

—o—

প্রথম অঙ্ক।

—:o:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কাশ্মীর নগর-তোরণ।

(দুই জন প্রহরী ও রামমান)

১ম প্র। দেখ্ ভাই, আজকের রাতটা কি অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। একে অমাবস্যার রাত—আবার এই দুর্যোগ; রাতটে যদি ভালয় কেটে গেলে বাঁচি।

২য় প্র। সত্যি ভাই, আজকের পাহারা বড় শক্ত নয়। আমার গাটা কেমন ছমছম্ কচ্ছে।

১ম। চুপ কর্ তো রে—কে একজন আস্‌ছে না?

(দধিমুখের প্রবেশ)

২য়। কে ও—উত্তর দাও।

দধি। (কে ও, বীরবর? কে বলে তুমি বহির্বিমুখ! তোর আজিকের এমন সতেজতার ন্যায় হচ্ছে। দেখো, যেন পরীক্ষা নিও না।

১ম প্র। বলি ভাই ব্রহ্ম, পাগলা ঠাকুর। বিশ্বস্ত ঠাকুর! তুমি এই দুর্যোগে এত রাত্রে কোথায় যে?

দধি। রাজরাজেশ্বরের কর্ম্মে! আরেই তো, ঘুরে বেড়াই আমার একটা রোগ।

২য় প্র। রাজকুমারী কি মহারাজীর মন্দে গেছেন?

দধি। ব'লে যাও—ব'লে যাও। আমার এই একটা মুখে তো, এতগুলো কথার জবাব কুলোয় না। আর ভাই জবাবই বা দেব কি? রাজা—রাজকার কি কিছু ঠিকানা আছে? সবের উপর আনাগোনা। যুবরাজ ঘুমিয়ে—ইচ্ছা হয়নি। রাজকুমারী সঙ্গে গিয়ে থাকেন—তাও ভাই।

১ম প্র। সেনাপতি ম'শায়কে মহারাজ যত্ন বিশেষ করিবার কারণ কি? তা ত' হবে, সপরিবারে তাঁর প্রত্যেকেরই আমাদের ভালবাসার বড় ঘটা।

২য় প্র। স্বাভাবিক, সেনাপতি ম'শায় সমস্ত রাজপরিবারেরই প্রিয়পাত্র। মহারাণীর ত'কে বিশেষ স্নেহ করেন। আর স্নেহ পাত্রিক রাজকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। এমনটা সচরাচর লোক প্রায় দেখা যায় না।

১ম প্র। তা সত্যি, সেনাপতি ম'শায় কাশ্মীরের বাসী কারো পরিচয় নয়।

২য়। কাশ্মীরের সমস্ত যারা সরল পোষা ভাবে। হেরে ওকে কোথায় কাকে ছাড়ে সে বিচার? ওদের হাতে একটি হেরে, হেরেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

দধি। কেন, কুঁইটা কোথে,
ওদের পরিবারে কেন।

...কক্ষে প্রস্থান, মনে বড় তোষামোদ করিলেন,
...ধীরে
...ধুলি মুছি শুচি অঙ্গ সহাস্য বদনে।
...মনে লাগি অজস্র-ধারায়
...হাসায়, পরে রোদায়
...ধরি ধরা করে।
...ধীরে ধীরে বলে—
...বিকল পরাণ তোমারে পেলে।
...বল বল, কত দিনে কহিতে মিলন ?
...ধীর ভাবে (স্বগত মানিক আমার—
...নিমেষের বিলম্বের দিন।
...দিনে অপরূপ-রূপে
...বাঁধিব তোমারে বালা !
...বিরহের জ্বালা
...মিলিব যে মধুর-মিলনে।
...বৃন্তে দুটি ফুল ফুটিব সোহাগে।

(ধীর সাহিত্তে সাহিতে সখীগণের প্রবেশ)

...। (গীত)

ফুলে কোরেছো ফুলবাসনে।
...বঁধু হেরনে—মন হরি তোমারে।
...ভ্রমর-সমীর করে আকুল মোরে॥

* * *

...বঁধু আমি অতি অকুল পাথারী,
...তরে তোমা বাঁধবো হৃদে।
...প্রেম-ডোরে সদাচাঁদ
...প্রেম দে গো হে কুসুমে।

* * *

...পেয়েছি হৃদে কুসুম-হার,
...পরাও প্রাণের সখা সাধের,
...লুকাইতে নাথ, তোমার সাথে যাব,
...মন্ত্রমত্ত তোমা পেলে নয়নে।

(পরিচারকের প্রবেশ)

...। যুবরাজের জয় হউক। মহারাজ সায়ন্ত
...থেকে ফিরে এসেছেন, বিশেষ প্রয়োজনে
...একবার শীঘ্র দিব ডাকছেন।
...। কেন কি কারণে শ্রীহস্ত প্রধান

...। দুরন্ত ! কেন হঠাৎ পিতার স্মরণ
...। মহারাজ। বড় প্রয়োজন।
...। যাই। যাই আমি।
...। এস সখি।

(সখীগণের পরিচারিকার প্রস্থান।

কি হেন বিশেষ কার্য্য মহারাজ-সভাতে,
যাবামাত্র ডাক হ'ল মোরে প্রধান ?

(কুমারের প্রস্থান)

...। যাবে তো সাবধানে।
...।
...। কত ভাবনা !
...। কুমার। কেন কর ভাবনা,
আমরাছি তোমার রক্ষার নিমিত্ত।
হে ধীমান্।
দূর কর ভয়, তোমারি সহায় আমরা।
...। ধরেছে না ধরে আর—
...ধরা—ধরিতে পারে।
...। ছিছি উন্মত্ত-পিতার ভগ্ন নাস্তিক বাদ।
...। ভয় কিবা ধরিলে ধরণ,
পিতা নহে বিপদ কারণ ?
পাবে তাঁর সাক্ষাৎ প্রধান।
বল বল কিবা ভয় তাঁর ;
পিতৃজনে ভক্তি—পিতৃসেবা অপূর্ব্ব আরাধ্য।
নিত্য এ জীবনে,
প্রাণ যায় যাবি যে আমার,
আত্মহত্যা মহাপাপ আমার—
কাঁপা দিব সলিলিনীরে।

(সকলের প্রস্থান।

...। স্থির হও, স্থির হও, তোমা যাও যুবরাজ।

(সবেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণাগৃহ।

ধিক্কার শতধিক্কার তোমারে হে কাল,
অতিরিক্ত সুখে—
যার তরে করেছিনু রাজপুত্র—
সেই মহাজন বিপদ-কণ্টক আজ!
শূন্য সিংহাসনে—নাহি আর যে মহিমা,
প্রজাগণ কাঁদিছে কাঁদিছে,
প্রতি ঘরে বিলাপের ধ্বনি।
নাহি জানি—
কি কুক্ষণে রাজপুরী ত্যজিলা কুমার—
অকালে পড়িল খসি কুবলয়-শিখর!

রাজা। সচিব-প্রবর! বেদনার নহে এ সময়,
তাই আছি স্থির হ'য়ে!
যে যাতনা হৃদয়ে আমার
নাহি হয় বর্ণনা তাহায়।
জীবন আমার জ্ঞান হয়।
হতভাগ্য কেবা আছে মম সম?
অন্ত পুণ্যফলে নিজাগার পাইনু কুমারে,
যথাসাধ্য আয়োজন করিনু সেবার।
দুর্ভাগ্য আমার—সাধে বাম ঘটিল বিধির।
হায়! হায়!
মম পুত্র নরনাথ ত্যজিলা জীবন,
মৃত্যু কেন হ'ল না আমার?

মন্ত্রী। সুধীবর! বিলাপে কি ফল আর,
ঘটিয়াছে যা ছিল বিধির মনে।

(কুলগুরুর প্রবেশ)

কহ গুরু সাধুজন-প্রধান!
কিরূপে কুমারে শুনাইলে মর্ম্মবার্ত্তা তব?

কুল। প্রাণে পাই ব্যথা, শুনাইলে সে বারতা!
বালক যেমন শুনি, মেঘের গর্জ্জন,
সরলা কাঁপিয়া উঠে,
চৌদিকে ছুটে অনন্তীর চোখে,
তেমতি কুমার করি রাজকাজ,
উষার বদন মলিন হেরিলে।
শুনিলা যখন—
প্রকাশিল পেটকের আকার।
অঞ্জলে বহিল প্রবল প্লাবন—
আবরিল মুখ কুমার।

কুল। ধৈর্য্য ধর রাজা—ধৈর্য্য ধরিতে সকলে
পাবে দেবের হ'ল আদেশ।
অন্ধ দুই নয়নের তেজ,
বিধাতে নিশ্চয় ছাড়ি অধিনী কুমার,
"আমারো সন্তান আছি যাঁর,
পিতৃশোকানল ঘটিল মোর আগে।"
সাবাস হইয়ে দিনু আশীষে
অন্তিম কর্ত্তব্য ক্রিয়া তাঁর;
পুনঃ অন্তর্ধান হইল নয়ন-গোচরে।

রাজা। আহা! কঠিন বিধান এই বিধির আমার।

মন্ত্রী। যুক্তিসিদ্ধ নহে এ বিধায়।
সবে মাত্র খুল্ল সিংহাসন,
তাহে রমণী-শাসন—
রিপুগণ পাইবে আস্কার—
রাজ্যময় ঘটাবে প্রমাদ।

রাজা। না না,
অন্ত মত নাহিক আমার!
ধিক্কারিত তার অবশ্য বুঝিতে হবে।

মন্ত্রী। চল সবে, রাজ্যময় দিই গে ঘোষণা,
শুভক্ষণে শুভলগ্নে পৌর্ণমাসীদিনে
যুবরাজ বসিবেন রত্নের আসনে।

(প্রস্থান)

রাজা। বৃথা আশা!
মম-আশা না পূরিবে মোর!
আশার কুহকে পড়ি
কি কব লভিনু কত ব্যথা!
মনসাধ মনেতে বিলয়—
লাভযোগ—উদয় কখন!
বুঝিবেন্দু বাঁচিতে না পারি,
আসন্নে শিরায়—
কেহ যদি চাহে মোর পানে!
কি কুক্ষণে—ও কি?
দেখে কি আমিরে দেখা?
পলকে কুহক অন্তর্ধান!
"সাবাস বীরের যোগ্য কাজ"
কেন কি দেখিনু?
কেন কি শুনিনু?

কি আবশ্যক বধা,
স্বপনেও নাহি তবে অনুমান।
কি কুক্ষণে মোহের ছলনে
বাঁধিনু দিনু সাধের সাধনে?
কোথা পাব ফিরে
জীবনের পূর্ব্বশান্তি মোরি?
ফিরিবার নিবার কে রহে?

[প্রস্থান।

(মন্ত্রিপুত্রের প্রবেশ)

মন্ত্রি। হা ঘটাই ত—রাজা সিংহাসনে না বসলে মনোমত হবে কেন? দেখছি এর ভেতর একটা আছে। আমি ভেবেছিলেম সোজাসুজি, এখন দেখছি বিষম ত্রিভাবিভি। না—তর্কে তর্কে জিতে হবে, কোন্ যখন এতদূর গড়িয়েছে, তখন তোমরা মর পার। আচ্ছা মজা হবে। একটা ঘাপ মারতে দাও—বড় একটা সঙ্গ ছাড়ছি নি। আমি তাই বলি, রাজ্য উৎসবে এত কেন অনুরাগ? অন্য যেতে মহারাণীর কত সোহাগ। ওঃ বাবা! এর ভেতর এত তাগবাগ!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

কক্ষ—শ্মশান।

(নিতাই ও সৈন্যগণ)

নিতাই। হাঁ হাঁ! সাবধান মুর্খগণ!
একদিন যাঁর ভ্রূ-ভঙ্গে
সমস্ত ভারত সভয়ে—
মহাপিরে মানিত শাসন,
অদ্বিতীয় যে রাজন্ নায়ক বরায় আর।
ঐ কি নিষিদ্ধ চিতা
পিতা! পিতা!
কোথা গেলে কেলে অভাগারে?
ভাগ্যের ছলনে কি ঘটনা ঘটিল,
যে মহত্ত্ব ভুলিয়ে কেমনে
এল ধরা ঘুচাও বিষাদ,
হেরে অবোধ জীবনে আমার।
ওহো—চিরকাল হয়েছি আমি।
কোথা পিতা—কে দিবে উত্তর?
চিতানল তাঁরই প্রমাণ তার।

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

যাও সবে শিবিরে ফিরিয়া,
আমি আসি শ্মশানে সবার।

(সৈন্যগণের প্রস্থান

এই ত শ্মশান—
মানবের চরম বিশ্রামস্থান।
কত জীব আসে,
পুনঃ পথে আসিছে অনন্ত তালাসে।
খেলাধুলা দু'দিনের তরে,
কালচক্রে ফেরে পরমায়ু শেষে
ডুবে যায় অনন্তের কোলে।
তবে কেন মোহের বন্ধন?
আত্মীয়-স্বজন
পরস্পর কেন বাঁধা প্রেমের নিগড়ে
এ কি ভিন্ন বিধাতার?
বার বার দেখে এই শ্মশানের
ভাসে আঁখি যবে,
কেন প্রাণ কাঁদে তার তরে?
বুঝিতে না পারে,
কেঁদে শুধু কাঁদে নিরন্তর।
তার মত স্নেহময় পিতা!
ভুলি সকল মমতা চলি গেলা স্বর্গপুরে।
দেখা আমি পাব তাঁহার,
স্মরি নাম তাঁর,
কাঁদিতেছি আকুল হৃদয়ে।
অজ্ঞানে প্রবের বশে—
কত দোষ করিয়াছি পরে,
যাচি নাই কখনো মার্জ্জনা।

কথা ভিক্ষা মেগে লব পরে।
পিতা! পিতা! দেখা দাও একবার!!

(চিতাভস্ম হইতে কাশীশ-পতির
প্রেতাত্মা প্রকাশ)

ও কি! ও কি!
এ কি দেখি সম্মুখে আমার—
ভাসায়ে ধিক্কার কারাময়!
পোড়ায়ে শুকায় ফেলিয়ে ভীষণ ছবি!
কেন বৈদ্যা যে কথা সে কথা—
কোন্ কাযে আগমন তোমা সবা?
কথা কথা কও—
এ কি হাহাকার?
এ কি? পিতা! মহারাজ! কাশীশ-ঈশ্বর!
কাঁপিছে অঙ্গ,
ঘোরে ঘোর নরকের দোলায়।
এ কি বিপদের ঘোর—
ফিরিবার ছোর আবর্ত্ত জানি।
এই ত হেরিনু পিতা অনল-শয্যায়
রাজসের শয়ান চিতায়,
অগ্নিরাশি ধূ ধূ করি জ্বলিছে চৌদিকে।
পুনঃ কোন্ কুহকের বলে
হেরি কাযময় সম্মুখে উদয়?
সুধার তনয়—কৃপায় উদয় বার বারে।

প্রেতাত্মা। বৎস রে!
আমি রে জনক তোর।
কিন্তু আর নাহি কাযময়,
ছায়াময় প্রেতাত্মা এখন।
আগমন—জানিতে সংবাদ তোরে;
শোন মন দিয়ে না অধীর!
যে কাহিনী করিব বর্ণন—
কণামাত্র করিলে শ্রবণ,
কণ্টকিত হবে তব কলেবর।
লোমকূপে ঘুণিত পেশিবে,
স্তম্ভিতা শকার্যা ভূলিবে,
শোণিত-প্রবাহ
বহুসা নিথর হবে নির্দ্দয় আঘাতে।
হবে মনে প্রতিফল—
অনন্তসাগরে মিশে নাই প্রাণ মোর।
নরাধম হিংসার পাতক বলে
ফুরায়েছে জীবনীলা মোর।

হরি। সে কি জনক?

প্রেতাত্মা। সে পামর—
বিষবানে নাশিল আমারে।
নিরস্ত্র-ভূপে ঘাতকনিয়া নিজবাসে,
নরহত্যা—রাজহত্যা—অতিথি-বিনাশ—
এককালে করিল দুর্ব্বার;
নাহি তাহে ক্ষতি।
কিন্তু হায়? কি কব তোমায়—
কথা না জুয়ায় জানাতে ভীষণ কথা।
আপনার জেনে প্রাণ-ধন
যার করে করিনু অর্পণ,
হলাহল দানি তার প্রাণে
বিষময়ী করিল তাহারে।
উগারিয়া কালকূট
সে রমণী—কালকূটবিনী—
দংশিল আমায়—
তাই আজি প্রেতাত্মা দশায়
তবি আমি অনন্ত যাতনা সহি।

হরি। পিতা! পিতা! বুঝিতে না পারি,
কহ কথা কাহার উদ্দেশে।

প্রেতাত্মা। জননী তোমার।

হরি। দ্বিতীয়ম হ'ল হারমার!
বজ্র! বজ্র! কোথা বজ্র এ সময়!
জ্বালাময় ছড়াও চৌদিকে,
দে আগুনে ভস্ম হ'ক পাপ কলেবর!

প্রেতাত্মা। পাপীয়সী পিশাচের সনে মিলি,
বিনাশ-মন্ত্রণা মোর করিল গোপনে,
নির্ব্বিবাদে বাস্তিবার করিতে সাধন।
সবে জানে, সেই-দুরাচারে
অসুর-সমান পালিনু আপন করে;
প্রতিদান উপযুক্ত দিল তার—
ছি ছি পিশু এই কৃতঘ্ন সংসারে!

হরি। স্বরব নিলকে—
আর কারো সনে না পরাণে।

প্রেতাত্মা। সহিও না—সহিও না আত্মাপরে!

স্বপ্নমোর কঠিন ভাবাও
কথা কহ—নীরবতা ভরি দে চঞ্চল-তর্পণ।
কিন্তু জানিও মাতারে তব।
কর তব কলঙ্কিত—
না ভরিও জননী-গোপিতে।
পাপের কণ্টক দিয়ে ফুটুক হৃদে,
পুত্র ক হৃদয়ে এ অমৃতাস্বাদে—
শত বৃশ্চিকের জ্বালা পুরুক মরমে।
বৎস! বিদায় এখন
এখনি প্রভাত আসি দিবে দরশন,
গত যেই কাল,
সে আলোকে নাহি তার অধিকার
তাই—যাই আমি ভুলো না পিতারে।

(প্রেতাত্মার অন্তর্ধান)

ধরি। কোথা স্বর্গ! কোথা মর্ত্য,
নরক কোথায়!
ছি ছি, বৃথা হয় এ জীবনে।
ধীরে—ধীরে কর আঘাত হৃদয়
শিরা গ্রন্থিচয়, ছাড় কর বন্ধন নিচয়—
বল নাও এ বেগ ধরিতে।
পিতা! ডুলিব তোমায়?
পারিব না—পারিব না—জানিও নিশ্চয়,
একদিন ক্ষণিকের তরিবে আমায়,
মুছিল হৃদয় হতে অতীত ঘটনা—
পড়াশুনা ভাবনি ভুলায়,
যৌবন তোমায় কিনা করেছি অর্জ্জন,
বিসর্জ্জন দিয়া সকলি।
হৃদয়ের তরে স্থান করিব অক্ষয়ে
দেখা যবে অনুতাপ তোমায়।
অন্ত চিন্তা অবসান আজি হতে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজাঃপুরস্থ কক্ষ।

(রত্নাবতের প্রবেশ)

রত্না। চিন্তাকুল মন
শান্তিলাভ না করে কখন।
অনুক্ষণ দহিছে হৃদয়,
কত চিন্তা জাগিছে অন্তরে আজ!
ছি ছি! কলঙ্কিনী দিয়ে আজ
হেন কাজ করিনু হেলায়,
এ জগতে প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার!
ভাবি যার যার অত্যাচার বৈরনীতা মোর
অন্তরের প্রায় সব সমাধিত কায়,
পরশনে চমকে হৃদয়!
কেহ যদি আসে মোর পাশে,
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
মনে হয় জেনেছে সকলে!

(ভাবিতে ভাবিতে)

ভবিষ্যাম মনে—
শ্রীলেখা বসিবে সিংহাসনে,
অবলম্ব বুঝিয়া লোকেরে
হরিয়াছে পাষণ্ডের পদে সঁপে,
লোকে জানে প্রজাগণে করিবে আমায়!
শ্রীলেখারে লয়ে সুখে কাটাইব কাল;
সে আশা দিলাম—চলিলাম তিলক সমরে।
আগে কে জানিত, অবশেষে শ্রীলেখারে
বালক কুমারে বসাইবে শেষে সিংহাসনে?

(পরিক্রমণ)

(শ্রীলেখার প্রবেশ)

শ্রীলেখা!
ফুরাল সকল আশা—বাড়িল পিপাসা—
শেষে দুরাশা নাগরে ভাসি।
পূর্ণ সুখ সিংহাসনে,

অতীতের আর কি পড়িবে মনে?
মিলে দুই জনে যে কয়না করিনু গোপনে,
ফল তার কি হল বল মা!
শুধুমাত্র স্মৃতির যাতনা—
হৃদয়ে যাতনা—অন্তরে অন্তস্তল দেহে।

শ্রীলেখা। এ কি কথা বল জয়!
ভুলিলে তোমায়?
হবে পাপের সাগরে
কার তরে অবহেলে দিনু ঝাঁপ?
পরিতাপ করিনু কি কভু?
ছি ছি—তুমি কি নিষ্ঠুর
এতদূর পুরুষে সম্ভবে বটে
রমণী-হৃদয় ভালবাসে যারে,
তার মন বিকাইয়া যায়—
দাসী হয়ে রয় চিরদিন!
বলিতে না হবে—
কত কষ্ট নাহি ভাবে আপনারে।
হায়! হায়! পুরুষ অন্তরে—
এ কথা বুঝিতে নারে।

জয়া। ক্ষমা কর বোনে।
মনের বিকারে বোলিনু তোমায় হিয়ে।
পড়ে আছি মনে—কল্পনার জ্ঞানে
কত আশা পেয়েছিনু দুইজনে।
সুখের স্বপনে—আছিনু আকুল দোঁহে,
নিমিষের তরে কাপনি অন্তরে,
অরিষ্টকে প্রজাপতি করিবে আসনে!
শ্রীলেখা। সত্য সুখে—
আজ সুখ পেয়েছে সকলে।
কেন মনোরম-স্বপনে সাধ চাহে মোর পানে।
দিনে দিনে বাড়িতেছে আতঙ্ক আমার!

শ্রীলেখা। ছি ছি জয়!
এ আশঙ্কা অযোগ্য তোমার।
কেন ভয়—হীন জনে শোভা পায়;
না সাজে তোমায়—
নাহি শোভে সেনাপতি জয়াকরে।
সংগ্রাম-ভয়ন-মাঝে
যে হৃদয় কাঁপেনি কখন—
বৈরীর হুঙ্কারে নাচিত হৃদয় যার—
এ কি চমৎকার!

আমি ও রমণী—বল দেখি শুনি,
কেন দুর্বলতা পুরুষে কি সাজে কভু?

জয়া। জানি না জানি না—হৃদয় বেদনা,
তাই শুধু উপলায়।
আর ভবে নাহি সেই দিন—
শান্তিহীন, পাপের কিঙ্কর এবে।
সেই দিন নিজ হাতে, (বিলম্বি পরিতে)
সেই দিন নিজ হাতে,
হলাহল বিষাক্ত তুলিয়া নীরে,
পানপাত্র দিনু তুলি নৃপতির করে,—
সেই দিন—সেই দিন হতে,
অন্তর হইতে সাধের বিলাস বিদায়।
কালপুরুষ প্রায় রাত্রি ঘুরে আপনারে।
যদি হেরি হারায়েছে ধরে,
সন্তর অন্তরে—
চ'লে যাই কিনারে তখন।

শ্রীলেখা। ছি ছি!
হীনজনে দিয়েছি প্রণয় তোর।
কি লজ্জার কথা
কাশীরের সেনাপতি হেথা—
অবসন্ন বালকের ভয়ে?
এত ভয় ছিল যদি মনে,
সিংহাসনে কেন করেছিলে সাধ?
কেন রাজ্যের মাঝিলে—
কেন বা সকামে মোরে?
হৃদিকাতে কেন এত ভয়?
পুতলিকা প্রায় রহিবে সে, সিংহাসনে,
জেনো স্থির মনে,
এ রাজ্যের তুমি রাজা—আমি রাণী।

জয়া। সত্য তব বাণী!
আর শঙ্কা নাহি মোর সুহাসিনি!
বুঝিলাম ঘটিয়াছে অতিভ্রম মোর,
বৃথা মোর ভবনে আসার।
আজি হ'তে নূতন সংসার।
কুটিলতা নাহি অভিসার—
সার সার আছি না তাহিব।
জানিতে উচিত ছিল—
উচ্চ আশা তোমার হৃদয়ে তব—
ধরণীর পানের পথ করিয়া উদ্ধার,

[illegible] অমরত্ব—ক্ষণভঙ্গুর চপল আয়ার,
[illegible] ক্ষণিক ক্ষণিক জীবনাশা ; বহু তোমার—
[illegible] বহু ক্ষুদ্র সেবিব বহুমে।
[illegible] নাহি এ সংসারে।
[illegible] উন্নতির তরে ধরিতেছে সদা নয়।
[illegible] ভরে পাইবে ভরসা,
[illegible] আশাভঙ্গ কাহার হেলায় ?
[illegible] কে বলে অবলা নারী ?
[illegible] আধার নারী ভুবন-মাঝারে !
[illegible] ! ধর ! ধরিবে কাহায়,
[illegible] সে কাঁদিবে সুখী।
[illegible] ধরে ধীরা আমি তব পাশে।
[illegible] শ্রান্ত ক্লান্তি অতিশয়,
[illegible] কর সে বিলাস ক্ষণেক,
[illegible] দেখা দিব সুযোগ বুঝিয়া !
[illegible] চিন্তা না আনিও মনে ;
[illegible] কথা—
[illegible] কথা সম কর জ্ঞান।
[illegible] চিন্তা অবসান—
[illegible] নূতন নয়ন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

হরিরাজের কক্ষ।

(হরিরাজ ও কঙ্কন)

হরি। কঙ্কন !
দিন যায় দিন আসে ;
কিন্তু সেই অনন্তসাগরে মিশে,
সে ত আর আসে না ফিরিয়ে।
বড় ভোগা ভার, এ বরঞ্চ অতি চমৎকার ;
আমি রাজা—কে আমার,
[illegible] জানিবে।
এ জীবনে কি শিক্ষা লভিনু ভবে !
[illegible]—শিখেছি অনেক।
[illegible] তোষামোদ—প্রেম-পরিণাম—
স্নেহে সেথে প্রাণ-বিনিময়,
সুখের সংসার হেথা হ'তে কোথা আর ?
কাম-স্রোতে সব ভেসে যায়—
যদি হেরে তরুণ সেবায়,
ধেয়ে যায় সবিতে আশ্রয়—
ভ্রমণী হৃদয়-বন্দরে ;
মনে করে নাহিক জীবনে ভয় আর !
হাসি পায় ভাবিয়ে তাহায়।
কি রঙ্গ অনঙ্গ করে খেলা।
কঙ্কন। সখা ! প্রতারণা প্রবঞ্চনা—
আছে সদা মানব-হৃদয়ে ;
কিন্তু—সরলতা পবিত্রতা নাহি কি তথায় ?
ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু-মাঝে—
যত জীব আছে, মানব প্রধান তার,
গুণের আধাররূপে নির্দ্দিষ্ট সে জন।
যদি কোন জন—পাপচিন্তা করি অনুক্ষণ,
হারায় সে অপার করুণা ;
সমগ্র মানবজাতি দোষী কেন তায় ?
সখা ! দৃঢ় কর আপন হৃদয়,
বিশ্বাসের মূলে কোরো না কুঠারাঘাত।
হরি। বিশ্বাস ? কাহাকে বিশ্বাস—
মানব-হৃদয়ে ?
সে বিশ্বাস নাহিক ধরায়।
কঙ্কন !
দেখেছ কি কভু কালের কুটিল হাসি ?
দেখেছ কি নীরব শ্মশান ?
দেখেছ কি জ্বলন্ত চিতায় আপন চিতায় ?
কেঁদেছ কি আপন হারায়ে ?
দেখেছ কি—
অগ্নিরাশি হ'তে প্রেতাত্মা উঠিতে,
জলদস্বরেতে জানাতে মর্ম্ম কথা ?
কৃতঘ্নতা ছত্রে ছত্রে যাহাতে প্রকাশ ?
শুনেছ কি জননীর কলঙ্ক-কাহিনী ?
তা যদি শুনিতে,—তা যদি দেখিতে—
তবেই বুঝিতে—বিশ্বাসের স্থান এই নয়।
মরীচিকা নারীর প্রণয়,
তৃষাতুর যায়,
ফেলে তায় নিরাশ প্রান্তরে।
কঙ্কন। জানি সখা,

[ক কে উপায় আছে?
বিচিত্রিণীর কে পারে খণ্ডিতে ?
হরি। তোর আশায়,
বিপাকার এ মনে আছে—
নিপাতের বাকী কিবা তবে ?
দীনজনে—প্রতিপদে করিছ পালন যাহে,
খুলে দিল বিশ্বাস তোমায়,
সময় বুঝিয়া,
সেই বাদ সাধে তোর হিংসা,—
সতী সতি পতিরে তুলিয়া,
সাধে প্রাণ আপনে হরিতে,—
এ সংসারে কি সুখে রহিবে নরে ?
অশ্রু ছুটিবে—হৃদয় ফাটিবে,—
তবে সব যাবে—
অনন্ত নিদ্রা-কোলে।
কল্যাণ। তুমি কোথা বল ?
আশীষের ধ্বনি তুলসী বিল্বতলায়,
কেন ফিরে আসে মাটি হতে উঠিয়া না।
হরি। আর না, কহ না—
তুমিলার মাঝে এ ঘটনা।
অনাথ-আশ্রম। সেই তরু
আকাশে পরশে শাখা,
প্রতিকূলে বাতাসের প্রহারে।
পুত্র যদি পিতৃআজ্ঞা নাহি করে,
পিতৃদৈবে পিতা কোথা—
সে যে সন্তান কভু নয়,
পশুতে ও নয়—তুষানল প্রায়শ্চিত্ত তার।
কেন অশ্রু হেরেছি নয়নে
প্রাণে দুখী পিতার আমার।
হেরি আজ তারে, নিস্তেজ হৃদয়মাঝে—
হয় পুনঃ বলের সঞ্চার,
তবে না কি পুণ্য মনোরথ ?
আশাপথ কভু না ছাড়িব।

[বেগে প্রস্থান।

কল্যাণ। এ কি উন্মাদ লক্ষণ ?
যাহা হ'ক দেখিতে উচিত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদসন্নিহিত পথ।

(রবিদূতের প্রবেশ।

রবি। যা দেখেছি, তাই। সে দিন সন্ধ্যায় দেখলেম, একটা হাতপা নেই, তখন আমি "ধরি মাছ না ছুই পানি" খাস্তা, বিদায়ের দিন আর। মুখখানা যেন পক্ক টাবাটা, আঁটা তার কত গরল-রেখা, দুপাশ কোটে—ভোমরাও কোটে, মধুও কোটে। যখন ধরা পড়েছে সেটা—তাগে তাগে জমা করা নেয় পেটে পেটে। টাকাটা খেলেন কেটে, নয় ত শেষ করেন নিলেম ঠেটা। এ দেখছি সেরেটা। কিন্তু পথে কাঁটা—কুকুরটা। হাসি-কিসা তারি সঙ্গে যোগ দেয় মুক আঁটকেন এটা সেটা। ঠিক বুঝেছে। তাই বলি সকালে ঘোটে পাঁচটা—সন্ধ্যেবেলা মহারাজের কুঞ্জে বিড়কি দিয়ে সেনাপতি মশায়ের প্রবেশ কেন ? ইন্দ্রকেশও এই পথ দিয়ে। ঘোরো ঘোড়ে দেখতে হ'বে—এই মেঘ না চাইতে জল। সেনাপতি মশায় এদিকেই আসছেন।

(মহাকালের প্রবেশ)

মহা। কি রবিদূত, এত প্রাতে একলা নিভৃতে বসে কি অন্বেষণ কচ্চো ?

রবি। কে ও, সেনাপতি মহাশয় ? কি—আজ্ঞা করুন। ঠেকে ছিলুম পঞ্চাঙ্গুলের বাড়ি, বাপের কপাল, সেও আবার সরে পড়ি, আর আমি এখন খুঁজে খুঁজে মরি। তাই দিকপাতি হ'য়েছি মশায়।

মহা। তোমার অদৃষ্টটা দিন দিন বুঝি হ'য়ে দেখছি। স্বর্গীয় মহারাজের ঘরে তোমার সেবা অনেক উপলক্ষ হয়েছিল, তাঁর বিয়োগেই বোধ হয় তুমি এই অবস্থাপন্ন ?

রবি। এজ্ঞে বিলক্ষণ, আপনি আমার প্রাণটা তন্ন তন্ন করে দেখেছেন। মশায়ের কি দয়া। কয়েরকবার দ্বারবাসিনী নাই। আহা, আমি এক-

[illegible]রূপে হে পরিণত।
[illegible]স্থির নহে, এ নিখনে—
[illegible]পরাণ ঢালিবে পায়ির ধারা।
[illegible]—
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(নিষ্ক্রমণ প্রস্থান।)

পঞ্চম সন্দর্ভ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হেন শান্তির নিকেতন,
তুমি রবে নিবাই আলা ?
তুল বালা উন্মত্ত হয়েছি আমি,
আমি আর নহে ত আমার,
পুড়াকাণ্ড দেখে এই ধরা—
অনল নিশ্চিত হেরা অন্তর আমার।

অরুণা। কথা কেমনায় কেন কর আপনারে ?
শুধু দিন হয়েছ আমারে,
[illegible] তবে।
[illegible]
[illegible] ?
[illegible]
কাতর-নয়নে চাহিবারে কর দুখপানে।
[illegible]—[illegible],
[illegible]
কে আর ভুলাবে তোমারে ?

ইন্দ্রি। [illegible] ?
[illegible] [illegible]—
[illegible]
[illegible] ?
[illegible],
হাসে তারা তারকের তারাদলে।
[illegible]
কেন [illegible]—
মূর্ত্তিমতী শিশালিপী [illegible] তারে।
[illegible] ?
[illegible] ?
[illegible] ?
[illegible] ?
[illegible]
[illegible] ?

ইন্দ্রি। [illegible] ! নাহি জানি
কেন [illegible] হাসী পরে।
কেন আজ এত [illegible] ?
এ [illegible]

ইন্দ্রি। [illegible] ?
এ [illegible] !
তুমি সখী [illegible]

[illegible] নাথ না বোঝ না বালা।
এ সংসারে পাইবার আশায়,
দ্বিতীয়ার সব পুরুষ-আচার,
শিশাচিনী রমণী আকারে।
যাও বালা অমর-নিবাসে,
বেয়াপনা-পাশে—
পাপ ধরাধামে বসতি না কর আর।
যাও—যাও, হেথায় না রহ আর।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

অরুণা। পায়ে ধরি—ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
ইন্দ্রি। নহে হেথা—ঐ সেথা—
হেথা হবে অভাগার।

[বেগে প্রস্থান।

অরুণা। দিয়ে নিধি,
এ কি বিধি! ছলনা তোমার।
প্রাণেশ্বর!
কোন দোষে ফেলে গেলে অভাগীরে ?
দিয়ে দেখা ক'লে অদর্শন—
দ্বিগুণ প্রাণ—মাহিক মরণ।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। [illegible] গীত)
[illegible]
মরমের কথা মুখে বিকাইল, অন্তরে যত [illegible]
অবলা জানে কে জানায় কে বলায়,
কেনে শুনে তবু আঁখারে কাঁদায়,
তুমি মনে মনে হেসে চলে যাও,
মুখে মধু ভরে হলাহল।

১ম সখী। অত দেখা অবলি,
[illegible] নিজা কি এ ভাবে যায় ?
অকস্মাৎ-করে প্রাণ বিকাইবে
কাঁদিলে কি সুখ পাবে ?
অরুণা। সখি! বিধায় দেখ সখীত্বের ধরনি,—
অবহেলি আমারে ভেবে।
মুখখানি [illegible] আমার,
[illegible]
[illegible]
পূর্ণিমা-বিকাশে বিমল আকাশ
[illegible]

[illegible] আজি এ নিশীথে,—
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ-কানন ।

(সুস্বরা)

নীল আকাশে কিরণ হাসে,
দিগ নদ আকাশে পরাণ ধায় ।
কমল-পরশে চলে কুল হেসে,
নিশাকর-পাশে মিলিতে চায় ॥
সাধ হয় প্রেমে, তারকার সনে,
ধীরে ধীরে ওই সুনীল গগনে,
ললিত লহরী তুলিতে সুফোনে,
যোছনা কিরণে মিলাতে কায় ॥

সুস্বরা । একটী—দুটী—তিনটী তারা উঠেছে । নীল আকাশে হীরের নতন জ্বলছে ! আচ্ছা, ওগুলো কি ? বোধ হয় স্বর্গের ফুল । আহা, যদি ফুল পেতুম, তা'র পূজো একগাড়া মালা গাঁথতুম —আর্যাকে হাসতে মাথা দিয়ে দাদাকে গিয়ে বলতুম, দাদা, মালা পর, তোমার সব দুঃখ নিবে যাবে । আচ্ছা, দাদা আমার এমন হ'ল কেন ? আগে আমায় দেখতে পেলে দাদা একবার ডাকতো, আমি মালা দিয়ে কত আমোদ ক'রে নিতুম, আমার কত ফুল তুলে দিত । কেন আমার দাদা এমন পাগল হয়ে গেল ? কবে আমার দাদা আবার কাছে আসবে ?—না, আমি একা [illegible] পাই ।

(গীত)

কারে শুনাইতে, আজি এ নিশীথে,
পাগলেতে পাখী গাহিছে গান ।
বিরহ-শয়নে, কে কোথা জাগিছে,
কার তরি-নাথে জাগিছে তান ?
মোহিনী ঝঙ্কারে সুধার পরে,
আর কোন স্মৃতি ফুটে কোন্ তারে,
মধুমাখা কথা, সোহাগের লতা,
কারে দিয়ে মাথা জুড়াতে প্রাণ ?
বসন্ত পবনে, কুটন্ত কাননে,
কোথা ফুটে ফুল তাহে কয়া পাখী,
নীরব রজনী আকুলা কামিনী,
নীরবে চন্দ্রমা নীরবে মান ॥

না—আজ গান গাইবার মত নৈচে হচ্ছে না ! [illegible] এখনও এল না কেন ? আচ্ছা, দাদার জন্যে [illegible] ভেবে সেও দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে ! এমন হ'ল ? যাই,—গোটাকতক ফুল তুলে গাছে দিই গে ।

[প্র

(কাঞ্চনের প্রবেশ)

কাঞ্চন । আজি মনে হয়, [illegible]
মনে নাই জননীর স্নেহ,
জ্ঞান হ'ল জনকের [illegible]
হেরিলাম সুন্দর সংসার,
শোভার আগার ;
পিতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হইনু দিনে দিনে ।
রাজবংশে লভিনু জনম, রাজ-অনুগ্রহে,
রাজপুত্র সনে বাস ।
হরিরাজ সোদর সমান,—
স্নেহবান্ আশৈশব ;
ভ্রাতৃস্নেহ যতনে ঢালিল মোরে ।
সুখে দিন যায়—সহসা অশনিপাত !
অনুতাপ হইল পিতার—
অশ্রুধার বহিল নয়ন-কোণে !
সুধাভাবে ভুলায়ে আমায়—
পিতৃস্নেহে প্রাণদানিল নরপতি !

হে প্রিয়া আমার,
আমাকে তোমার আরও পাবার পানে খুলে
দাও তোমার হৃদয়বিকাশ,
যুগে যুগে চরমবিকাশ,
চাঁপাকলির মতো বন্ধ কেন।
সুরমা। ওগো, —কবিতে সাধনা-কথায়—
দুর্বোধ্য করিয়ো না।
তুলা প্রেমিকের —তাদিলে সাধনা কোরো না।
নিমেষে না দেখিয়ে আমায়
যুগপ্রায় বোধ হ'ত যার, —
অভিমানে তার অঁখার,
উপহাসে প্রায় —
সুখে দুখী অভীষ্টের
বুঝি ছায়া হতেছে আমি।
হায়, আমার বিশ্ব —আমি চাঁদ যার,
তোমারই তুমি তারকারে।
কি বুঝেছে কবির বেদনা—
কেন সখা, বলো।

(সুরমার প্রস্থান)

কবিতা। কল্পনা। কেন তুমি হেন নিষ্ঠুর?
কেন কোপ? কেন নাহি দেখি চাহে? কি
কেন কথা কহিতে কোথায়?
কল্পনা। কাছে নাই!
কি তোমার কথা আমা ভিন্ন আমার।
কবির কোথায় আছে মন?
কোন্ অঁখি দিবস যামিনী—
হৃদয় কাতর, মনে হয় কথার আঁধার,
কেন যদি হাসিমুখ চাঁদ,
জীবন আমার অবহেলে পারি দিতে।
কি কথাতে তাহারে বলো না?
প্রাণপণে আর কেহ নাই, যার মুখ চাই,
তাহলে যে কাহারে আমার?
সুরমা। কেন গো কবিতা?
আমি ভালবাসি তব।
সাধ হয় —
দিবানিশি রহি তব সাথে,
তুমি তব সুখের রাণী।
বিরহ-রজনী কি আমি কি যেন মনে হয়,
হারায় এ আমি, আমা অচেনা,

তোমার মানস মুখ,
সকলার হৃদয়ের আঁখি,
যে দিকে নিহারি,
সেথা দেখি নিজেরই প্রেম।
ভাবিতে কত হবে,
হাসিমুখ তোমার সবার?
কল্পনা। ব্যঙ্গভরে। না হবে কিকথা!
অভিমানে তিলেকে দূরে যাবে,
সুখরাশি আবার উঠিবে
পাইবে কিরণ—
আবার আঁকবে সাধসাধে।
সুরমা। আহা! তাই যেন হয়।
নাহি সবে দাবার যেন গো,
যাহা আসে প্রাণে, তাহা নাহি বাঁধে,
অনুযোগ অভিমান সহজে হারে।
যেন, একা বুঝি, আমাতে প্রাণের সাধ নাই;
কেহ নাহি চাহে যেন আমা।
কল্পনা। আমারও তুমি মোরে?
কল্পনা। আমারও
কে আছে এমন - যতন না করে তোমা?
তবে দাসী—বড় দাসিয়ে তোমে।
সুরমা। তাই তবে,
তোমা তুমি দাসীরে আমার,
এই মোরটি আমার—
কত আদরে তাহা অন্তরে।

[সুরমার প্রস্থান।

কল্পনা। (স্বগত) কিবা কত ভালবাসা আমায়।
আশা কুহকিনী।
প্রেম মরীচিকা বিমোহিনী ছবি?
ছায়াবাজী।
ভালবাসি অভাগায়?
বাসিকার চপল অবাধ,
কেন আদি জাগে আশা প্রাণে?
সরলা প্রেমিকা! দীন আমি;
কিন্তু সাথী অন্তর্যামী —
তুমি মম উপাস্য জীবনে।

[প্রস্থান।

—:০:—

অন্তঃপুর : কক্ষ ।

(অম্বরের ও ঊর্ণলেখা)

ঊর্ণলেখা । কেন যেতে—

সময়ে সুফল কত ফলে ।
ভীরু তুমি—ভেবে মরিছে মনে
কবি সিংহাসনে,—
শমন-সদনে বুঝি বা অচিরে যেতে হয় ।
চিন্তার চিত্রে—পাঁথি চিত্র নিতীষিকাময়
অন্তরে পশি কাঁপিতে সতত্বে ।
—ও বালক,—
আছে উদ্যত করেছে পিতৃলোক ;
কোন কালু তাহা হ'তে না স্বস্তবে ।
অচিরে উন্মাদ হবে, কণ্টক ঘুচিয়া যাবে,
অনায়াসে বসিব সিংহাসনে ।

অম্বা । ঊর্ণলেখা !
ক্ষত্রিয়ের নাহি জান তুমি ।
বুদ্ধির বিকাশ—জ্ঞান হয় জ্ঞান আছে তার ।
কিবা হয় সত্য আবিষ্কার,
অনায়াসে এই চিন্তা মনে ।
সন্দেহের ছায়া আসিতে প্রাণে,
উন্মাদের মতো—
চারি পার্শ্বে হয় দৌড়িবারে;
শত শত শ্লোকে ভাষিবে,—
তারপরে বেচা কেনা দূরে আপনারে ।

ঊর্ণলেখা । তবে কহ ;
ক্ষমতি আছে সত্য যারে কোনমতে ।
কিন্তু কেহ প্রকাশিতে চায় না,
ঊর্ণলেখা তৃণজিনে—
দহনে দিয়া প্রাণ অনলে
পুত্র যদি জননী-জঠরে,
অকালে হ'তে পারে জননী-বিরোধী,
তাহা কেন না পারিবে,
নিজেরে মুছা দিতে তারে ?
আর আমি চাহে সুধা জননীর প্রাণে,
কোন ভাবে প্রয়োজন জানে,
জনম-গহনে—
নারী নাহি দিতে ভরে ।
তবু যদি হয়—থেকো তুমি সাবধানে,
সাবধান হে প্রতিহিংসা রমণী-জীবনে ।

অম্বা । তোমার বচনে—
হয় মনে বলের সঞ্চার ।
বুঝিলাম, জীবনে মরণে
তবে চিরসাথী তুমি ।
হইলাম তোর ছায়,—
পাই যদি সাহায্য তোমার,
নাহি তার নরকের পতি !
এবে এক আছয়ে দুষ্কৃতি,
মনোভাব বুঝিতে তাহার ।
কেমনভাবে ডাকি নিজ পাশে,
জিজ্ঞাসিব বিরাগের হেতু তার
কথায় কথায়
কোন্ পথে চিন্তাস্রোত যায়,
সহজে হইবে অনুমান ।

ঊর্ণলেখা । ভাল, ইচ্ছা তব করিব পূরণ ।
কিন্তু বৃথা ফুরুমন,
অলীক সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নয় ।
যাও ত্বরা—আসে দধিমুখ,—
বাকুল ব্রাহ্মণ—
অকারণ ঘটাইবে গণ্ডগোল ।

[অম্বার প্রস্থান

নাহি জানি নিতম্বি উন্মাদে—
কেন প্রাণে পশিল ভীতির ;
তীব্র দৃষ্টি—চিন্তাপূর্ণ বদনমণ্ডল,
হৃদয়ের অন্তস্তল যেন দরশায় ।

(দধিমুখের প্রবেশ)

দধি ।—
সাপের হাঁচি বেদের চেনে বুঝিতে রাখ্‌বে
ডাইতে বলি সামলে থেকো ভালমানুষের ঝি
কাঁচা কাঠে ঠেক্‌লে পরে ছাড়ান পাওয়া ভ
কোসুয়ে যত আলুনা তত এমনি ধর্ম্মের মা
এই যে বেশ চলছে। আঁচিছে—
—হেঁচ্‌কা দিচ্ছে—ঐ যাঃ ছিঁড়ে গেল
মহারাণি! মাকড়সার জাল দেখেছেন?
মাকড় পড়লে কেমন ঘুরপাক খায়?

কাল। আনুমেন, কাল-সাপায় একটু প্রভেদ
ছেই।

শ্রীলেখা। তুমি কি বলছ—আমি বুঝতে
চিনি।

দবি। যদি ঠিক। তবে দিবিদিকজ্ঞান হারানো
কথাও দাঁড়ায় অলীক। মানুষে পড়ে—
মেখর ভাবে, জানেন ত? তবে কেন বিয়ে অত
। যত বাহাদুরী, তা'র কারিকুরির কাছে
কবে না—টেঁকবে না। ওজর শুতুর কুমুর
বে বিস্তর কসুর থেকে যায়। সেইটা কেউ
না করে।

শ্রীলেখা। তোমার পাগ্‌লামী স্থানান্তরে কর
। রাজ-অন্তঃপুর পাগ্‌লামীর খামখা নয়।

দবি। তাও ত বটে। ভাল লাগছে না
গ্‌লামীটে। ইস্, পেটে বাত বেজায় চেপেছে।
অন্তঃপুর! এখানে কেবল লণ্ডড় আর ফাঁসী।
বনাশীর ত অভাব নেই।

শ্রীলেখা। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার!

দবি। কাজ কি রেগে—বাজি ভেঙ্গে। কিন্তু
খবেন, শেষটা যেন না ভেঙ্গে যায়।

[প্রস্থান।

শ্রীলেখা। এ কি বলে! এ কি পাগ্‌লামী?
ক্ত কদিন ধ'রে আমায় দেখ্‌লেই এই রকম ছাড়া
াড়া কথা কয়। জয়াকরের সঙ্গে কি আমার
পাবার্ত্তা শুনেছে? তাই বা কি ক'রে? ওকে ত
র থেকে আসতে দেখেই জয়াকরকে বেতে
লেম। তবে ও কি বল্লে? তবে কি কেউ কিছু
তাই সন্দেহ করেছে? না, এ বিষয়ের ভাল ক'রে
ান নিতে হ'ল। আজই হরিরাজকে ডাকাবো।

[প্রস্থান।

কুলশেখরের উদ্যান।

(কুলশেখর ও অরুণা।)

কুল। বয়সে! শৈশবেতে মাতৃহীনা তুমি,
যত্নযত্নে করিনু পালন।
বড় ভয় ছিল মনে, মুখটুকু হয়ে—
কোরকে শুকায়ে যাবে কোমল প্রসূন।
ঈশ্বর-কৃপায় দিনে দিনে হইলে বর্দ্ধিত,
আনন্দ আগারে মোর নিরানন্দ প্রাণে।
প্রায় পূর্ণ কর্ত্তব্য আমার,
একমাত্র বাকী কার্য্যভার—
যোগ্যবরে অর্পিতে তোমারে।
করেছি মনন, রাজকরে করিয়া অর্পণ,
ঈশ্বর-সাধনে কাটাইব অবশিষ্ট কাল।
স্বর্গীয় ভূপাল বড় স্নেহ করিতেন দাসে,
তাঁহারি আদেশে পণে বদ্ধ আমি;
যুবরাজ স্বামিরূপে নির্দ্দিষ্ট তোমার।
লিপি বিধাতার,—
যুবরাজ রাজ্যেশ্বর এবে। কহ তবে—
কিবা ভাবে হরিরাজ ভেটেন তোমারে।

অরুণা। পিতা!
মোর প্রতি ভূপতির স্নেহ অতিশয়,
আশৈশব করেন লালন।
নিত্য তিনি আসিতেন হেথা,—
কত কথা শিখাতেন মোরে।
কত কাব্য, কত গাথা,
শাস্ত্রকথা কতই হইত আলোচনা।
হ'লে অদর্শন—কুল কুলি দিতেন বদনে।
কিন্তু পিতৃহীন সেই দিন হ'তে,
দারুণ শোকেতে—
চিত্ত তাঁর উন্মত্ত সমান।
কুরাজের নিত্য আগমন;
যদি কভু আসেন এখন,—
বিষণ্ণ বদন—বিষণ্ণ নয়ন,
মুখকান্তি—
মনঃপ্রাণ সদাই অস্থির হয়।
একদিন আসি মম পাশে,—

যেই ভাবে কহিলেন কথা,
অন্তরালে কাঁপিল প্রাণ :—
বাক্য-মর্ম্ম কিছু না বুঝিনু।
উচ্চ ললাট বেশ—উচ্চ এক কেশ—
দীর্ঘশ্বাস সদাই বহিছে,
আনমনে ক্ষিতি কি'ল অঙ্গুষ্ঠান।
উদাস পরাণ—আঁখিতে লুকায়ে মুখ ;
আঁখি মেলি না চাহে নিকটে।
কুল। আহা! পিতৃশোকে উন্মত্ত ভূপাল!
হের দূরে আসিছেন মহারাজ,
আছে কাজ—যাই অন্তরালে।

[অরুণার অন্তরালে প্রস্থান।

এ কি! সত্যই উন্মাদ?
চঞ্চল চরণ—চঞ্চল-নয়নে চায়!

(হরিরাজের প্রবেশ)

কুল। হতভাগা আজি মম ;
নিজপুরে পাইলাম রাজদরশন।
মহারাজ! অধীনের আছে কিছু নিবেদন ;
হ'লে অনুমতি—রাজপদে জানাব মিনতি।
হরি। সামন্ত-প্রবর!
কোন্ সুখে চাহে নর রাজসিংহাসন?
স্বর্ণ-নির্ম্মিত - রতন-খচিত—
কণ্টকে নিমজ্জিত জানে না অজ্ঞান!
আমোদে প্রমোদ সোপানে,
আত্মীয়-স্বজন,
প্রাণের কাছ থেকে দূরে চ'লে গিছে—
স্নেহহীন শূন্য সম্ভাষণে,
পূজা করে নবীন ভূপালে ;
বুঝি আমি সেই সে কারণে
পিতৃতুল্য জনে—
চাহে আজি অনুমতি জানাতে ব্যগ্রতা।
কুল। বৎস! ক্ষমা কর মোরে
শোন তবে অভিপ্রায়।
বহুদিন রাজ্যের কল্যাণে
কৌতুকে হরিনু কাল,
পরের স্বজন কিছু নাহি করিনু অর্জ্জন ;—
তবেছি মনন তাই তীর্থপর্য্যটনে।
একটি প্রার্থনা মম রাজপাশে ;
করিলে পূরণ কৃতার্থ হইব আমি।
হরি। সামন্ত-প্রধান! নাহি চাহে প্রাণে
দানিতে বিদায় তোমা জনে।
পিতার বিহনে পিতৃসম গণি যাঁরে,
তুষিতে তাঁহারে—
অদেয় কি আছে মোর?
কুল। জয় হোক—জয় হোক মহারাজ!
দানিলে পরম প্রীতি বৃদ্ধের হৃদয়ে।
একমাত্র জীবন-বন্ধন—
আছে মম দুহিতা-রতন,
অন্য চিন্তা নাহিক ধরায়।
অর্পি তায় দীনজন-পালকের করে—
নিশ্চিন্তে হরির কাল ঈশর-সাধনে।
অরুণা! মা আমার—এস মা হেথায়।

(অরুণার প্রবেশ)

(হরিরাজের প্রতি) মহারাজ!
ধর এই অবলা বালারে।
মাতৃহীনা সরলা বালিকা!
মলিন কলিকা,—
রেখো এরে সযতনে।
করি আশীর্ব্বাদ,
নির্ব্বিবাদে ভুঞ্জ রাজ্যসুখ।
হরি। আর্য্য! রাজা আমি জগতের কাছে
কিন্তু আমি ঋণী তব কাছে
অসীম স্নেহের ঋণে।
তব দান শিরোধার্য্য মম।
কিন্তু শুন মন্তব্য আমার,—
পিতৃনামে অঙ্গীকার করেছি গ্রহণ,—
বিলাস-বৈভবে—
বৎসরেক লিপ্ত নাহি হব।
ধর্ম্ম সাক্ষী কহি তব পাশ,
অরুণাকে পত্নীরূপে করিনু গ্রহণ,
বিবাহ-বন্ধন—বৎসরেক পরে।
আজি হ'তে রাজপুরে অরুণার স্থান।
কুল। ধন্য পিতৃভক্তি! ধন্য তুমি নরমণি!
যথা অভিরুচি তব,—
অন্যতর নাহিক আমার।
(অরুণার প্রতি) অরুণা! মা আমার!

ও চরণে পেলে আমি স্থান,
মহীর একমাত্র আশ্রয় ভুবনে।
প্রাণপণে পতিপদ সেবিত যতনে;
জেনো মনে,—সতী সেই,
পতিই সর্ব্বস্ব তার।
করি আশীর্ব্বাদ,—
সুখে থেকো পতির সোহাগ লভি।

প্রস্থান।

(স্বগত) যজ্ঞ বিধি—ওঃ ভব লীলা।
প্রজার অরোধে আমি,
অভাগিনী;
প্রাণ ভয়ে ডেকে চাই মৃত্যু,
হাই তুমি হাসি এ মৃত্যুরে—
সমরে পতিরে যে বরিলে আপনি;
তাজি নারী নিজেরি জীবন,—
কঠোর কর্ত্তব্য হেরে কাঁপিলে না হায়,
এ কি লীলা, তব লীলাময়!
না। চাই না। বীরক অধীনী পানে,
চাও ফিরে—দাসী শ্রীচরণে।
অবলা; তুমি কি আমার?
ছিল দিন প্রাণেশ্বরি জাগিতাম যবে—
জীবনের প্রতিতারা তুমি গো আমার।
ছিল দিন প্রতিপলে গণিতাম যবে
কতক্ষণে নিশিদিন হইবে ভোরার;
সে স্বপন অবসান—মরুভূমি এবে প্রাণ—
বিরাশা-তাপনে শুষ্ক প্রণয় কলিকা;
মুকুলিত জীবনের এখানে আশার কোথা,
দগ্ধ মরীচিকা-হাসে শুকাবি বালিকা!
না। প্রভু! আমি যে সেবিকা;
পদসেবা হ'তে নাথ করো না বঞ্চিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজপথ।

(দুই জন কাফ্রির প্রবেশ)

১ম দূত। কি রে, তুই অত ব্যস্ত হয়ে মস্ত মস্ত পা ফেলে চলেছিস্ কোথায়?

২য় দূত। কিকিৎ বেত সংগ্রহ করতে। তোর তো পেটেভো বেজায়, পিছু ডাক্‌ছে কাজের বাধায়।

১ম দূত। ইস্, তোর দেখছি সব কথা হাঁক। যখায় আগে এই ডাক, দেখি যেন খেয়াটা ফাঁকি না হয়।

২য় দূত। ওরে, তাতে আমি সেয়ানা, আগে বায়না না নিয়ে একটা পাও বাড়াই নি। এ-সব বিষয়ে আমি চতুর।

১ম দূত। কেন আজ কাঁসি দিছে ঘং ঘং করে; কিস্ বল দিকিন্? বল্‌ব ও বল্ চট্ চট্, তা না হ'লে যে চম্পট। তুই তো বাপু ভাগাভাগীর ধার তো আর ধারিস্নি; তবে আমার শুন্‌লেই কি আর না শুন্‌লেই কি?

২য় দূত। ওঁ—হুঁ পাঁচিশখানি খড়কাটি। তা তুই চক্ষেদ্ গ্রাহের দোষ—তোকে কি আর বেশ কাটি? যে সে লোক নয়—সেনেওয়ালা খোদ সেনাপতি মশায়। কাম সামান্য—দুবেলা কিছু ভিন্ন রাজাদের কাছে চিঠি নিয়ে যাওয়া আর জবাব নিয়ে আসা।

১ম দূত। কি রে, তুই আমাকে ফাঁসা মাচ্ছিস্ নাকি?

২য়। আরে না যদু না, পঞ্চাশ টাকা বাইনা, তা হ'লে কি খেলনা ছুটোছুটী ক'রে মরি?

১ম দূত। বিদ্যাধরীর ধর্ম্মি! তোর কপাল খুলে গেছে দেখছি। কিন্তু সে না হোক্, এ ব্যাপারটা কি, আমাদের সঙ্গে সেনাপতির এমন কি কথা যে, প্রত্যহ চিঠিবাজি চলেছে। কোথাও কি যুদ্ধের পক্ষ ছেড়েছে? আর তাই যদি হয়, তা হ'লে তোকেই বা টাকা বাইরে বাইরে নেবে কেন? ব্যাপারখানাটা কি খুলে বল্ দিকিন্?

২য় দূত। আমি ঠাউরিছি, সেটা শুন্‌তে মাখাই ভাল। কেউ শুন্‌তে পেলে মুস্কুটো মুক্ত্যো ধরা পড়ে যাবে।

১ম দূত। কি ঠাউরিয়িস্ বল্ দিকি নি?

২য় দূত। না শুনে ছাড়্‌বি নি? তবে কানে কানে বলি শোন্। যে কথা—কেউ জোরা থেকে শুনতে পেলে ঘাড়ে মাথা নিস্কণ্টক হতে হবে।

১ম দূত। না—না, তোর ভয় নেই; কানে কানেই বল্।

২য় দূত। সেনাপতির মতলব আমার বোধ হয় যে, কোন প্রকারে— বুঝলি?

১ম দূত। না—না, এও কি সম্ভব? তুই খেয়াল দেখছিস্।

২য় দূত। না রে না—আজ কদিন থেকে সেনাপতি—

১ম দূত। বটে বটে? কিন্তু এতে—

২য় দূত। দূর—এটা আর বুঝলিনি?

১ম দূত। হুঁ—হুঁ, বুঝিছি—বুঝিছি—তা হলে কিন্তু রাজারা—কি বলিস্, আমার কথা ঠিক নয়?

২য় দূত। তা যাই কি, একটা কিছু বন্দোবস্ত হয়েছেই, তা নইলে আর তাদের মাথাব্যথা কি?

১ম দূত। দেখ্, তোকে একটা পরামর্শ দিই, তুই যখন এর ভেতর আছিস, তখন—

২য় দূত। ভাল কথা বলেছিস্ দাদা। আমি আজই সে বিষয়টা ঠিক কর্‌বো।

১ম দূত। তুই কি আমায় তেম্নি বেইমান পেলি? তা দাদা, আমি তবে চল্লুম। দেখিস্ ভাই, তুমোও যেন কথাটা ঠোঁটের বাহিরে এসে না পড়ে।

১ম দূত। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে যা। এ কথাও মুখে আনে!

[২য় দূতের প্রস্থান।

১ম দূত। ওঃ পারা, লোককে চেনা দায়! কাকেও পতিয়াবি; পেটে পেটে এমন হারামের হদ্দ! আচ্ছা, মন্ত্রী ম'শায়কে জানাবার উপায় কি করি? কে আস্‌ছে না? এই যে পাগ্‌লা ঠাকুর এই দিকে আস্‌ছে! একে দিয়েই মন্ত্রী ম'শায়কে খবরটা দেওয়া যাক্। ব্রাহ্মণ সভাসদকে বড় ভালবাসে; পাগলই হোক্, আর যাই হোক্, এ দিকে সেয়ানা আছে।

(ঋষিমুখের প্রবেশ)

২য় দূত। ঋষিমুখ ঠাকুর, প্রণাম হই। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ঋষি। যমুকে পাঠাবেন্ না বাপু, মুহূর্ত্ত মধ্যে এখন কোথায় গিয়ে পৌঁছুই।

১ম দূত। রাজা দিবে চলেছ গোসাঁই, কোথা যাচ্ছ, তার ঠিক নেই?

ঋষি। তা থাকিই থাকে, তোমার আছে অমন খরচ দিয়ে যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

১ম দূত। না ঠাকুর! সে জন্যে নয়, তোমায় একটা কথা বল্‌বার ছিল, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম, দাঁড়াতে পারবে কি না?

ঋষি। শুতেই বা কোন্ আমায় দেখলে? বক্তব্যটুকুন্ না হয় একটু শীগ্‌গিরিই বল্লে।

১ম দূত। সেই পণ্ডিতঠাকুর যা বলে গিয়েছে, সে কথা বড় মিথ্যে নয়। মহারাজের সত্যিসত্যিই বিপদ্ উপস্থিত। এ দেখের প্রায় সব রাজাই মহারাজের বিপক্ষে দল বাঁধছে, কিস্তীসওয়ার ছুটেছে। প্রত্যহ পত্র দ্বারা সেনাপতি ম'শায়ের সঙ্গে পরামর্শও চলেছে। তুমি হাসছ যে? আমার কথা কি বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখবে, শীগ্‌গিরিই কাশ্মীরে একটা হৈ হৈ উঠবে।

ঋষি। বাপু হে, আমাকে মাত্রাটা কি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়েছে? তা না হ'লে, এত আবল্‌তাবল্ বক্‌চো কেন?

১ম দূত। মানো আর না মানো ঠাকুর, কথাটা ঠিক। আমি পত্রবাহকের নিজ মুখে সমস্ত শুনেছি। সে লোকটায় বুদ্ধি শুদ্ধি বজ্জর আঁটুনি কথা গেরোর হিসেব। কিছু পাবার লোভেই এই কাজ করেছে। অকারণ নামটা ক'রে তার গর্দ্দানটা কাটাই কেন? তোমাকে এই জন্যে বলা যে, তুমি সহজেই মন্ত্রী ম'শায়কে আগে থাকতে ব'লে দিয়ে সাবধান ক'রে দিতে পারবে। কোত্থেকে কথাটা শুনলে, তা নিয়ে আর পেড়াপীড়ি হবে না, অথচ তোমার কথা বিশ্বাসও কর্‌বেন।

ঋষি। তা বাপু, তুমি যখন বল্‌ছো, তখন বলবো। (স্বগত) এ হ'তে আর একটা মহৎ উপকার হ'ল। পালের পাল কি পরিষ্কার! একবার পা যাও, আর সোজা চ'লে যাও, তা সেটা থাকবেই পড় আর কাঁটাবনেই প্রাণটা হারাও; যা হোক্, এ লোকটাকে খাড়া দিয়ে রাখতে হবে; বাপু তার কাছে ব'লে না বেড়ায়। সেনাপতির কানে উঠলে সাবধান হয়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) হেথ, তুমি কিছু মনে করো না, কথাটা ক'ইতে নিতে বেরিয়েছে ত।

...ক, কথাটা ... ক থেকে উঠেছে
... হচ্ছে। ... আর আরো অনেক
... রাজাধিরাজকে ... ক
... উলুখড়কুলেরই ... বারে।
... ছুঁছু! পাগ্‌লা ছেলে! যা ভাল হয়, তাই
... আমায় খেতো, তাই তোমার বল্‌তে গেছ-
...। তোমার কোন ভয় নাই, আমি এখন
... ভয় বড়। প্রণাম হই ঠাকুর, দোহাই তোমার,
... আমাদের ... করো না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

পুষ্পবাটিকা।

(হরিরাজ)

হরি। জীবনধারণ কিংবা প্রাণ-বিসর্জন,
কিবা প্রয়োজন, ভাবে মন ভাসিবারে।
আবরি হৃদয় নিবিড়-অন্ধকারে,
সন্তাপের ঝড় বহে অশান্ত প্রদেশে,
অশান্ত আশার করি ঝঞ্ঝাবায়ু সনে,
প্রলয়ের উড়াইব নিশিচ্ছ আকাশে?
অনন্ত নিবৃত্তি সম শক্তি মনে হোতে,
নিস্তব্ধ বিশ্রান্তি নিতে প্রাণে।
দুঃখ দেব হৃদয়ের কালি,
ঘুচাব ভবনদীমা দুঃখের জীবনে।
এ ছার প্রাণ নিয়া যা মরণ।
কিন্তু এক ভাবনা বিষম,
প্রাণে স্বপনে যিনি আছে;
নীরব প্রাণে শিখাই চলেছে।
একথা জানে
কোন পথ দেখা প্রাণ ...
হৃদয়ের ... কথা ...
হৃদয়ের ... ক...
... আছে ...
... ...

তা না হলে,
সাধি কার্য্য নিরোধ করিল,
মনের অজ্ঞাতে মুখ ঢাকিল,
নিরাশার এ প্রদেশে নির্দ্দয় মরম,
কে চাহে ধরিতে প্রাণ বহি অকারণ,
অনন্তীন প্রান্তিহীন,
যাতনা-জড়িত?
কিন্তু তবে কাঁপে প্রাণ, অজানা ভয়েতে,
অচেনা প্রদেশ-কথা ভেবে ... মনে,
যার প্রান্ত হতে না পেয়ে ... ক,
তখনি মমতা আসে নয়ন ভরিয়ে।
বাঁধে প্রাণ সহিতে বেদন,
চাহে না ভাঙিতে দয়া পর পরশায়,
দুঃখ আবরণ করে জীবনের দুরি।
প্রেমঃ মানে পরিচিত যারা,
অজ্ঞাত বিষাদ-স্রোতে না চাহে ভাসিতে,
এইরূপে পরে পরে হৃদয় সাজায়ে,
সন্দেহ-তরণী উঠে চিন্তার পবনে,
আশা-তরী অকূলে ভাসিয়া চলে;
বিবেকের কর্ণধার চালে পুরুষাণে
এ তরীর উদ্ধার বারণ—
কালিমায় হয় আচ্ছাদন,
নিমেষে যার ভ্রমের তিমির সনে,
আশা-নাশে কোন কাজ না হয় সাধন।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। দেব! মহারাণী করেন আহ্বান।
হরি। কি প্রয়োজন প্রাণ—
নাহি পাবে পুরুষত্ব ভেবিবারে
কি কুহক-ঘোরে আজন্ম হৃদয় মম,—
কিসে করি স্বকার্য্য-সাধন?
দাসী। প্রভু! রাজবালা প্রেরিলেন মোরে,
রাজদরশন তরে।
হরি। কি কহিবে—
রাজবালা চাহিলেন দর্শন আমায়।
কহ গিয়ে—যাইব তেতিন তাঁরে।

[প্রস্থ

... —পীড়ন ... শোণিত-প্রবাহ!
... ...
... ... নয়নে—

অনুতাপে বেহ না যেন না জ্বলি।
স্বামি। সর্বনাশী পক্ষি হয় সৃষ্টি,
এ সময়ে কেহ নাহি নিকটে।
কি জ্বালা ঘটাবি তুলি পিতার আদেশ—
পালোক্তন অধীন যেমন তব।

(অসি পরিত্যাগ)

তেমন জননী আকাঙ্ক্ষে তোমার।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পরনাথ।

(শ্রীলেখা)

আজি কি হেতু বিলম্ব এত?
আসিবে না শুনিয়া কি বোধ—
এ সময় সম্বল কেবল।
অবশ্য আসিবে,
বোধ করে মৃদুহাস্যে ভাবে হারে।

(ধীরে ধীরে কবিরাজের প্রবেশ)

কি বৎস! কি হেতু বিলম্ব এত?
এ কি ভাব বৎস! কেনোদি তোমার?
চিন্তার কুটিল রেখা ললাটে অঙ্কিত—
জ্যোতিহীনা কেন আঁখিতারা,—
ওষ্ঠাধরে পাণ্ডুর কেন মনে অনুভব,
মুখমণ্ডল কেন বা মলিন তোর?
হরি। (সজল নয়নে)
মাতামাতা! নাহি কি করব?
কি পরিবর্তন নেহারি বদনে।
মলিন বদন—বিষণ্ণ নয়ন—
প্রাণে কি তাহাতে কভু সহেনে ব্যথা?
যে যোগ্য হৃদয়ে আমার,
শতাংশ তাহার—
প্রকাশ না হয় মাতা আহিক গণনে,
জগতের শোকচিহ্ন যত
পরাস্থিত এ ব্যথা জানাতে।
শ্রীলেখা। কেন জ্বলে মরি নিশিদিন,
যদি তোর মুখ চেয়ে;
দুষ্ট যদি বিধি বাধা—
তার কথা এত কিবাকুল,
প্রবোধ না দিয়ে জননীরে,
কার ভরে রহিব সংসারে আর?
বৎস! হইবে না নিশ্চয় এত কদাচার প্রকৃতি।
হরি। মাতা!
নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার?
নহে ত আমার;—
তার একবার নিজ ব্যবহার—
আমার পিতার প্রতি!
শ্রীলেখা। কবিরাজ! ভুলেও কি মনে—
তার নাম কর উচ্চারণ?
কবি। ভাগ্য অপার জননী আমার!
কি করিব কহ অদি মম,
নহে কি এমন—
পাষাণ্ডিত জীবন কলুষিত দেহে তব?
যার স্নেহ কান্দি অনাথ—
কুসুমাসন বিসর্জিলে অপরের পাশ;
সেই তেজ ধরা কাঁকে লইয়া বিদায়,
দেবলোকে যাইতে চলেছে অবাধে
একা তারে পাঠাব তোমার।
নহিলে কি আজ্ঞার লঙ্ঘন
এ কলঙ্ক করিয়া বহন,
মাতা বলি ডাকিতে সাজনা?
(স্বগত) পিতা! আর যে সহে না;
ভুলে যাব আদেশ তোমার।
কলঙ্ক মাতার—পুত্র হয়ে দেখবে সহিব?
(প্রকাশ্যে) এ কি শোন অশরীরী বাণী,
মনঃক্ষুণ্ণ ঐ নিবারণ।
শোন কথা—
কলঙ্ক-বারতা—
তার নাহি প্রকাশ জগতে।
বিভুপদে কর ত্বরা আত্মসমর্পণ,
ত্যজিত জীবন—শুদ্ধ কর চির-অনুতাপে।
শ্রীলেখা। হরিনাথ—হরিনাথ!
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে।
ধরেছি কঠোরে,
মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে?
যাই আমি, তুই পলাইয়ে।

(প্রস্থানোদ্যো

দ্বি। কোথা যাও? দেখ চিত্ত অতীব চঞ্চল,
কি বিশাল ঠাট, প্রশস্ত ললাট,
লম্বমান বাহুদ্বয় চারু সম।
পূর্ণ জ্যোতি আকর্ণ নয়ন,
নাসিকা গঠন—গরুড়কে জিনে নাস।
আজানু-লম্বিত বাহু সুললিত,
শরাসন করে—ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম।
সুবিশাল বক্ষে যজ্ঞসূত্র,
হেরি রিপুদল কাঁপিত সতত।
ভাব-ঘরে মানিত শাসন,—
এই জন ছিল তব স্বামী।
জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন,
হের অন্তরে ছিলা অতি গোপিত কুহকে,
হিংসালয়ে রক্ষিত সদাই,
অন্তরেতে কুমতির আসন কারে,
আঁখিপাশ নেত্রের ছায়,
দয়া মায়া তারে করে পলায়ন;
হেন জন ছিলা তব কীট সম
মাতা!
গতজন্মে দলি পদতলে
কাহারেও কেলে আসিয়াছ;
(তব ভূমি মূল-পরাধীন।
অঘটন কিছু নাহি তব পাশে।)
মাতা!
জিজ্ঞাসি তোমারে,
কিবা ঘোরে আকৃষ্ট করিলা তব প্রাণ?
ছিল না কি জ্ঞান?
কোথা ছিল ইন্দ্রিয়?

শ্রীলেখা। রক্ষা কর—রক্ষা কর;
তিরস্কার আর নাহি কর;
আছু পাতি মাগি ক্ষমা।

হরি। আমি কেবা—
কি করিব ক্ষমা;
শ্যামাপদে চাহ প্রতীকার;
দেবীপদে লহ গো আশ্রয়।
শোন মাতা—পুত্রের হৃদয়,
মাতৃহত্যা পাপে কিবা আছি কর মুক্ত।

[সবেগে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

সাজসভা।

(হরিরাজ, কঞ্চুকী ও মন্ত্রী।)

মন্ত্রী। মহারাজ!
রাজমন্ত্রী সদা করে মঙ্গল কামনা,
ত্যজি প্রভু বিষম ভাবনা,
জাগিতেছে হৃদয়ে আমার।
প্রতীকার একমাত্র নৃপতি-সকাশে।
নিশি সম করহ ত্বরায়,
মুক্তি করে—বিদ্রোহ-অনল আঁখিধারে।
নয়নাগ্র উদাস-হৃদয়,
রাজ্যপানে ফিরে নাহি চায়,
অবসন্ন অধিক কোথায়?
কর প্রভু! করহ উপায়,
রাজ্যময় চিন্তার তরঙ্গ উঠে।
লোকমুখে প্রজাগণ করিছে মিনতি,
যথাশক্তি জানাই বেদনা;
পূর্ণ কর সবার কামনা,
রাজধর্ম—প্রজার রক্ষণ।

হরি। হে সচিব! অধিক কি কবে আর?
কি অভাব—কেবা করে সম্পূরণ?
চেয়ে দেখ গগনের পানে,
অহর্নিশি নিত্য আবর্তনে,
ভ্রমিতেছে অবিশ্রাম-গতি।
যুগ বহে যায়—বিরাম কোথায়,
সদা ধায় নব আকর্ষণে।
কিন্তু দিবাকর অচল নিথর,
রহে স্থির আপন মণ্ডলে,
প্রলয়-ঝঞ্ঝায়ে-মাঝে তার জ্ঞানবারিধির
শত আকর্ষণ খেলার অপেক্ষা করে।
সেইরূপ এ সংসারে
ধীরভাবে সদা কিরে ঘুরে,
প্রবৃত্তির ফেরে
নিত্য যায় নব আকাঙ্ক্ষায়,

আশা-তৃষ্ণা তবু না ঘুচায়,
জীবন-সংসর্গ ত্যজি' কোথায়ে যেতে।
কিন্তু সেই স্থানেতেই
যদি কেহ থাকে [illegible]
তাহি মম অতি [illegible]
অচেনা হৃদয় যায় ত, তবু কি তাহায়
বিচলিত হয় চিত্ত পূর্ব আকর্ষণে?
কি কারণে হৃদয় [illegible]?
জেনো প্রিয়—
কেবলমে [illegible] যাতে ভরা আছে ভবী।

(একটি যুবকের প্রবেশ।

যুবা। [illegible] চোরাইবাজন্—
আজকের চোরাইবাজন্—
আজকের [illegible]
কবি। [illegible]! কে তুমি,
আমারে কি [illegible]

(একটি যুবতীর প্রবেশ।

[illegible] চোরাইবাজন্
[illegible]
যুবা। [illegible], [illegible]

(একটি ও যুবকের প্রবেশ)

কবি। চোরাইবাজন্।
[illegible] কাহিনীটী তব আগমনে।
[illegible]
[illegible] চোরাইবাজন্
যুবা। [illegible]
[illegible] আজ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[

এমন কি ভাকিলে আসে না ?
কোরো না বঞ্চনা, বল তুমি যদি ভালবাস।
অরুণা। রাজবালা! কিশোর বয়সে,
কি হেন যাতনা-বিষে
দহিতেছে হৃদয়-আশার ?
জীবন তোমার,
অস্ফুটন্ত কলিকা সমান,
মুকুলে শুকাতে কেন সাধ ?
সুরমা। অরুণা! তুমি তো জান না,
কত ভালবাসিতেন পিতা মোরে।
সামান্য কারণে
অভিমানে রহিতাম, ডাকিয়া যখন ;
কত আকিঞ্চন,
কতই আদরে তুষিতেন পিতা মোরে।
কত দিন অগ্রজের সনে,
কুসুম-চয়নে যাইতাম উদ্যান-মাঝারে ;
তুলিতে গোলাপ প্রলাপ বাড়িত কত।
কণ্টকে ছিঁড়িয়া কর কাঁদিতাম ক্ষোভে ;
কতই যতনে, ভুলাতেন দাদা মোরে।
আজি সেই কাঁদি লো কাতরে,
কই পিতা ভুলায় আমারে ?
দাদা আর নাহি আসে পুরে,
কার কাছে পাইব সান্ত্বনা ?
পুরীমাঝে যার কাছে যাই,
বিষণ্ণ সবাই ; তাই স্তব্ধ আশে—
জননীর পাশে,
গিয়েছিনু জানিতে কারণ,
শোক-আবরণ কত দিনে যাবে ঘুচে।
অরুণা ! কি কহিব, প্রাণ ফেটে যায়,
পরুষ ভাষায় তিরস্কার করিলা জননী,
আকুলা পরাণী,
তাই কাঁদি প্রাণের জ্বালায়।
অরুণা। ছি ছি বোন্! কেঁদো না আকুল হয়ে,
রমণীজীবনে অনেক সহিতে হয়।
বল্ বোন্!
অভাগিনী কে রমণী সব সম ?
আমি কোন্ আশে বাঁধি প্রাণ ?
জানি না লো জননী কেমন ;
জ্ঞান হ'ল জনকের স্নেহময় ক্রোড়ে।
সে মধুর স্নেহনীড় ছেড়ে,
যার তরে এনু রাজপুরে,
সেই যে, দিনান্তেও যায়েরে দর্শন
পাইনে এখন তাঁর।
আঁখিবারি শ্রাবণের ধারা,
বহে সেই দিবস-যামিনী,
কত সহে রমণীর প্রাণে আর ?
আছি যে দশায়,
ভাবি যদি শিহরে হৃদয় ;
মনে হয় হারাইব জ্ঞান।
সুরমা। আহা, সত্য অভাগিনী !
মনে হ'লে তোমার কাহিনী,
মোর ব্যথা তুচ্ছ মনে হয়।
কত তুমি সহ বিষাদিনী।
শুভ্র-নেত্রে চাহ যবে শূন্য-পানে,
ভয় হয় মনে, সত্য বুঝি হ'বি উন্মাদিনী।
অরুণা। তাহা মানি—উন্মাদিনী যদি হই !
হারাইলে জ্ঞান, এ জ্বালার হয় অবসান ;
স্মৃতির যাতনা সহে না হৃদয়ে আর।
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি—জ্ঞানের বিকৃতি,
এই মাত্র কামনা আমার।
সুরমা। অরুণা—অরুণা ! পায়ে ধরি,
মর্ম্মভেদী স্বরে বোল না এমন ক'রে ;
ও স্বরে যে কেঁদে উঠে প্রাণ।
এস ভাই উদ্যান-ভিতরে,
স্নিগ্ধ সমীরণে জুড়াইব হৃদয়ের জ্বালা।
অরুণা। চল যাই রাজবালা !
কত জ্বালা সব আর ?

[উভয়ের প্র

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

প্রাঙ্গণ।

(জয়াকর)

জয়া। দিবা ভাল, রজনী হইতে !
রজনী অন্ধকার
হৃদিঘোর বাড়ায় আমার।
আসিলে যামিনী,
কোথা হ'তে নাহি জানি,
অস্ফুট যৌবনধ্বনি পরশে শ্রবণে।

১। অহে—[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
পূজা ঘরে কেমনে [illegible]?
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
২। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

মন্ত্রণাগার।

(রাজগণ)

রাজা। ধিক্‌রাজগণ!
গুরুভার কর আজি আমাদের শিরে।
আদিয়ণ্ডক—
বিলম্বিত সকলে অস্ত্র সেনাপতি-পরে।
কত ভয়ে কত প্রতারিয়া,
যে কৌশলে আছোদিয়া জ্ঞানের নয়ন,
করেছ কি স্থির মতামতে কাহিতে আপন!
সমাচার হয়েছে শ্রবণ,
সেনাপতি নিশ্চয় আসিবে এবার,
কত কি আমাদে অভিনয়!

২ রাজা। আমা সবে
কিছু নাহি হবে অগ্রসর।
গুপ্তমত অভিসন্ধি করেছে প্রকাশ
গোপনেতে তাই নাহি করে সমাবাস।
আগুসর কেমনে এখন,
কেন প্রাণ হারাব আহবে!
যেবা ইচ্ছা হয়, কর মহাশয়!
অন্তরেতে সংশয়—
এ চাতুরি উঠাবে আর বিপদ-কেতন!

১ম রাজা। সত্য যাহা কহিলে আপনি।
যেতে হবে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমাঝে
কোন্ মূর্খ দিবে ঝাঁপ?
পাপকার্য্যে দেবকুল বিমুখ সতত,
দৈব-প্রতিকূলে বৃথা চাহি শুভিবারে।

১ম রাজা। মনোভাব বুঝিনু সবার,
মনে মনে যেই চিন্তা উঠে,
প্রতি সন্নিপটে আপনার প্রতিধ্বনি তার!
কাজ নাই আর,—
কেন বৃথা হারাব জীবন?
যেই কাজে নাহি হোক ফল,
আয়োজনে ইষ্ট কিবা আছে?

(অন্যান্যের প্রবেশ)

অন্য। মৃগাঙ্কবদনি!
কর কৃপা অধীনের প্রতি।
সার্থক জীবন—
মম পুত্রে আগমন হইল সমরে।
আদিয়ণ্ডক—কুলকন্যা কি সাধে এখানে!
ঔজ্জ্বল্যের বিনিময় মরণে;—
কহ রাজগণ! মুখ-আবেগেতে
কত দিনে রবে সম্পুরণ?
রাজ্যেশ্বর দ্বারস্থ পণ্ডিত
কত দিন নিবেদিবে দূরে,
প্রাণ যথা তৈয়ার শঙ্কিতে নারে,
আপরূপে পরমে মগনে
বিলম্বয়ন্তুক্তি সদা অন্তরায়ের কারণ,
গুরুকার্য্যে বিলম্ব কি হেতু সঙ্গত?

১ম রাজা। ক্ষমা কর যোগ্যতরে,
যুক্তি করি করিয়াছি স্থির,
শত্রুসঙ্গে না ভেটিব রণাঙ্গণে।
পিতৃসহ গণিতাম অমরলোকের,
সে মুণ্ডমালায় অসি করে ভেটিব সমরে,
উচিত নহেক বিধি!
হও,ভীতি রাজকর বিনা।
যা করে কামনা কিছু কাশীশ ঈশ্বর।

অন্য। ধিক্ সভাস্থ—ধিক্ বীরগণে!
বীর শিরোমণি তুমি,
কেন রাখি পারে কি তোমায়!
করে কর অসুর হুঙ্কার বল,
ধরিতে তোমার
কত শত রাজ্য ভাঙ্গে পড়ে;
কি আতঙ্ক-ঘোরে অবশ-হৃদয় আজি?
অরীন্দ্রা-পাশ কি কেহ না করিছ নীরবে?
হরে রাজা, প্রজা হবে কেন?
আপন স্বদোষে
সন্দিহানে কি কেহ না কর তারে?

১ম রাজা। ক্ষমা চিরকাল মাগি কর নীরবন্ধ!
আমি সবে স্বাধীনতা অকূল সৈকত,
আটেশবর কত সাধা করে অবেষণ।
কিন্তু বীর কলহ কারণ,
অন্তরায় হেরেছে সকলে।
নানা বেশে রাজত্ব আসিয়া গোপনে,
গুপ্তভাবে করি আধিপত্য—
নৃপতিরে আমার সকল সমাধান,
নিরিবাদে ইষ্টাপত্তি না হবে কখন।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

আহে—আহে
শক্তি সনে ইচ্ছা বিলোদাস।
অপরাজ-নারীকুলে তুই।
স্বয়ংহে যখন —তাই বুঝি এত আস্ফালন।
জান,
মন্ত্র জপে—বাক্ বিনে তপস্যের আসা।

[সবলে পলায়ন ও প্রস্থান।

নিশা। বুঝি প্রাণ যায়,—কি হবে উপায়?
অস্থি মোর পাপের সাগর হ'তে
কে কিরাবে শক্তিরে আমার?
মা গো জগন্মা!
আজীবন পূজেছি মা শ্যামা!
এ অন্তিমে যদি শ্রীচরণে—
পতিতে কিরাও মা গো পাপ হ'তে।
দারুণ বিপদে—
কে আর তখনে প্রাণে বুঝাবে পুত্রে।
মা গো! আর কেহ নাই,
যদি তাই তোর পদে তারা।
তবেরাণী, রাখা যায়,—
রাখ গো মা অবলায়।
মা! মা!—প্রভু-স্বামী—(মূর্চ্ছা)

পঞ্চম অঙ্ক।

—•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

মানসপ্রান্তস্থিত অরণ্য।

(অন্ধকার)

অন্ধ। কই—কোথা—কোথায় শ্রীদেবা?
আজিও কি বৃথায় ফিরিব?
দুই দিন নিশিথে সময়ে—
একাকী আইনু এই ভীষণ বিপিনে,
হেরিনু কতই ঘোর ভীতিময় দৃশ্য।
কি এক আতঙ্ক-ঘোরে,—
অন্তরাত্মা হয়েছে অধীর,
কম্পিত পদাঙ্গের শেষ শিরাগুলি হইতে)
অতীত স্মৃতি মনোমাঝার—
আসিছে ফেলিতে আমার এই জীবনে।
কি আসবে এলো না এখনো?
বিলম্বে আসনা হারে প্রাণে,—
একা হেথা ভ্রমিতে আর হয় প্রাণে।
যত দিন রবিরাজ জগতে রহিবে—
আতঙ্ক না যাবে,
কণ্টক না ঘুচিবে আমার।
মা মা—অধিনী করিল বিসর্জ্জন!
ওহো হুতাশন—হুতাশন তুমিরে আমার,
প্রলয়ের এত বহ্নি অনন্তকাল,
পরিবার সেই মহাবায়ু—
সাথে সাথে ঘুরাক আমায়।
জন্মমৃত্যু করিয়া হরণ,
বিশ্বব্যাপী হুতাশন কর গো পরশ,
অনন্ত জীবন আমিও ফিরিব ঘোরে।
ঘুরপাকে নিখিল চক্র পৃষ্ঠের সাথেরে,
সকলে বিভাগে বিশ্ব-ভিন্ন করুক আমায়।
প্রাণ কাঁদে যায়—রক্ষা কর মোরে।

(ঈশ্বরীর প্রবেশ)

কে ও পিশাচিনী,—অথবা দেবিনী?
কিবা তুমি রজনীর সহচরী
অন্ধ কোন্ প্রাণী?
সরে যাও—চলে যাও—সম্মুখ হইতে,—
প্রাণ নিতে একাকার করে কে আসিছ?
ঈশ্বরী। আজি বিশ্বাসেরে—
কিবা পরমাণু মিশেছে কি নিশ্বাস বায়ুসনে?
বিশ্বাসের মনে—
নিশি ঘোর শোণিত প্রবাহে,
বিদ্রোহে মাতায় বুঝি মনোবৃত্তিগণে?
অন্ধক। তোমারই কি কারণ,—
কেন কেন কে তোমারি সম্মুখে দাঁড়ায়ে?
অন্ধ। কে ও?—ঈশ্বরী?
কেন নিতে এলে কি সময়?
আমি আমি কি করেছি তোমারি—
নিখিলা তোমার বিশ্ব,
নিয়তি-রেখা অতি নিকট-বর্তী,

[illegible] সময়—
[illegible] লাগে প্রাণাধিকা।
[illegible] নীরবিলা অমিয়া, ঔষধে—
[illegible] ধেকে উঠে মুখ শশিমুখী ভরা;
[illegible] ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্ত কাঁপন,
[illegible] ঘনঘন উঠিছে কেবল হবে।
[illegible] আবাবে কাঁপিছে হৃদয়,
[illegible] শিরাও ফাটবে শুকায়,
[illegible] বাহি বারি! কোথায় পলাব?
[illegible] আমি কি অভিপ্রায়ে,
[illegible] দিয়া নিকটস্থারে!
[illegible] বাকি বলে,
[illegible] শুনিবারে কেউ ধরে শয়ন-সদনে;
[illegible] অভিধানে চিন্তয়ে বিষে জলাঞ্জলি?
[illegible] ছাড়িয়া এ বিষতটভূমি,
[illegible] উর্ধ্ব ধরিয়া ধরণে
[illegible] জনের পানে দেখে কি প্রত্যয় আছ?
[illegible] থাক যদি একা তুমি ছাড় তুমি,
[illegible] আমি আর সহায় তোমার।
[illegible] ধরিয়াছ তবে যত দিন রবে,—
[illegible] তুল্য সদা বিহরে কিরিবে,
[illegible] কে বাঁচাবে?—কিসে প্রাণ পায়?
[illegible]সেনা। অসাধ্য! এ কি অসাধ্য?
[illegible] ভুলেছ কি দেবী আমি?
[illegible] বর্ষেছি আপন স্বামী আপনার করে,
[illegible] প্রত্যক্ষে দেখেছ তার মরণ-যন্ত্রণা,
[illegible] তার অঙ্গকণা বিসর্জিবারে সে মৃত শরীর,
[illegible] তবু কি অধীর দেখিবারে শ্রীসেনারে?
[illegible] ইন্দ্রী-প্রবর লোকে অতি কুসুমে গঠিত,
[illegible] উপাদি অলিকা,
[illegible] শোণিত-ভূষিকা যে প্রকারে করেছি পালন।
[illegible] অধীর কোমলতা,
[illegible] অনিলতা করেছে আমার।
[illegible] দেহ মায়া রহে না অন্তরে,
[illegible] মজবুতি করিয়াছি উর্মিলা ভূমিরে।
[illegible] ভয়ানকের বধির আপনার করে,
[illegible] এ তো অতি বড় কথা;
[illegible] সহজান-বলতা পরতরে করেছি হনন।
[illegible] ধরিয়াছে পরিণ সময়,—
[illegible] [illegible] উদ্ধারের প্রাণ,
[illegible] [illegible] আমার বিপদের কারণ আপনি;
[illegible] [illegible] অনন্তের অনন্তীরে প্রবাহিত পথে;
[illegible] [illegible] ধরা ধরে আমি তব ছিনি প্রণয়ে!
[illegible] [illegible] আপনার ধরে যদি তাতে,
[illegible] [illegible] আপনি তাহাতে আমি কুবির সহায়।
জয়া। [illegible] বিধা চিন্তা আর, অপার আদরে,
[illegible] পাঠিয়াছি রাজার আবার,
[illegible] শোন কথা, যে উপায় করিয়াছি স্থির;
[illegible] অভিমত কিবা তাতে তব?
[illegible] অভিমত সনে সৌহার্দ্যবন্ধনে,
[illegible] প্রাণে বাঁধা হরিরাজ।
[illegible] জান তুমি, বাণিজ্যের আশে,
[illegible] বিদেশে নিয়তে যেই জন;
[illegible] তাঁরি নামে লেখি পত্র রাজার সকাশে,
[illegible] লিখিব বিশেষে,
[illegible] আসিয়া কাশীরে মহাদাবে পণ্ডিত সে জন
[illegible] তব কার্য্যক্ষেত্রে, না পারে আসিতে নিজে,
[illegible] রাজপরশন নিতৃতে কামনা করে।
[illegible] অভিমত [illegible] তুল্য উৎকোচের বশে,
[illegible] বহু মন পাবে, পত্র পড়ে যাইবে আপনি,
[illegible] প্রভুর সকল যাত্রা জানাবে রাজারে।
[illegible] অতর্কিত হরিরাজ নিশ্চয় আসিবে,
[illegible] প্রাণ দিবে শাণিত কৃপাণমুখে।
[illegible] তার পরে বৃদ্ধ ভূতো কাজিয়া নিধন,
[illegible] এক ঘায়ে কেলিব ভূজনে,
[illegible] নিষ্পন্দেকে সব কাটি হবে সমাধান।
[illegible] কেহ না জানিবে, লোকে কবে,
[illegible] লোকে তুল্য হরিরাজে করিতে সংহার,
[illegible] পরস্পর বধিয়া আপনি,
[illegible] প্রাণত্যাগ করেছে দুজনে।
[illegible] রহিবে না কেহ এ জগতে,
[illegible] সাক্ষ্য দিতে শোণিতের পরিণয়।
শ্রীসেনা। উত্তম উপায়।
[illegible] কি বেন্তু বিলম্ব আর?
জয়া। অপেক্ষা তোমার।
[illegible] আজি পত্র পাঠাব রাজারে।
[illegible] কল্য নিশা-অবসানে,
[illegible] হরিষে-মনে কিরিব ভবনে,
[illegible] কবি দৌহে কণ্টক উদ্ধার।
[illegible] ভবে বল, বল আসবার,

হবে তুমি আমার আমার,
কার্যক্ষেত্রে ফিরিবে আমার সাথে?

বিজেন্দ্র। সমরের পথে,
বীরেন্দ্রণা না ভয়ে কভু।
কার্যকালে ফিরিবে ঘরে,
কথায় নাহিক প্রয়োজন।
এস ভাই, রণবেশে না হয় অধিক কাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

অরুণা।

অরুণা। ঐ যায়, চাঁদ ডুবে গেল। কি হবে —কি হবে? আজ যে আমাদের বিয়ে! অন্ধকারে বিয়ে কেমন ক'রে হবে? বুঝেছি—চাঁদ আমার সতীন। বাঁচি ডুবেছে—বিয়েতে ডুবলো। অন্ধকার, অন্ধকার—কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাতও শেষ হয়েছে। কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। একটু বসি (উপবেশন) ও কি—ও! নীচে ও কি হচ্ছে? নীল আলো কোথেকে আসছে? ওখানে ওরা কে? কে ও? কে ও? ঐ যা—পালাল। তুমি—তুমি (বিয়ের রাত্রির মতন ক'রে ডাকা) কেন? মুখ অমন শাদা কেন? ও কি! রক্ত কোথেকে এল? ঐ যা—ঐ যা—নেই! (পতন) ঐ আলো হয়েছে—কেমন মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে! আহা, কি মধুর গাচ্ছে—কান্না ভরা গাচ্ছে? আর ওপরে ও আবার কি? ও কার সিংহাসন পাতা হয়েছে? আর ওপরে রশ্মিটি আলো ক'রে কে ঐ ব'সে রয়েছে! আহা, ওর কি রূপ, কি রূপ! ও আবার কে এল? ঐ সরলা এসেছে—ঐ সখীরা ফুলের বালা নিয়ে ছুটে আসছে। সিংহাসনের দেবতাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। দেব ওকে চিনি, দেব ওকে দেখেছি! চিনেছি—চিনেছি—প্রাণেশ্বর!—সিংহাসনে তুমি! আমায় নিয়ে কর্বে এসেছ? এস প্রাণবল্লভ! আমার বালা পর—এসেছি সমস্ত রাত্রি তোমারই।

বঁধু! এত কি তব মনে ছিল!
আজি সখি বিয়েতে যা দিল আমায়।
অমর-বালা-রাজমুকুট কাঞ্চনে,
রত্ন-আসনে বসা হে হাসিয়ে,
পূজিয়ে চরণ সাথ বিটপীতে, পরাণি সখীগণে।

উভয়ের। বড় সুখ, বড় সুখ! আমরা কাপড়ে সিংহাসন তুলব, কে কোথায় যাবে, চকমে পলাবে। ও কি, সিংহাসন টেনে নিচ্ছে! অমর-বরকে নিয়ে পালাচ্ছে! জীবন-বল্লভ! দেখা দাও, দেখা দাও, আমায় সঙ্গে নাও! ঐ যায়, ঐ দেখ, স্বর্গীয় রথ।

[বেগে প্রস্থান।

(সুরমা ও সখীগণ)

সুরমা। অরুণা কোথায় গেল? সখীরা বলছে যে এই বাসরে এসেছে, কৈ, এখানে ত দেখতে পেলে না। আহা! অভাগিনী বালার বড় ভোগ ভোগবার সাধই উদ্বাসিনী ক'ল। তার সাধের বিয়ে হ'তে না হ'তে কি, কিন্তু তাকে দেখলেই চোখ ফেটে আসে। সাগরের ঢেউ, কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। কোথায় গেল? বোধ হয় সখীরা বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেছে।—আহা, বেশ হাওয়া দিচ্ছে, এইখানে একটু বসি। (উপবেশন) যত দিন পাকে দেখিনি, তত দিন তার জন্য ভাবিনি, আহা, তাকে দেখে অবধি আমার মন করে কেন? আসে কে তার হাত ধ'রে ঘুরে বেড়িয়ে বেড়াতুম, কত কথা কইতুম, কত সুখ দুখ দিতুম, এখন কেন এমন হয়? মনে করি, তাকে দেখবে পাবার না, কিন্তু তাকে দেখতে পেলে কেমন হয়; সখারা কয়ে, পালিয়ে যাই। কি ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, একটা পাখা নাই।

(গীত)

বুঝেছি বই আসল প্রাণে আগের কথা রয়ে না।
আশায় বাঁধে হৃদয় যেবে সকলি করি উপাসনা।
ছিলে নাই ভিন্ন ভেবে,
এখন তারি অভাব ভাবে
হৃদয়ের চির সুখ দেখে বিরহ ভেবে ভোলনা।
না ছিল যা সুখাবেশে, এখন তা যায় না।

[কুসুমের প্রবেশ]

[illegible] বসিয়া পড়ি। বিপদে [illegible] কার ?
[illegible] ধরি নারী-সখী,
[illegible] ভাবিতে নারিব।
মোহিনী। বিপদিনী কেন আজ ?
পরিচারী আনন্দ-নয়নে,
কেন বা মলিন ছায়া ?
[illegible]। এখেছিল অকস্মাৎ আজিকার,
[illegible] প্রথম সন্ধ্যায় আজিকার প্রায়,
[illegible] শরীর সহিছে না।
[illegible] আমি,—অন্তরাত্মা প্রেমে আমি।
[illegible]। আত্মবিস্মরিণী !
বিশ্বেশ্বরী কেন বা চঞ্চলা আজ ?
বলে দাও, কেন আজি এ ভাবনে ভুবনে ?
কথায়ায় নিস্তব্ধা হয়েছি আজি,
[illegible] কেমন কুসুমে—
কেন বা ফেলিলে মোরে ?
আমি মোহিনী ভবি সকলের প্রাণ,
[illegible] প্রেমের অপার সিন্ধু-একাকী কাছে ;
নিখিল ভুবনে নিজ না কাহিনে,
সে হবি অন্তরাত্মা।
[illegible]। [illegible] অনেক আশা,
[illegible] মনের মাঝে সতত পাইছি ফলে,
[illegible] হৃদয় নিজ না তাহারে খুলে !
[illegible]। অপরাধী কোরো না আমারে,
আমি নারী, চির-পরাধীনী ;
কি করিতে পারি বল ?
এ জগৎ বিধাতাই পারে,
শক্তি নাহি আমাতে তাহার।
এই ভিক্ষা চাই যেন না হারাই,
পাই যেন জীবনে।
পাই আমি ভুল না বালিকে।

[প্রস্থান।

[illegible]। [illegible] হৃদয় ভাঙ্গিয়া আমার।
[illegible] হাতে নারি তব অধিকার।
[illegible]। [illegible] আমি জীবনে নাথ,
[illegible] পারি কি হৃদয়ে ?

[প্রস্থান।

অভিনয়।

(বিদূষক)

হাসি। আচ্ছা বাবা, এত নাম রাখতে পারি নে।
এ সংসার স্নেহের আগার,
তাই ভালবাসা ভুলিয়ে ফেলেছি,
অমন আমার ভুলে নয় আপনার জনে।
যত্নময় যতবিধ পাপকার্য আছে,
পুচে যায় সবই তাহায়,
এ সংসার হয় যদি নারী-বিবর্জিত।
সুখ পাখি কিরে আসে মানব-হৃদয়ে,
পুণ্যস্রোত বহে যায় জগৎ-মাঝারে,
পুরু-ধারে মোছে আঁখি জীবনের কালি,
হৃদয়ের উন্নতি কিরণে,
পূর্ণ করি বিধাতার উচ্চতর মনঃ,
ধায় জীব শান্তিতে বিশ্রাম
উল্লাসে স্রষ্টার পায়ে।
স্বরগের দ্বারে পশিত আকাশে ;
দেবগণ মানবে আহ্বান করে।
নিত্য হাসিধাম, হা-হুতাশ,
নাহি পশে ধরার প্রাঙ্গণে।
ভাকিয়ে বিধব, চিত্ত করি হর,
উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় প্রেম হয় বিগত-রজনী।
এ সংসারে পরীস্থান ভরে,
পূর্ণিমা রমণী ধাত্রী মোহিনী আকারে।
কল্পনার হাতে ধরে ধরে বিহরে,
[illegible] আমি প্রেমময়ীরে পরাণ সমান।
[illegible] আশা ধারায়, ভরে মানবীর প্রাণে
[illegible] সুখে পরে গলে।
[illegible] সুকায়ে অন্তরে,
[illegible] মোহিনী আমারে,
[illegible] ভাই,
[illegible] প্রেমের পরশ পরে।

[illegible]। [illegible] এ [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

...ধীরে ধীরে আসিছে ভাসিয়া ধরে
...আপে পাছে আছি করে নিরীক্ষণ,
...শঙ্কিলাম তার অতি চমৎকার,
...নিজ হস্তে পরশ আপার অবয়ব চুম্বিয়া
...জীবন-তরিকা করমরে ক্ষত্রে ক্ষেম-
...পক্ষ লাভী। কি মাধুরী দেখেছে নয়নে,
...ভেসে ভরে মজে নয় অতীত-ইতিহাস।

(ভাবার প্রবেশ)

দু। (ক্ষ) তুমি কোন্ অপরা
...অতিথি কি হেতু কহিবে।
...কহ ত্বরা তুমি কার কন্যা
...কোন্ মহ ইন্দ্রের বাহন ;

ভা। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)
...প্রভু হয় আমার দুঃখের
...আমিয়াছি নাথ তব চরণে দুর্গতি কারণে।

দু। (সহাস্য) (প্রকাশ্য)
...(স্বগত) আহা, মুখ কোন বিধি নির্মিল
...এমন অতিথি সে ত
...কোন্ পুণ্যে আমার আশ্রমে আসিল।
...হায় আমি,
...(প্রকাশ্য) [illegible]
...[illegible]

ভা। [illegible]

[দুষ্মন্তের প্রস্থান।

হরি। হায় কষ্ট রাজার ভীষণ!
...প্রতি পদে নিহত অধীন,
...স্বেচ্ছাধীন তৃণ সমে তার।
...পুত্র পরিজন সমভিব্যাহারে করে মৃগয়ায়
...ভীষণ সন্ধান করযোড়ে করে যায়।
...অম্বিকে! বালাসখী!
...হায় একা তোমার ভবনে,
...গলা ধ'রে কত যত্ন করেছ বেলনা।
...হায়! কি দশায় কাটাই জীবন!
...বিধি মুখ পাছকের করে
...কলঙ্কিনী জননী হয়েছে মরে,—
...হায় দুর্ভাগিনী উমাপিনী
...অভাগা কন্যা—

প্রতিধ্বনি। কন্যা।

...কুহু রব উঠিবে অরণ্যে,
...সাহারে বিহঙ্গ-সাথে বৈরক্ষণ্যগণ,
...মৃগক্ষেত্রে হবে বিচরণ,
...মহাস্রোত-প্রায় আসিবে ধাইয়া।
...কিন্তু এই শিশুকন্যা সাহসে ভীরিবে,
...মাতার কলঙ্ক নাশি হবে প্রকাশিত।
...যা হবার হবে
...দারুণেতে যা [illegible] তাহা কিরে,
...মন প্রাণে শিরে নিব সবে,—
...আর প্রাণে শিশু কন্যা কাঁদিব পাশন।
...অম্বিকা! [illegible] এতদিন পর,
...এমন আকার
...তোর মনে মনে হবে আমি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

[illegible]

(ঋষিকন্যা)

ঋষিকন্যা। কেন গো বিধাতা হেথা এমন
...মনুষ্য ত আসে হেথা,
...তবে কি কারণে, কাঁপে বুকি অন্তর।
...আশঙ্কা কি হেতুতে উদয়?
...নিত্য মহাকায় ভূমি মুক্তিকাতে অঙ্কিত—
...এই ভূমি হয়ন্ত অঙ্কিত?
...দেবতাস আসে কি কোথাও?
...না—না—এত নিল আশ্রম-সোপান।
...আমি একা ভূমি সকলার,
...আমার সুখের বিঘ্ন চিরকাল,
...সুখ-হাসে কাজে থাকে আপন ইচ্ছায়,—
...তাই সবে আছি কিছু বলে তোমায়।
...সেই ভয়ে ভীতা ভূমি আজ,
...দানব-সমাজ মনে যে আসন্ন তাহা হ,
...মহতের পাত উপযুক্ত তোমার আশ্রম,
...সেইত চরিত্র উপযুক্ত ভূমিরও,
...উপযুক্ত অতিথি ও হয় তার।
...এই ভয়ে এত ভয়ে ঋষিগণ,

[illegible] ঔষধ আন তুলে ধরহ ধরিতে।
[illegible] ঢেকে রাখ এ বিষম্
[illegible] নাহি রবে মরম,
[illegible] বাহা বাহা অন্তরে মম।
[illegible] ছুটে বিষটুকে নারকীয় চণ্ড,
[illegible] ভীষণ মূর্ত্তি আমার;
[illegible] হৃদয়ের ক্ষয় দূর নারী-দুর্ব্বলতা,
[illegible] মম বহ পৌরুষ-প্রবাহ;
[illegible] আত্মতাপ-ক্রোড়,
[illegible] নয়নে কঠোর প্রতিরোধ।
[illegible] মোর মানব-প্রকৃতিগত হীন দুর্ব্বলতা,
[illegible] নাহি দেয় বাধা,
[illegible] নয়নে নাহিক অশ্রু উৎসের আপন।
[illegible] ভবিতব্যের ধারা, বহ অশ্রু নিয়ত নিরাধ,
[illegible] হেথা মোর না ফাঁপে হৃদয়!
[illegible] আসিছে সময়, হৃদয়েশ কবি সে গ্রহণ।
[illegible] স্বামী! তব দিয়ে সর্ব্বশিষ্ট পুণ্যিষ্ট সম্বল,
[illegible] ভীষণ দংশনে দহিয়াছে অন্তঃস্থল।
[illegible] পরাভবে ধরিব তাহারে,
[illegible] তাহাতে বিকার কেন,
[illegible] স্বামী!

(দাসীর প্রবেশ)

[illegible] হৃদয়েশ দেখেছে কি কবি আরোহণ?
দাসী। মহারাণি! প্রস্তুত সকলি।
[illegible] যেথা। চল যাই, কবি সে গ্রহণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজবাটীর কক্ষ।

(ধবি ৎ)

ধবি। কৈ, এখানেও তো কাহাকে দেখি না। [illegible] কত রাত হোয় বুঝতে পাচ্ছি না। রাজিদম্পতি রাজ-[illegible] কোথায় গেলেন? কোন্ দিকে গেলে [illegible] কোথাও তাঁদের খুঁজে পাচ্ছিনে। একবার [illegible] এখন রাজার সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু [illegible] আবার ও বিষয় কথা তোলা হবে না, একটা [illegible] কথিত্ব যা বাধলাই, মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি। এই দেখ না, তাদের আমি অন্তরমহলের বাগানের দিক দিয়েছিলেম, অন্ধকারে ঘরের ঘুল থেকে নিমিষে নিয়ে এলেম। আমি না নিয়ে গেলে উপায়হীনী আজ নিশ্চয়ই জলে ডুবে মরতো। এখন ছটোকে নিয়ে কি করি। যাবতে পেলেম বিয়ে দুটি—রাখা অমনি সঙ্গে যাচ্ছি। অন্ধকার মিটে আসা হলো রাজবাড়ী। তার পর একেবারে পুরী প্রবেশ বড়। কাজেই যে পাগল হবে ছুঁড়ী। বিধি তার কারিকুরি, এর উপর আমাদের কারিকুরি চলবে কেন? যা হোক, আমি বিদায়টি হই। দাঁড়াই এক—হয়ে দাঁড়ায় আর এক বাধ্—এখন রাজার সন্ধানেই যাওয়া যাক্। এই যে মহাশয়ও এসে হাজির!

(কলেমের প্রবেশ)

রাজা তুমি, একাকী রাত্রির বাহির, হায় লক্ষ্মীর তো কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে!

কলেম। ধবিবর! তুমি জান না, তোমা এ সংবাদ কতদূর আবশ্যকীয়। [illegible] পথে থাক। এরূপ একাকী যাওয়া বিশেষ অ[illegible] তোমার কার্য্য রয়েছে, এখন চল, স্থির অনুসন্ধান ক[illegible] যাক্ গে। কোথায় তুমি সন্ধান বিবেচ[illegible] কর?

ধবি। মনুন, আমার স্মরণ হচ্ছে, অদিবে সেই পুরোণো চাকরটা কেন আর সকালে রাজা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, অমিত যদি কিছু পায়ে, তা হলে তার বাড়ী যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভ নয়।

কলেম। তবে চল, আগে সেইখানেই অ[illegible] সন্ধান করা যাক্ গে।

ধবি। আমি ত প্রস্তুত

[উভয়ের প্রস্থা[illegible]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:—

নদীতীরে অরিন্দমের উদ্যান।

(অরিন্দম)

[illegible]
[illegible]
আজিকে নিশীথে বড়-উপদ্রবে
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(কঙ্কণ, বঙ্কিম ও প্রহরীর প্রবেশ)

কঙ্কণ। অন্ধকার, পথ নাহি যায়।
অঙ্কিম কোথায়, দেখা দেহ ত্বরিতায় ;
ঘোর আজ বিষম বিপদ্ ঘটে।
চল আগে দেখি কোথা পথ।
এ কি! কে পথে এখানে?
পীতাম্বর। কঙ্কণ! এ কি স্বপ্ন মনে?
ধন্য বল, ইষ্ট আমি তারি,
খুলি ঘরে আনন্দলহরী।
ও কে? নারী কয়।
এ যামিনী! কি কাজ করিলি?
অকালে ছিঁড়িলি এই প্রণয়টি কুসুম।
মরমের সাথে তার ভোর। (সহসা)
মধু! ত্বরিতায়! কালীয়-ভুজঙ্গ!
ঘোরে সবে, মরমে মরমে করেছে দংশিছে।
বঙ্কি। প্রভু! মহারাজ! এ কি! এ যে অঘটনীয়!
কি কাজ? হায় হায়! কেন আমি তোমায় শুভ
মন্ত্রণার কথা আগে বলে ফিরে সাবধান করিনি?
পিশাচ, এ কি করি! রাজী ঈশ্বরী, তুমি না
অবলা? ওহো, কি হ'ল! কি ছল! ত্বরিতায়,
একবার কথা কও। আমি যে নৈশের ঘোরাকে
খুন ক'রে মারব ভেবেছি। একটিবার চেয়ে দেখ।
কথা, কি ক'ব, কি ক'ব!
কঙ্কণ। (প্রহরীর প্রতি)
বাঁধ ত্বরা, প্রাজ্ঞ্যার ঘোর সমাচার।
বুঝি পাপ না ধরে অধিক কাল।

[প্রহরীর প্রস্থান।

মধু। মধু। বাক্যহত বিরহ আঁধি।
কথা কও, চাহ মুখপানে।
ত্বরি। কঙ্কণ! প্রাণে মার,
এ সময় কাঁদাও না আর,
অভিশপ্ত আছেন পিতায়।
হৃদয়ের তার মাঝে

সরমে তার একদিনে ঘুচিল আমার।
এবে দেহ শান্তির আশায়,
অনাদি-আধার অন্তর চিরতরে
মরণের ধারে প্রভুর অন্তরে—
হাসিমুখে যাব ফেরে,—
আলঙ্কার করিব শিরোরে।
কঙ্কণ। হায় বলে ভুলে যাও মোরে,
মনে করো নৈশের-সাথীরে।
সুরসার পন্থীরূপে কবির প্রবেশ।
হায়রে নলিনী—
আজীবন কাটায়েছে একাকিনী।
হরষে ফুটিল তার সুখ-রেণু।
অভাগিনী অকালে—
ফেলে তারে মরমে কঙ্কণ!
ঘোলো তারে—এ বিশ্ব-মাঝে,
তার তরে অবহেলি ভুবন।
আহা! সরলা বালিকা!
আমি তার দুঃখের কারণ —
অভাগিনী উন্মাদিনী মোর তরে।
ঘোলো তারে—
ওদিকে নিশির আর প্রণয়ের ধন।
যাই—যাই তারে সান্ত্বি। নিশা!
সব সাথে সব ভোলো। (প্রস্থান

কঙ্কণ। কোথায় রাজ মাতা,
ত্বরিতায় নাশিব কাহারে।

(অঞ্জনা, মধী ও সামন্তগণের প্রবেশ)

অঞ্জনা। হা: হায়, দুখের বারতা, এসেছে সাথায়।
হা: হা: তাত!
ও কে—ও কে?
অঙ্কী—প্রাণেশ্বর! এই ছিল মনে?
হায় প্রভু—কোথা যাবে ফেলিয়ে দাসীরে?

(পতন ও মূর্ছা

সকলে। সবর সবর মাতা!
কঙ্কণ। আর কোথা—প্রণাম জননী!

থিয়েটার।

(পদ্যময়)

নাম্নোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

স্ত্রী।

অধিকারীগণ, নায়ক ও এক্‌ট্রাক্‌ট্রাইজিং
লেডীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

—:০:—

থিয়েটার।

উদয়ে।—

বাবু হাই পড়েছে ক'রবে থিয়েটার।

স্ত্রী।—

খুলনা থেকে আন্‌তে আই উহার সঙ্গেতে অবতার।
দিনে দিনে বাড়ছে কত ঢং,
ঘোলাপুরে ব'সে এসে ক'রবে কত রং,
বল দেখে এ সহরেতে ক'রবে গড়ের একাকার।

পুরুষ।—

ছিল থাকবার বাড়ীখান,
তায় উপরে কাপাল বাবু,
বাবু হবার তোড় কায়—বাড়িল বুঝে কলকেতা
স্ত্রী।—

কত মজা দেখি বিষয় বিক্রী হবে আবশ্যকী,
মদার ফেলে এসে ফেলে
দেখিবে যেবে খানী,
(বাবু) খেতে হবে সোল আমানী
বিড়ম্বনা বিধাতার।

পুরুষ।—

নটবরের মহামায়াতে নাচবে নটমণি,

[illegible] তোমার ভিটে বাটা চাটি,
বাবুদের মার' ঝাঁটির ঘায়,
ঝিয়ের গতর কলসী আয়।

[illegible]) ছোঁড়া আমার চাপিয়ে যায় পড় লিখতে পাঠায়,
পাইতে দিয়ে গলা ভেঙ্গে ঘটাও পরমাদ,
"কম্‌লে ধরলে" পোড়ারমুখী কই,
আমার তুমি খোর একটীয়।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

—০০০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

অপেক্ষের বাটী।

অপেক্ষ ও চন্দ্রবতী।

অপেক্ষ। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আদালতের বেলা হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ ছ'টা আপীলের কাগজ-পত্র সব হাতে হয়েছে, ঠিক সময়ে না পৌঁছুতে পারে জজ সাহেবের বিচুনী খেতে খেতে আমার প্রাণান্ত হবে।

চন্দ্রবতী। ওরে আমার প্রাণ!—ওরে আমার খুলনার বাবারে!—কল্‌কেতায় এসে তুমি একজন উকীল হ'য়েছ, না? "মেয়ের কাছে পেত্নের বড়াই," বাড়ীতে ত কখন একটা মক্কেলের মুখও দেখতে পাই না!—সকাল বিকেল কতকগুলো 'বাপে তোমার, মারে তোড়ান' দালালের দল এসে জোটে আর, কেবল বকলস হ'চ্চে,—কোন্ নাবালক ছেলের বাপ মারে, কোন বিধবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে, নাবালক ছুপো দিয়ে দু' হাজার লিখিয়ে নেবে, কার বাড়ীর পাঁচীল ভেঙ্গে, মেয়েমানুষের খাড়ী দিয়ে ইয়া-[illegible] এই ত তোমার কাজ! আমার কিছু [illegible] হলেই তোমার হাতে আগুন লেগে যায়।

অপেক্ষ। বাপ, আমার মা কিছু—যদ ত তোমা-[illegible] একটী দুই ছেলে নয়, ছোট খাটো দালাল-অতি অল্প বয়সেই হবে। মোকদ্দমাটি কপাল যদি কিছু জমাতে পারতো—তোমার নামেই লিখে পড়ে দিয়ে যাব। এখন থেকে এটা নেটা কিনে বাজে খরচ ক'রে—আমি মারা যাবে কি?

চন্দ্র। তোমার চাঁদ আমার, কাঁথানা কোম্পানীর কাগজ আমার নামে কিনে দিয়েছ? তাইনে আমতে বারে কুলোয় না, এর উপর আবার বাবুর বাবুয়ানা কত! আমি কি কিছু শুনিনি, মনে ক'রেছ? আমার মাথা ছুঁয়ে দিব্যি কর দেখি,—তোমার বার-টান্ নেই,—এদিক্ ওদিক্ চুপি সাড়ে হাত বাড়াও না?

অপে। কে বলে, কোন্ শালা বলে, কোন্ বেটা বলে? আমার সাম্‌নে এসে বলুক না, লবেজান ক'রে দেব।

চন্দ্র। বেশী ধাড়াধাড়ি কর না, যদি চাসাকী ক'রে উঠতে চাও, দুটি গালে দু চড়ে চারটি দাগড় বসাব, গাল ফুলে ঢোল হয়ে ঘরে প'ড়ে থাকবে! তুমি ত খুলনার বাঙ্গাল—আমরা কল্‌কাতার মেয়ে, ছকা-বাজী আমার করলে সঙ্গে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গব। যা কর, আমার আপত্তি নেই, এই তোমা ছোড়াটি কিনে দাও, শনি লাগবে না, সোনার ঘরে পাকি।

অপে। দিন কতক চেপে থাক। একটা ভাঙ্গী বাঁধা দেওয়াব, যোকদ্দমা কিছু ঝাড়ানো যাবে, সেই টাকা থেকে তোমায় ভাল কিনে দেব। আর আমি নিজে পছন্দ ক'রে হ্যামিল্টনের দোকান থেকে একটি হীরের নাকচাবী এনে দেব।

চন্দ্র। এখন কি তবে প্রাণবন্ধু! আমি কুসুমকুমি আর কাঁচের পুতুল নিয়ে মন ভোলাব? খেলে—খেলে, চক্ খেলে, আর বেলী নেই! গুল সাম্‌লাও, তোর বাপালের নিকুচি করেছে। (চপেটাঘাত)

অপে। ওরে বাপ্‌রে, কি চড়ের বহর রে! তুমি কি ছেলেবেলা থেকেই পঞ্চর ধাব কাটা অভ্যাস ক'রেছিলে না কি? মেয়েমানুষের হাত এত বড় হয়, তা ত জানতুম না! আচ্ছা, তুমি যে তখন তখন আমায় খুলনার বাঙ্গাল বলে ঠাট্টা কর, আমার বাঙ্গালত্ব কোথায়টায় আছে? কথা বটে বাঙ্গাল দেশে। ছেলেবেলা থেকে কল্‌কেতায় রয়েছি, বি, এল্ পাশ ক'রে হাইকোর্টের বিজার হ'য়েছি। কল্‌কেতাতেই বিয়ে করেছি—আর খুলনা—কখন

[illegible] মেয়েমানুষ [illegible] আর কথাগুলো ঠিক কলকেতার ছোঁড়া হুঁয়েছে, একটুও বাঙ্গালে আড় নেই, তবে আমার বাঙ্গাল ব'লে গাল দাও কেন?

রস। বোতাকী থাক্, হও—অধীনীর অপরাধ হ'য়েছে। তুমি যে অমন চটবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি—সেটা আমি বুঝতে পারিনি। এইবার থেকে তোমায় স্কুলের মেয়েমানুষ বলে ডাকবো, আর বাঙ্গাল বলবো না।

শুধে। যথেষ্ট হয়েছে, এইবার বন্ধুমতি হও তো আমাদের যাই।

রস। তবে কি এখন তোমাদের বশাবই ফিরিয়ে দেব নাকি?

শুধে। তোমার মাথা খুঁড়ে রক্তপাত—গাড়ী টানাটানি দেখছো। ঐ সেদিন বাড়ী ভাড়া করে গেছে, চারমাসের ভিন মাসের টাকা পাওনা হয়েছে, তা তোমার ভয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেছে তার ঠিকানা কারুকে দিয়ে যায় নি। এখন ঐ বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ হয়ে রয়েছে। তবে সময় বুঝে একটী না একটী ছোঁড়া আসে বাড়ী। বলি মন্দ, দুটো মাস টাকা ফেলে রাখে, মধ্যে মধ্যে খোঁজে, ওদের অবস্থার ফিরবার সম্ভাবনা দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সোনার অঙ্গ তোমায় ফিরে দেবে।

রস। কি মুস্কিল! একটা বলি, তুমি বোকা-বোকা হও, কোন খানী আর তোমার কাছে আসবে, ফিরে বন্ধক দিয়ে চাকরী করবে। তা নয়, তুমি আমার থিয়েটারে মেয়েমানুষের বড় টানাটানি হয়েছে। অনেকগুলো সিরেটাদ হয়ে বেকারহয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দেখে সব বেটা মানুষকে বুঝিয়ে দেবে।

শুধে। একটা ঠেক্কা-ঠুক্কি কথা বোলো, তোমার মনে বাদরামী করব,—এখন এত বড় বুকের পাটা হয়নি। ব্যাপারটা খুলে বলি শোন,—বৃন্দাবন বোষ্টম বাবুকে মনে আছে ত? আমাদের বাড়ীর বাঁ দিক ছাড়া বাড়ীর পরেই সেই সদাশিবের বাড়ীখানা। মা খেয়ে মা মেয়ে অনেক গয়না গেছে। বাপ মরবার পরেই তাঁর দুই বন্ধুর ছেলে ওকালতীর এসে গয়া নিয়েছে। ছেলে দুটো বেশ উঠেছে—বিয়েটার করছে, আর নিজেরা

[illegible] মেয়েমানুষ [illegible] ঐরাবতিক চলনে—পয়লার রোজগার হবে মনে কত চাল, তা ও যায় জানেন না—অমনি করেই হয়। রোজ বলবে "আমার কাকা" বলে। তাদের উপর খুব ইনফ্লুয়েন্স, এইবার আমাকে সমস্ত হতে বলছে, সব টাকাকড়ি আমায় হাত ধরে হবে। তুমি ভেব না, কিছু দিনের মধ্যে মেলাব যাদী করছি। কিছু না হয়—দশ টাকার কোম্পানীর কাগজ তোমায় দিচ্ছি, তা ছাড়া ও-সব বয়সও ত আছেই।

রস। তুমিও খুলনার বাঙ্গাল, তারাও বাঙ্গাল, তাদের মাঝে কাকে খাবে? তোমার বাঙ্গালত্ব বটে।

শুধে। পড়ি না পড়ি, ঐ সোনার চাঁদ ফেলে দিয়ে, কাণা হয়ে থাকবো না, আ তোমার কখন দেখাব না।

রস। তবে যাই ডিয়ার? আসা? নমস্কার করো না।

শুধে। তা করি কি, তুমি আমার [illegible]—দুটি পড়ি,—ছি ছি—তুমি আমার [illegible] করো।

রস। তবে হাতে হাত দাও, তোমায় ধরি। (হস্তধারণ)

গীত।

(বঁধু) যে দেহ আমি ভাবি।
চুঁচড়ে কুক সাহেবের গাড়ী,
শাঁখারিটুলির বাড়ী,
বেড়ে বেড়ে মনের মতন আমরা ঘুরে
"ঘুরের" পোকার কামড়ই খাই,
সাদ্দি জ্বরের আড় যায়,
আমরা ভুলে এটা সেটা যে কটা পা
তুমি আমার আমি তোমার,
(বঁধু) আর যার থাকি।

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ঐ যে বন্ধু! এখনও এখানটা গরুড়ের থাম।

ষষ্ঠি। কি বোল ব'লছে তোমার? একবারটা বুঝিয়ে দিবে কি বাছা তমুকে বাকি?

রস। তমুকে—তমুকে—হতভাড়া ছেলের ম তমুকে!

ষষ্ঠি। কি রকম কথা কইতে হবে? চরিতা-ি পাঠ করতে হবে? কথাবার্ত্তার আমার রকম ি আছি?

শুক্র। বেটা যেন আমার খুঁটে হীরে! ই হয়েছে,—আপদন! এখন যুচে যাও!

ষষ্ঠি। ওটা ওটা সেই রাগে ক' চলেছি, আর টাটাকের পয়সা চাই, তাই এসেছি।

রস। জলপানী চার পয়সা ত দিয়েছি, যায় কি?

ষষ্ঠি। চার পয়সায় হিসেব মাক। টিফিনের ি সময় দু' পয়সার জিব গজা, আর দু' পয়সার ল খাই, এই ত ফুরিয়ে গেল!

শুক্র। হবে,আবার কি খাবে? পলনস্থের ি তার শিখুবে নাকি?

ষষ্ঠি। না না, তা না, পানের দোকানে আজ-াল এক নূতন জিনিস উঠেছে, সকলেই খায়, ামিক পানের সঙ্গে একটু একটু খায়।

রস। আবার কি খাবি?

ষষ্ঠি। "কোকেন, কোকেন"—সে বড় মজার নিস, তোমরাও একটু একটু খেতে অভ্যাস ।

শুক্র। বেটা এ বয়েস থেকে কোকেনখোর ি কি রে? খবরদার, ও সব কথা মুখে আনিস্‌নি, ছের ভোটে যা হাপড়া হাপড়া ক'রে বেধো।

ষষ্ঠি। কোকেন খেলে জোর হয়ে থাকবো, ামার যেন মহাপ্রাণায় মত টস্ টস্ ক'রে বেরুবো।

রস। এই মেলাছি মুখপোড়া ছেলে।

ষষ্ঠি। কাল ব'লো না, কাল ব'লো না, কালে ি হয়েছে।

শুক্র। তুই কি কালসর্প, যা মুখে না।

ষষ্ঠি। তবে বাবা, এই জন্মী বিদায়, একটা ি দিয়ে যাই।

শুক্র। এই পাজী কোথা ক'রে ব'লে মুখে ি কথা বেরিয়ে যায়, কি না! তোর আসী যাক

ষষ্ঠি। প্রণিপাতের কথাটা, প্রণিপাতের কথাটা, অভ্যাচার ক'রো না, অভ্যাচার ক'রো না!

রস। আরা, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, পালাবে।

শুক্র। এমন ছেলেকে পাখে আছাড়ে মেরে ফেলতে হয়, দেখ না, আজ কি করি!

ষষ্ঠি। পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা! খুন ক'রে—খুন ক'রে!

রস। কি কর, কি কর, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মেডিকাল কলেজের সম্মুখ।

শিক্ষিতা অভিযাত্রীগণ।

গীত।

নাড়ী টিপে ভাই নিয়েছি নাম।
পসারের আর ভাবনা নাই, (আমার ও: হো)।
কত বাড়ী ঘুরি কি'র, দিনে রেতে নাই কামাই।
কেমন পেশেন্ট পেলে, কোট' খুলে,
বড়ী দিই মুখে,
মালিস করি মাথ-তেল, আঁজা করি বুকে (তার),
দিলে প্রেমের পাচন, অমনি নাচন,
প্রাণটা করে আই চাই। (আমার),
হিলুম পাড়াগেঁয়ে পেত্নী মোরা কোবরেজে পোট,
এখন ধাম পরনে ব্যাগ ঝুলন ঝুম মাথান ঠোট,
খোয়াই ক'রে সাইন-বোর্ড রোগী দেবি হুবেলাই।
বস্থাকালে জগদীশ হার মেনে গেছে,
ছিকে রোগে ছিকে তুলে ওষুধ পালিয়েছে,
গড়িক যুবে বিহয়রকম, দিনে রেতে তুলছে হাই।
মত বোচ মোতা বড়িওলোর পড়লো মুখে ছাই।
(ছি ছি পড়লো মুখে ছাই)।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:০:—

মণেনের বাটীর কক্ষ।

(মণেন ও অরেনের প্রবেশ)

অরেন। না দাদা, তা হবে না, আমি যেতেই যাবো।

মণেন। তোর যে তাতি আমা দেখতে পাই, আগে স্নানটান সেরে নাওয়া-খাওয়া কর, তার পর থিয়ে সাজতে বসিস্।

অরেন। তুমি কি কল্‌কেতার এসে মাতব্বর হয়ে পড়লে নাকি? তুমিও বাঙ্গাল, আমিও বাঙ্গাল, তুমি যদি "ফিরো" সাজতে পার, আমি না পারবো কেন?

মণেন। তোর কথাবার্ত্তার এখনও আড় ভাঙ্গেনি, বাঙ্গালে চলন এখনও ছাড়তে পারিস্ নি। আমার সঙ্গে তোর তুলনা?

অরেন। তা বটে ও, এইবার থেকে তোমার 'সাহিত্য-পরিষদ্' বলে ডাকবো, আর বই দিদিকে "আকবর-কৌমুদী" বলবো। আমি ছোট ভাই, আমার না হয় মুন চাপা দিলে, কিন্তু কল্‌কেতা শুদ্ধ যে বাঙ্গাল বাঙ্গাল ব'লে গাল দেবে, তার কি করবে?

মণেন। যে পাপীরা আমায় বাঙ্গাল বলে, তাদের চৌদ্দ পুরুষ বাঙ্গাল। কল্‌কেতার বাবুরা আমার চেয়ে কিসে বড়? এমন অল-ভরন্ত মিঠে ক'বেটার আছে? এমন দুধিকলা দুলদী আলেক রপতলার তল? আর উপর এই বয়েস থেকে আপীসের সঙ্গে প্রেম করে, এমন মনমোহন চেহারা রাত্র কয়া গেছে। মেয়ে-মানুষ হোপথি, ইয়ার-বক্সিদের নিয়ে দুটো দুটো টাকা খরচ কচ্চি, আমি বাঙ্গাল কোন্‌খানটায়? কথাবার্ত্তা প্রায় শোধন ক'রে এনেছি। তবে এক একবার বয়েস দোষে, 'কল্‌কে বল্‌তে বাঙ্গাল' এক আধটা বেরোয় বটে।

অরেন। টিপ্ খেলে যেমন দাদা, সবীসে তোমার বাঙ্গালত্ব বাঙ্গালে ছাঁচ কেউ বুঝতে না। আমাদের মেয়েমহলে কথা শোনা-শুনির জন্য ক'রে খোল নিমিয়ে যেতো, সেখা কথা যায়।

মণেন। টিপ্ খেলে নেই, নিলক্ষণ খেলে থাকি। আমাদের আপীসে কথা হয় যে, ঐ [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible]

[illegible] ব্যক্তি যত লোক উপস্থিত করবে। বাস্, [illegible] কথা শেষ হয়ে যাবে কেবল [illegible] মহের খোলা দেখবার জন্যে প্রস্তুত হবে।

বটেশ্বর। তা বটে, তবে দাদা, আমি ভেবেচি, [illegible] লোক ডিনার খাবে [illegible] না। তোমাকে ঠিক থেকে [illegible] ভাগে আর [illegible] দিলেই আমাদের [illegible]

নটবর। [illegible] বটেশ্বর বাবু আসছেন, সঙ্গে [illegible] আসছে; বোধ হয়, কোন [illegible]

(বটেশ্বর ও খাঁটিচাঁদের প্রবেশ)

আসুন আসুন, [illegible]—আসুন আসুন—বটেশ্বর বাবু! এই আপনার নাম ধাম।

বটেশ্বর। বিশেষ অনুগ্রহ [illegible] করে আমার [illegible] বলে [illegible] ছাপ-দিন ব'লে [illegible] ইনি আমার একজন [illegible], আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রতে এসেছেন, এঁর নাম খাঁটিচাঁদ পাকড়াশী। "মরফোমি" কাগজের এডিটার, সকলে জানী আদমী, এঁর কলমের [illegible] "ষ্টর্ড কর্জ্জন" পর্য্যন্ত থরহরি কম্পমান। ইনি মনে ক'রলে রায় বাহাদুর ক'রে দিতে পারেন, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ক'রে দিতে পারেন, ক্যাণ্ডিডেচার দেখর ক'রে দিতে পারেন, আপনার ছোটলাট উইলসন সাহেব এঁর পার্শ্বচর [illegible]

বটেশ্বর। বটে—বটে,—তা "মরফোমি" যে আপনি কাগজ [illegible] বাসনা আছিদেরা "ষ্টর্ড কর্জ্জন" পড়ছে কি ক'রে?

খাঁটিচাঁদ। [illegible] বাইরে করা পড়া [illegible] আছে। প্রতি সোমবার আমার আর্টি[illegible] ইম্পোর্ট ক'রে "সেলেক্ট সমর্থি" আর [illegible] বেনারসীতে এক এক কপি পাঠাবার জন্য [illegible] মাইনে করা আছে। এই যে [illegible] "ডেলার ওয়ার" হলো,—আমার আর্টিকেলের [illegible] বেরিয়েছে। এই যে "চায়নার" [illegible]

উইলসন সাহেব আমার পার্শ্বচর [illegible]। কোন পলিটিকেল কাজের আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে হিপাই[illegible] করেন না। আমি মনে কল্লে [illegible] সাহেবের চাকরী খেয়ে নিতে পারি, [illegible] সাহেবকে বলী ক'রে দিতে পারি, ঠিক [illegible] রিমোভ করাতে পারি।

বটেশ্বর। [illegible] মহাশয়! আমার একটী [illegible] ভরসা—আমার বিদ্যা সম্বন্ধে [illegible], কথা [illegible] যদি খুলে বলেন। আপনি [illegible] পরীক্ষা [illegible] দেখছি—আমার অন্যান্য [illegible]

খাঁটিচাঁদ। [illegible]—চাঁদ! নটবর বাবু! [illegible] আমার নিজের [illegible], যেখানে আমার [illegible] এডিসিপেরেই [illegible]। আমি এখনি আমার [illegible] সাহেবের কাছে চল্লুম, ডিনারের [illegible] তোমার নামে [illegible] ক'রে [illegible]। [illegible], আমার এক চিঠিতে [illegible] "ফিফথ্ [illegible] বেঙ্গলে বদ্যাপেটে [illegible] করেছে, চাকরী [illegible] [illegible]

নটবর। আরে ছি ছি [illegible] বাবু! তুমি [illegible] নাকি? কার [illegible] বাপ [illegible]? [illegible] বাবু, আপনি [illegible] ক'রে একবার আমার [illegible] মহাশয় [illegible] বাবার নাম [illegible] ক'রে একটা কথা ব'লে [illegible], [illegible] কমিশিকোলের [illegible] [illegible] পাঠাতে হয়।

বটেশ্বর। ([illegible] প্রতি) তুই [illegible] কি? ও কি তোর বাপকে [illegible] নাকি? [illegible] যদি [illegible] কথা কইবি, মুখ [illegible] বন্ধ কর।

নটবর। [illegible] খাঁটিচাঁদ বাবু! আমি [illegible] বলিনি, আপনার কথাবার্ত্তা শুনে আমি আপনাকে 'উইলফিলসনের' সামিল মনে করেছিলুম,—যে বুঝি বা, গুরু হারালে [illegible] পাওয়া যায়।

বটেশ্বর। যাক্, যাক্, যাহে কথা যাক্, এখন আপনার টাকার যোগাড় কতদূর হ'লো বলুন নিজের মুখে পাবলিক [illegible] ওপেন্ করা হবে। আপনি [illegible] দেখে নেবেন, একখানা [illegible] ছাড়বে, আর খ [illegible] ইণ্ডিয়ায় একটা সেনসেসন পড়ে যাবে। আপনি [illegible] করুন, মুখ [illegible] করুন, [illegible] ভয় নেই। [illegible]

ধীরেন্দ্র। আর আমি এক একটা আইডিয়ার চোটে এক্সোক পারফরমেন্সের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। বাবার পেট্রনের বারিয়ে দেব।

মহেন। আর তোর আমি আবালবৃদ্ধ-বণিতার জন্ম এই বেলা থেকে দু'খানা থেকেও প্লান্ স্কীম এক্সপ্লেন ক'রে রেখে দিই।

ধীরেন্দ্র। এ ও সব কাজ তোকে দেখে আমার-তোকথা আছেই ত, তার আর রয়েছে কি! চারিদিকের জন্ম বল, ছোট আদালতের জন্ম বল, সকলেই আমার মুঠোর ভেতর। সেদিন সাহেবকে কাপিই ভক্ত ক'রে দিয়েছিলুম—অমনি সাহেবকে কাপিই ছোট আদালতের জিজ্ঞ জজ ক'রে দিই। তোকথা হাইকোর্টেই তোক, আর ছোট আদালতেই তোক, জিত চাই!

মহেন। আর এক কথায় মধ্যেই টাকাটা তোপাড় হয়ে যাবে। তবেন কাকা আর মনীর বাড়ী গিয়ে ডাইরেক্ট ক'রে আসবেন। টাকাটা হাতে এলে পাবলিক রিলেশনের কাজ সুরু করা যাক। যত ভাল এক্টার এক্ট্রেস যে যেখানে আছে, আপনি এনগেজ ক'রে ফেলুন,—যে যা ডাড়ক্যাণ্ড চায়, দিন, যে কটা পাবলিক রিলেশন আছে, তাদের "রিহার্সেল" ক'টাকে ম্যাচ ক'রে দিন, সব বেটা ম্যানেজার দাগাম-বীন মিউস হয়ে থাকবে। আই উইল দি মিন টাইম, আমাদের বাড়ীতে প্রোডাক্সন্স ট্রেন্স বসিয়ে আপনা আপনির ভেতর "রেজনাল-বরের" পার্ট দিলেই করা যাক্। আপনাকেই "রেজনাল" পার্ট নিতে হবে।

ধীরেন্দ্র। তার আর কথা আছে, বীরের মতন চেহারা। যেন "কুইন জেনারেল ফৌজি" সেট হেলমেট পেতে পালিয়ে এসে যেখায় হয়েছেন বিরাজ মহেন।

মহেন। তা হবে না, তা হবে না—আমি রেজনাল পার্ট নেবো।

মহেন। চুপ কর, চুপ কর—ম্যানেজার বাবু যাকে যা পার্ট দেবেন, তাই ক'রতে হবে। আসুন মহীন বাবু। টৈতকথাবার কাল পার্ট নিয়েই কথা বাবু যে।

ধীরেন্দ্র। কলুর (পরেই মহীন সিনি বাহির করিয়া) কিছু হবে না,—আমার একটু টাকার দরকার। (প্রস্থান)

মহেন। (স্বগত) ওরে বাবা, তোমার ও তোমা তত্ত্বাবি। (প্রকাশ্যে) কিছু মনে কর না ধীরেনবাবু, আমারও একটু উইথড্রয়াল্ আছে।

(প্রস্থান ও বাহিরে গান

ধীরেন্দ্র। আর—মহেন্দ্রকে—কি দিয়ে যা বাড়ীর আমার দেখে যান,—ও হে ধীরেন্দ্র আমার কাছে ধরে এনে দিল, আমি তোমা ক'রে ছেড়ে দিলুম।

মহীন্দ্র। তোকথা বলবার নেই।

মহেন। আসুন! আসুন! আমি কাল টৈতকথাবার নিয়ে আস্‌ছি।

(সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

—:০:—

রাস্তা।

(পটক ও পটকী)

উভয়ের গীত।

ওলি পটী—চল্ যেথে যাই,
পড়্তেলা কাজে যাই।
"ফিল্মলোক" খুব্‌চুষে নিয়ে,
আমাদের আর গতি নাই॥
ক'রে এখন পার্টী আছে,
ঘর ভেরে মজুর ক'রের আছে,
চুলি পাকে—ফেটিপিন ক'রে—
ডায়েমণ্ডের দুল ও কাই॥
পটক পটকী সো ই রেম,
বাপ-মা এখন মজুর হাজুরেম,
বলারো কি হায় আমি ঘুরে যায়,
(যেন) আমাদের আলাদা কাই॥

(সকলের প্র

প্রথম দৃশ্য

—০:—

অন্তঃপুর।

(সুবর্ণলতা ও রমাবতী)

রমা। দিদি বউ! তুমি খেপলে নাকি? এ কি কাণ্ড ক'ল্লে?

সুবর্ণ। আপনার কাম কোন্ কামড়ায় ঠাকুরুণ? কাঁদ ত কিছুই বাদ নাই, আমার কোর্ত্তা ছিঁড়ে ঝিয়ের লত ক'রে ফাড়বার মনে হোতে উঠেছে,—আবিও বাকি না রাখ কানে! হাতায় ক'রে কাপড় পরছি, মাথায় উপর বর বর খোলাগুল পড়ছে—চিক্কণ চিকুর সকলকার আমার ছড়াছড়ি—মুক্ত পিঠে চীর বন্ধক রাখ্‌ছি, তাই দেখে বীরাঙ্গনা প্রধানা হোয়েছি হইয়ি, হাসির আমার হোয়ে হইয়া প্রাণত্যাগ সহিত সমর করবার হোয়ে তোমার হইছে, আমিও তার সাথে মাথায় হোয়ে বাঁধি!

রমা। হোয়ারী যাই করুক হোয়ে—তারা পুরুষ-মানুষ,—তাদের সব সাজে, আমরা কুলের কুলবধূ, চক্ষু পুরুষ আমাদের মুখ দেখতে পায় না, আমরা বীরাঙ্গনা সেজে নিজে স্ত্রী-দমুক হেঁসে নাই মনে হোয়েছে হোয়ে একরকমে করবে যে!

সুবর্ণ। কোন্ রাজার কন্যা রাণী আনন্দিয়ার একথা করে ঠাকুরুণ! তুমি ভিজে করলো কাম! আমি লাচবো,—গান করবো, নাটী করবো, কোন বাই-নাচের বাইজীরা মোহের হইয়া থাকে দিবে না? আমি লাচনকার মধ্যে ব'সে ঘুঙ্গুরে টাকা ছড়াবে হোয়ে না খুসি, তাই করলুম! লাচ দিখলাম, গান দিখলাম, নাচনার সব আবৃত্তি করলাম, কোর্ত্তার সাথে সাথে কাচনার হোয়ে একরকমে করলিই হ'লো, বাস হোয়ে—বাস হোয়ে। আমাদের বাজার হোয়ে রমা—মাস্কা-দমাসার খুব মজবুত!

রমা। দুর্বোধ বউ! এ কলকেতার সহর—এ তোমার রাজার দেশ নয়, মুড়ি বিহরির একরকম। এখানে হাল্ পিটা টিটা চল্‌বে না, এখানকার আইন-কানুন বড় কড়া—একটা পাগলামি দিলে পুলিশকেশ

একটা বাধ করে না। আমি আপনার বলাই ন কাল ঠাকুরাণ! আমি এখন বীরাঙ্গনা হইছি—

"জানব-মন্থিনী আমি রমা-সুন্দরী!
রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"

রমা। এ ছাই কলকেতার সহরে এসে তোর মিষ্টিটেরের মাই হ'লো কেন বউ? তোমার মাথার ঠিক নাই হ'লো দেখ্‌ছি!

সুবর্ণ। মোর মাথার মুই নিজেই দিনু ঠাকুরাণ! কারুর মাথায় চাই না। শোনাও, বীরাঙ্গনার গান শোনাও! এখোনাই চক্ষুকিটে যাবা। চক্ষু পাকিয়ে না—শোন ঠাকুরাণ শোন, চোক কান বুজে শোনা।

গী

"বীরমাঝে আজি শক্তি কন্যা-কুলকামিনী!
শাণিত কৃপাণে যেন অবলে দামিনী!
বর্ম্ম আঁটি রণ সাজে আজ হয়েছেরাজ সুত,
মোদের মুখিতে আজ রাবণ-দমিনী!
চল বীরপদভরে কাঁপাইয়া চরাচরে,
ধরণীরে রঘুবরে শক্তির এখনি!"

(মদনের প্রবেশ)

মদন। এ কি, বাকী যে? কাজ কর্ম্ম কিছু করেছ যে?

রমাবতী। ইনা মদন। এ কি কাণ্ড! তুমি তোমার গুণ দেখিয়ে চুলেছ, নিজে বিয়েটার ক'রে, বউ উদ্ধার হাত। কুলের কুলবধূ, তার শুদ্ধ মাথা খারাপ হোয়ে যাক্ করেছ!

সুবর্ণ। অমন কথা কইও না ঠাকুরাণ!—মুই খুন হইয়ি, প্রমাণ চাও দিনু—আফিম খাই মু—মোর কোর্ত্তার লোহ দিও না,—মুই নিজেই খেপছি—মোরে ক্ষেপাবে কেটা? অ-হর! "আফিমাবাদ" কি লাচই জানাইলাম!—"ছেঁসে ছেঁসে হাতে ধরে মোরাগ-বীধনে বেঁধেছে সে।"

মদন। চুপ কর—চুপ কর মানী!—একে-বারে কিছী হয়ে উঠেছে,—কাণ্ডটা সামনেই মাতিয়ে দিয়েছে!

সুবর্ণ। পরাণ আমার! বলবার আবার কিছু আমার!—মোরা করতে আছে কি!—এক-মুই বীরাঙ্গনা হইছি, তোমার মোর মনে

[illegible] যায়,—এই হাতের [illegible] ক'রে কলসে দিয়ে তোমার নাকের বসি চলি [illegible]—বহুমি ঝাঁক একাকার হইবে—নীরাজনার হোহ৯ না।

রস। বলেন না তোমার থিয়েটার সকলের পরা হবে দেখছি। এমন সর্বগুণসম্পন্না নায়িকা কেন তোমার ঘরে, নাচতে পটু, গাইতে পটু, বুদ্ধি [illegible] পটু, তখন তোমার ভাবনা কি? চুলিয়ে দিবেটার ক'রে। তবে রীহাসনার হাতে তলোয়ার ও ছুরি-টুরি একটু সমঝে দিস,—কি জানি, কখন্ নীহাসনা কেপে উঠবেক,—তখন [illegible] মৃত্যু-হাহা হয়ে যাবে।

নরেন। কাকী! ওর অসুর আমার ঘাড়ে আছে। ও বড় রীহাসনা, আমি দেখেছি। তুমি বেশো ঠেকে না—[illegible] ঘাড়ে মজা দেখ। (অন্তরালে গীত।—

"তুমি তোরা এ নিশিকালে আইলি মরিতে?
তাদের এ দুয়ারে রে,—যার নাম মরি ধর ধর ধরো-ধর ক'রে নিবাসনে।"

সুবর্ণ। কেরী যে?—কেরী যে?—রীহাসনার কাছে হাস-টাসি ক'রে কেরী যে? "তোরেরু মাপে ধর, যেন ধর ভাবে, রীহাসনা। কেমন্ধা যে বিকাল আসুছি,—বিয়াতের পাঁঠা, চর খাই আসিমাসে" (নরেনকে আক্রমণ।)

নরেন। ওরে বাপ রে! পেত্নি যে!—দূর ঘরে যা!—এ তোথাকার হৈরবী পেত্নী যে?

সুবর্ণ। (সুর করিয়া) ভলো, কাকে কি বলেছি, ছি ছি ঘরে ফিরে চল,—

কাঁদি বাবে বিমোকলে, মজাইরে অবকলে,
অত সাধ ক'রে ভলো পেতেছিনু চল,
(এবম) পতো ঘরে ফীর কাকে বইনু চকল।

(অন্নেত্রের প্রবেশ)

অন্নেত্র। এ কি ব্যাপার!—বাড়ীর ভেতর "হৈরী মাহাত্মের" গন্ধ পাচ্ছি কেন নাকি?

সুবর্ণ। (শিব কাঁদিয়া) ওগো ভাই! ওগো ভাই! ভাদের যাদুমণি পড়্ছেন, ছি! ছি! ছি ছি—

[হাসিয়া প্রস্থান।

অন্নেত্র। একেবারে—হেসে একেবারে—তুমি আর ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মিশে ভাই, ছি! নরেন্দ্র, বেরুবার সময় [illegible] একটা [illegible] আমি কি [illegible] যাই বলেন?

নরেন। হেসে ফেল, তুমি খুসি যাবো,—আমি একটা পার্ট দিয়েছ, তাই আছি।

রস। আজ্ঞা মহাশয়! তুমি "হমুমান্" সাজ—আমি রঘুওয়ালিনীর পার্ট নিই।

অন্নেত্র। তুমি ও ভাতোয়াল রঘুওয়ালিনী! তোমার আর সাজতে হবে কেন?

রস। হেব নরেন! তোমার কাকা আমায় রঙে ক'রে তোমাদের বাড়ী এনে, তোদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দিয়েছেন। বে যে আমার চেহারা উপর এমন ক'রে দিতে যাবে—তা আমি [illegible] পারবো না।—আমার কথা শোন,—বিয়ে যা করবে কর,—বৌটাকে খাসনের উপর রাখ, ও বড় হবে বলে কেপে উঠেছে,—কোন্ দিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে, "জয়" বোল বলায় দিয়ে ডুবে—তখন কি করবে?

অন্নেত্র। দাদা, তোমার একটা অমন কেন! মাগ ছেড়ে দেবো, আবার বলে আন্। তুমি উঠে বুড়ো বলে, একটা বয়স দেখাচ্ছ কেন?

রস। বয়স দেখাচ্ছি কেন জান। তোমার বাপটা ঠিকটি মাথের কাছেটি ঘাঁরে ঘেঁষে বসে। যত বক বক, তত বক বক।—আমি [illegible] পরামর্শ দিচ্ছি, তোমার বুক চওড়ায়ের কেন?

অন্নেত্র। তবে দেখছি, [illegible] ভাগা তোমার চাই না, এইবার থেকে তোমার কাছের চুকি পরিয়ে রাখব।

রস। আমি একটু একটু [illegible] খেয়ে [illegible] ঠাণ্ডা!

নরেন। তোমাকে কাকী! একটু [illegible] (অন্নেত্রের প্রতি) ওদের টাকার [illegible] কি বলে? বেরী বলে সব ঝিকমারি করে যাবে? [illegible] বাবু বলেন, বিবিদের [illegible] প্রথমটা [illegible] পড়ে, [illegible] একটি বছর [illegible] তার [illegible]

অন্নেত্র। আমি [illegible] ঘর ঠিক করে [illegible] উকীলকে [illegible] এসেছি। উকীল তো [illegible] বলেছেন বটে [illegible] "এক বছর ঘরে [illegible] একটি হয়ে যাবে। তুমি [illegible] উকীল বাবুর [illegible]

[illegible] আর কি, [illegible]

...ল, আমি এখনি ইন্সপেক্টরকে নিয়ে ... (দারোগার প্রতি) আসুন কাকী, এখন ... বিচারটা দুজনে। কি রকম বেন্দাবন সরে ... আমার উপর ওর কোন জোরা বিচেটা-... মাথেমাত্রকে টেনে নিতে হবে না। আমি ... আমি—যাইতে পারি,—খুন দিতে পারি—... করতে পারি—তার উপর আবার বই লিখতে ... আমি এক'শ একশ'।

... বল। দেখ বাবা! যা আসল কথা বল কর। দেখ ... হয়, তবে ও বুদ্ধি।

... বলেন। দেখ তবে তোমার খুব নিয়ে করো। ... সব সাথী।

... আমার ঘরেছেলে! তোমার ব'লের সঙ্গে ... ছাড়া যায়! বুঝে—বুঝ বু—বজ্জাতী নিজে।

নরেন। কাকীর আমার কথা ভাল বোধ নিই।

গুরুপদ। আরো! যেন নিজের কাছের ধন। চল চল, উকীলবাবু অনেকক্ষণ ব'সে আছেন।

[গুরুপদ ও নরেনের প্রস্থান।

রস। বাপরে! এ অমুক সাংঘাতিক ঘটে, কল্ কত্তার মহলে এসে সমস্ত বন্দুক দিয়ে—বাদি-সহরে ডুগিয়ে, দিয়েটার করা হচ্ছে! এমন শাসার সন্ধা পেয়েছে, ধরতে দশ পনুলি এসে ঠোক্‌রাচ্ছে, বেশ ছিলুম, মিথ্যের কথা শুনে, কেন মরতে এসব ঝঞ্ঝা এসে আলাপ-পরিচয় করেম! চখে দেখে কাণ শুনায় ঘটো না ঘটি কি করে? বেশী দিন নয় পনের বার হলো ব'লে।

(অন্যের প্রবেশ)

নরেন। কাকী! কাকী! আমি আর থাকিতে পারিনে,—মরার কাঁদি দোষ,—না হয় ধানিকটা ছেলেপিনি হেড় ফেড় ক'রবো। আমার বড় অপমান হয়েছে—আর আমি এ প্রাণ রাখবো না।

রস। বলেন কি! তোমার আবার কি হলো!

নরেন। শোন কাকী! আগা-গোড়া ঘটনা শোন। কি দুর্বিচার! আমি পুলিসকেস ... আমি এক বেহেমাস্থের বাড়ী যাই, আর ... সেইখানে। তাকে "কলঙ্কিনী পত্নী" বলি! ... তাকে ভারি পাজির ছিল। শুনেই সে ... ছেলের বড় ভালবেসেছে। আমি ...

দিয়েছে আমার বলাতো। বলুতে কি কাকী! আমার সঙ্গে একটু ভালবাসাও করে ছিলেন। আর দুপুরবেলা যেমন যাই—সেদি, দেখি, পড়লাম বাড়ীর ... এক দরওয়ান; জানলুম, এ কি হলো! ... দেখুম—দরওয়ান বেটা বাধা দিলে, বলে, "হারকোর্টকো ওকেলবাবু বিবিকো বাত্‌চা হায়,—... আমারীকো খুসনেকো হুকুম নেহি।" ... পর কাকী, আমি কাঁদতে কাঁদতে চ'লে এলুম, ... পাক্কে, কাকা যদি তাইপোর ... নেয়, আর তুমি যদি কিছু না বল, তা ক'লে ... প্রাণ রেখে কাজ কি?

রস। বটে—বটে,—কলঙ্কিনী মিন্সের এত দূর বাড় হয়েছে, আমার বলেন, বাহাদুর নেই। আজ ... আমি একদিন কি আমারই একদিন। যাবেন। ... তুমি ভেব না বাবা। আমি কাঁচার ... দিলের ... বোঁকালুম ... তা অবশ্যে।

নরেন। শোন কাকী, আমি এক মকদ্দমা ... সন্ধ্যের সময় গুলেম কাকা বেনীর বাড়ীতে যায়, আমিও যাবে।—আমি সঙ্গে ক'রে তোমায় সেইখানে নিয়ে যাব। হাতে নাতে ধরিয়ে দেব, তারি পর যথে যা হয় করো।

রস। বেশ কথা, আমি খুব রাজী। এখন আমি বাড়ীতে যাই, সন্ধ্যা হবার আর বেশী দেরি নাই, তুমি একখানা পাল্কী ভাড়া ক'রে বরাবর আমাদের বাড়ীতে যেও, তোমায় সঙ্গে ক'রে আমি সেই মাগীর ... দিয়ে উপস্থিত হব। গুরুপুরুষের গুণ কত ... বেশ ক'রে বুঝবো। ... ধাঁটা—ধাঁটা, এক ... হবে না, তাড়া তাড়া চাই, আজ যথার্থই নৃমুণ্ডমালিনী হব।

নরেন। তবে আর দেরী করো না, তোমার পাল্কী ও উঠনে রয়েছে দেখলুম। আমিও মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিই। যোগাড় কাকী, আজ যদি বিচিত্র হয়ে কীচক বধ করতে পার তোমার নাম কাগজে ছাপিয়ে দেব।

রস। কিছু বলুতে হবে না বাবা, কিছু ভেবে ... হবে না। কীচক-বধ ত সামান্য কথা, আজ অষ্টাদশ ... মহাভারত এক করবো।

নরেন। বেশ তবে তাই—দেখো যা করো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:০:—

রাজা।

অবারোহী বালক।

গীত।

ইচ্ছাবশ, চড়ুয়ার বনে "চাহনি" যাই,
সেথা রঙ্গরসে সকাই।
চড়ু-খেকো চীন খেটাদের—মুখোস এঁকাই।
(হাহু) আঁকি ধাবি যা, চুলোয় যাবি যা,
মরণের মাঝার—হায় হায় হায়—নিলি কেন পা,
ওহে ও অতুল তোপের আওয়াজে (ভাই)
পটাপটি যাসনাই।

ভুরুম পেয়ে খাড়া করে আমরা সকলে,
তলাটিয়ার মেজে যাই—লড়তে সমরে,
টাইগেস পার হিয়ে এসে, রাজা দোকার
ধরা ভাই।

(সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—:০:—

পটাশপুরবীর ঘাটি।

(মটবর ও কাঙমণি)

মটবর। প্রিয়! আর আমারটা পরমা বসে কর, আর এক বোতাটার আমায়, এই জলা-টাটু-বুড়ে আর কি করে বল।

কাঙ। মিন্সের জ্বালা মুখে সেই যে, আঁটারটা পরমা খরচ করে। বাঁদরের পাকা আলিম কি করতে যে বুদ্ধিলোকা আমি চিরকালটাই ছোকে খাইয়ে পরিয়ে আসছো নাকি?

মটবর। প্রিয়ে! তোমার রূপ-যৌবন দেখে, দেখে আমার মাথাটা ঘোর—ঘোরময় হয়ে যায়। তাই, আমার মেজাজ ঠেকাতে আমার তোমাকে কিছু দিতে হয়। আমার মাথা খাও, আমার দিব্যি, তোমার মাথা খাও, আমার দিব্যি, আমার মাথা খাও, আমার দিব্যি, আমার মাথা খাও, আমার দিব্যি, আ

কান্ত। আরে, মিথি সরকার ইঁদুরের কড়ীর জন্যে ভূতে পেয়ে, তোর মতন ভেড়ার বউকে পেলায় করে থাকে। তোকে ত সাধীকে কাজ নাই। কি মটরদানা, চিনে! তোরাই তোমার আর-মিটে একবার দুবোধ্য যে, আমিন দুবোর তোমা আর তোমার নেই। অথন সাধে মরমে আবিরামের পরিবর্তে বীভৎস-রসের উদ্রেক হয়।

কান্ত। ওরে আমিন্ টেরে যে মুখপোড়া? কে তোর বাড়ী ঘর ভাঙ্তে দিয়েছিল? বেরো, অমনি বেরো, আমার হাড়ী থেকে দূর হয়ে যা।

মটরদা। এমন মধুর সম্ভাষণ আর প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণে বন্ধুকে ছত্রাস্য করা তোমাদের পক্ষে চলবে বলে বলা নিষ্প্রয়োজন। মিথি, ওর বদন কালো কেন? আমার যে হাসি পাচ্ছে।

কান্ত। এ তোমাকার ইতরামোতে ভেতে যাচ্ছে যে! লজ্জা-সরম কিছুই নেই!

মটরদা। তা তুমি আর না দিয়ে; ভাল মানুষ, মহাত্মা, কবিবর, আর খেতেপাচ্ছই পরের ভাতার তোমাদের বাড়ীতে ঢুকেছি। আর গোয়াবাগানে কার নেই, এই ওলাটুকু আমাদের ছাড়ে যাবে এল।

কান্ত। আমি ও ও মধ্য ছোঁব না, তোমরাই ভক্ষণ।

মটরদা। নিজেকুকু ভাগ করা দিতে আর তোমার কেন?

কান্ত। তোমাদের ঘরে ত আমরা দুই বিন-ভোজন দিইনি, তোমরা করেছ,—ঋণ আর কি?

মটরদা। তুমি বড় হিসেবী দেখে—ওরে মধুকরে! আমাদের হাতের স্পর্শে! মহাপাপ এক-পাশে দেখছিস্! না খাও—তুমিই ইতরে, আমি মহাত্মার উপযুক্ত কাজ। (মন্ত্রপাঠ) আয়, একবারে এসেই যাবে এস! মিথি, তোমার ভেড়েভাজা আনে আন তোপাপী আহুতি নাযুক্ত, মিথি-ভেপা দিতে আনে কামড়ে পড়েছে, তোমরা তুমি কি রকম সুপরামর্শ দিলে মিথি!

গীত।

তোমার মরমে, মরে মনে মন তা জানে।
তোমার দুঃখের হাসে জলে, তাই পাপে প্রকাশ

কান্ত। [illegible]—মিথি! মিথি! আমি আমার?

মটরদা। তে ক, কে তা? কোন্ পাপী পিছে ঘুরে ছাকে? ওরে বেটী, আবার কোন্ পাপায় ঘিরে তুই রে?

কান্ত। মুখে ক্যাকলাস্ ওরে মাথি বাঁধনে, ওপায় ফিরে দেখ না।

(ভেংচো)—মিথি। মিথি! ওরে চুকে পড়ি যাও, আর দাঁড়াতে পারিনে।

মটরদা। আর পুলোপুলি হয়! বুড়ো হাবড়ের ভেতরে তোমার, না ভগবান্; তবে মুখ কোথায়?

(কান্তাইয়ের প্রবেশ)

এ কে! খাটিস্ বাবু দেখছি যে! তুমি এখানে?

কান্তাই। কেন,—(Dismissed) তোমাদের বাড়ি; তুমি এখানে?

মটরদা, কাজের কথার ধার ধার, আমি ও খোঁজে আসিনি তুমি কিসে বলতে যে?

কান্তাই। আমার (Dismissed) তোমাদের মিথি যাবা, সাত সকাল আসাযাওয়া বন্ধ!

মটরদা। আরে তুমি আমার ভেতে চুরে ও মিনিয়ার দেখছি। কি যে বেটী আমার যে সপ্তদিন, তোর কেউ নেই?

কান্তাই। সাধারণ বাবুর কেন ছাপিয়ে। তবে মিউচ্ এমিকেবল্ সেটেল ওদের কেলা বাবু এস, আমরা পারিষদ আমাকে দুই বন্ধু, আমাদের সঙ্গে কেন ছাড়ে হবুর। এতদিন অন্ন দিয়ে, আর বিয়াটের সময় প্রণাম পেলুম দেখে, যে তোমার মাগী এসেছি, তিন সাত মনের সাধনে পায় করা যাক্ এস।

মটরদা। তোর এতিবের বিকুটি করেছি, পাবার কথা বলা, তোকে পাঁচ যায়গায় সঙ্গে কাটে নিয়ে যাই, কাপড়ের সবল-ক্লাইবার দুটবে দিই, তার এই প্রতিদিনের পালা। এই রোজন তোর মাথায় ভাঙবো।

কান্ত। কি করিস্—কি করিস্? তোর কি ঘরের নাম আমি যে, বড়পুরুষের খুব দেখেবা বাবু? বেশী বাড়াবাড়ি করবি ত পাতা-কোলা করে ঘরে মাথায় কোল দেখা। হাড়হোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে।

মটরদা। খুন করেবা, খুন করেবা—আরে কথায় কি কথার!

কান্তাই। আমিও খুন করেবা, খুন করেবা, [illegible]

শুধে। আমিও সেই ভয়ে আসছি, আমাদের সে বিশেষজ্ঞ [illegible] দাও।

পটল। কি রকম ক'রে দেব?

শুধে। এই হাত পেতেছি, একটু পয়সার দিয়ে দাও, তিনির পাতার ঝোল খুসির করে খাব।

পটল। চট ক'রে একটা কলিক হলে কি ক'রে ওষুধ দেব?

শুধে। আরব্যরজনীর গল্পগুলো পড়েছ যে, তা বুঝি জান না?

পটল। ওলো শুনেছ, তোমার ভাইপো বয়েস ওকে আমায় এই চিঠি পাঠিয়েছে, লিখেছে, "তোমার যে যায় কুটিয়াছে, আমার মাথা ঠোক্কর মারিল, সাবধান হইবে বলিল।"

শুধে। তোমা আমি সোয়ার—এ সব বজ্জাতি আছে, একটু আমায় সাবধানে যেতে আসতে হবে। এ জায়গায় ইন্সপেক্টারের পদে আলাপটা করা দরকার হয়েছে।

পটল। তা যা হয় ভাবো এখন ঘরে চল। আজ এখন যোগেন পোর্ট আনতে গেছে, তুমি অল্প খাও না, পোর্টে ত আর দোষ নেই, একটু খেতে হবে।

শুধে। সি জান, আমার পিত্তটি বড় বেয়াড়া, রসের গন্ধ পেলেই মুর্ছা যায়।

পটল। আমি পাশের বোটা খাইয়ে দেব এখন, মুখ দিয়ে কটু গন্ধ বেরুবে না। মদটদ খেয়ে এসেছ কর, চালাক-চতুর হও, তবে ত আমাদের বাড়ীতে মজা পাবে।

শুধে। কেন হবে,—কেন হবে—পোর্ট ও খাব ছইস্কিও খাব, শেষ ব্রাণ্ডিও খাবো; তোমার কাছে যখন এসেছি, মাতুলের চালতা খেয়ে কি আর ফিরব?

পটল। ভাইপো তোমায় লিখেছে আমি মহাবদ্ধ লোক, পেছনে পেছনে ছুঁচ ও মারে আর কি। চল ঘরে চল।

(প্রথমোক্ত ও দরওয়ানের প্রবেশ)

১ম। হুজুর, সেলাম পৌঁছে। দুটো আইবর [illegible] করতে আছে, বোলা উকীল বাবু কা বাবুজী [illegible] বড় দামলা বাধ, সাথ করতে আপনা [illegible] আপকো হুকুম হয়া ফেলে দেগা, হুজু [illegible] পাশের টাকা এনেছে, তাকা আপকো হুজুর টাকা?

পটল। হরা হজুর! হাঁ ঠিক আছে, সেই, ওপোটা ছোটা ছোড়া আছে সে আসা।

শুধে। বেয়াদব পাজি ছেলেগুলো, বাপমারা ঠকাবার হলে মেয়েমানুষের বাড়ী টাকা নিয়ে জায়েন্ট আসে।

পটল। তা ও বটেই—তা ও বটেই—ওদের [illegible]

শুধে। (দরওয়ানের প্রতি) দেখো দরওয়ান! ও লোকো আপকো খুব ঝুঁনিয়াগিরে হিঁদি পর দে আও, তোমকো কি লোভো হামলা বকশিস মিলেগা।

১ম। হজুর! আপকো উপরোধ হয়। হাম্ আভি সে আতা।

[প্রস্থান।

পটল। দরওয়ানকে ত ও টাকা বকশিস দেবে, আর আমায় কি দেবে?

শুধে। তোমায় ত সব, আদিই তোমার। দেখ পটল, আমি নূতন এখানে এসেছি, এ কথা এর মধ্যে এমন চাউর হ'য়ে—মেয়েমানুষ জায়েন্ট পর্য্যন্ত দেখবার বাড়ী খুঁজে খুঁজে আসছে।

পটল। ভদ্রলোকের মেয়ে কি আর আসছে? আমাদের কাজ কেউ করে, কর ও কি দৈবদায়ী হালামে পড়েছে, এমন সময়ে তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক, তা জানে—তাই এইখানে এসেছে।

শুধে। ঠিক বলেছ, সিত্তাও—ও আপদ্ এইখান থেকেই বিদায় করি, টাকাগুলো হাতসত করে, তার পর তোমার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবো।

(অবগুণ্ঠনবতী রমণী ও রমণীবেশধারী যদুনেতকে লইয়া দরওয়ানের পুনঃ প্রবেশ)

১ম। হুজুর! দোনো আওরতকো লে আয়া।

শুধে। আচ্ছা, তোম বাহারমে যাও। (দরওয়ানের সেলাম করিয়া প্রস্থান) কে গা তোমরা? কি মোকর্দ্দমা তোমাদের? কত টাকা এনেছ? আমি হাইকোর্টের উকীল, আমার কি অনেক, ও তোমার হবে যাবে।

১ম। (ঘোমটা খুলিয়া) প্রণাম হই। আমি কিছু পাব কি?

২য়। (ঘোমটা খুলিয়া) প্রণাম হই [illegible]

...ধার। পরে বাবা রে! ওরা কোন্‌দেশে যে...
...এরে ছেলেদের বাঁচা দায়িক হোয়েছি।

হর। বুড়ো বাপকার নাম ডোবাই, বা একটা দিই। (প্রকাশ্যে) অধীনীর অপরাধ নিও না।

অবে। তবে বাবা যে, বদমুস যে, পিঠ জ্বলে গেল যে।

হর। তোমার বাপটার মেই না? বুঝলেনা দিলে। হয়েছে কি? রাস্তায় লোক জমা ক'রে তোকে নাটা খাওয়া। আসুক না, যে তোর কাণ্ড নাকে লোক আছে, আমার হাত থেকে এসে উদ্ধার করে—দেখুক না।

বরেন। আপনি পুলিশে খবর। নাপরাটা কে আবদ্ধ করো, তোর হুকুমে হোয়েছে।

পটল। বেশ কথা! মারামারি কাটাকাটি করে হয়, আমার বাড়ী থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে কর গে যাও।

হর। বুঝলে বরেন, মারের ভয়ে ওর মন ভিজে না, তাই চালাকি লাগাচ্ছে।

বরেন। কোন কথায়? আমি নারীর আপনার! মেয়েমানুষটিকে মারে তোকে আটকেছি, আমার কথাকে কেমন বলেছে বে? তুমকেতারে সহরে আর কি মেয়েমানুষ ছিল না?

হর। ওরে ভাগনে। তোরা ওর কেস যে? মেয়েমানুষের বাড়ী এসেছিস, পুটো খেয়ে বুঝি ফিরি।

বরেন। কাটিপিসের চুলুবেচে খেয়ে, ঘুম কাটে তোমাকে?

পটল। আজ বাবু যা হোক, সোয়ারির বাপ যে করেছিস্ ও আমাদের বাড়ী এসেছিল ভের?

অবে। দেখ, এখানে আর কেলেঙ্কারী করো না, আমার ছেড়ে দাও।

হর। আমার কথা অমনি, আমার ঘুষ নাড়িস্? ছাড়া, আর যা করব যি।

অবে। দেখুন যে, গা-কামড় ছেড়ে দেন যে।

হরেন্দ্র। পটলচন্দ্রটি! তুমি তোরা নিয়ে যাও, তোমার বাবার ভিজিট, তুমি টুপ ক'রে দিয়ে যাবে।

পটল। বেশ কথা, একজন ভদ্রলোকের বাড়ী, আমার বাড়ী থেকে তোমাদের নিয়ে যাবার ভয়?

হর। তোর বাবার কি মেয়েমানুষ পাঠাই

...বাড়ী? তাই চল্লুম, তোমার এক খা ঝাঁটা ...
...দিয়ে দুটি ধরে চাবুকে চামুকে নিয়ে যাব।

[পটলচন্দ্রকে ঝাঁটা তাড়িয়া, ...
...হরেন্দ্র ভাবভঙ্গীতে হেসে ...

অবে। উঃ! কম দেখছ,—উঃ! কম হেসে...

[বেগে প্রস্থান

পটল। আমার বাড়ীতে এসে আমার ...
মেরে গেল!—দরওয়ান, দরওয়ান! পাকড়...
পাকড়া, মা—মা, ঝাঁটাগাছটা নিয়ে সরে...
আর তো আমিও বাঁচি। দরওয়ান! দরওয়ান!

[বেগে প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য।

—:০:—

(একতারাটী হাতে ভেকীগণের প্রবেশ)

গীত।

ওলো ও ভাবনাবতী! তোমা কেউ ভাবে ...
...ভাবিস্ না।
এক ভাব সকল লোকের হৃদে দেখিস্ দেখে...
দোহকা খুলোর কড়ি বই দেখিবে বিচারে,
ধরাধরাটার পরীক্ষে যে আসা নিয়েছে,
"ধরোধর" কাজিকে সদা নিয়েছে,
তাই নিয়ে তোর হৃদয়ে কাঁদিস্, কেন ভুলে...
...ভাবিস্ না।
গরা নাইকে তোলোলের ভোগে কর যায়,
লোকটার ভেতর দেখলে যায়, ...
'এডিটাই' হোয়েছে তা—আর কি ...
একটা কথায় খুইয়ে ফেল, ফেল মন দিয়া
...ভাবিস্ না।
...কাজ পাকা ...
...লোকের আর খুলতে দেখবি...

[illegible] হচ্ছে। তোমরা খুব রঙ্গ করতে ভালবাসো। [illegible] আমাই ডাকাব নিকন, তার আর [illegible]

(আকাশ, নগেন ও অন্যের পুনঃ প্রবেশ)

[illegible]। হয়েছে ঠেস হয়েছে, বেশ পাবলিক [illegible] হয়েছে বলে বোধ হয়। [illegible], নটবর বাবু, মাটিচাঁদ বাবু উপস্থিত দেখছি, [illegible] কি, পাঁচকড়ানন্দ আসরও হোক।

[illegible]। আপনারা এসেছেন, আমি আসী [illegible] রাজপুর। সব রেডি। কিন্তু পার্ট সব [illegible] একবার আমরা গ্রেট ট্রেস করি [illegible]।

নটবর। আমার পোষাকটা একটু কাঁকজমক [illegible] আনিয়েছেন ত? স্বাবণের ঢেউ সঙ্গীত [illegible] দরকার।

নগেন। আপনি কি মনে করেন, আপনার [illegible] কাস্টুকের ঢেউ আমান হয়েছে?

নটবর। না না, তাই বলছি।

পাঁচি। আমি ত স্যার সাজবো, আর কি কি পোষাক আমান হয়েছে?

নগেন। আমাদের অঙ্কে একটী স্যাড ড্রপ বাদ- [illegible] ঢেউ ইতিমধ্যে কথান হয়েছে। বয়াপদের [illegible] কেস কিনা?

পাঁচি। আবার ঠাট্টা? আমি কি তোমার [illegible]?

নগেন। আজ্ঞে না, আমি আপনার কস্টুমের [illegible]।

নটবর। অসুক্ত বালখাবিত, ওর কথায় রাগ [illegible] আসে। চলুন—ঢেউ করা যাক গে।

[illegible]। নগেন বাবু—হারমোনিয়মে বসে যান। [illegible] কবীদের গান। আসুন কাকা, আমরা [illegible] তুমি বেশ দিবে বসলেই হবে।

[illegible], আই এম রেডী।

(সকলের প্রস্থান। [illegible])

(বেগে জনৈক)

(ফানসাট ধারিণী—ড্রপসিন উঠিল।)

(বৃক্ষ—মেঘনাদের উদ্যান।)

(সখীগণ)

"এত বেলা পরল লো তোর,
ঢ'লে কূল গড়িয়ে গেলি।
এল বঁধু—প্রাণের মধু, কালিয়রূপে ভুলিয়ে দিলি।
যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে,
থাকবি পরের দাসী নিয়ে,
জেনে শুনে কোন্ প্রাণে লো—কুলে দেলে

[illegible]।

চুপি চুপি তোরে বলি,
সে বড় চতুর অলি,
আসবে কি আর, ভাসলি লো তুই—ফুটে গেলি
কলি ছিঁড়ি।

[প্রস্থান।]

ওপে। দেরী হচ্ছে কেন? মেঘনাদ ও প্রমীলা বেরুবে যে! (ঢেউয়ের উপর উঠিয়া) ওরে নগেন, কি হচ্ছে কি। ঢেউ ভাঙ্গে যে, চমৎকার! চমৎ- কার! তোমরা পাবলিক রিয়েটার করবে না? প্রাইভেট ঢেউ অনেক করে পাও না!

(অর্দ্ধ-কথিত অবস্থায় নগেন, নটবর ও

পাঁচিচাঁদের প্রবেশ)

নগেন। আমরা কি করবো বাবা যা হুকুম হইতে ড্রপ তুলে দিলে। তোমার কেমন খুসি! পাঁচও আনিকক্ষণ কসরাট ধরাতে হয়।

নটবর। আমি এত বড় ব্যাপারে, আমার ড্রপ একপ্রকাশ করালে, তোমরদের সঙ্গে কোন্ শালা আর কখন সাজবে।

কাঁচে। আমার কাজ আমি ঠিক করেছি বাবা। [illegible] ঠিক করেছে।

পাঁচি। বলি, আমরা আসরের [illegible] কাজ কি ঢেউ করি, আমাদের [illegible]

[illegible] ধরুন, কেবল সিন দিয়ে বসাবে কেন? [illegible] ও আর বসাবে, গাছের মা—ওদের ছেলে [illegible], এক জোড়া বসাবে, ব্যালেন্সমেন্ট ভাল লাগে, তা [illegible] দিলে এমনি শোভা হয়।

মদন। তাই আজ, তাই ভাল, মতিবর মানু, অমনি ব্যাকর্ষ করে দিয়ে বসুন। ব্যাটিচাঁদ ঘুঘু, [illegible] ও রাবণ। বান মুনি, সঙ্গে রাম, লক্ষ্মণ-বাঁদর, [illegible] ও ইরোজ হারমোনিয়ম, আমি ফার্ষ্ট ফিড করবার ক'রে নেচে নিচ্ছি।

(মদন ব্যতীত সকলের ছেলের ভিতর

গমন।)

শুক্র। মদন! কেবী করো না, দেরী করো না। মৌলাকে ডেকে আও।

মদন। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওগো [illegible], বেরোও গো, বেরোও। যা তা ক'রে কার্ষ্ট-দৃশ্যটা সেরে নিই এস। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে, নাগীর হাবভাব দেখ্‌লে! এইবার গালাগালি দেব।

(চুটিয়া ছেলের ভিতর দিয়া প্রমীলাবেশী

দুর্বলতাকে টানিয়া প্রবেশ)

[illegible] কি ফুল ওঁজে দিলে নাকি? বাঁদরে এল, বাঁদরে গেল, স্ত্রী লক্ষণ আইনে থাকে? কোথাকার মেই-রাম হিরোইন রে তুই! এইবার সুরু করা যাক্!

কি শোভা হয়েছে আজি এ রম্য কাননে,
বসন্ত কানন সম শোভিছে সুন্দর।

দুর্বল। তা হইবে না, তা হইবে না, এমন হেমোইন আমি সাজবো না। আমার নায়ক মেঘ-নাদ,—তার মুখের সাজা নাই, দুঃখী নাই, ভাল কোরে নাই;—থাক্ বাবি, আর বাবি এমন মেঘ-নাদের মুখে!

মদন। বা, সর্বনাশ হল, এমনি সিনটা মাটী হ'ল! ওরে বাপু, তোর পায়ে পড়ি, আমার আর বসুতে দে।

দুর্বল। যাও, তুমি ওরে আনো, মুখের মাসা ভুলায়ে আনো, আমি হেমোইন সাজে আসো, তবে হেমোইন আসিবার কথা, নচেৎ এমন হেমোইনকে তুই [illegible] ।

মদন। [illegible]

[illegible] দেখেই নিন্দা আরম্ভ হোক্। হাসল নিয়ে কথন সাজবি বল?

দুর্বল। সেই কাল, তুমি ওকে নিয়ে চুকে পড়, আমি বেরুবই। ছি—ছি—ছি! ওর মান নিয়ে [illegible] আমার ঘেন্না আর ঘুচ্ল।

মদন। আচ্ছা, আর এত কথে কাজ নেই, বিয়েটার উদ্যম কাজ দিয়ে।

দুর্বল। প্রথমতঃ, দেরী দেরী করো না, দুই [illegible] দিয়ে দিন্।

মদন। যা করবি—করিস, এখন আয়।

(দুর্বলতাকে নিয়া মদনের প্রস্থান।)

শুক্র। আপনি যেন, বেশ দিয়ে নেবুই নিন্ আরম্ভ করা যাক্।

—•—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•—

রাবণের সভা।

রাবণ-বেশী মতিবর ও লক্ষ্মণ-বেশী ব্যাটিচাঁদ।

রাবণ।—(মতিবর)।

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত!
অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে কাতর,
সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সমুখরণে!
মুকুলল দিয়া কাহিল কি বিধাতা রাঘবী ভাগ্যে?

ওরে শালা প্রেতটার! আরে নর কি বানর! [illegible] ক'রে মুখ পানে চেয়ে রইল? মুকুল বাদ, [illegible] যাব, আমার ছেলে হবে? আমি যে [illegible] আন্‌লুম; কোথায় [illegible] প্রেতটার-পেটে নষ্ট [illegible] ক'রে দিলে।

(অন্যদিকে মুখ)

প্রেতটার। [illegible] কাজ্জাল ছিলেন না, [illegible] আসতে আজ্ঞা হয়, তাই [illegible] এসেছিলুম। আমি [illegible] এসেছি মাত্র, এখনো আমার [illegible]

[illegible] ।

মহেশ। আপনারা বসুন—আমি [illegible]—[illegible] যাই—[illegible] ব্যবস্থার [illegible]—বিভিন্ন [illegible] ঘরে আসবে টন্, সেইখানে [illegible] ছাড়তে পেরে আসুবে।

[illegible]। আপনার কি একটুও হয়া হচ্ছে না?

বসন্ত। কিসের দয়া? কার উপর হয়া? তুমি কি [illegible] বাবার ঘরে [illegible] ঘরের [illegible] [illegible] [illegible]

কাজের খতম।

(বড়দিনের গল্প)

রঙ্গোক্ত পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষগণ।		স্ত্রীগণ।	
দয়াকান্ত	গোঁড়া হিন্দু।	সুশীলা	দয়াকান্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
মিঃ কোন্স্	ঐ পুত্র (কোন্সুলি)।	শশিকলা	মিঃ কোন্সের পত্নী।
কুলচন্দ্র	ঐ জ্ঞালক (এডিটার)।	রঙ্গিণী	গণেশগোবিন্দের স্ত্রী।
গণেশগোবিন্দ	বিলাত-ফেরত ডাক্তার।	ঝাড়ুদারণী, চুরুটওয়ালী, মণি আঙ্গুরিদ-	
অভিলাল	থিয়েটারের অভিনেতা।	ওয়ালী, নাপিতিনী, রেস্তোরাঁদেবী	
ফটিক	গণেশগোবিন্দের বাটীর প্রেমের ভৃত্য।	বেহারাগণ, বারিকাগণ, বাইস-	
মিঃপল্টু	মিঃ কোন্সের পুত্র।	রহস্যীগণ, অভিনেত্রীগণ ইত্যাদি।	

ঝাড়ুদার, ঝাড়ুরা, চুরুটওয়ালা, আরদালী, বাবুসাহা, বালকগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

—:০:—

কুলের ছাত্রীগণ।

গীত।

(বলো) কিসি (ভুলো মনো) থিয়েটার।
কুলের গল্প, ক্লিয়র ইড়ো,
এ জীবনে হবে সার।
বাবা বলে পড়াতে,
মা বলে পড়াতে,
দিদি বলে পড়াতে,
সেথা বলি মাষ্টার মাষ্টার কাজের ভার,
(ভয়ে) ভেবে ভয়ে বাবু ভেবে ভেবে সারা,
(ছি ছি) মুখে বলাই, এ কি হে ছাই,
মনে মনে ভাবিকার।
বিদ্যাসাগর পড়ি হেথা, শেক্সপিয়ার,
ভয়ে ভয়ে ভেবে ভেবে ভাবি,
চক্ষু বুজে, ভাবে ভেবে, পড়ায় বিদ্যার ভার।
কুলকাজ
কল পড়ায় কুলের কাজ,
কুলের ক্লিয়র গড়ায়।

প্রথম অঙ্ক।

—:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

(রমাকান্ত, পরেশগোবিন্দ, বাচস্পতি ও

ভৃত্যের আসীন।)

...আমি ... তা যাই বলুন বড়বাবু, আপনি একজন গোঁড়া হিন্দু হয়ে, সমাজের নেতা হয়ে, সকলকে বিলেত যেতে নিষেধ করায় অন্যায় কাজ হয়েছে, তা আমি কিছুতেই বল্‌তে পারব না। আপনারা যেমন পথ দেখাবেন, সাধারণে সেই পথ অনুসরণ ক'রবে। তে আপনি মন্দ, কারেই আপনার কাজের প্রতিফল কেউ ঠেকাতে পারে না। আর সমাজের অবস্থার দিন দিন যেরূপ অবনতি হচ্ছে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, হিন্দুধর্ম্ম আর বড় বেশী দিন টেকবে না।

রমাকান্ত। দেখুন বাচস্পতি মশায়, মান করুন, ধর্ম্মটর্ম্ম বলুন, আর যে কোন সৎকার্য্যই বলুন, বিলাতে কেউ নিঃস্বার্থ হয়ে করে না। আমার সে মনে ধারণা ছিল যে, আমি হিন্দুসমাজে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেছি, আমার জীবন এক রকমে কেটে যাবে। তবে ছেলেটার ও একটা ভিন্নে করা দিই, আর ছেলেবেলা থেকে ওর একটা কেমন বাই, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার হব। তাই পাঁচ ভেবে সেই ওকে পাঠিয়েছিলুম। নইলে কোন্ বাপের সাধ্য, পাঁচ পাঁচ বছর ছেলেকে কালাপানির পার রেখে থাকা?

বাচস্পতি। তা কি এমন অন্যায় কাজ করেছেন? ... প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নিলেই হয়, আপনি ... বিলেত যেতে কতক্ষণ?—হিন্দুধর্ম্ম আজকাল ... হিসিম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঁচ উঁইকের ... একটা আইকেম ছেড়েছিলেন ... ব্যারিষ্টারিতে আইডল ক'রে ... লোচনায়, আজ কোন হিন্দুর ... হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ... আদৌ ভাবা উচিত নয়।

রমাকান্ত। আমার অদৃষ্ট! ছেলেবেলায়, বিলেত থেকে ফিরে এসে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেবো, ও বাবা! এ একেবারে বিগড়ে গেছে। বুঝি, চাকরি পর্য্যন্ত অনুরোধ করেছিলুম—আমার খাতির মান্যও রাখলে না। তার উপর আবার কপালক্রমে সৌদামিনী তেমনি ঝাঁজ উঠেছে। ২৪ ঘণ্টা গাউনের পরে, ঘড়ি এঁটে, বুকে ঝুড় দিয়ে, কুলের কলঙ্কিনী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আবার আমার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ—

বাচস্পতি। হাঁ, সেইটেই বিশেষ একটি ডিফিকালটি হয়েছে বটে আমার বিলাতের থেকে টেঙ্গার এক, তাতে টেঙ্গার মাইণ্ড আর বৌঠাকুরুণও আড়ে হাতে লেগেছেন, সিষ্টারহুডকে বিকম্‌ করবার জন্য ঘরে বাড়ী ছেড়ে, গাউন পরে, কুড়ো পায়ে দিয়ে বসেন দেখ।

রমা। সংসারে অসৎকার্য্যের ফল প্রায়ই বিষময়, পৃথিবীতে সৎকার্য্য কেবল চারিটি, আর সব অসৎ।

অসারে খলু সংসারে সারমেতৎ চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো হরিনাম-সুধা-পেবনম্॥

রমা। আজ্ঞা ডাক্তার বাবু! আপনি ত বিলেতে ডাক্তারি শিখে ডিগ্রিডিগ্রি নিয়ে, বিলাতের সব খবরই রাখেন, শুনিছি নাকি বিলেতে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছা করে না। আমি নেহাৎ হারে ফিরতে হলেও কলকাতার চাল আর ছাড়তে বসে না।

পরেশ। ও ছাট হল এ দেশে, অমন সেই এটাকুয়েন্স—সে দৃশ্য দেখলে আর কখন ফেরা যায় না। সেখানকার ইংরেজদের বাড়ীর মেই চারদিক, আপনারা বিলেতের নিন্দে করছেন, ইংলিশ এটিকেটটা শিখতে ... করছেন, যদিও আমার এটা খুব আনন্দোদ্যানের বোধ হচ্ছে, কিন্তু ... করুন, কলেজের ... আমি আপনার ... ব্যারিষ্টার ... আমি ... ফাইন্যান্সের ...

(অতিপালের প্রবেশ।)

অতি। এই যে, কটি ছত্র একত্রে বসে আলো কর্ত্তে আরম্ভ করেছেন।—কার মুখে হাসি নেই, কার মুখে বিষাদের কালিমা পড়েছে? আমায় বলতে পার?

রমা। আমাদের বুঝি আর কোন কাজ নাই?

অতি। বড়লোকের আর কাজ কি বাবা? তা বাবা, আমার আসুখিটার কি করে বল দেখি, ডেরু রকম ক'রে বলেছি, বিস্তর রকমে বুঝিয়েছি, হাতে পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছি, তবু বাবা! আমি তোমাদের কুল কেস্‌তে পারিনি। একদিন কথাটা রাখ না বাবা, চল একদিন থিয়েটার দেখে আসবে, লোক-না বাবা, খারাপ লাগবে, একদিন গেলেই ত আর ছোট লোক হয়ে যাবে না। অনুরোধে লোকে সব করে, অনুরোধে রায় ফিরিয়ে নিতে হয়।

রমা। ছি, ছি, আবার সেই কথা? বাজারা থিয়েটারে যাব আমরা?

গণে। নেটীও থিয়েটার, ছাষ্টি—ছাষ্টি।

অতি। একেবারে কথাটা ধারণা ক'রে বসে আছ কেন বাবা? উনি বল্লেন, বাজারা থিয়েটারে যাব আমরা? কেন বাবা, কে তুমি মুর্শিদাবাদের নবাব-পত্নী, না হালিসহরবাসীদের পুষ্যিপুত্তুর? কেন বাবা, তোমাদের চেয়েও কি বড়লোক নেটীও থিয়েটারে আসে না? বড় বড় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রাজা, গুরুদাস বাবাজি, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, এঁরা কি বড়লোক নন?

রমা। আচ্ছা অতিপাল, আমাদের থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তোমার এমন কি আর্থলিকি হবে?

অতি। উনি সেখানকার একজন অথরিটির কে না। পাঁচটা অভদ্রলোক নিয়ে গেলে টীকিট ফ্রী হবে, তা হলেই ওঁর বাহিনী রক্ষে।

রমা। না বাবা, বিদেশে বিভূয়ে এসব ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে, তা হবে কেন।

অতি। আচ্ছা বাবা, তুমি একটু চুপটি করে থাক, আমি একটু বুঝিয়ে বলি, [illegible] তোমায় বুঝিয়ে দিই, [illegible] যদি [illegible]

যায় ত ভাল হয়। তোই বলছি [illegible] ঘরে ভাল করে [illegible] এ কাজের ভার [illegible] হাতে দিয়েছে। কাজেই যাতে থিয়েটারে [illegible] কুণ্ণার পড়ি, তোই বড় [illegible] করতেই আমাদের [illegible] করতে পারি, তা কি পার না? [illegible] দরকারের দেখা—বাড়ীটা ও একটা চিত্তিরপাত [illegible] হয়েছে। সব বুঝিই একত্রে বিবাহ [illegible] বিশু আছেন, ছোটদাদি সাহেব আছেন, ছোট [illegible] একটাকে রাখতে পারেই বাবা, কমিটির মুখ [illegible] চাইতে পারবো।

বাচস্পতি। রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! আমার [illegible] থিয়েটার নরক, নরক। সেখায় নষ্ট স্ত্রীলোকের [illegible] এরূপ স্থানে ভদ্রলোক যায়?

অতি। দেখুন বাচস্পতি মহাশয়! দেখ [illegible] বলবেন না, আমি সকলকেই জানি, সকলের [illegible] আমার বিলিক, আপনাকেও জানি, [illegible] সাহেবকেও জানি আর আমাদের ঐ এডিটর [illegible] নরকেও জানি; বাবা, বিশুদেবের পৌরাণিক [illegible] খেড়াও, কুলীনকুলের বাড়ী গিয়ে বিয়ের নিত্য [illegible] এ কি রকম বাচস্পতির বাবা? খেড়া পাঁজির [illegible] পয়লার অন্ন ঠাকুরপূজা অন্ন, দিই দিকি বাবা, [illegible] পঞ্জা পয়সা হাতে, খেতার হরিনাম করে ঘরে ফি [illegible] ঘরে থেকে চাল না, সেই খেতার বাড়ী নিয়ে [illegible] ধরিয়ে আনতে পারি কি না?

রমা। পোস। পোস মতিপাল, তোমার [illegible] যে তোমরাগুলো রেখিয়ে দিই, সেইগুলো [illegible] চেষ্টা কর না কেন? তা হলে ত আমাদের [illegible] কোন বাধা থাকে না।

অতি। আচ্ছা বাবা! এক কথায় [illegible] আমি তখন বিদায়। তোর বাবা [illegible] পার, বাবা তোই [illegible] পরিবার [illegible] থাকবে [illegible] বাবা।

রমা। এই [illegible] থিয়েটারে যাব।

বাচ। [illegible] দিই। [illegible] কি বাবা! [illegible] যেতেছেন [illegible]

...র বোধহয়ই অভাবটা দিয়ে থাকে ...ন? বাবা, যে-কাঠা পাকা ঘর নেই, ...কোথায় পুরান আল লাগবে বেয়ন বাবা? ছিঃ ...পোষাড়ি ভাঙতে হ'ল! তাই বলছি বাবা যে ...ই করজোড় পায়ের উপর আগে দৃষ্টি রাখতে ...। শ্বশুরবাড়ি বিয়েটার যদি স্থায়ী করতে হয়, তবে ...য়েদের সব প্রথম দরকার। তবে একটা ...ভয়ের কথা।—উপায় কি বাবা? অবস্থা বুঝে ...। তোমরাও আর বয়েস মাস বেয়ে ক'য়ে দেব ...আর আমার নেই, আমি দেবই না! মেয়ের ...এখনও ভাতটা উঠত হয় নাই। আর আমার ...বাবা ভদ্রলোকের মেয়ে বেশকে'ে রঙমহলে দাঁড় ...য়ে চেয়ে বেড়ার সঙ্গ খুব ভাল। বাঙ্গালীর মুল- ...পঞ্চা, একেবারে মরবার লোকের ...বেয়ে ক'রে খেয়ে, সেটা কি ঠিক হবে? সাহেব ...বাবা; আর ইংরাজদের কি জান? ওদের ...মান আলাদা রকম গড়েছে। দেখ না বাবা! ...ক্ষ ছিপছিপে মেমগুলো অসুরের মতন ইংরাজ- ...লোকে কেমন টিঁকে থাকে? আর একটা মনে কর না ...থে, ইংরাজি থিয়েটারে যাঁরা আছেন, তাঁরা সক- ...ই সতী-লক্ষ্মী, তবে তাঁরা ইজ্জত রাখতে জানে, ...দের এলা বব টাকার মুখ দেখলে অস্থির হয়ে ...ন।

গণেশ। অত তর্কাতর্কির দরকার কি? থিয়ে- ...র জিনিসটাই ভাল নয়।

ভক্তি। কেন বাবা ডাক্তার সাহেব, ভাল নয়? ...তাই বাবা, বুঝিয়ে দিতে হবে।

গণেশ। সেখানে গেলে লোকের চরিত্র খারাপ ...য়।

ভক্তি। তোমরা যদি খারাপ কর বাবা, সে কি ...য়েটারওয়ালাদের দোষ? খাদ্য মন্দটুকু নিতে ...ন বাবা, ভালটুকু নিতে জান না। এমন লোক ত ...টারে আসে বাবা, যারা স্বপ্নেও কখন অভিনয় ...করে! তোমাদের মতন লোকে গিয়ে তার ...ভাঙ্গ, তার ক্যাটিন আই, আর তোমরা ...য়ে দেখ বৈ ত না। থিয়েটার খারাপ ...এই দীড়ায় করতে হবে যে, ভাল ...ই করে করলে আমাদের কাছে পাবে ...না, পেতেই হবে পারে না,

...কথা বাবাকে চুপ করিয়েছি, এইবার বাবা তোমাকে ...চুপ করাচ্ছি। সেজন্যের ছেলে তুমি, সেই জন্য ...বাবা গেল, ভদ্রাসনটুকু বেচে বিলেতে পাড়ি দিলে? ...মনে করেছিলে, কলকাতায় গিয়ে ক'সে একটা ...ব্যবসার করে বসবো। পোষাকেরই চটক বাবা! ...বয়ে হাঁড়ি চন-চন; যেমন তুমি, তোমার সহধর্মিণী ও ...ভদ্রপক্ষ, গাউনের জন্যে, ফাউনের জন্যে বাপান্ত না ...করছে, এমন দিনই নাই। রমাকান্ত বাবুর ভাগ্যিস ক্যামিলি ডাক্তার হতে পেরেছিলে! তাই যা হোক ক'য়ে চেয়ারের বদলে কেরোসিনের বাক্সের বস আর টেবিলের বদলে কুলুঙ্গিতে থাক্ছ আর দু একটা মর্ত্ত- মান বুদ্ধা বদনে দিতে পাচ্ছ।

ভক্তি। থিয়েটার ত আমাদের জিনিস, দাড়াও, অদৃষ্টে যেমের দুঃখ দুঃখ হোক, দরিদ্রতা নিবারণ হোক, তার পর আমাদের বিষয়ে মনোযোগ করা যাবে।

ভক্তি। দেশের দুঃখ দূর করবে কে বাবা? তোমার মতন এডিটার কাগজে আর্টিকেল লিখে? কি বলবো বাবা! কোম্পানীর কোন আইন নাই, এডিটার হলেই হ'ল; তা না হ'লে তোমার মতন এডিটারকে আমি নাকের জলে চোখের জলে করতুম। দরিদ্রতা নিবারণ হবে কোত্থেকে বাবা। কায়েত বাবুদের আর কি পয়সা থাকবার যো আছে আজকাল ছোটলোকদের ঘরে গেয়সা। কায়েত বাবু- দের মধ্যে যদি একটি সঙ্গতিপন্ন হলেন অমনি কুটুম, তত্ত্বকুটুম এসে জুট্‌লেন। কাজেই বাবা, দিনে দুখো- খানা পাতা প'ড়্‌তে সুরু হ'ল বাবা, পয়সা কত দিন থাকে বাবা। এই যেমন না বাবা, তুমি দ্বিতীয়পক্ষে রমাকান্ত বাবুকে বোন্ দিয়েছ, নিজেও এসে পুষ্যি- পুত্তুর হয়ে বসেছ। তবে পকেট-খরচার কিছু চাই, ঐ এক কাগজের দুয়ো মার ক'রে এডিটার হয়ে ব'সেছ।

গণ। শোন শোন বাবা, কাজ আমার যে জোড়কলো বলবার আছে, সেগুলো বলি।

ভক্তি। বড় বাবু, থাম, দেখে ফেলি কি?

"ভূমিষ্ঠা যোনিমাত্রেণ কণ্যাদাত্রে সাধবঃ।"

ভক্তি। গণে এস বাবা বাচস্পতি, তোমার হয়েছে, রমাকান্ত বিদ্যারত্নের নাতুকে [illegible] তোমার

...কথা শুনতে দিয়ে এস। মেথুর রমানাথের কাছ, যাও মেথরকে ডেকে সকালেই ঘোড় দেখান যায়। ...গুলো আজ একদিন ভুলিয়ে যাও। ঘোড় মেয়া-...ন, আপনার ঘোড়গুলো আগে দেখবার জন্যে, ...ঘুড়দৌড়ের মেডা বলে পরিচয় দেন! এ দিকে চুল-...তে কলপ দিয়ে সোডা সিঁদেটুকু ফেরাবি আছে, ...গলাবেড়ে ধুতিখানি পরা আছে, তার উপর সোণা-...ত, কামিজের উপর হরিনামের মালা ঝুলিয়ে ...ভানি আহির ক'রছ, লোককে সচ্চরিত্র ক'রতে ...দ্যা যাও, কিন্তু তোমার চরিত্রটে কি খুব মাজ্জিত ...যা? প্রথম যাগ যাবা দেশ গেলই, ফের আবার ...ব করবে কেন বাবা? তোমার হিন্দুশাস্ত্রে কি ...টা ব্যবস্থা আছে? বিলীয় পক্ষের যে কথা আর ...ত্রপকমের বেস্তা রাখা, এ দুই-ই সমান। যাক্ ...বা, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নাই। আজ থিয়ে-...র যা হয়,নাই হয়,তোমাকে এর অনুরোধটি রাখ; ...খানে মেয়েমানুষ নিয়ে যাও বাবা। একদিন ...বস্থা কর, থিয়েটারের ক'টী অ্যাক্‌ট্রেস্‌কে নিয়ে ...মি তোমাদের বাগানে যাচ্ছি, থিয়েটারে যেমন ...ক্তে ওঠে তারা নেচে গেয়ে তোমাদের বাগানে সেই ...ব নাচুনে যাইবে। দেখি বাবা, তার পর ...মরা থিয়েটারে আসতে রাজি হও কি না?

রমা। আচ্ছা, এতে আমি রাজি আছি।

গবে। ও ইয়েস্! দিস্ ইজ্ এ ভেরি ফেয়ার প্রপোজ্যাল।

ডিডি। ডিটো ডিটো।

রমা। কিন্তু একটা কথা, রতীন ও তোমার বন্ধু, ...কে একবার বল।

রতি। আচ্ছা বাবা, সে ভার আমার রইল। ...থিয়েটার সাহেব লোক ভাল। কাকুতি-মিনতি ক'রে ...লে কথা এড়াতে পারবে না। তবে বাবা, আমি ...ন উঠি, কৌন্সুলি সাহেবের উদ্দেশে চল্লুম।

রমা। হাঁ, আমরাও তবে উঠি, বেলা হয়েছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

বাগান—বাবুগণ।

গীত।

ছেড়ে কল্‌কেতা বোম্বাই হয় পরার পায়।
পুঁথিপাটা চুলোয় গেল, পেট চাপাস হ'ল তায়।
ছুটী নিয়ে যাই বাড়ী বাড়ী,
ছুকরী বাড়ী বেড়িয়ে বলে এই এ'টা আছি,
গিন্নীরা সব গাউন পরে ছেড়েছে সাড়ী,
দেখ বুটের বহর, বেজায় জবর,
এগোবে সাধ্যি কার?
(তখন) গিন্নীরা সব যেতেন থিয়েটার,
দেখে শেখে সাপ্‌টিনীদের সব পেত নাক বার;
হাতে পায়ে আল্‌তা দিয়ে তাও কি বাহার!
(এখন) কলেজ গিয়ে মেয়েরা সব থিয়েটার,
এ কি বাড়াবাড়ি!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

ড্রয়িং-রুম।

(শশিকলা ও খুকীরা)

শশি। এই দেখ দেখি, আজ বা হ'ল তা এক ...নিয়েছে। মাথায় কাপড় না দিলে কি আর সম্ভ্রম ...রক্ষা করা হয় না? গাউন তোমাকে ছাড়তেই হবে। ...আজ না হয়, দু'দিন পরে তোমার গায়েই গাউন ...তুমি অমন কর কেন? আমার আজ অসহ্য বোধ ...কেন? হয়েই বা তুমি আমার বন্ধুর স্ত্রী।—দ্বিতীয় ...পক্ষের ত বটে। আর থাকত আমি থাক, তোমার ...তুমি কিসের মাথার দিব্যি দিয়ে তাদের।

খুকীরা। ও—হো,—হো—হো। শশিকে কি ...আর কায়দায় আনা যায় না? তোমার কি আর সাহস হয় না? ...তাদের নিমন্ত্রণ করা কি আমার বাবা? ...বিশেষ তাদের ...

[illegible] ? সব মেটে
[illegible]

শশি। মানমুখ তুমায় বড্ড মানাইছে, মনের মতোন, সমাজে গীয়ে খুব পশার, কিন্তু এটা কি
[illegible] বিচার ? ছেলেকে পাঠালেন কালাপানি
[illegible]। এটাও কি তুমানী মকায় রহিল দেওয়া ! আপ-
[illegible] মেলার খোলসকড়া, পরের ভাত ছাই-পাড়া !
[illegible] কি চলে, অন্ন কি চলে ? যেখানে যেমন পথ,
[illegible] সেই পথে চলে ; ধর্ম-অধর্ম-হিন্দুয়ানী, আমরা
[illegible] কেন অত পোষে।

সুশীলা। তা—বৌ, তা বৌ, তাঁকে কেমন ক'রে
[illegible] দিই ? আমার বড়লে ছেলে, তিনি করেন কি,
[illegible] কি ?

শশি। ছি ছি ছি ! তুমি আপনার বিষে চাইতে
[illegible] বলতে পার ? আপনার রাস্তা বেচে নিতে জানলে
[illegible] না ? উনি যেন কচি খোকা, ছেলের দুটো কথা শুনে
[illegible] কা, অমনি বিলেত পাঠিয়ে ! তোমায়
[illegible] বুঝি চুপ ক'রিয়েছে ঐ রকম বুঝিয়ে !!

সুশীলা। তা—বৌ, তা—বৌ, তুমি যা বলবে,
আমি তাই করবো। তবে সব কি পারবো ?

শশি। কেন পারবে না ? আমি কি একে-
বারেই পেরেছি ? ক্রমে—ক্রমে—ক্রমে তবে
[illegible]।

সুশীলা। তবে আমিও বৌ, ক্রমে—ক্রমে—
ক্রমে, মজবো খৃষ্টানি প্রেমে—প্রেমে—প্রেমে।

শশি। তা যা হউক, আজ আর একটি কাজ
[illegible] হবে, মাথায় কাপড় দেওয়া ঘুচিয়েছি,
[illegible] কাপড় দেওয়া ঘুচিয়েছি, কাপড় কেমন্তা দিয়েও
[illegible]। কিন্তু খালি পা, এটা আমি সইতে
[illegible] পারবো না। ম'রেছে আমার ডিসীল স্লিপার, পর
[illegible] পায়ে খুকুর মাপার।

সুশীলা। তা—বৌ, তা—বৌ, একেবারে অতটা
[illegible] কেন তফাৎ, হ'ল আগে, এটা ওটা মোটা
[illegible] ত জুতোটা ?

শশি। ঠেস না আমার কথাটা। কে আর
[illegible] আসবে, কুটী এলে না হয় খুলে আসবে
[illegible] হবে, দুটি-চারদিন ছাড়িয়ে মাজাবে
[illegible] মজাবে। আমি যেই হাতে কাজ
[illegible] পায়ে দিই না পায়ে ক'রে। (ডিসীল
[illegible] ? (ঐ না) ডিসীল—সাহেবে ব্যবহার করে, ম

আর। থাকলে কাহি [illegible] ছবি [illegible]
হ'ত তার।

খুলিয়ে পরে ডিসীল স্লিপার, দেখ খুকু
[illegible]
বেরাঁয় ছুটে বেড়িয়ে ছুটে পাকের মাথা খে
না আর

ছুটি ঠোঁটে মুহ অক্ত রোজ,

(ছিঃ) এমনি ক'রে রোজ রোজ,
সাড়ী ছাড়, গাউন্ পর,

[illegible] ছুখে ফা

সুশীলা। তা—বৌ, তা—বৌ, আমি এখন যা
[illegible] এসে প'ড়লে, তবে এক বালাই !! জিজ্ঞা
করলে, কি খাবো ছাই !

শশি। (খড়ী দেখিয়া) এই ত মোটে চারটে
[illegible] তাঁর আদালত থেকে ফিরতে এখনও একঘ
[illegible] দেরী, ব'স ব'স আজ আমাদের দিন তাই
[illegible] তোমায় ছড়িয়ে সাড়ী গাউন পরাবো সায়,
[illegible] পরাব পায় !!

সুশীলা। তা—বৌ, তা—বৌ, তুমি যখন ধরে
তখন কি আর ছাড়বে ? আমায় বিবি বানাবে
বানাবে।

(মসি ম্যাণ্ডবিলওয়ালীর প্রবেশ)

(গীত)

[illegible] যায়—
বড়দিনের রং বেড়েছে ক্লাসিক থিয়েটারে ;
যত সব নূতন নূতন সাজ,
রং-বেরঙের তরবেতর খাঁজ ;
দেখলে চ'খে বসবি ঠেকে, এমন ত আর হবে না রে
শোন্ লো খসি, সোনার কসি, তোদের মত ছেল,
থাকলে মেথা, মাকে মাথা, বাবু ভেরেদের,
বুক ফুলিয়ে, চেন দুলিয়ে,
আয় লো মেথে যাই-আভারে ॥

মসি। নাও লো লিবিবলিরা ! কাগজ নাও।

সুশীলা। কি রে, মসি এসেছিস্ ? [illegible] বিয়ে তোদের বিয়েটায়ে কি নূতন রং হচ্ছে ?

মসি। বড় লিবিবলি—তুমি নাকি ? [illegible] (ঐ না) লিবিবলি—সাহেবে ব্যবহার করে, ম

আমার কাপড় দিয়াছ দেখিয়া
লুকাইয়া কুল-লাজ।
রাঙা—রাঙা—রাঙা চরণ দুখানি
আদরে তুলিতে ধরিনু আপনি।
ও কি পোড়া লাজ, হায় হায় আজ!
সেই পায়ে দেহ বিকাতে চলি!

শশি। শোন্ বলি, ওলো শশি! মা ত তেমন কথা পাবনি, কাজেই সেই পুরোণো চাল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে সিঁদুর, তিন হাত লোমটা, এ সব মত পৌঁছেনি! পায়ে আলতা দেখে মরেচিস্ চমক, দেখি যখন গাউনের চটক, তখন অজ্ঞান, মুখে ফুটবে কি বাক্য।

মণি। ভি ভি কুলাঙ্গার, অবলা সরলা
তনিয়া মরমে মরি!
আপনি মজেছ, ভুলে বালা মোরে
পরাইছ কুলনারী।
লজ্জা ঘৃণা ভয় সেজ ভালবাসি
আচার-বিচার নাহি ক মোর,
ছুরী কাঁটা হাতে খাও টেবিলেতে,
পরে আট কল বিবির বেশ।
বিলাত-ফেরত পতি হে তোমার।
এ ভারতে কি হে শোভে সতী,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত ঠেলিলে চরণে,
উড়িল কি শুধু মতি
টীনার প্রতি? ওন বিনোদিনী, কহি হে তোমারি,
ম'জো না ম'জো না বিলাতী ছলে!
শত প্রলোভন ধরিলে নয়ন,
সতী-নারী-মন কভু কি টলে?
বাঁধ বেঁধে খোঁপা, সীমন্তে সিঁদুর
বসনে ঢেকিয়া দাও।
মাথার কাপড় টেনে দাও পুনঃ,
দাও চুটী খুলে নাও ও,
যোড়শ সেজা হিন্দু-চূড়ামণি
পতি তব প্রেমময়,
ভুলিলে কাহিনী, মরিবে মরমে,
কহজনে নাহি ভয়?
থাক্ থাক্, ও সব কথা থাক্।—
শশি, যাও, তোর ইচ্ছা যাও।
কি বা, শোন্ তা।—

পর যে না পারে,—
মিছি একযোড় বুট, কি পে ন পারে।
চিরদিনই কি থাকবি এমন,
হবিনি মানুষের মতন?
কে জানে তোদের কেমন ধরণ!
ঘেন্নাস্ শুধু পাত, নাচে যে পা পাচে,
খালি তারাই নিয়ে থাকি!—
যৌবনটা তো কাটাবি,
বল্ দেখি কি সুখটা পেলি?
থিয়েটারের ভাগজ গাতে,
ঘেন্নিয়ে ঘেন্নাস্ পথে পথে,
এই বুঝি তোর কাজ,
পোরটা বুঝাইতে মত লাজ?

মণি। ভি ভি, ও কথা বক না, ও কথা বল না,
আই আই মরি লাজে!
সুচিকণ সাড়ী, অলঙ্কার পরি,
সাজিবে বিবির সাজে?
দুঃখিনী রমণী, পতি-সোহাগিনী,
কি ক্ষোভে থাকি তোর!
পাতির আদিম, প্রাণের শক্তির,
আদিম প্রেমের ঘোর?
রমণী জনম ধরেছি ধরায়,
পতিরে পূজিব বলি।
দুষ্ট পাছে ফিরে, তরে মজায়ে,
হইব চোখের বালি।
কেবে যে মা তোর উপদেশ-কথা,
তাদের ছায়ায় চলিয়া যাই।
ঘরেছি যে কাজে, করি সেই কাজ,
বোঝাইতে কথা আর সাধ নাই।
দিয়েছি কাপড়, জানিতে গো চাই,
কবে যাবে বিলিমিলি?
শুনিয়া হরষে, হাইবে চলিয়া,
তোদের অধীনী মণি।

সুশীলা। যাবে কি মণি? মেতে ও পারবে। কিন্তু সাথে যে পড়েছে বাধ। কর্ত্তার বাবুগিরি ঘি ভরি বল্ দেখি! তবলে থিয়েটারের মাস, তিনি আনন্দে মত্ত যান। সেথা বেশ্যা নাচে, আমোদ বাঁজে, তুমলে পাছে সমাজে নাম খারাপ হয়, কর্ত্তার এই ভয়।

মণি। তোদের দুটি পায়ে পড়ি

কর্ত্তারা এক অবতার,
আলা বক্সুয়া কারে আর।
আস দিয়েছেন গাউন গায়ে,
টেনে পরেছেন দুই পায়ে,
লাজ-লজ্জা ঘুলে খেয়ে,
দেখা দেখা বেড়ান ধেয়ে,
এ সব কাজে সমাজে,
সামটা বুঝি খুব বাজে?
যত দোষ বিয়েটার,
এই বুঝি বিবেচনা কর্ত্তার?
নিয়ে বুদ্ধির বালাই,
দিদিমণি ব'য়ে যাই।
আজ যেই মা কথায়,
তোর কথা থাক মাথায়,
সেজে থাক মা বিবি,
এই ক'য়েই তুলে কালি দিবি।
বাবুরা জানান ইহুদানী,
ও গোড়ামী আমি খুব জানি,
এমন দিন আসবে,
হাতে হাতে সব ধরবে;
এ যদি না হয়,
তবে আমার নাম নয়।

গীত।

তোমাদের দুটি পায়ে পড় ক'রে মা বিদায় হই,
আর কি হেথা রই?
ছি ছি, বিলি সেজে, আপনি ম'জে
কুল মজাতে পারি কই।
অকূলে যেতে থিয়েটার, মামা করে পো ভাতার,
এ কি রে বিচার মুখে ভাঁটা তার,
কুলনারী কুল খোয়ালি, আর ত আমি তোদের নই।

[প্রস্থান।

সুশীলা। হাঁ মো, চল না কেন একদিন থিয়েটার দিয়ে গাউনের মাঝে, মধ্যে ব'সে থাকা যাবে। দুই পায়ে দিয়ে বেড়াব কোথায়? হাতে ছেঁড়া ন্যাকড়া নে এক দায়। একদিন কর্ত্তাদের সঙ্গে থিয়েটারে চল না?

শশি। কি বলেছো বৌ? তিনি বলেন, ইংরাজি কি মানাতে পারবুয়? বলেন, মেইড্, থিয়েটার, ছি, ছি, বেশী কথা বলবো কি? নেই বেসুরে সেণ্ট, টেলতে আছে কি স্বাধীন কথা, যাবার আসবার ঢের আছে, তাঁরা যাবেন পাছে পাছে, বাব্ গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে, তুমিও আসবে সাথে সাথে।

সুশীলা। তা বৌ, তা বৌ, গোরায় যদি ধরে ছাড়ায় কেমন ক'রে?

শশি। হাটিয়ে দেব বুটের জোরে। তবে মা তুমি এস, তাঁর সময় হয়েছে আসবার; কাল এমন সময় এস আবার।

সুশীলা। তা বৌ, তা বৌ, বলতে কয়ে না আর।

[সুশীলার প্রস্থান।

শশি। Charity begins at home! আগে নিজের ঘর ঠিক করি, মাকে বিবি বানিয়ে ছাড়ি, গাউনের বাই একবার ধরলে আর রক্ষে নেই।

(মতিলাল ও মতীন ওরফে জে বোসের প্রবেশ)

শশি। My dear you are late today.

জোস। Excuse me dear! I had a very interesting case. In fact I was co egs honce the delay.

শশি। খানসামা, চা লে আও! চা লে আও

মতি। ও বাবা, ইংরাজী lovesa লাপো কি? বাস্তবিক বিবি মাগ না হ'লে ঘরকন্না চলে না! তোরাজ করতে জানে না!! এই ব দিন কতক চার বাটি, আর রুটীর টোষ্ট খেলে ছুটে যাই বাবা! তবে ওই স্যুটকিপানা চেহারায় মাগ ভতে তেমন ভোগ হয় না বাবা! কে জানে বাবা ইংরাজি পড়লে কেমন?

জোস। I say Mutty Lall! take your seat, take your seat.

মতি। হাঁ বাবা কোলসুলি সাহেব! একটু বাহ্য এসেছো বাবা! চার বাটি আর টোষ্ট ত মন্দ নয় বাবা! এই ত বাবা, ফুটোর সময় গোপ্রাসে টুকি দিয়েছ, ওডিই হয়ে ছটখানা এমন সবল হয়ে ছিল যে, কিছু বলতে দিয়ে করে আমার মাথা আসুলে? কত আশা, বলবার হুকুম পেলেম! আমা কথা কোলসুলি পাহেব, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি

হয়েছে নয় তুমি বড়লোক হয়েছ। কথাটা একটু ভেবে চিন্তে বলা উচিত ছিল। ইঁ বাবা, তোমরা না খুব এটিকেটে; আমায় ক'রে নেবার পান থেকে চুণ খসলে টুথব্রাস ক'টে লাল হত। এটিকেট বাবা? একটা ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে এসে, ছেলেবেলার বন্ধু, দুবেলা ঘর সংসার বিলেত যাবার পরামর্শ আঁটতে, সে এসে দাঁড়িয়ে রইল, তাকে বসতে বলা চুলোয় যাক্, দিব্যি ক'রে চৈবেলীন ভোগ সুরু ক'রে দিলে? তোমাদের শুদ্ধ দেখলে আমার হাড় পুড়ে জ্বলে যায়। আজ কালকার এটিকেটির ডউল আমি বুঝে নিয়েছি বাবা। প্রথমেই খবর নাও, ক'খানা গাড়ী আছে। প্রতি সপ্তাহে খানা দিতে পারবে কি না, এই সকল খবর দঁড় হয়, তবে বাবা তোমাদের এটিকেটিই শুদ্ধ বল, সোশিয়েবল বল, সেই সকলের সাহায্যে যেতে উঠে, অমনি অম্লানবদনে নিজের মাকে নিয়ে হাউড্ডিউস্ ক'রে দাও। ছেলে বাবা তোমাদের।

শশি। Hallow dear, is he a friend of yours?

ভোম। Yes; in your prime days we were great friends.

মতি। Now in the begining of our older days we have become each other's enemy because we do not approve each others taste.

ভোম। No! No! what do you say now; will you have a cup of tea?

মতি। না বাবা কৌন্সুলি সাহেব! আর তোমার খাতিরে কাজ নাই! এখন আমি যে জন্যে এসিছি, একটা বিলি কর।

শশি। খান না, একটুকু চা খেতে দোষ কি?

মতি। আপনি একটা লোফর করেন কেন? আমার ত বুড়িগাড়ী নাই, Hamilton এর গাড়ীর Diamond Bracelet কিনে দেবার Capacity ও নাই। আমি একটা কাউন্ড বল্লেই হয়। আমার আর অনেকা কথা বৃথা।

ভোম। Let it go! Let it go! কি জান মতি, আমার আবার কত তোমার তা নেই, আমি believe theatre ও prefer করি না।

রাখি কি? ইংরাজের মতন থালি লাক নিউজ্ দিলেই হয় ত নয়। আচ্ছা শুন, native theatre porter কর না, কিন্তু নিজের আচারব্যবহার কি ক'রে prefer কর্ব? কিছুর ছেলে তুমি, মার মুখ পুড়িয়ে, বংশের মাথা খেয়ে সাহেব হলে; মুক্ত-কচ্ছ হয়ে ছাট কোট ধরলে। বিলে বোম, হল ভোম। কুলটা—তুমিও আচরণ করবে দেখাবে, মতরাং তাকে ত্যাগ করতে অনুরোধ করবে, স্বামীকে দেবতার মতন পূজা করতে বলবে, তা নয়, গাউন পরিয়ে, বুট পায়ে দিয়ে, হাত ধরে— ইভেন্ স্যুভেনে ছাওয়া খেতে নিয়ে যাও। কিছুর ছেলে তুমি, যাকে old fool বল! এ সবগুলো কি prefevable বাবা, কৌন্সুলি সাহেব? আর আমিও না বাবা! অনেক কষ্টে কর্ত্তাদের মত করিয়েছি। বাগানে হলধাতে একটা পর্দা আছে তোমাদের থিয়েটার দেখাব। একে আর আপত্তি ক'র না বাবা।

ভোম। আচ্ছা, সে যা হয় হবে। I have just come back from court. I am not in good humour, I shall think over the matter seriously, and let you know to-morrow, (শশি কথার প্রতি) Now come along my dear, let us retire. English Etiquetette.

[মিঃ ভোম ও শশিকথার প্রস্থান।

মতি। খুব বিবেচনা বাবা! এরি নাম ইংলিস এটিকেট, থাক বাবা। আমিও ছাড়চিনি। বাবুরা থিয়েটারের নামে লোকদেখানে তওতো করেন কিন্তু পেলে ছাড়েন না। বাবুদের অধিক বাড়াবাড়ি এইবার প্রমাণ করছি বাবা। আমরা থিয়েটারের আক্টার; হাজার হাজার লোক চরিয়ে খাই।

[প্রস্থান

(পল্টু ও অন্যান্য বালক বালিকাগণের প্রবেশ)

পল্টু। আমার মামা বাড়ীতে।

গড়ের্ন্দ্রনা মা আমার।

হলধাতে যেতাম আজ সকলে।

ঘুচি চামর ঝাকিয়ে নিই।
আট কোট পরিয়ে দিই॥
চুপি চুপি ডেকে ঘরে।
খানা খাওয়াই সরু ক'রে।

খালাসগণ। আমরা সাহেব হয়েছি।
দেখ বাপের চোখে ধূলি দিয়েছি॥
টেবিলেতে খাচ্ছি খানা।
পাউরুটী আর মুরগীর ডানা॥

খালিকাগণ। আমরা বিবি হোয়েছি।
দেখ শাড়ী ছেড়েছি॥
দেখ গাইটা যে না ভাই।
সাপরেটা ধরিয়ে খাই।

(সকলে সিগারেট টানিতে টানিতে)

গীত।

কা হা কেমন মজা, সাহেব সাজা, বিবির হাত ধ'রে।
সেজে ঘর হাট কোটে, বেড়াব গড়ের মাঠে॥
চৌকিতে বুট ইুট, ক'রলে এমনি ক'রে॥
সেট হোয়েছে এটিকেট, দেখ টানছি সিগারেট,
হাতেছি পাশ মামা পেট,
ইহুয়ানী আর কি বাকি, যীশুর পুজা ঘরে ঘরে॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

(সেফালী ও সেকরাণীর প্রবেশ)

গীত।

সেকরা। রসের যে লো সেকরাণী।
গোঁফখেগো তোর লোভনুক
কাঁটিতে কেন পারবে কেনী॥

সেকরাণী। (ও) তোর কষ্টি পাথরে,
সোনার রং কি রে ধরে,
খাঁটি কাঁকি চিন্‌বি কি ক'রে।

উভয়ে। (তবে) দিই ফেলে হাথের সোনা,
চোঁকষে ত মানি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(সিগার ও সিগারওয়ালীর প্রবেশ)

গীত।

এস না নাগর না কেনে, সস্তা জেনে এই বাজা
সিগার।
টানে টানে গোদিক-আগে ফেলবে কত ভালের
সাহার॥
বড় মোলায়েম গড়ন, কাজে আছে বেজায় গুণ,
কোল্ড এ্যালিবিড, খাসনি কিউপিড, বাজে সদা
তার॥
আমার এ মেহি কাটে, যুবতীর যৌবন কোটে,
তোরে বঁধু ক'রপুটে চাইবে লো আবার॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(এডিটারের প্রবেশ)

এডিটার। বা—বা—বা—চোকা সিগারেট-ওয়ালী ত। দেখ্‌ছি লোকটার সকল রকম সকল আছে। টিকানাটা নিই কি ক'রে। তাই ত, এদিকে গেল যে! দৌড়ে যেমন যাই।

(মতিলালের প্রবেশ)

মতি। কোথা যাও এডিটার বাবু! এমন সময়ে বোনাযের বৈঠকখানা আঁধার ক'রে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ যে বাবা! মতলবটা কি?

এডিটার। মতলব আর কি? আমার ডিউটিই এই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে নিউজ কলেক্ট করি। আমি রিপোর্টারদের উপর নির্ভর করি না। কারণ, তারা অনেক ভুল খবর দেয়, তাই ছুপিয়ে পাব্‌লিকের নিকট হাস্যাস্পদ হ'তে হয়।

মতি। বাবা! থিয়েটারের এক্‌ট্রেসি করি, অবস্থা বোকা ঠাওরাচ্ছ কেন? নিউজ কলেক্ট করতে বেরিয়েছ কার?—ঐ সেকরাণীটার বাড়ী বাবা! থিয়েটারে যাও না,—কি না সেখানে নয়

[illegible] পারার জন্য ও একটুও রেমিটেন্স করছ না,
যে হুকুম রেপাহিকোলেজার ঘুঁষ খুলেছ বাবা, এবার
বাবাইজ কমপুনেটেন্স হাইস্কে ইতি লেখে যাবে।
আন্ডারস্ট্যুমেটস নাকে বয়, সিটিংস ভাই হয়ে
দাঁড়াবে। ক্রমে তাদের অন্ন উঠবে।

এডিটার। মতিলাল! তোমার কেবল আমের
আঁটা কুলে বিয়েটার পারগুনিয়ারি করা বৈ ত নয়।
তোমাদের থিয়েটারে গেলে, মরাল ডিগ্রাডেসন হয়।

মতি। তা হয় বই কি বাবা! এই ভাব না
কেন, তোমার নতুন সু-চেহারা যদি কোন সমাজ-
দর্পণে চিত্রিত হয়ে, থিয়েটারে অভিনীত হয়, তা
হ'লে আদির পাঞ্জা পায়ে ছুটে বেরুবেই ত বাবা।
দেখ বাবা, সাক সিটুকোনো সহজ, কিন্তু নিজের
সাকটাই আছে কি না দেখে তবে সিটুকো।

এডি। মিছে বোকো না—বোকো না, থিয়ে-
টার একটা বাপে খেদান—মায়ে তাড়ান ছেলের
আড্ডা। সেখানে ভদ্রলোকেও যায়।

মতি। পথে এস বাবা! এখন একটেস
ছেড়ে একটার হ'য়েছ? দেখ বাবা! আমাদের ত
বাপে খেদায়, মায়ে তাড়ায়, আমরা ত তাড়াই না।
তোমরা যে বাবা মরালিটীর ক্যাম্পিয়ন হ'য়ে
ভদ্রলোক সেজে, ওটা ভাইস-ভারসা ক'রে নিয়ে,
নিজের বাপ মাকে তাড়াও। তাদের এক মুটো
ভাত দিতে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। বাপকে বাপ
বল্‌তে—মাকে মা বল্‌তে তোমাদের লজ্জা হয়।
এখন বল ত বাবা। তোমরা বেশি ভদ্র, না আমরা
বেশি ভদ্র?

এডি। যাও যাও, বাজে বকো না। আমাদের
টাইম ভ্যালুয়েবল, তোমার সঙ্গে বকাবকি ক'রে
এমন ক'রে ওটেই করতে পারি না।

মতি। এডিটার বাবু! বের না হে! ফ্রেস
এট্রাকসন দেখা দিয়েছে। অনেক ভাড়ার লিউস
বলেই করতে পারবে॥

(বেপাহিকোর বেতালের প্রবেশ)

গীত।

বেপাহিকো কি বেতালারি হ'লো আজকে সভায়।
[illegible]

(এমন) মজার থিয়েটার নাই ভাই
আমি বিনের আমার এইটাই
বাজার হবে আচারবায়,
হারিয়েছি বিচার॥

মতি। কি গো, তোমাদের কি হ'য়েছে?

বেতালগণ। (ইঙ্গিত)।

মতি। সত্যি তোমরা খেতে পাও না?

বেতালগণ। (ইঙ্গিত)।

মতি। বটে! তা তোমাদের আর কুল
ভাত! ইসি একজন এডিটার! সেপ্রিটের
মহাপুরুষ! এঁকে বর, তোমাদের কিছু নিশ্চয়
দেবেন।

বেতালগণ। (ইঙ্গিত ও এডিটারের পদস্পর্শ)

এডি। যা—যা—যা—দেখছ না, কের যদি
অমন করবি ত, পুলিস ডেকে অরেনসিবল বিন্‌স অফ
আইডিসিয়ন্ট নেই ক'লে—ডাংগ্রাস্ট ক'লে ধরে
দেবো! ফুলে কালি দিয়ে এসে, আবার ভদ্র
লোকের পা ছোঁয়া!

মতি। বাবা এডিটার! বলি হারি মেরো
বিচার! বাবা! তোমারি মতন একজন এক
প্রভোকের অরেনসিবল বিন্‌স অফ আইডিসিয়ন্ট
ছিলেন। তারা ত আর আসমান থেকে বেতা
নেমে আসে নি!! ওদের যা ছিল, তা মুটো
নিয়ে, তোমার মুড়িবাধ রূপ "অরেনসিবল বিন্‌
গুলি সংগ্রহেন!! আর তারা এখন দেশের
কিছু ভিক্ষে চাইলে ভ্যাগ্রান্ট ক'লে ধরার
সম্পূর্ণ মরাল রেসপন্সিবিলিটি তোমার আছে বই
বাবা!!

এডি। তা যাও না, তোমাদের
এদের নিয়ে যাও না, তোমাদের
অভ্যাস আছে!—ভদ্রলোকের
ওদের টুচেও করতে পারবে না।

মতি। আর আমাদের [illegible] এডিটার
কুলীন, যাও না বাবা, যে [illegible] থিয়েটার
তোমরা [illegible] ভাই বাবার [illegible]
[illegible] ত—কাঁচা [illegible]
[illegible] থিয়েটারের [illegible]

...ক-ছেলে দেবে না। আর তারা যদি বিয়েটিয়ে ...ে, তুমিই ওদের গুরুর স্থানীয়, তাদের নৈ... ব্যবস্থা অবশ্য, তাও তোমাদের প্রাণে সহ্য ... অমনি কনগ্রেচুলেসন এডিরেশনএর রাশি রাশি ...টিফিকেটএর পার্সেলিফেসন্।

প্রভা। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা ...ই, তুমি ত হিন্দু ব'লে পরিচয় দাও। বেঙ্গারা ...ন্তী কি সাবিত্রী সেজে বেরুলে প্রাণটা কেমন হয়, ...খা দেখি?

হরি। তা বটে বাবা! বেঙ্গারা সতী সাবিত্রী ...ুরূপে তোমার প্রাণে লাগবার কথা বটে! কিন্তু ...ঁয়ারের মতন, "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" রকমের ...েমিক,—যারা দিনে বৈকুণ্ঠ, রাত্রিতে থাক সাহেব, ...রা যদি ভণ্ডামির আবরণ প'রে দেশহিতৈষী বা ...ঈশ্বরপরায়ণ সাজেন, তা হ'লে বেঙ্গারাও ত কেঁদে ...সিয়ে দিতে পারে। আর ও কথা তোল কেন বাবা! দেখ বাবা! যে এককান-কাটা, সে ...মের ধার দিয়ে যায়, কিন্তু যে চকান কাটা, সে ...মাথান দিয়ে চলে। হ'তোই বা বাবা বেঙ্গা! ...মাদারের আদরজীবন হয়ে এক মুটো ভদমায়ের জন্ত ...ভক্ষণ চাইলে, তাকে এক মুটো দিলে কি তোমার ...মালিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়? মাতার কুকুর ...ছানাগুলোকে ত খেতে দাও বাবা! দেখ বাবা! ...মালিনীর বজ্রাঘাত পড়্‌তে পড়্‌তে যেন কোন্ দিন ...তোমাদের মাথায় না বজ্রাঘাত হয়। বেঙ্গা আর ...মি, যখন জঁ বনরক্ষা নিয়ে কাজ, তখন ঈশ্বর সৃষ্টির ...নিস পদার্থ নয়। তা যাক্ বাবা! এডিটার! ...মার কাজ নাই; আমার যথাসাধ্য ওদের কিছু ...ক। তোমাদের দেশহিতৈষিতার মূলে কুঠারা-...করতে চাইলে; তবে বাবা! একটা কথা, ...কের এনাগজমেণ্টটা যেন মনে থাকে। আমা-...হিতৈষীর অ্যাকাউন্ট বন্ধটিকে নিয়ে আমি কাল ...বাবুর বাগানে যাচ্ছি। তাদের সাহিত্য ...তোমাদের হিতৈষীর দেখাব। দেখো বাবা! ...ঠিক থাকে যেন।

...! আই প্রমিস্ ইউ অনারেবল্ ...

(বেঙ্গাগণের প্রস্থান) ...

...শ্বরের অন্তর দেওয়া হবে ব'লে ...

কি করবো বলুন, আমার সবাই অনুরোধে ঢেঁকি-দেব কিছু কিছু দিচ্ছি।

(সকলকে এক এক টাকা দান)

কি মাথা এডিটার! হাঁ ক'রে চেয়ে আছো যে? মেজাজ বাজে বাজছে মনে হচ্ছে? তোমায় দিলে উপযুক্ত পাত্রে, কেমন—না? পকেট খরচার সুবিধা হ'ত! নেহাৎ বাজে দিলুম মনে ক'র না বাবা! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতে এই রকম অবস্থায় দানের ছটো একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখন এস বাবা, যাওয়া যাক্।

[হরিলাল ও এডিটারের প্রস্থান।

গীত।

দেশহিতৈষী বাবুরা, সব মাথায় থাক।
তাদের রীতি-নীতি চুলোয় যাক॥
ধর্ম্ম জাহির ক'রে বেড়ান,
ভণ্ডামো খুব দেখাতে চান,
ঘোল কড়া কাপা শুধু মুখে বাড়া জাঁক।
দুঃখী পরিব কেঁদে মরে,
চোক দিয়ে জল খালি ঝরে,
এ কি জ্বালা তাবি বেঙ্গা বাবুরা নির্ব্বাক্॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গদেশগোবিন্দের বাটী।

গদেশগোবিন্দ ও রঙ্গিণী।

রঙ্গিণী। ওরে যে মুখপোড়া দিনুরে! "ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঞি?" ওঁর ...টা টোই হয় নি কেন? মাথা গরম করা হয়নি কেন? ...মিকে সাবান দেওয়া হয়নি কেন? ও:—তাকির মুখ ...খ? অমন ভোতা সাহেবের মুখে মারি ঝাঁটা, ...বাড়ি॥

গদেশ। তা বাবুরে বই কি! (এজুকেশন সেসের ...কি না? ওয়াইফের হিতটা তুমি বুঝতে পার, ...ইজেসের কতটা বুঝবে কি?

রঙ্গিণী। আর বলব কাকে? কপাল ...

হয়ার দুয়োর নেই, একটা কি দাঁড়াবার জায়গা নেই, নি বিলেতফেরত উকিল!!

প্রবেশ। কেন আমার চাকর রাঁধছে, আমার ঘরের দরকার কি?

বৃষ্টি। আহা তা! তোমার নিজে চাকরটিও চমৎকার। তিনি ত চব্বিশ ঘণ্টা প্রেম প্রেম ক'রেই ফিরছ। আজ কয়লে কয়লা ভাঙতে হয় না, মাইনে দিতেও হয় না, তবের যা হয় কিছু যায়, কাজেই চাকরটি খুব সস্তাদরের। আমি আর গোল্লা না। বিলেত ফেরতকে ব'লে ভাত দিয়েছিলেন, সাদা থাকবার জন্যে,—দাদা যাওয়া, ভাল পরা চুলোয় যাক, এমন তোমার চুলটা একটা গাইন তোমার ঘাড়েছিলেন, গাঁয় হাড়হাবাতে দিনরাত ঢিল ক'রে মেরে দিয়ে।

প্রবেশ। চুপ—চুপ—চুপ, ওরে কে? ওর কি? কে আমার শুনবে, আমার একেবারে মাথা হয়ে যাবে।

বৃষ্টি। আ মরণ! আমার পোড়া কপাল ত মাটী হবে? তোমার পরম ভিক্ষিত নিধি তোমার হাতে? মুখপোড়া, পক্ষী যেন নিজের না হয়, সেই যার জন্যে তোমার টাকা গুলো আমার দিলে আমি যে তোমায় সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারতুম। এত দুঃখিনী হবার কি হয়েছে, দুই তোমার কড়া নিয়ে বেরিয়ে যাও, দাগাগুলো যোগান দিক্‌ন।

প্রবেশ। কি ক'রব বল? তোমার সঙ্গে এই প্রথম পরামর্শ ক'রতে ভুলে গেছলুম। তা এখন, কাজ নেই রাখতে হবে না, দুদিনের তোকরে যায় এসো দুজনে চুপটী ক'রে কোন রকম ক'রে পাঁচী ক'রে তুমি একখানা নিম্ন হাতেরোজগার ক'রে আমিও আর একখানা নিম্ন হাতের চেষ্টায় থাকি, তাতে এক রকম পুষিয়ে যাবে!! তা যা হয় হবে, আপাততঃ কিছু এনে দাও, কিদের দাঁড়াতে পাচ্ছে যে।

বৃষ্টি। কি আছে যে, এনে দেব? আমার কটী আছে, একটু কাইয়ের তোর বেরেছেন, তোমার আসতে দেরি দেখে আমি খানিকটা খেয়েছি আর বাকী যেটুকু তোমার জন্য রেখেছিলুম, তোমার ভাবের চাকরটা তুলে ফেলে দিয়েছে।

প্রবেশ। চাকরের কি একটা পাকস্থলী আছে, যে তাদের জন্য কিছু রাখতে হবে? যেমন আমার

বৃষ্টি। আ মরি, তোমার কি মা—তোর কি সে মুখপোড়া, খাবে ব'লে তার নাম নেওয়া যন্ত্রণা যাবে? যে জন্যে তার কি তোমারি মনে আছে? আজকের মেয়ে কি তা ক'রতে দিবি, আর একটা টাকা ক'রে এনে দোব। এই নোতে আজ দুইবে যে সংসার। তোর কথায় কি মেয়েছিস্ মুখপোড়া? দূর দূর—আমার ইচ্ছে হোকরা চাকরই ন

গীত।

রসিকা ও প্রাণগোবিন্দ।

রসিকা। বিদেশে থাকি হয়ে কি রসিক ভারি,
এখন ঘরের গাইন গরু।
দুচারে দিয়ে তোমায়, নাচিয়ে নিজে খেলবি,
ঘরেতে আমরা পাই দুটি কৈ।

প্রবেশ। দুয়োর যৌ ঝাঁটা, পর পেয়ে কিনা ভাঙ্গাকি-শ্রীর মতির পেয়ে তোমার বাড়াবাড়ি।

বৃষ্টি। (ঙ্গ ম) পেত্নম থেকে মাকে আমার এখন চাঁটা চুলো নিয়ে মারতে,)

ঘরে বাকি ছেঁড়াকেতে,
ঘরের মইর চুলোয় গেল,
পরের পুতী কই নিলে? মোর মাথা খেলি
কি খেলি কি খেলি কি খেলি।

(কটিকের প্রবেশ)

ঠাকরুণ ঠাকরুণ! মনির ঠাকরুণ! প্রে
ভক্তির মুখের পদার্থ! প্রেমেই চ
ভক্তিকে আটা সকার হয়। ম

আমার বোল খা
আমি তখন খানিক ভি
প্রেমে এ
ভক্তের হাঁ
আমার চাকরকে আর
যে ভক্তের ভক্তি

...করেছিলেন, আর ...ি উপস্থিত হয়ে ...ী একটি ছানা প্রসব করেছে। ...প্রেম-বিগ... উঠলো। মনিব ঠাকরুন, ছানা প্রসব ...!

...শালার ঘর শালা! মনিব ঠাকরুণকে ...? বেরো আমার বাড়ী থেকে!

রঙ্গিণী। কৈ, যেয় আর দেখি? মারবো বুটের লাথি! হাবাতে তুই ওকে তাড়াবার কে রে?

গণেশ। ও বাবা, দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছি! ...ভেতরে এই!

ফটিক। প্রেম—প্রেম—প্রেম! আহা! প্রেম ...বিমল পদার্থ—মনিব ঠাকরুন! মনিব ঠাকরুন! ...ী মুরগীটা ছানা প্রসব করেছে!

গণেশ। তা করেছে করেছে, তোর বাবার কি?

রঙ্গিণী। পরমদার, ওর বাবার, তোর বাবার কি?

ফটিক। মনিব ঠাকরুণ! প্রেম—প্রেম—প্রেম!

গণেশ। দেখি শালা! আজ তোমায় কে রক্ষা করে? ও বাবা! অক্ষরে অক্ষরে এত! তার ত আমি কিছুই জানিনে! বেরো শালা আমার বাড়ী থেকে—বেরো!! (তাড়া)

রঙ্গিণী। বেরো শালা—তুই বাড়ী থেকে!! ...হাবাতে, পোড়ারমুখো হতচ্ছেড়ে!

ফটিক। আহা! মনিব ঠাকরুণ! প্রেম—প্রেম—প্রেম!

(মতিলালের পুনঃ প্রবেশ)

মতি। কি ডাক্তার সাহেব! হাওয়াও ওয়াইফ ...চলছে নাকি? কি রকম বাবা! ...এক নটঘর গোছের ছোকরা দেখছি, ...ফট ইনিই নাকি? হোতে পারে বাবা, ...অনুকেশন পেলে মেজাজ খারাপ ...ক না উঠুক, নীচের দিকে ...চলে আসুন

...ক? মতিলাল বাবু ...সছ? দেখ ...ভাষায়! স্বামীর অবস্থা খারাপ হলে ...—এই রাকম কৌতুকে আমাদের মাথুর করেন, তাই আমারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা!!

মতি। কি ডাক্তার সাহেব! আমায় ...হয়, কেন্না কতে হয়ে গেছে। এই একদিনের মধ্যেই ডাইভোর্সের চিঠি পাবে।

ফটিক। আহা! প্রেম—প্রেম—প্রেম! মহাশয় গো! প্রেমের চরম আজ বাবুর্চ্চিখানায় দেখেছি! একটি মাদী মুরগী একটি ছানা প্রসব ক'রেছে। মনিব ঠাকরুন! মনিব ঠাকরুন! প্রেম—প্রেম—প্রেম!

মতি। বাহবা! ডাক্তার সাহেব, বাহবা! কপালগুণে গোপাল মিলেছে বাবা! হাঁ হাঁ বাবা, তুমি তোমার বাপের কোন্ পক্ষের? কৃষ্ণপক্ষের, না শুক্লপক্ষের?

ফটিক। আজ্ঞে, আজ একটি মাদী মুরগী ছানা প্রসব ক'রেছে!

মতি। এ ত বাবা এক অদ্ভুত রকম জানোয়ার দেখছি। গণেশগোবিন্দ এক্সকিউজ মী, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, এ রত্নটিকে কি কুড়িয়ে পেয়ে আপনি আঁচলে পেয় দিয়েছেন, না উনি এসে উদয় হয়েছেন?

রঙ্গিণী। তুই কে রে বিন্নুরে?

মতি। ও বাবা! এ যে দেখছি সূর্পণখা মেজাজের মেয়েমানুষ! তা না হ'লে আর গণেশ-গোবিন্দের মতন কুম্ভকর্ণটিকে চিট রাখতে পেরেছেন! আজ্ঞে, আমি একজন থিয়েটারের অ্যাক্টার।

রঙ্গিণী। আপনি থিয়েটারের অ্যাকটার? বেশ হ'য়েছে মহাশয়! আমায় অনুগ্রহ ক'রে থিয়েটারে নেবেন? মিনসের খালি হোমরাই চোমরাই আছে! খেতে দিতে পারবেন না, পরতে দিতে পারবেন না! খালি ভাঁড়!! বলুন কি মহাশয়! কবিন ধ'রে মুখ-পোড়াকে ব'লছি, একদিন থিয়েটার দেখিয়ে আন! কখনও "ছোটলোকে থিয়েটারে যায়!" হাঁ রে মুখ-পোড়া, তোর চেয়ে ছোটলোক আরও কি? ভোরাতে ...শয়া ছেঁড়ে না, থিয়েটার দেখাবি কি ক'রে?

মতি। আচ্ছা, আপনি যে দিন ইচ্ছে যাবেন। ...পয়সা খরচ হবে না! আমার ...ভাকাবে! আমি ...

[illegible], তার পর [illegible] কথা আছে, সেইসব হবে, আপনাকে এনগেজমেণ্ট কোন ক্রমে না ছেড়ে হয়।

গণেশ। নো নো, ইউ নিড নট অ্যাপ্রেহেণ্ড কিছু ভাই। যখন কথা দিয়েছি, তার আর নড়চড় হবে না। তার পর যদি আমি বুঝি যে, তোমাদের অ্যাডভেঞ্চারস জেনারেল প্রপ্রীটিউড ক্লাস থেকে অনেকটা উন্নত হ'য়েছে, তা হ'লে আমি মুনাকান্ত বাবুকে ইন্‌ট্রোডিউস ক'রে দিয়েটারে দিয়ে যাব। বট কিছু গড সেক, এই ডোমাটিক ব্যাপার যা দে'খে গেলে, কারুকে বোলো না যাদা !!

মতি। রামচন্দ্র! সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। তবে এখন আসি।

ফটিক। মহাশয় গো! প্রেম! প্রেম!! প্রেম!! বাবুচ্ছিখানায় একটি মাদী মহলী একটি ছানা প্রসব ক'রেছে।

মতি। কথায় ভাবার্থটি কি বল দেখি বাবু? মনিব ঠাকুরুণের সঙ্গে একটু আসনাই হ'য়েছে না? তা বাবা, বিলাত-ফেরতের ঘরে ব'লে টেঁকে যাচ্ছ, আমাদের পেরস্তর ঘরে হ'লে তুমি ত খুন হতেই, আর তোমার মনিব ঠাকুরুণও ইহলীলা সংবরণ কর্ত্তো। লাট ওডবাই কর দি প্রেজেণ্ট টু অল!

[মতিলালের প্রস্থান।

গণেশ। কি ঠাউরেছ বল দেখি? ঘরের কেলে-হাঁড়ীগুলো বাজারে বের কচ্ছ নাকি? তোর চাকরের নিমুটি করেছে।

ফটিক। মনিব ঠাকুরুণ, প্রেম—প্রেম—প্রেম!

গণেশ। তোর প্রেমের নিমুটি ক'রেছে।

রঙ্গিণী। একখানা পোড়া রুটী জ্বালা পেটে দিতে পারি না, আবার তোর রাজাকে এসেছেন আমার খুসি, আমায় ইচ্ছে, আমি একশবার হাজার বার করবো, চাকর চাকর রই রই, তুই কে রে মুখ-পোড়া, তোর মুখে ঝাঁটা দিই।

গীত।

এই বাহক কলে বড় [illegible] না।
আর এমন ছেলে।
[illegible]

মনিব। খেয়ে থাক আজ দুদিন, পরশু
আজকে দিনের দিন
রঙ্গিণী। (মরি) মুখে আগুন, ছোটে না ক'
কাঁচকলা দিদি
ফটিক। সকগুণে, বল কেরে, বড় হয়েছি,
দিদির চাকর ছেলে, কর্ত্তার রূপে সাহেব বোলেছি
(তখন) পেটে খেতে মুখটা কাল,
(এখন) পাঁশ ছোটে না কপালে।
রঙ্গিণী। তুই দূর্ হ রে মুখ-পোড়া!
ঘরে এই চাকর [illegible]—হবে বেশভাষা।
ফটিক। আরা! [illegible] তোমায় বিধি!
রঙ্গিণী। আর, আর, আর, যাই চ'লে।
সকলে। খোক ভাই সকলে, এই কথা রয়।

[বিপক্ষ দলের

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:০:—

রাস্তা।

বাউল-রমণীগণ।

গীত।

সকলে।

খোর কলি ভাই আর ও ঢাকেনা,
ভাবের ঢেউ দিয়ে নূতন অবাক কারখানা।
ইহার ছলাত গড়ে,
কন্যার বরা ওবনি ওড়ে,
হাট কোট বুট ছেড়ে, ধুতি চাদর জোড়ে না।
হয় সব রেঙ্গুন ধ'রে,
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ডিবের আওয়াজে,
চাদ্দে ঠাঁই [illegible] আঁটা কাউন্সলারের ভাই
[illegible] দিয়ে ঘোমটা ঘরে,
[illegible] সব রাজার ঘরে,
[illegible] ঘরে [illegible] ঘরে,—
[illegible] [illegible]
[illegible] নাই

দৃশ্য পরিচ্ছেদ।

—:০:—

উপস্থিত—মতি, শ্যামকলা, সুশীলা ও রসিকের প্রবেশ।

মতি। আসুন—আসুন—দেখ্‌বেন আসুন। আপনারা বাস্ত হবেন না। অধৈর্য্য হবেন না। বেঞ্চগুলো খুব ঝাড়া করুন। আপনার স্বামী হিন্দুচূড়ামণি, কলিমাহেব রাখ্‌বার সময়টায় গলায় পরে বেড়ান, থিয়েটারের নাম শুনলে মূর্চ্ছা যান, বেঞ্চগুলো ভাল ক'রে, যাতে মূল্য মাসে থিয়েটারের পরিচ্ছদ ধারণ করতে সমুচিত হ'তেন, সেই থিয়েটারের বাবুমানুষ নিয়ে যাবেন বলে আপনি বড় ব্যস্ত হয়ে বসে আছেন। আপনার স্বামী ইন্দুভূষণের ইয়ং কাপ্তেন মেকদিজম্যান, হাইকোর্টের চৌদ্দপুরুষ উকিলের পুত্র এসপেকটেবল্ পজিসন হোল্ড করেন; বোধ হয়, আপনার মনে আছে, সেই সেদিন থিয়েটারে যেতে অনুরোধ করেছিলেন, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই কইতেন না; নেটিভ থিয়েটার তাঁর মতন গণিমান্যলোকে আদর প্রকাশ করে না, স্পষ্টই বলেন। সেই থিয়েটারের মেম্বারদের সঙ্গে আপনাকে দুটো কথা কইতে হচ্ছে আমার পাপে ধরাধরি; ঐ ঘরে জোরে হাসা হচ্ছে ক'রে ব'সে আছেন; আপনার স্বামী বিলেত-ফেরত ডাক্তার, আপনি পর্দা যাই হক, সে দিন ঘুমাকান্ত বাবুর বৈঠকখানায় যে ভাবে হেসে উঠেছিলেন, নেটিভ থিয়েটার দুষ্টি লুষ্টি—আমিও চমকে গিয়েছিলেম। যেই তিনি নেটিভ থিয়েটারের আক্‌ট্রেস দেখে উঠান, তাঁর বাড়াবাড়ি কিছু বেশি, মিনিও জোরে আছেন। আর আমার কর্ত্তার মহাশয় খুব পিউরিটানিজিম্ ফলিয়ে বেড়ান, একদিন রাত্তার মোড়-ওত বেশ্যা খেতে যান বা হ'লে কিছু কিছা ছেড়েছিল, তিনি অবশ্যই আজ্ঞা হবে বুঝে আজ্ঞাকে মহা তর্ক করছেন। সেই বেশ্যার বেহেস্তবাসী হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁরও বিলক্ষণ ভয় আছে। ভয় নেই, কথা কবেন না, আপনার এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি প্রবেশ করবে না। [ ] নেই। [ ] বেশ্যার ঘরে [ ]

সুশীলা। ও মা! আমি কোথায় যাব কোথায়? মতি যে খেয়ায় যায়! ভয়! এ হ'লো কি। হ্যাঁ বউ, এ হলো কি? ছি—ছি—ছি—আমি মাথা খুঁড়ে মরি।

মতি। করেন কি? করেন কি? অমন কর্‌লে সব দিক নষ্ট হবে।

ঘটক। মহাশয় গো! প্রেম—প্রেম—প্রেম! মুরলীর ছানা! প্রেম—প্রেম—প্রেম!

মতি। কি আপদ্, আপনার ইটিক সঙ্গে ক'রে আন্‌লেন কেন?

রসিক। আমি বাবু ওকে ছাড়া একলা যেতে পারিনি।

ঘটক। মনিষ্য ঠাকরুণ! প্রেম—প্রেম—প্রেম! মুরলীর ছানা—প্রেম—প্রেম—প্রেম!

রসিক। চল তো, চল তো, মুখপোড়া কোথায় আছে, একবার দেখায় চল তো, মুখ ছিঁড়ে নেবো। মতি না দেখালেন খুব। আজ সতীপনা বের ক'রে তবে ছাড়্‌বো।

মতি। ফাই! ফাই! ইংলিস এডুকেশনের এই ফল! (নেপথ্যে) এখন এত যে কল্ আমার সঙ্গে, কাটা লাগ্‌ছে যে,—হাঁ মহাশয়! আপনা গোড়া ব্যাপারটা কি বল্‌তে পারেন?

মতি। দেখুন, আপনার ভৌগোলিক জ্ঞান দেখে আমি খুব আনন্দিত হ'লেম। হাতার ঢাক, কিন্তু এডুকেশন আছে কি না। শুনেছেন ত, আমি একজন থিয়েটারের অ্যাক্টার। অনেক লোক আছেন, অবশ্য সমাজে তাঁদের একটু ইন্‌ফিরিয়রিটি হয়ে, থিয়েটারটা ছাড়ি একটা বদ্ ডিসিপ্লিন, এই আইডিয়া ক'রে ব'সে আছেন।—তাতে ক'রে আমাদের একজনের একটু ক্ষতি হয়েছে। এই যেমন মনে করুন বাবু আর তাঁর আত্মরক্ষক কটি!! আমি বিলক্ষণ চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কোন রকমে এঁদের কন্‌ভিন্স ইন্‌ট্রোডিউস্ ক'রে একদিন থিয়েটারে নিয়ে যেতে পারলেম না! ওরে ভাই অনুগ্রহ হলেম [ ] হ'ল, যেমন করে হক এঁদের ভাগাম ভাঙ্গতে হবে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে একজনকে রাজি হ'য়ে [ ] ক'টি অভিনেত্রীকে নিয়ে আসবো। [ ] যেমন ঘোমটা ঘুচে ওরে [ ] বাবু, আর [ ]

...ছাড়া ভাল হবে না। ...ন, ...ন, ...ন,

অতি। তোমার কথাটিকে বলতে, আপনি [illegible] কত খুঁজে তবে মেয়ে মেলে, ঘরে আপনার সুন্দর দুখানি শিক্ষিতা স্ত্রী !! আমিনি থিয়েটারের নায়কের-চরিত্র-খানা দেখার সঙ্গে [illegible] তাতে উত্তর করলেন, আমি অনেক দিন দেখেছি। তোমরা থিয়েটার দেখ, তা আমি জানতেম না !!

মতি। তা অতি। তোমার কথাটি বলেন যে, আমার [illegible] বড় ধরেছে !! ভাইতোমি ক'রে, এইবার তোমার যে করবো।

অতি। এডিটার মহাশয় আমাকে বলছিলেন যে, তোমার রূপে গুণে আমি মোহিত হয়েছি ! তুমি থিয়েটার চল, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, সেইখানে বিয়ে তোমার বিয়ে করবো !!

মতি। আর কথায় কাজ নাই ! এইখানেই জানের খতম, নয় মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে আসেন যে ? দুটো একটা কথা কন ? দেখুন, যা হবার, তা হ'য়ে গেল। একটা কথা ব'লে যাই !! থিয়েটারটা খারাপ জিনিস, খারাপ লোকের পক্ষে হ'তে পারে, একটা প্রলোভনের জায়গা। কিন্তু প্রলোভনটা যদি চোখের সামনে পড়ে, ক্রমে অভ্যাস হয়ে সে প্রলোভন কাটান যায়। কিন্তু প্রলোভনটা যদি, কখনও জন্মতেম না, শুনতেম না, তার পরিণাম এই হয়। থিয়েটারকে কলুষের ক'রে একটা ভূল আইডিয়া নিয়ে যদি ঘরে ব'সে না থাকতেম, সেখানে যদি যাওয়া আসা রাখতেম, তা হ'লে কি এতটা চটি, এত বাল খাট ক'রে দেখ ! না প্রেমের ছুতো খেতে হ'ত ! এটা যেন জানবেন, থিয়েটার খারাপ জিনিস নয়, লোকের মন খারাপ। আজ তবে বাই কল্য ফি প্রোগ্রেস ; সব ওয়েলকাম করেন।

[যবনিকাপতন।

অতি। }
মতি। } ছুতো—ছুতো—ছুতো !
মাথায় দিঁদুরো, মাথায়
দিঁদুরো, মাথায় দিঁদুরো।

কটিক ! ঘোর— ঘোর— ঘোর ! [illegible] ছায়া ! [illegible] ছায়া !! [illegible]
কপীলা, [illegible] ও রমিণী।

(গীত)

ছেলে খাস্ আর ভোমরে কথা
হলো কাজের খতম।
পরেছি ডিমিন্ চটি
পট পট তোদের পিটি,—
আহা পরিপাটী !
আহা পরিপাটী !!
নই ত সেকি তার না কি আমরা তোদের যম—
শুনলে থিয়েটারের নাম, বাবুদের আসুতো
পায়ে থাক,
(এখন) কালের প্রেমে হাবুডুবু (ওগো বাবু)
হারিয়েছ সরম।
আমরা বাপ থিয়েটার,
বানা করলে গো আমার,
ঠেকিয়ে কলা শুনবো কেন আর,
রাতাসে চোক মারলে কে রোক, খাবে জুতো
সরম খরম

[সকলের প্রস্থান

পট-পরিবর্ত্তন।

উদ্যান দৃশ্য।

গীত।

কি গো দেখলে কেমন খেল।
কিছু বলো কি আকেল॥
নলাবাজী বাবুদের—নয় কি কেবল খেল ?
(এখন) বল আর থিয়েটার, কর গো বিদায়,
দেশী বাবুরা মাতুক আবার,
আমরা সব মিলি-মেশা মরের মেয়ে ছি ছি দেখে
ছি-ছে দে-কে এসছ কে, কত ছুটি আর যাই,
কলুষ পরশ কভু করব না।

ফটিক জল।

প্রথম অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

পার্ব্বত্যপ্রদেশ—কুটীরশ্রেণী।

(প্রভাত ও জুমেলীর প্রবেশ)

প্রভাত। ভালবাস্‌বি কি না? পোড়ারমুখী সর্ব্বনাশী, এত কথা কইতে জানিস, আর এ কথাটার উত্তর দিতে জানিস না? বলে ভালবাস্‌তেই হবে। ফচ্‌কে ছুঁড়ীর এত ঢোঙ্গ হেসে বেড়াবে, মুখের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে, একটা কথা বল্লে কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবে, আর ভালবাস কি না বল্‌তে কে যেন মুখ চেপে ধরে।

জুমেলী। তু কি বল্‌ছিস্ রে। হামি তো ভালবাস্‌তে জানি না। ভালবাসা-ভালবাসা কানে শুনছে বটে, তু মোকে সমঝে দে। ভালবাসা পাখীর নাম আছে, ফুলের নাম আছে, গাছের নাম আছে, পাহাড়ের নাম আছে, ঝরিয়ার নাম আছে। দে তাই দে মোকে সমঝে দে।

প্রভাত। ছাকা ছুঁড়ী। একটি কিলে তোর নাক ভেঙ্গে যাবে। পাখীর নাম আছে, ফুলের নাম আছে, গাছের নাম আছে, যেন কিছু জানে না। আচ্ছা, এতগুলি বেড়াস কি ক'রে বল দিকিন। যে মেয়েমানুষ তোমার বয়স পর্য্যন্ত ভালবাসার ধার ধারে না, তুই বাই বল্ আমি তাকে বলি "পাষাণী"—পাষাণী বুঝিস? এলা ও পাহাড়ী মেয়ে, পাষাণী বুঝিস?

জুমেলী। হাঁ হাঁ, বুঝি যায়—বুঝি যায়—হামি জানে, ও জাগলাটী বড়ি খারাপ আছে। এলা বোল? ভালবাস কি না বোল না। এই যা থেকে ছল শিখছো। যে ছল করে, তাকে সাজা দিতে হয় জানিস্? আমি রাজার ছেলে, আমার কাছে মিছে কথা কইলে দণ্ড পেতে হবে। বল্ ভালবাসিস কি না?

জুমেলী। তু ত বড় ঠক বামনি মেয়ে। রাজা লেড়কাওসো ভালবাস্‌তা লিখে, জান চোলতে আছে আর তোঃ—তোঃ,হাম ছুল ভালবাসে,ফল ভালবাসে পাহাড়ের উঁচা চূড়ার উপর বৈসে গান করতে ভালবাসে, মানুষকে হামি, ভালবাসে না। বলছ পোড় সব বানোয়ার—ঝুটা তোঃ—ঠগবাজ।

প্রভাত। তবে আমি চল্‌লুম, তুই আমার কথার উত্তর দিলি না? আর তোর সঙ্গে দেখা আমারো না, তুইও আর আমাদের বাড়ী যাসনি।

(প্রস্থানোদ্যত

জুমেলী। আরে তন্ তন্। তু নারাজ হামি দেখছে। ভালবাস্‌বে কি না, তু জানে করি? তু হামার দেওতা আছে, যো তোমে সেব চলে বাবি, তাকে বলি কি করেঙ্গে? বলি চাপড়াবে আর পাহাড়ের পানি বরসাবে।

প্রভাত। তোর অদিব কপালে, আচ্ছা তুই [illegible]

... অন্ত তোমার থাকবে আর মোর—মন তোমার ...

গীত। (১ নং)

... ভালোবেসে পা পড়ে না তোমা জনিমন্তে কথা।
ছোট-খাট একটি কিলে ভাঙবো তোর মাথা।
কচকে ছুঁড়ীর রকম দেখে,
অত লোকে কয় দুখে,
বেসে উঠিস্ চেয়ে রাজিস্ আমাদে কেউ
মনের মানুষ।
বুধবারিতে পড়বে কোটা,
বাইচেও দিবিনাক ছিটে ফোঁটা,
চোখ দুটি তোর আবে বিভোর প্রাণের
ভিতর পাহাড় পাখা॥

ভুমেলী। হাঁ হাঁ, রাজার ছেড়কা তু বড় সেয়ানা আছিস, বড়ন লোকদের হামি খুব চিনি, মাথার চুলগুলি তাজি, পায়ে চপ্পল কাল।

গীত। (২ নং)

জীবন ভাসি দিব দরিয়া পরে।
যা যা চিত্ত-চোর চলিয়া ঘরে।
মুখ না হেরব বাত না শুনব,
বারে বারে তুয়া নামটী ভরে,
গরল হাসি দিব গলাটি ধ'রে॥

[প্রস্থান।

প্রতাপ। ওলো পাহাড়ী ছুঁড়ী। ওলো পাহাড়ী ছুঁড়ী! শোন্ শোন্।

[প্রস্থান।

(ভরতী ও সাহুর প্রবেশ)

সাহু। সরদার! উ ভুন রাজার ছেড়কা ... ভুমেলীকে দিয়ে সারা দিন-রাত ঘুরে ফিরে ... করে, আমার বেটা বেসে ভুমেলীর হাত পাকড়ে ...

ভরতী। কাহেরে বাছা! তুহার মন কাদ ... হয়েছে রে বাছা! বিয়াদ চটা কা লিয়ে হবে?

সাহু। সরদার! তু ভুল ভাবে ... উ ভুমেলীকে কামপরা করে, ওরাদ ... পাহাড়ে উ এসেছি। হামার বেটা ...

বড়া ভালা আছে, ভুমেলীকে বিয়েভী কর লেবে একটি বৌটার। ছুটি বিয়ে কর সাদে, ভুল দিয়ে সাদী পাবে, ছুটিতে সর্দার পদে কামায় করা ভালা সাদে। আমি উদের কুছু বলতেছি না, তু তো জানিস বাপ্ সা, ভুমেলীকে এতটুকু কাদে, উহার মায়ী মরে আছে, হামার বড় পরাণের ছেড়কী, হামি ওকে কুছু বলতে না।

সাহু। (প্রণত) সর্দার! ই তীর দিয়ে তোর জীব কাটি লিব। ভুমেলী হামার পরাণ—কলিজা হামার, বুক থেকে উ আমার ছেড়কা ছিনে লেবে? আমি মরবে! হামি মরবে!

ভরতী। কাহে রে ধারা চুপ-চাপ কাহে রে?

সাহু। সর্দার! উ দুরমন রাজার ছেড়কা, আপন রাজভোগ ছাড়ে পাহাড়ে আসে ঘর বাধলো কাহে সর্দার?

ভরতী। দুরমন বলিস না, হামি ওকে বড়া ভালবাসে। তু জানিস না, ই কথা যে সব লোক জানে, হামাদের রাজা বড়া রাণীর বদনামী শুনে রাজ্য হ'তে বার ক'রে দিছে। বড়া রাণীর নাকি মন্ত্রীর ছেড়কার সাথে ভালবাসা হয়েছিল। রাজা বড়া রাণীকে ডাকিয়ে বলে যে, তোমাকে প্রাণে মারবে না পাহাড়ের উপর এক ঘর বানায়ে দিবে, তোমার ছেড়কা লোককে লিয়ে সেইখানে থাকবে। বড়া রাণী আপন ছেড়কা ছেড়কীকে লিয়ে এইখানে ঘর বাঁধে আছে।

সাহু। সর্দার! বড়া রাণী মন্ত্রীর ছেড়কার সাথে—

ভরতী। বাছা, হামি তোর বাৎ বুঝেছে, উ কথা মুখে আনিস না। বড়া রাণী হামাদের মাই আছে। ছোট রাণী বড়ি সয়তানী, উ ছলা ক'রে রাজার মন ভুলিয়ে কাম করেছে। তু দেখিস বাছা হামি ঠিক বলছি, একদিন রাজার আঁখ ফুটবে, ইখানে থেকে রাজরাণীকে ঘরে লিয়ে যাবে।

সাহু। সরদার! হামি এখন চলে, রাজার ... তুর খাকি রবে। তু বুদ্ধিমান আছ সরদার, সব ... সয়তানী ঠিক আছে, উহার ছেড়কা ... ভুমেলীর মন ভুলিয়ে কাম ... তু সাবধান সর্দার, যদি নরকের কারণ না ...

অঞ্জলী। আমার সেতারের উপর মাথা রাখ কেন? তুমেলী সন্ধ্যার সেতারটি যেন খুব প্রিয়—আহা! গাল ঠাঁচি কাঁপে কেন, মাথা ঘুরছে।—দাদা, তুমেলীকে ভালবাসাছ, পাগল, আমি তু পাগল হয়েছিস, হাসি সন্ধ্যার, হামার সেতার উপর মন করেছে। হামি আমি দিব।

[প্রস্থান।

(পাহাড়ী বালকগণের প্রবেশ)

গীত। (ওরং)

আচমকা এলো উড়ে বসিলো অজানা পাখী।
পোষমানা নয় বেমানা কখনে বুকে রাখি॥
শুধু ফুলের মধু খায়,
থাকে চখে চখ মুখে আবার,
পাখী মুখে ঠোঁটে খেলায়
পাখী বনের ফুল পরে, পাখী নেচে গান করে,
প্রেমার সখি তার মনে থাকে,
জীব যে বলে কত বুলি, জীব দেখে তারে ভাকি॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•—

বনপথ।

শরৎসুন্দরী ও সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। মা গো!
সন্ধ্যার করাল ছায়া
গ্রাসিয়াছে ধরা,
নীরবে হয় অগ্রসর।
তিমির-বরণ পরি মেদিনী সুন্দরী,
আছিল কোমল কোলে করিতে বিশ্রাম,
আবাহন করে জীবগণে।
নাহি আসি কেন গো জননি!
পার্বত্য কুটীর আলি
ও কিসের পরশ
[illegible]

শরৎ। [illegible]

সন্ধ্যা। [illegible]

শরৎ। [illegible]

সন্ধ্যা। [illegible]

শরৎ। [illegible]

সন্ধ্যা। [

ভেসেনা স্থির,
পাপের তিমির
চিরতরে একদিন যুচিবে নিশ্চয়।
অদৃষ্টের হবে পরাজয়,
নহে বৃথা সেই পূর্বরক্ত মাখ।
বৃথা সৃষ্টি এ চারু সংসার,
ধর্ম বৃথা যারে ছায়েধায়,
পাপ পুণ্য ভবে না ধরায় আর।
নরকের প্রেত আসি
সাম্রাজ্য হাসিবে,
লুকাইবে দেবদল বনান্তরে।
শুন শুন দেব মহেশ্বর,
যদি হয় কলুষিত এ পাপ অন্তর
কলঙ্ক-কালিমা যদি হৃদয়ের কোণে
ক্ষণমাত্র গোপে থাকে তার,
ভগবান্!
ত্রিশূল-আঘাতে সহ এ পাপ জীবন।
স্বরূপায় প্রজাতকুমার,
স্নেহের মন্দিনী মম সন্ধ্যা আদরিণী,
হাসিমুখে ডালি দিব চরণে তোমার।
বিন্দুমাত্র অন্যথায়
যদি দেখ নয়নে আমার,
অনন্ত নরকে রহিব অনন্তকাল।
পশুপতি!
কিন্তু যদি সতী হই আমি,
আজীবন পতিসেবা ধর্ম হয় মোর,
কর, কর তোর দুঃখের রজনী।
থোড়া প্রাণে নাহি আর সাধ,
অবসাদ জন্মেছে জীবনে।
কলঙ্কিনী তুমি! কলঙ্কিনী তুমি!
স্বর্গের দেবী, অনিন্দ্যরূপিণী
তার সাধ্য, স্পর্শিতে পারে তা
কাজ নাই প্রভার আশায়ে
বৃথায় প্রতীক্ষা করি রাজার ভ্রুকুটি
নিদারুণ কঠিন বচন
সহিবে না প্রাণে।
সন্তান সহিমা আপনি উঠিবে ফুটে,
যাবে ছুটে অধরের কালিমা ছায়ার।
শরৎ। নহে বহুদূরে সেই সুখময় দিন।
সতিনীর বাপিনী আচার
রাজ্যময় হইবে প্রচার।
তব জয় সতীত্বের জয়
উচ্চকণ্ঠে গাহিবে সমস্ত প্রজা।
রাজরাণী আমি,
তুমি রাজার নন্দিনী
"প্রভাত" আমার
সে যে রাজার কুমার,
দৃষ্টি আছে যার,
দেখে যদি মুখপানে তার
দিব্য জ্যোতি বর্ণীয় মূরতি,
বিমল আনন্দ দান করিতে তাহারে।
কলঙ্কিনী আমি,
ছি ছি ওপশি! পতি তুমি,
অভাগিনী-কায়ার দেবতা।
বুঝিলে না অন্তরের ব্যথা!
সতিনী-বচনে করি বিশ্বাসস্থাপন,
নির্বাসন দণ্ড মোর প্রতি।
ভেঙ্গে যাবে মোহ-ঘুম-ঘোর,
প্রাণেশ্বর মোর!
জ্ঞানদৃষ্টি খুলিবে তোমার;
নহে দেব-দৈত্যে না হবে প্রভেদ
ভেদাভেদ পুরীষ-কুসুমে—
নরকে নন্দনে—আলোক আঁধারে
কিছু নাহি রবে আর —
সব হবে একাকার,
পাপের সহস্র জিহ্বা হইবে বিস্তার,
ধ্বংস-লয় হইবে নিশ্চয়,
নূতন সংসার হবে সৃজন ধাতার।
করুণার সিন্ধু শান্তিজলে
ধৌত হবে তাপপূর্ণ ধরা।
চল যাই কুটীরে ফিরিয়া।
তোমারে লইয়া
অন্ধকারে বনপথে করিতে ভ্রমণ
মুকলিত নবে কবাটন।
[illegible]

...ভরে আন তারে,
...পেয়ারার মতিরে কুটিরে।

(প্রস্থান।

সন্ধ্যা। দাদা ভারী দুষ্ট। সমস্ত বিকেল কেবল একটিবারও আমার সঙ্গে দেখা করলে না। সেই পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। সেই তখন্ দুটি হাত মুখে দিয়ে গেছে, বড়ো হয়ে এল, এখনও দেখা নেই। দাদা কি সেই মেয়েটাকে ভালবাসে নাকি? দূর্! তা কি হয়? দাদার ছেলে একটা পাহাড়ী মেয়েকে কখন ভালবাসতে পারে? তা বলা যায় না, ভালবাসাটায় শুনেছি দেবতার অভিশাপ আছে। ভালবাসলেই এমন একটা গোলমালে পড়তে হয় যে, সামাল দেওয়া ভার হয়ে উঠে। আচ্ছা, ভালবাসাটা কি? আমিও তো মাকে ভালবাসি, দাদাও আমাদের ভালবাসে। না, তা নয়, তা যদি হ'তো—তা হ'লে আমাদের ভালবাসা ছেড়ে দাদা সমস্ত দিন সেই মেয়েটার সঙ্গে থাকবে কেন? হাঁগা, কেউ বলতে পার, ভালবাসাটা কি?

*

গীত।

ভালবাসা কোন্ গাছের ফল
জানতে বড় সাধ।
মুখে দিলে অমনি জ্বলে,
প্রাণের মাঝে ঘোর প্রমাদ।
চোখের জলে হয়ে সারা,
ধরা দেখে বিষে ভরা,
সুখের হাসি বাসি ক'রে
পাষে পড়ে কেবল কাঁদ।
এমন বোঝা বাড়িয়ে দেবে,
প্রভু ভারমানুষ হবে,
উঠান থেকে ঠেলে ফেলবে,
ঘরে ঘরে ঘরের বাঁধ।

(প্রভাতের প্রবেশ।)

প্রভাত। কে ও? ও যেন বনের ভেতর ...গান শুনছি! কই কাউকে তো দেখতে পে...

সন্ধ্যা। দাদা, আমি তোমারি জন্যে এ...

...ই ভাঙ্গ দুখ দিয়ে গেছিলে,...ো। ও...
...পাহাড়ী মেয়েটার কথা ভুলে...
...জাদী রাণা করেছেন, তব...
...তখন। হাঁ দাদা, তুমি ভালবাস...

প্রভাত। কখনও বাসি নি; তবে ...
...আর বিশী কথা শুনেছিস। দাদা, বল্ বিশি, ...
...খাইয়ে দেয় না কি? কথা কইতে কইতে ...
...মুখের পানে চায়, প্রাণটা যেমন ক'রে উঠে না কি ...

সন্ধ্যা। ও হরি! তবে তুমি সত্যি সত্যি ...
...বাস? বেশ! বাবার ছেলের পাহাড়ী মেয়ে হয়ে ...
...আমি এই বেলা থেকে তবে পাহাড়ী রকম ...
...উদ্যোগ করি।

প্রভাত। যা দিদি, তোমি ফাজলামি। আমার ...
...ত রাত্রে ঘুমিয়ে থাকবি, তোর মাথায় সব ...
...দোষ। মেজা মেয়েকে কেউ বিয়ে ...
...চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকতে হবে।

সন্ধ্যা। ও মা, ছি ছি। কি লজ্জার ...
...আর তোমার সামনে কথা কইবো না। ...
...চলুম। তুমি শীগ্‌গির এসো, মা কত ভাবছেন।

(প্রস্থান।

প্রভাত। আমার সুধার। মা রাজরাণী! ...
...মণী ভগিনী, শিশুর নন্দিনী, কোথায় ধাত্রী ...
...কোথায় চিরসহচরী! আমার জননী কমলা ...
...দক্ষযজ্ঞে সতী অসতী! আমি না, সকলের ...
...দেবতের মানুষের কি গভীর ঐক্যবন্ধন ...
...জন্য আমাদের এই ঘোরতর পরীক্ষায় ...
...জীবনে নরকযন্ত্রণা ভোগ করাচ্ছেন! সত্য ...
...থাকি, দিন থাকবে, এ দিন থাকবে না।

(ভূতেশ্বর প্রবেশ।)

ভূতেশ্বর। আরে, রাজার ছেলে, ...
...হাবি তোর মা বাড়িতেন। ...
...হামার ভিতরে ই ...
...বাবার কত খুশী হবে! ...
...করে তুলা ...

প্রভাত। ...

...তোমার ...

...

[illegible]। আমি এখন যাই, রাত বড় হয়েছে, [illegible] ভাববেন। সেপ্ সেপ্, ইঁদুর-ছানাটা [illegible] কোল থেকে তোর মেরুদণ্ড বাঁশির মাথার [illegible] রেখে। আমার তোর মুখখানা চেয়ে [illegible] না—এ ছানা আমি মোর না,—তোর জিনিস [illegible] থাক্।

ফুমেলী। তু বহিনার মতো আমি করেলা, মর্দি! [illegible] তিনিকে দিতে, তোমার কি? (হরিণ-শিশুর [illegible] করিয়া) যা বাপ্পা যা, হামার ঘিনির ঘরে যা। আমি তোর ঘরেলা মাংস, মুঠি চানা দেবে, [illegible] তুলা দেবে আগুনে।

[প্রকাশের প্রস্থান।

ফুমেলী। রাজার লেড়কা হামার জান বিগড় দিবে রে। উ হামার সাথে থাকলে আমি বড় খুশী থাকি।

(লাল্লুর প্রবেশ)

লাল্লু। ফুমেলী! হামি আসছি, হামার ছুটো কথা শুনবি?

ফুমেলী। হামার সাথ তোর কি কথা রে লাল্লু?

লাল্লু। তু ও রাজার লেড়কার সাথে ভালবাসা করলিস্? এতটুকু ঘুমর থেকে তুকে মোরা ভাল-বাসিলি, আর তু উ দুষমন রাজার ছেলেটাকে ভাল-বাসিলি? ফুমেলী! হামি মরবো, হামি মরবো!

ফুমেলী। হাঁ হাঁ, ভালবাসবে, তু কি করবি? করবি? তা হামার কি?

লাল্লু। ফুমেলী! পাথর দিয়ে তুহার পরাণ বানিয়ে রাখিস্? আমি মরলে তুহার কুছু হবে [illegible] তুই কাঁদবি না?

ফুমেলী। তু যদি হামার জন্যে মরিস্, হামি [illegible] না, তু যদি সর্দার বাবার জন্য মরিস্, আমার [illegible] ছেড়ে মরিস্, হামি কাঁদবো, তুহার জন্য [illegible] দিয়ে হামার আঁখির জল তুহার মুখের উপর [illegible]।

লাল্লু। ফুমেলী! আর আট [illegible] কথা [illegible] ঘরিয়া থেকে পানি আনতে যাবু, [illegible] যাস্—তুই আর তোর বাপ্।

লাল্লু। আখন তুহার কথা, তু পাথরের উপর আগুন তখনে পড়পড়ি পড়ে যায়, এই লাল্লু বুক দিয়ে তোর পরাণ বাঁচায়েছিলে, মনে আছে?

ফুমেলী। হাঁ, মনে আছে।

লাল্লু। যদি মনে আছে—হটাৎ বুঝিস্। লাল্লু তোকে না ভালবাসলে জান্ দিয়ে তোর জান্ বাঁচাতো না। যদি তোর জান্ না থাকতো, রাজার লেড়কাকে কোথায় রেখতিস্, উহার সাথে ভালবাসা কি ক'রে করতিস্?

ফুমেলী। তু জান দিয়ে হামার জান বাঁচিয়েছিস্, যো দিন দরকার হবে, হামি জান দিয়ে তোর জান বাঁচাবো।

লাল্লু। তোর গোড়ে পড়ে ফুমেলী! তোর গোড়ে পড়ে মাথা খুঁড়ে লাল্লু বলছে, রাজার লেড়কাকে ভালবাসিস না। হামি পাগল হবে, উ রাজার জান খেবে, ঘর দুয়ার সব জালিয়ে দেবে। লাল্লু তোরে বড় ভালবাসবে। ফুমেলী লাল্লু, রাজার লেড়কার না আছে।

ফুমেলী। তু যা, হামার সামনা থেকে যা অমন কথা আর বলবি, হামি সর্দার বাবাকে ব'লে তোর মুণ্ডু কাটায়ে দোব। মুর্দার হয়ে পড়ে থাকবি! তু আপনা ঘরে যা, হামি তোর মুখ দেখবে না।

লাল্লু। (স্বগত) জান লেবে, জান লেবে—রাজার লেড়কার জান লেবে, নয় ত লাল্লু আপনি মরবে—কোই রাখতে পারবে না। ফুমেলী পারবে না, সর্দার বাবা পারবে না, সব পাহাড়ী লোক পারবে না।

[প্রস্থান।

(দ্রুতপদে কুদিয়ার প্রবেশ)

কুদিয়া। ফুমেলী! ফুমেলী! লাল্লু কি বলছিল রে? উ সয়তান! উহার বাত তুই শুনিস্ না। উ হামাকে ভালবাসা জানাচ্ছে, বাপের উপর [illegible] করছে, হামার পায়ের নীচে ফেলছে। তু ওর [illegible] কথা শুনে মজিস্ না। আরে মরদি, [illegible]

ফুমেলী। কুদিয়া! লাল্লু বাবার [illegible]

জুমেলীর সাথে ভালবাসা কর, লাল্, তুহার, হাম্মার চাকর আছে।

[প্রস্থান।

লুলিয়া। বেইমান! সয়তান! দুষমন। হামার পরাণের ভিতর কাটারি চালায়ে তু জুমেলীর ভালবাসা লিবি? লুলিয়া জান দিবে, তুকে জুমেলীর সাথে ছাড়বে না। হামি সর্দার বাবার কাছে এখনি যাবে, সব কথা বলবে, যে তুহার চাকর লাল্ জুমেলীর সাথে ভালবাসা করতি চায়, সর্দার বাবা খুব কড়াকড়ি বকবে, টিট বানায়ে ছাড়বে। জুমেলীর নাম আর মুখে আন্‌তি হবে না। ঠাকুরজী! ঠাকুরজী! লাল্ আবি মরে, লাল্ আবি মরে, হামি ঠাণ্ডা হোয়—হামি ঠাণ্ডা হোয়।

গীত।

কাটারি মারি বুকে এ কুল বিচার।
আবি তু লুকাতে চাস্ দাদা কি পাপ॥
জনম্ তোর সাথি, আকাশে পরাণ বাঁধি,
দুয়ার ধর ধর নয়ন কি ধার।
গরল মাড়ি লব, তুহা স্মরি পিয়ব,
জনম্ জুটায়ে দিব চরণে তুহার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বতপ্রদেশের অপর পার্শ্ব।

পাহাড়ী বালকগণ।

গীত।

এ যুগ মোর সুখ ভারি যাবলা।
কালে মাংরি নাচি একলা॥
হাতরা ভাঙিয়ে চলে, খুকে বসকে ঠালে,
কাপড়া ভিজে গেল মোর পসলা,
তবু তুর দিয়া কাপড়ে পাকে,
বিরলী চলকে খাঁড়ে রাখে
আঁধার রাতি ঘুট ঘুট ঘুট
মিশ আঁধার কালো,
নিতে গেল খুদে চেরাক আকো,
আর থাকে না ঝাঁঝির মাদলা,
চাঁদে গেল আর নাহি এলো খেলার বেলা॥

[প্রস্থান।

(ভল্লজী ও লাল্‌র প্রবেশ)

ভল্লজী। তুহার জান নিব, তুহার জিব কাটি দিব, তীর দিয়ে তোর চোখ উপাড়ি দিব। বেইমান, তু হামার নোকর আছে, হামার লেড়কীর সাথে ভালবাসা করতি চাস্।

লাল্। সর্দার বাবা! এ সব বাৎ ঝুটা, শয়তান হামার নামে এই সব কথা কহিচে, হাম উহার নাক কাটি দিব। ও রাজার ছেলে, তুহার লেড়কীকে নিয়ে ভেগে পড়বে। হামি তা দেখি পারবো না।

ভল্লজী। জুমেলীর বাৎ তু কের মুখে আনা, তুহার বুকের উপর পা দিয়ে হামি ভল্লুকি থাকবে, উ রাজার লেড়কার সাথে হামি জুমেলীর সাদী দি, তুহার কি আছে? হামার পা ছোঁ, ঠিক খা বোল, জুমেলীর সাথে তু ভালবাসা করতি চাস্, উহার মুখ তুহার পরাণের ভিতর খাপ্‌তি লাগবে, জুমেলীকে নিয়ে তু পালাবি আছিস্! পা ছুঁয়ে মালুম হচ্চে, সয়তান, আমি তোর জান নিব।

লাল্। সর্দার! তুহার পা ছুঁয়ে হামি মি বলবো না। জুমেলী হামার পরাণ, জুমেলীর না হামি পাগল, জুমেলীকে সামনে রেখে হামি মর পারে।

ভল্লজী। সোঁটা দিয়ে তুহার মাথা আর বর্শার খোঁচায় তুহার নাড়ি-ভুঁড়ি বার করবে। টুকরা ক'রে কুত্তা দিয়ে তুহাকে খাওয়াবে।

লাল্। সর্দার! হামি তুহার পা ছুঁয়ে কস্ জুমেলীর সাথে হামি বাত করবে না, উহার দিকে একবার চাইবে না। জুমেলী বিপদে পড়ে উদিকে আসি কাঁদবে না। হামার উপর রাগ হলি সর্দার খুসি, আবি তুহার হুকুম আছে।

[illegible] থাক্, আমি কুলিয়ার সাথে কথার বার্তা দিবে।

[প্রস্থান।

লাল্। কুলিয়ার সাথে সর্দার আমার সাদী দিবে, আমার মাথিক ছিনারে সিয়ে এক বুঠা চাঁদা দিয়ে আমার মন ভুলাবে, উ রাজার বেড়কা আমার দুশমন আছে, উ আপনার রাজ্য ছাড়ে উধারে আসে আমার বরবাদ করবে, জুমেলীকে পর করবে। আমার জুমেলী উ রাজার বেড়কা লিয়ে লিবে? বাপ রে বাপ, আমি বাঁচবে না, আমি বাঁচবে না। আমার জুমেলীকে যো লিবে, উহার হু'আঁখ আমি উপাড়ে লিব। আপনি মরবো, উহার কি আশ লিবে। তা হোবে না, তা হোবে না, সর্দার জানে, উ রাজার বেড়কার উপর আমার বড়া রাগ আছে। আমি কিছু করলে সর্দার আমার জান্ লিবে, বুড়া মানীকো কি মারে ফেলবে। উ রাজার বেড়কার যো বাহিন আছে, উকে চুরি ক'রে আমি লুকায়ে রাখবে উ রাজার বেটা রোয়ে রোয়ে মরবে, আমি চুপ চাপ দেখা করে বলবে, আমার জুমেলীকে দে, তুহার বহিনকে লে। আমি ছাড়বে না, আমি ছাড়বে না,—জুমেলীকে আমি ছাড়বে না।

(কুলিয়ার প্রবেশ)

কুলিয়া। লাল্! চুপ চাপ এখানে খাড়া আছিস্ যে? ইধারে, তুই কি চাস্, কি লিয়ে তু থাকিস্? কা লিয়ে তুহার পরাণটা অশান ক'রে ঘুরে বেড়াস? আমি তোর দুখ ঘুচায়ে দিবে, আমি পরীরাণী আছে—সাওয়া আনে, এক কুড়িতে তুহার মন ভালা ক'রে দিবে।

লাল্। আমি যা চাই, তা তু দিতি পারবি?

কুলিয়া। আমি যা চাই, তু তা দিবি?

লাল্। তু কি চাস্?

কুলিয়া। আমি তুকে চাই।

লাল্। যা যা সয়তানী, আমি তুহার মু দেখতে চাই না।

কুলিয়া। কাহে রে, হামার মু দেখতি নাই কাহে?

লাল্। আমি বুঝছে, আমি বুঝছে। তু জুমেলীকে চাস্, তার সেথে তু কুছা আছে, হামাকে ধোকা দিয়ে তুহার খাবার সাথে আমি [illegible]

লাল্। শুন কুলিয়া, আমি তুহাকে ভালবাসবে। একটা খবর আমাকে দিবি?

কুলিয়া। তু যদি ভালবাসিস—আমি বাস দিতি পারি। কি খবর চাওছিস?

লাল্। উ যো রাজার বেড়কা জুমেলীর সাথে ভালবাসা করছে,—উহার একটা বহিন আছে?

কুলিয়া। হাঁ আছে।

লাল্। উ সাহেবের খেলার কুথাকে বেড়াতে যায়, তু জানিস?

কুলিয়া। লাল্! তুহার কি মতলব আছে। খপরদার, সর্দার তুহার পিঠ ভাঙ্গি দিবে। সয়তান! আমার সাথে সয়তানী করছিস, জুমেলীর সাথে সয়তানী করছিস, রাজার বেটার সাথে সয়তানী করছিস্, আবার উহার বহিনের সাথে সয়তানী করতি চাস? যা বেইমান, তুহার কাছে আর আমি আসবো না।

[প্রস্থান।

লাল্। আগুন জ্বলবে আমি পুড়বে, সর্দার পুড়বে, জুমেলী পুড়বে, রাজার বেড়কা পুড়বে, আগুন জ্বলবে, দু দু জ্বলবে।

[প্রস্থান।

(প্রভাত ও জুমেলীর প্রবেশ)

জুমেলী। কটিক জল! কটিক জল! কটিক জল কি আছে! তু এত কথা জানিস্! কটিক জল তুহার ভালবাসার নাম আছে, না?

প্রভাত। পোড়ারমুখী! আমার ভালবাসাকে তুই জানিস্‌নি? তুই আমার ভালবাসা। যে যাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতে হয়, তোর সঙ্গে আজ থেকে আমি কটিক জল পাতালুম! কটিক জল পাতান বুঝিস্? দুই জন পাতাতে মেরে, তোর প্রাণে কি এ সব রস আসে? কেউ চন্দন পাতায়, কেউ ভালবাসা পাতায়, আমি তোর সঙ্গে "কটিক জল" পাতালুম।

জুমেলী। কটিক জল কি আছে, আমাকে বলতে হে না রাজার বেড়কা!

প্রভাত। চাতক পাখীর নাম [illegible] আমি

ঝোর সব ভাঙ্‌তে আরম্ভ করে, বিদ্যুৎ ঝলকে
ঞ্চন ওপরতে থাকে, সেই সময় চাতক পাখী
মের কাছে গিয়ে "ফটিক জল" "ফটিক জল" ব'লে
ক ফোঁটা জল চায় কোন দিন জল পায়, কোন
ন বিদ্যুতের আগুনে পুড়ে মরে। তার তৃষ্ণা সেই
মের মেঘের জল ভিন্ন মেটে না।

জুমেলী। আরে রাজার মেয়েকা, তু বড় চতুর
য়াছে। হামি ভীলের মেড়কী বটী, তুহার বাৎ সব
বুঝে। তু চাতক পাখী আছিস্, হামি মেঘ আছে, তু
ফটিক জল বলে চিল্লাবি, হামি তুহাকে আগুনে পুড়া-
ইয়ে মারবে। তু বলিস, তুহার আগুন আলোতে
হামিস্, হামি মাইয়ে লোক আছে, জল দিয়ে আগুন
নিভাতে জানে।

প্রভাত। ওরে পাহাড়ে ভূতি, তুমি ত কম দুষ্ট
নও। মানুষের আগে আঁধিয়ে পেড়ে, মনের কথা
ছেঁকে তুলতে জান। তোকে ত আর বিশ্বাস করো
না, তুই বুকের ভিতর ছুরী লুকিয়ে রেখেছিস্, চোখের
তারায় বিষ মিশিয়ে রেখেছিস্, ওরে মনে করিস্, তোরে
মেরে ফেল্‌বি, ও বাবা, পুনের বাছে তো আমি
থাকবো না। কোন্ দিন মরবে, আর বিষে জরিয়ে
মারবে!

জুমেলী। হাঁ—হাঁ মারবে। তু মারবে, না, হামি
মারবে? রাজার মেড়কা বড়া চালাক—বড়া চালাক।

প্রভাত। জুমেলি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,
ঠিক উত্তর দিবি, না তুই দিবিনি। নেকী মেড়ে
মুখের পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকবি।

জুমেলী। তু ছলা ছাড়, বচন কি তোহার বশ
কর, কি বলতি চাস্, সোজাসুজি বল্।

প্রভাত। যদি কখন নারায়ণ সুদিন দেন, বিদ্যা-
ভার চাতুরী প্রকাশ পায়, পিতা আপনার তুল বুঝতে
পারেন, আবার আমাদের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরে পাই,
তখন আমি যদি তোরে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই,
তুই যাবি? বেশ দুটিতে এক সঙ্গে থাকবো। কত
লোকের মুখ দেখবি, কত বড় বড় রাজা দেখবি, কত
আলো ঝলমল দেখবি, কি বল, রাজী আছিস্?

জুমেলী। হামি বুঝছে, হামি বুঝছে, তু ভাল
আদমীর কথা বলছিস্। ছোঃ—ছোঃ—হামি জান
থেকে রাজার মেড়কার সাথে ভালবাসা করবে না।

গীত।

হাসি বনের পাখী, তু দিবি ফাঁকি, এলা ক'রে
তোরে ধরবি নাকি!
তোরে ভাল চিনি, তুই বলবি আমি, বলবি পরে
করবি বেইমানি!
সয়তানী না আছে বুঝতে বাকি।
হাসি হাসি বলবি ভালবাসি, টান্‌বি তুই দিবি
গলায় ফাঁসি,
(তুহার) সবি মেকি, হামি আর কি থাকি।

প্রভাত। শোন শোন, বাসনে—বাসনে।

জুমেলী। তু বোল, রাজবাড়ী হামাকে যেতে
বলছি না, পাহাড়ে থাকতি দিবি?

প্রভাত। হাঁ—হাঁ, তুমি এখানে থাকিস্, তোকে
কোথাও যেতে হবে না, তারা দুই—তারা দুই জনের
মেয়ে এত দুষ্ট হয়, তা আমি জানতুম না। আচ্ছা, আর
একটা কথা বলি, তুই তো আমার সঙ্গে যাবিনি,
এমন দিন আসবে, সে দিন আমরা আপনার রাজ্যে
ফিরে যাব, আমি চলে গেলে তোর মন কেমন করবে
না?

জুমেলী। তু কথা বাবি? হামি পাহাড়ে এখানে
থাকবো না। হামার ছেড়ে তু এক পা চলবি তো
তোর নাক ছেঁড়ে দিব। তু মরে যা, উ সব কথা
মুখে আনিস্ না। কি আছে রে, হামি তোর বি
আছে? হাঁ—হাঁ, "ফটিক জল—ফটিক জল।"
একবার বল না রে ফটিক জল, ফটিক জল।

প্রভাত। "ফটিক জল—ফটিক জল।" এস
দরবারের ধারে যাই, ফটিক জলের ছড়া দেখাব।

গীত।

চাতক হাঁকুছে ফটিক জল।
ওরে পাখী খালি ফাঁকি, আশা গোড়া সবই জল।
মেঘের বুকে আগুন ছোটে,
মরবি কেন আলার চোটে,
একটি ফোঁটা দেবে সই জল,
মুখ চেয়ে তার আছিস বল॥
দিয়ে ভেঙ্গে হৃদি-পাত্র,
সুধা দিবে বিশ্বনাথ,
আকুল হোক তৃষিত মুখে

চতুর্থ দৃশ্য।

—:::—

কুটীরসম্মুখ।

(শ্রীবেণী সনানন্দ ও শাল্লুর প্রবেশ)

শাল্লু। তু কোন্ আছে রে, কোন্ আছে?

সনানন্দ। চিনতে পাচ্ছ না, আমি পাহাড়ী পেত্নী।

শাল্লু। তু কি বল্‌ছিস্, হামি বুঝতে পারে না।

সদা। ভাল, সবিশেষ ব্যাখ্যাটাই শোন। একশো দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি স্বামীর কোল আলো করে-ছিলেম। সম্প্রতি যমরাজ একলা পাঠাতে চিত্রগুপ্তের অধিকারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। আমার পূজ্য পাদ স্বামী মহাশয় এক ভোঁবার ভেতর আমায় চিতে বাসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাত্রেই এক অক্ষদেত্যের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। তার একটি পেত্নী সখী ছিল, দিনকতক হ'লো পরস্পরে বিচ্ছেদ ঘটেছে, আমায় তার পেত্নীর সখীর স্থান আমায় অধিকার করতে হয়েছে।

শাল্লু। তু কি চাহিস্? ই পাহাড়ী মুলুকে তুহার কি কাম আছে?

সদা। এখানে এক রাজরাণী কোথা থাকে, জান্‌তে পার? তার সঙ্গে একটা ছেলে, একটা মেয়ে আছে।

শাল্লু। রাজার রাণীর সাথে তুহার কি আছে?

সদা। অনেক দিন অভুক্ত আছি। ঘাড় মটকে নরশোণিত পান কর্ব্বার জন্যে আমার এ স্থানে আগমন হয়েছে। বলতে পার, সে রাজরাণী কোথায়?

শাল্লু। ইখানেই থাকে, ছিক্কা সিথা কুথা ঘুমছে। তু রাজরাণীর ঘাড় মটকাতে আস্‌ছিস, উহার লেড়-কার কিছু করতে পারিস্ না, উটা বড়ি সয়তান আছে।

সদা। সর্ব্বনাশ ধ্বংস কর্ব্বার জন্যেই উৎসাহে এসেছি। এখন এ পোড়া কপালে কতদূর ঘটবে, বলতে পারিস্? ওগো পাহাড়ী চাঁদ, নাকের কুমকো কখন দেখতে হয়েছে বল দেখি? পত্তা জেনেও প্রেম করতে ইচ্ছা হয় না কি?

শাল্লু। তু কি বলছিস, হামি সমঝাতে পারি না। আছে, মাত্র এক, ই লেড়কাটার ঘাড় মটকে খেটের আছে। উ লেড়কীর ঘাড় তু মটকাবি, হামি তোর জান দিব।

সদা। বুঝলেম পাহাড়ী চাঁদ, ও লেড়কীর উপর একটু কৃপাদৃষ্টি রয়েছে। বাবা, তোমাদের প্রাণেও প্রেমের তুফান বয় নাকি? বাঘ ভালুক কর, সিংহীর সঙ্গে লড়াই কর, ভল্লুককে আলিঙ্গন দাও, আবার চুঁটীটুঁটী দেখলেও আত্মহারা কর্ব্বার ইচ্ছাটুকু হয়। একটা বৃহৎ কূপ আজ আমার খুঁচলো। ভেবেছিলেম, সত্যের মধ্যে ঘি, দুধ, আর টাকার ভেতরেই প্রেম আছে, এখন দেখছি তাদের খোঁচা-খুচি, আর পাহা-ড়ের ভাল্লুকের মধ্যে যারা বাস করে, তারাও বড় কমতি যান না।

শাল্লু। উ রাজরাণী ইদিকে আসচে, হামার ভয় কার আছে, হামি চলে।

[শাল্লুর প্রস্থান।

(শরৎসুন্দরীর প্রবেশ)

শরৎ। কত দিন—কত দিন আর
দুঃখের পাথার বহি এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে
দিবানিশি করিব যাপন?
তরুণ তপন
এ জনমে জাগিবে কি অদৃষ্ট-আকাশে?
কুহকিনী আশার আশ্বাসে
জীবন ফুরায়ে যায়।
অভাগিনী জনম-দুঃখিনী,
শিরোপরে কলঙ্ক-পসরা ধরি,
পরিহরি পতির আবাস,
সিংহিনীর সনে বাস পার্ব্বত্য-প্রদেশে।
কর ত্রাণ,
ভগবান্! দুঃখ-নিশি হোক অবসান,
সন্তাপিত প্রাণ, যেতে চায় বন্ধন ছিঁড়িয়া।
পুত্র-কন্যা-মুখ নিরখিয়া
কোন মতে রেখেছি জীবন।
সতীত্ব-গৌরব বিমল সৌরভ
কালধর্ম্মে ডুবিল কি সব?
(সদানন্দকে দেখিয়া)
কে তুমি?

সদা। পাহাড়ী পেত্নীর যমরাজের [illegible]

[illegible] পাল্পেড়ে শাড়ীখানি এ অবস্থাতেও ত্যাগ করতে পারি নাই।

শরৎ। পরিচিত স্বর! এ কণ্ঠ সহস্রবার শুনেছি, কানে যেন বেজে রয়েছে। সত্য বল, তুমি কে? আমি বড় অভাগিনী, আমার সঙ্গে ছলা করো না।

সদা। মা, আমি সদানন্দ, আপনার চিরাশ্রিত ভৃত্য; ছদ্মবেশে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

শরৎ। সদানন্দ—তুমি? বহুদিন পরে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের সঙ্গে দেখা হ'ল। সংবাদ কি? রাজা কেমন আছেন? তাঁর কুশল তো? রাজ্যে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটেনি? তোমায় ছদ্মবেশে এমন সময়ে এখানে আসতে দেখে আমার মনের ভেতর উদ্বেগের তরঙ্গ উঠছে। সদানন্দ, শীঘ্র উত্তর দাও।

সদা। মহারাণি! চঞ্চল হবেন না, একে একে সকল উত্তর দি শুনুন। ছদ্মবেশে আসার কারণ আপনি বুঝতে পারেন নাই? রাজার হুকুম, তাঁর যে কোন কর্ম্মচারী আপনার সহিত এই নির্ব্বাসিত দেশে সাক্ষাৎ করতে আসবে তার প্রাণদণ্ড হবে। কাজেই স্বরূপ চেহারা নিয়ে ধরসা ক'রে এখানে পারলেম না। ব্রহ্মদৈত্যের সাথী পাহাড়ে পেরা সেজে চুপি চুপি আপনার কাছে এসেছি। কি জানি, কে কোথায় দেখে ফেলতে, কচি পাঁটার মতন পটাৎ ক'রে মুণ্ডটা ছ'ফাঁক্ হয়ে যাবে। রাজসংসারের অতি ভীষণ গোপনীয় সংবাদ জানাবার জন্যে আমায় আসতে হয়েছে।

শরৎ। বল বল, শীঘ্র বল। সন্দেহ-তাড়নে আমি বড় অধীর হয়েছি। রাজার কোন অমঙ্গল হয় নি ত?

সদা। মহারাজ শয্যাশায়ী হয়েছেন। সাংঘাতিকরূপে পীড়িত। বলবো কি মা, ছোটরাণী রাজকীয় গর্ভে অস্ত্রোপচার করেছিল। সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারীদের কাউকে অর্থের প্রলোভনে, কাউকে কাউকে চক্ষের চাউনিতে, কাউকে আকাশকুসুম হাতে দিয়ে হস্তগত করেছে। আমাদের মহারাণী যাতে রাজার মৃত্যু হলে তার ছেলে সিংহাসন অধিকার ক'রে বসে। [illegible] চেঁচিয়ে উঠলেন, বলছেন, "আমার বড় রাণীকে এনে দাও, আমার প্রভাতকে এনে দাও, আমার সন্ধ্যাকে এনে দাও।" সেই কাতর কণ্ঠস্বর শুনে গিয়ে বিশ্বাস, শোনবার কেউ নাই। সমস্ত রাজপুরী হৃদয়েশূন্য মরুর নিবাসে আছন্ন।

শরৎ। কি সর্ব্বনাশ! জগন্মাতনি! আমার কিছু মনে আছে কি? তুই যথার্থ সাধ্বী, যাবার সিন্দুর পর্য্যন্ত মোচাতে চাস্! সদানন্দ, সত্য বল, রাজার কি ভ্রম ঘুচেছে? আমি কলঙ্কিনী নই, এ কথা তিনি কি বুঝেছেন? বল বল, মরা প্রাণে এক কোটা শান্তি আসুক।

সদা। তা আর কি বোঝেন নি গো? ছলনাময়ী ক'রে রাজাটার জীবন নেবার চেষ্টা করেছে। রাজ কবিরাজ পর্য্যন্ত সে ঘরে ঢুকতে পায় না। শুশ্রূষার জন্যে একটি মাত্র দাসী মাটীর প্রদীপের মত টিপ্ টিপ্ করছে। রাজার চক্ষু বুজবে, ছোট রাণীর নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে। ভবিষ্যতে তোমার "প্রভাতের" আর কোন দাবী-দাওয়া থাকবে না।

শরৎ। সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, রাজপ্রাসাদ দেবতার অভিশাপে চিরদিনের মত ভস্ম হয়ে যাক। আমি আমার স্বামীকে চাই। তার ধন-রত্ন, আমি দাসী প্রেমকাঙ্গালিনী, ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গালিনী নই। আমি স্বামীসেবায় থাকতে জানি, নিজে দাসী হয়ে সেবা করতে জানি, একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা ক'রে নিলে উপবাস থেকে, আমার দেবতার প্রাণরক্ষা করতে জানি। চল সদানন্দ, নারীর অভিমান জলে ডুবিয়ে দিয়ে আমার পতির প্রাণ রক্ষা করি। কালসর্পিণী সতিনী যদি আমার বিষ খাইয়ে মারে, সাধ্বী সতীর ছায়া অপমান করে, আমার দূর ক'রে দেয় যদি আমার "প্রভাতের"—আমার বড় আদরের সন্ধ্যার জীবনের উপর আঘাত পড়ে, তাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। পুত্রকন্যা নয়ে ঘর করতে যায় ময়ূরো। মনকে প্রবোধ দিতে পারো, আমার প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য করলুম।—কিন্তু সদানন্দ, নিজে কেন, চক্ষু সুখী এখনও নিশ্চিন্ত মন। এখনো অনেক অবশেষের সম্ভাবনা আছেই। চোখ দিয়ে জল ঠিকরে বেরুচ্ছে, শিরায়ের রক্ত ফুলকে ফুলকে ফুটে উঠছে, অবসন্ন দুর্বল হৃদয়ের মধ্যেকার বল [illegible]

না গো, আমি তোর ছেলে, আমার
গোপাল! একবারে অতটা বাড়াবাড়ি করলে
ঠিক মর্ম হয়ে যাবে। রাজকর্মচারীদের
এমনও আমার মত ছোটো একটা ছেলে
আছে, যাদের মাথার চুল পাকা হয়ে
গেছে, দেহের সমস্ত রক্ত টগবগ্ ক'রে ফুটতে
বন্ধ হয়েছে আর দেরী নাই, তলোয়ার খরে
গেছে। সমস্ত প্রজা ক্ষেপে উঠেছে, ছোটরাণীর
মাতা রিতে কেউ থাকবে না।
অবশেষের আশ্রয়ে থেকে আপনার
বাড়াতে চায়, তাদের পরিণাম এই
হয়। ক'লে মন্ত্রীটন্ত্রী মিলে একটা
করবে। বোধ হয়, পরশু দিনের মধ্যে কাজ
হয়ে যাবে। আবার আমাদের রাজলক্ষ্মী
আলো ক'রে সিংহে বসবে। শ্মশানে পিশাচের
থাকবে না। ঘরে ঘরে কান্নার রোল দূর হয়ে
যাবে, আনন্দের সমুদ্র গর্জ্জন ক'রে উঠবে। সমস্ত
নারী মনের উল্লাসে সাঁতার দেবে। আর দু'দিন
অপেক্ষা কর মা, দিন এসেছে মা, আমি চল্লুম, কে
একটা জীলদের মেয়ে এই দিকে আসছে। আমায়
দেখতে পেলেই পাঁচকান করবে। তোমার কাছে
এখানে যাওয়া-আসা করেছি, এ সংবাদ প্রচার হ'লে,
আমাদের কার্য্যসিদ্ধির পথে বিশেষ ব্যাঘাত পড়বে।
যদি জীল মরণ হতো, তত ভয় পেতুম না।
মেয়ে জাতে মানী দেখছি, এখনি সব বেপারটা
ঘুরে যেতে, ও জাত সব পারে।

[প্রস্থান।

শরৎ। কি করি? মনের বেগ ত আর
মানছে না, প্রাণ উড়ে যেতে চাচ্ছে। হয় ত এতক্ষণ—
না, সে কথা ভাবলেও বুকের ভিতর আগুন জ্বলে
ওঠে। অধৈর্য্য হব না। বালিকার মত চঞ্চল হয়ে
কার্য্যনাশ করবো না, দিন্ আছে, আবার আসে,
এমনও দিন আসবে।

(কুলিয়ার প্রবেশ)

কুলিয়া। মাজি—মাজী, তু আপন ভেড়কা ভেড়কী
পাখে থাকে, এ সব মজার নিকিন। তু পালা। ই
সব মাজী মুলুক ছেড়ে ঘর যেরুক যে। হামি থাকবে
না, তুহার সাথে হামাকে দেখলে হামার যি মাথা
নিবে। দুরমন। পয়তান। দাগাবাজ তুহার পিছে
পিছে ঘুরছে, তুহার ভেড়কীকে নিয়ে, যাস, আর
কিছু হামি বলবে না।

[প্রস্থান।

শরৎ। জীল-বালিকা কি ব'লে গেল? কিছু
বুঝতে পাল্লুম না, আমার সর্ব্বনাশ করবার জন্ত ষড়যন্ত্র
ঘুরছে, এর চেয়ে সর্ব্বনাশ আছে নাকি?
সইবে ব'লে আর কত সইবে? অসহ্য জীবনের
যবনিকা এইবার পড়বে। জীল-বালিকা কোথায়
গেল? বিদ্যুতের মত এলো, নক্ষত্রের মত ছুটে
বেরিয়ে গেল! ঐ যে যাচ্ছে, ওর পশ্চাৎ পশ্চাৎ
যাই, সব কথা ভাল ক'রে না শুনলে কোন্ পথে
যাব, কি উপায় করবো, কিছুই স্থির কর্ত্তে পার্ব্বো
না, ক্রুতপদে যাই।

[প্রস্থান।

(সন্ধ্যার প্রবেশ)

সন্ধ্যা। মা কোথায় গেল? আমায় বুঝি
খুঁজতে বেরিয়েছে। দেখ দেখি, হরিণ-ছানাটার
কি অভ্যাস, দাদা কত যত্ন ক'রে এনে আমার হাতে
দিলে, আমি নিজে নাওয়াই, নিজে খাওয়াই, তা
তাল লাগবে কেন? কোথায় যে উধাও হয়ে দৌড়
মারলে, ওর খুঁজলুম, কিছুতেই ধরতে পাল্লুম না।
এই ভাই, হরিণ খুঁজতেই তো কুটীরে ফিরে আসতে
দেরী হলো। মনটা আজ এমন কচ্ছে কেন?
প্রাণটার ভিতর যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। আমি ত
আজও সাতে পাঁচে থাকিনি, আপনার মনে বেড়াই,
আজ মনের আজ এ রঙ্গ কেন? মনটা ভাল নয়।
ঠিক যেন রাজা বাপের মতন কখন হাসায়, কখন
কাঁদায়, কিছুরি ঠিক নেই।

শ্রীহরি।

আলো ভাবে সাথে ধীরে,
চোক ঠারে সে জবর-চাঁদে,
অমনি রেগে এমন ক'রে ছাড়ান
গাওয়া হবে তাহার

চুপি সাড়ে যায় ক'রে,
মাতিয়ে দেখে তাদের ভরে,
ফিরে-যেয়ে সে আঁটা ঘরে তুল্‌বে খেয়ে
হাহাকার।

(লাল্‌র প্রবেশ)

লাল্‌। ওরে ওরে, রাজার ঝিটি, হামি তুহাকে ধ'রে নিয়ে যাতি আসছে, হামার সাথে যাতি হবে। যদি চিল্লাবি, গলা টিপ্‌বো, আর মারবো, চুপ-চাপ সাথে সাথে চলিয়ে আয়ে, কুছু বল্‌বে না। তু হামার বহিন, হামি তুহার ভাই।

সন্ধ্যা। কে তুমি? আমায় কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার মুখ দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আমায় মেরে ফেল্‌তে এনেছ কি?

লাল্‌। না—না, তুহার জান নিবে না, পাহাড়ের গহড়ার তোকে লুকিয়ে রাখ্‌বে। জল দিবে, ফল দিবে, তুহার কিছু কষ্ট হবে না। হামি তুহার ভাই আছে।

সন্ধ্যা। না—না, আমায় ধ'রে নিয়ে যেও না। কে আছে? কে আছে? আমায় রক্ষা কর, ডাকাতের হাত হ'তে আমায় উদ্ধার কর।

লাল্‌। বটে রে সয়তানী, হামার সাথে দুমমনি যুক করলি, চিল্লিতে লাগলি, তুহাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে।

(বলপূর্ব্বক উত্তোলন)

সন্ধ্যা। রক্ষা কর, রক্ষা কর, ডাকাত। ডাকাত!

(কটীহস্তে ফুলেশীর প্রবেশ)

ফুলেশী। খাড়া, তোরা সয়তান। চুপ মরে না যেতুয়ান। কি মাল কড়াইস্‌, তুহার নি, তুহার তরে নেই।

লাল্‌। ফুলেশী! ফুলেশী! তু আসছিস্‌।

ফুলেশী। সুমার তোরা ছাড়্‌ হামি তুহার জান নিবে!

(বর্শার আঘাতে লাল্‌র পতন, সন্ধ্যার মূর্চ্ছা)

লাল্‌। হামি জানতেম যে—হামি মরবে যা, হামার নি জান নিবে, তুহার নি জান নিবে। মরণ—মরণে হামা নয়ে, হামার মেরেকার মাথা টিপোয় চিয়ারে থাবে। পাহাড়ের গহড়ায় হামার ঢিবিতে লাকাবে, তথায়ে মানুষে।

(সন্ধ্যাকে কোলেকরে ফুলেশীর প্রস্থান ও লাল্‌র মৃত্যু)

ফুলেশী। সয়তান! সয়তান! আমু আসছে।

(বেগে প্রভাতের প্রবেশ)

প্রভাত। ওর মাই, দুর্বৃত্তির দণ্ড কলপাছে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাঁহার নাম করণাময়!

(তীরের আঘাতে লাল্‌র পতন)

প্রভাত। ফুলেশী! ফুলেশী! ছুটে আয় এস। সন্ধ্যা মূর্চ্ছিতা—চল, তুলে নিয়ে যাই।

[সন্ধ্যাকে লইয়া উভয়ের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০—

প্রথম দৃশ্য।

—০—

অরণ্য।

ভারতী ও ফুলেশী।

ভারতী। গভীর অরণ্য বিশেষ। আর কত না ছোট পাইবে ফুলেশী পালাইয়া গেলো। বুক চাপড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভাগ্যকুল প্রকৃতি পাওয়াতে পাগল না। কুপথি ছোট একটি পাবে না। হায়ার কপিলা আর নিবেনা।

ফুলেশী। বাঁচাবেছে। তাবের ঘরে [illegible] ধরে ছোট পাবী। ও কথা [illegible]

[illegible]। তুই তু হাবার লেড়কী, হাম সর্দ্দার [illegible]। তুহার সাথে যো দুরভমি করেছে, উহার [illegible] হামি আজ আলাবে দিবে। আল বাচ্চা [illegible] টুকরা ক'রে কাটিবে।

ফুমেলী। বাপা, তুমি তুমুক, লাল তু দশ জন [illegible] হাতে ধরেছে। আমাদের সর্দ্দনাশ [illegible] ক'লে একদম আঁটিছে।

অন্তজী। হামার ভাই লোক হামার উপর সয়-[illegible] করবে? পাহাড় উঠায়ে দিবে। সব ভীল [illegible] ঘর সর্দ্দার পৌছা দিয়ে আগি দিবে। ফুমেলী, [illegible] কিছু ডর নাই, উ লালুকে হামি আজিই [illegible] করবে। উহার সাথে উর ছুটো আঁখ [illegible] ক'রে দিবে, হাত কাটিবে, পা কাটিবে, নাক [illegible], শেষে পহরা ক'রে মাটী চাপা দিয়ে দিবে। [illegible] এখন সভা কর্ব্বার জন্তে যাচ্ছে। লালু কুথাকে [illegible] থাকবে?—ধরবে, মারবে, উহার বুড়া মার নাক ছাঁটি দিবে।

[প্রস্থান।

ফুমেলী। ঠিক বলে। বড়া মিঠা নাম। বাবার [illegible] ঠিক জল এখনো আসছে না কেন? রাজার [illegible] একটি উচাবাৎ জানে না। হামার কেন বাত [illegible]?

(প্রভাতের প্রবেশ)

প্রভাত। লটিক জল, ও ফটিকজল, ভাখ ভাখ, [illegible] সুন্দর ঘোড়াটি ভাখ, তুই চড়বি?

ফুমেলী। আরে, তুই ঘোড়া কোথা হ'তে আনলি রে?

প্রভাত। আমার পিতা আমাদের ঘরে যাবার জন্ত লোকজন হাতী ঘোড়া পাঠিয়েছেন। আমি এখন রাজপথে বেড়াতে বেরুব, এই ঘোড়াটিতে চড়-[illegible]। এর নাম কি জানিস?—"সুন্দর"। ও নাম আমি নিজে রেখেছি, "সুন্দর" যথার্থই সুন্দর। সত্য, অনেক মানুষের চেয়ে ভাল।

ফুমেলী। তু চলি যাবি, আমাদের [illegible] [illegible]? আমি কেমন ক'রে থাকবো? কার সাথে [illegible]? তাদের লটিক জল আনবে? তু হামাকে, কাঁদিস্ নি। পিতা পীড়িত, উপনগরে বিদ্যাতার ছলে বিদ্যাসঘাতকী রাজকর্ম্মচারীদের ষড়-যন্ত্রে অভিভূত। বার বার অন্তঃপুরে আমাদের নাম ধ'রে চীৎকার কচ্চেন। প্রধান মন্ত্রীকে গোপনে আদেশ দিয়েছেন, আমাদের রাজপুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে। আপনার ভ্রম বুঝতে পেরে, অপরাধ স্বীকার ক'রে মার নিকট মার্জ্জনা চেয়ে পাঠিয়েছেন। তুই কেন আমাদের সঙ্গে চল্ না। বেশ ছুটিতে একসঙ্গে থাকবো। বাগানে বেড়াব, ফুল তুলবো, মালা গাঁথবো; কি বল্, রাজী আছিস্?

ফুমেলী। হামি ভীলের লেড়কা, রাজার বাড়ী গিয়ে কি করবে, রাজা মোকে মেরে দেবে।

প্রভাত। না রে না, আমি তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে রাজা তোকে পাশে বসিয়ে আদর করবেন।

ফুমেলী। হামি কেমন ক'রে যাবে? সর্দ্দার বাবা কাঁদবে, ভীল-লোক কাঁদবে, কুলিয়া কাঁদবে, পাহাড়ের ঘর-দোর, গাছ-পাতা, ফল-ফুল সব কাঁদতি থাকবে। আরে রাজার লেড়কা, তু হামার সর্ব্বনাশটি করবার লাগে ইখানে আসিছিস রে।

প্রভাত। তুই যদি আমার সঙ্গে যাস্, আমি সর্দ্দার বাবাকে রাজী করাব, সে আমার সঙ্গে যাবে, ভীলেরা যাবে, কুলিয়া যাবে।

ফুমেলী। হামাকে সেখানে দিয়ে গিয়ে কি করবি?

প্রভাত। এ কথার উত্তর চট্‌পট্ কি ক'রে দি বল্, তুই সেখানে চল্, তার পর ভেবে চিন্তে যা হয় একটা করা যাবে। তুই ঘোড়ায় চড়া শিখবি? ভয় নেই, এ ভারী ঠাণ্ডা ঘোড়া।

ফুমেলী। না, হামি এ ঘোড়া চড়বে না। তু হামার বুকে তীর বান্‌ছিস, তুহার ঘোড়া আমার বুক চাপায়ে হামার জান লিবে।

প্রভাত। না রে না, তোকে ঠেলে আমার ঘোড়া চড়া শেখাব, কেমন আমার কথা শোনে। (ঘোড়ার কাছে) সুন্দর! আজকের মতন তোমার ভার তোমার ভালো পাগড়ী, কেমন, সুন্দর হবে কি না দেখবি? চল, তোকে [illegible] [illegible] [illegible]

প্রভাকর। এর আর মন্ত্রণা কলা কি বল্? আমার মেয়ে উঠিয়ে হাত দে, তার পর ব্যাটাকে পাঁচ্ছে, ঘাড় পর পিঠের উপর উঠে বস্।

ভূমেলী। তুমার মনে কুছ আছে নাকি? তুই ত কচ্ছিস্ কেন?

প্রভাত। কে রে, ছাকানি মাখ্, আর।

(অন্তরালে ভূমেলীর আর্ত্তরব ও নেপথ্যে কোলাহল।)

ভূমেলী। ভূমেলী! আমরা শত্রুর জালে আবদ্ধ হোঁছি, সেই সয়তান, সেই দুষমন লাল্, অসংখ্য সশস্ত্র লোক অতুচ্চ রঙ্গে নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। কি করি, আমি নিরস্ত্র, কি উপায়ে তোমায় রক্ষা করব হাঁতে মুক্ত কর্‌বো?

ভূমেলী। লাল্! লাল্! সয়তান! লাল্! লাল্! সয়তান!! (মূর্চ্ছা।)

(অসংখ্য লাল্ ও অন্য কোলাহলের প্রবেশ)

লাল্। দুষমনের মুখে কাপড় বাঁধি দে, খুব জোরে বাঁধ্‌বি, একটি রা, না নিকলাতে পারে।

প্রভাত। শোন লাল্! যদি যথার্থ বীর হস্, যে নিরস্ত্র, তার উপর অত্যাচার ক'রে কাপুরুষতার পরিচয় দিস্ না। আমার একখানা অস্ত্র দাও, চর্ম্ম বর্শা, বল্লম তলোয়ার, নইলে তীর-ধনুক, তার পর তোমরা সকলে একত্র হয়ে আমায় আক্রমণ কর। আত্মরক্ষা করতে পারি ভাল, নচেৎ প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো।

লাল্। বর্শা দিবে, তলোয়ার দিবে, তীর-ধনুক দিবে, বাহবা রাজার লেড়কা বাহবা! আর উ তলোয়ার তু হামার বুকের মধ্যে চালায়ে দিবি? তার পর ভূমেলীকে লিয়ে চুপি চুপি কালবাসা কর্‌বি। আরে তু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? ঝট কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধি দে।

প্রভাত। আমার উপর যে অত্যাচার কর কাপুরুষের সইবে। লাল্! তুমি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এসেছ, শত্রুর প্রতি কৃপা প্রদর্শন কেন করবে? আমি যে আত্মরক্ষা করি না। তবে তোমার কাছে সম্মান ক'রে একটি অনুরোধ কচ্ছি, ভূমেলী মূর্চ্ছিতা, একজন না যেন স্পর্শ করে।

রাখতে পারে না। ভূমেলীকে ছোঁবে না, ভূমেলীকে ছুঁতে পাবে না; ভূমেলী বাঘিনী আছে, হাসি মুখে করতে জানে; মৃত্যু আছে, হাসি মুখে বরে নিয়ে যাবে। ভূমেলীর উপর আজ তুমরা যে অত্যাচার আপন হাতে কাটি যে। ভূমেলী আমার, তুমার নয়, আমার আছে। ভাই লোক সব, বসিয়ার, হাতিয়ার সব বাহার খাড়া ক'রে তুমরা রাজার সিটাকে পাহারের গহ্বর ভিতর লিয়ে চলো, হামি ভূমেলীকে লিয়ে যাচ্ছি!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:—

কুটীরপার্শ্বস্থ পথ।

(কাত্রী বালকগণের প্রবেশ)

ছুক, কুছ, আছুরে ভাইরে লাজ বিহরো কাজ।
ছেড়ে ছোড়ে থাকবে বসে ঠেলিয়ে ভালকে বাজ।
লাগে লাগে ধরবো পাখীর ঝাঁক,
দেয়া জালে কেউ যাবে না ফাঁক,
কাদাখোঁচা আর খুঁজবো না পাঁক,
ডাঙ্গাকের ডুবিয়ে যাবে ডাক,
ধরবো বসা দেব কাছাড়,
করবো কত করবো পাচরে,
নদীর পারে ডাঙ্গাডাকি করবে না চকাচকি,
জোড় ঝাড় বন বাদাড় কর্‌বো উজাড়,
কাত্রীর হাক এড়াবে পদ্দানার তার সাধ্য নাই।

(প্রস্থা

(শরৎসুন্দরী, সন্ধ্যা ও সন্ধানন্দের প্রবেশ)

শরৎ। সন্ধানন্দ! পূর্ব্বে তুমি আমায় ভি ছিলে, তুমি যদি স্নেহের চক্ষে না চাইতে, এ অ খিনীর অস্তিত্ব এতদিনে কালের গর্ভে বিলীন মনে কত কত উঠছে, প্রাণে কত লোভ কল্পনা করে বিভোর হচ্ছি। কত সুখময়ী মূর্ত্তি, একে সুখ-স্বপ্নে প্রতিনিয়তই দেখে, কখন কার কত সাধনে উদয় হয় উঠি, আবার বি

[illegible] না পড়লে, কার সাধ্য তা অনুভব করে? [illegible] মহারাজ উঠে বসতে পেরেছেন কি? [illegible] পারছেন কি? রাজবৈদ্যরা কি এখনো [illegible] আশঙ্কা আছে বলছে?

সন্ধ্যা। না মা, আর কোন ভয় নাই, মহারাজ এখন [illegible]। তিনি নিজে এসে আপনাদের নিয়ে যাবেন [illegible] আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, পাছে [illegible] উৎসাহে পীড়ার বৃদ্ধি করে, এজন্য আমরা [illegible] তাঁকে নিবৃত্ত করলুম। বলব কি মা, আলোকে [illegible] কক্ষ হচ্ছে। অমর ছোটরাণী [illegible] মৃতদেহের অবস্থা দেখে আমি হাসবো কি [illegible] কিছু স্থির ক'রে উঠতে পারলেম না।

শরৎ। সন্ধ্যানন্দ! আমি আমার বুকের রক্ত [illegible] করে রেখেছিলেম যে, মহারাজ কোন মতে [illegible] করতে যুক্ত হন। এতদিনে বুঝলেম, [illegible] সংসারে মঙ্গলময় জগদীশ্বর তাঁর পূজা- [illegible] ফিরে লীলাখেলা করেন। দুঃখের দশায় স্থির হয়ে আমরা তাঁর সৃষ্টিচাতুর্য্যের উপর দোষা- [illegible] করি; কিন্তু অন্তের জয়, ও অন্তের পরাজয়, [illegible] হয়েছে, করিতেও হবে। ছোট রাণী [illegible] কি অবস্থায় আছেন? যে সকল রাজকর্ম্মচারী [illegible] ছিল, তাদের প্রতি মহারাজ কি [illegible] করেছেন?

সন্ধ্যা। মা, আমি তো তোমাকে সে দিন [illegible] মন্ত্রীরা মিলে একটা সভা আহ্বান ক'রে [illegible] কর্ত্তব্য স্থির হয়, সেইমত কার্য্য হবে। [illegible] ক'রে আমরা স্থির করলেম, যে সকল কর্ম্ম- [illegible] মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী, সকলে একত্রিত [illegible] হয়ে যথাপূর্ব্বক মহারাজের পীড়িত ঘরে [illegible] প্রবেশ ক'রে মহামূল্য প্রাণ রক্ষা করতে হবে। [illegible] উদ্দেশ্যসাধনে যদি নশ্বর জীবনের অবসান হয়, [illegible] তাতে অক্ষয়স্বর্গ আমাদের সঞ্চিত থাকবে। [illegible] মতের নাম স্মরণ ক'রে আমরা মহা- [illegible] শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হলেম, ছোট [illegible] মার ক'রে কতক গুলো কুতঘ্ন কর্ম্মচারী আমা- [illegible] বাধা দেবার চেষ্টা করলে। সে দিন মহারাজ [illegible] ছিলেন, তাঁর শুষ্ক মুখের ভ্রূকুটী দেখে, কেউ [illegible] গেল। চক্ষুর নিমেষে রাজসভায় এসে বসলেন। যে সকল কর্ম্মচারী এই কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত ছিল, তাদের প্রতি রাজদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন, সপুত্র ছোটরাণী চির- নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে রাজপুরী ত্যাগ ক'রে গেলেন। যারা অধর্ম্মী তারাই দেবতার কার্য্যে সহায় হয়। দেবপথে দুষ্টমতি রেখেছিলে, আবার সুখের দিন ফিরে এল। আর বিলম্ব কেন মা, আজিই যাত্রা করা যাক না, ভেলা হাতী-ঘোড়া সঙ্গে এনেছি, পাহাড়ে দেশের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যা। হাঁ মা, আজই চল, আর আমার এখানে থাকতে মন উঠে না। কেবল মনে হয়, কখন্ সে শয়তান এসে আমার ঘরে নিয়ে যাবে। গাছের পাতা নড়লে ভয় হয়, জোরে বাতাস বইলে প্রাণ কাঁপতে থাকে।

সন্ধ্যা। আহা, বাছা! তুই এ বয়সে কি কষ্ট না পেলি! মা, তোমার মুখের পাহাড়ীদের আচরণের কথা যা শুনলেম, আমি তা অবাক্ হয়ে গেলুম। এখানেও সেই কুটিলতার স্রোত। সেই স্বার্থপরতার তরঙ্গ! সেই পিশাচের তাণ্ডবরঙ্গ!

শরৎ। সন্ধ্যানন্দ! আজ রাত্রিটা এখানে থাকি কা'ল প্রাতেই যাত্রা করবো। সর্দ্দার বাবার কাছে বিদায় নিতে হবে, ভীলদের আশীর্ব্বাদ জানাতে হবে জুমেলীর মুখচুম্বন কর্ত্তে হবে। অনেকদিন এ পর্ব্বত- প্রদেশে, এ পূর্ণ-কুটীরে প্রকৃতির অপূর্ব্ব সুষমায় দিন অতি বাহিত করিছে, আজ সমস্ত রাত কাঁদিব, দুঃখের জলে কুটীরের মাটি ভিজিয়ে যাব। প্রাণভরা দীর্ঘশ্বাস—স্মৃতিচিহ্ন রেখে তার পর বিদায় গ্রহণ করবো।

সন্ধ্যা। মা, তুমি যা ভাল বোঝ, কর। প্রভাত কোথায়? সন্ধ্যা হয়ে এলো, এখনও স্নান ক'রে বেড়াচ্ছি নাকি?

শরৎ। আমি তাকে বলেছি, কা'ল প্রাতে আমরা যাত্রা করবো, সে পাহাড়ীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কত্তে গেছে, অমমঙ্গের সন্ধি, নিরা- শ্রয়ের আশ্রয়, তাদের ছুটী দেয়া বলে থাকবে না?

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। মাগি! মাগি! তুহার সর্ব্বনাশ হইছে, তুহার সর্ব্বনাশ হইছে! হামার যি সাধের মাটী সিইছে। তুহার সেড়কাকে, হামার ঘুমেনীকে, সয়তান লাল পাকড়া ক'রে লিয়ে গিছে! তুখাকে লুকায়ে রাখছে। জান্ লিবে। জান্ লিবে! তুহার সেড়কাকে মারবে! হোঃ হোঃ! হামি কুছু করতে পারলে না! হামি কুছু করতে পারলে না! মুই মুই হামার নাম পাহাড়ী সর্দ্দার, আর কি কর্ব্বো, আর কি কর্ব্বো, আপনার মাথা আপনি কাটবে।

শরৎ। কি সর্ব্বনাশ! প্রাণ আর কত সহ্য কর্ব্বে? মহেশ্বর, তোমার মনে এই ছিল?

(মূর্চ্ছা)

সন্ধ্যা। সর্দ্দার বাবা! সর্দ্দার বাবা! আমার মার কি হ'ল দেখ।

সহা। -হা রে কালধর্ম্ম, কলিতে সবই বিপরীত! বিনা দোষে রাজলক্ষ্মীর এত যন্ত্রণা!

জয়ন্তী। মাগি! মাগি! তু উঠ, তু উঠ। তুহার সেড়কাকে লিয়েছে, হামার সেড়কী উর সাথে আছে. হামি ছাড়বে না, ছাড়বে না, ছাড়বে না। পাহাড় ভাঙবে, গাছপালা সব জ্বালায়ে দিবে, ঘর-বাড়ী লুট কর্ব্বে। সয়তান লালকে পাকড়াতে না পারে, তুহার বেটা হামার বেটীকে না আনতে পারলে, হামি সব ভীল লোককে ফাঁসি লটকায় দিবে।

শরৎ। সর্দ্দার বাবা! সর্দ্দার বাবা! তোমার আশ্রয়ে থেকে এত দিন অনাথিনীর মত এই পর্ব্বত-প্রদেশে বাস ক'রে আসছি। এ আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! সে দিন সন্ধ্যার দৈব-দুর্ঘটনার কথা তোমার অবিদিত নাই। আজ আবার এ কি হলো! আমি এই এতক্ষণ মনে মনে কত সুখের ছবি আঁকছিলেম, যে চির-দুখিনী, সে সংসারে কেবল কাঁদতে জন্মেছে, সুখের দিন আসবে কেন? সর্দ্দার বাবা, সর্দ্দার বাবা, আমি রাজরাণী, তোমার পায়ে ধরছি, আমার প্রজাতের কোন উপায় কর।

জয়ন্তী। তু কাঁদিস্ না, মাগি, তু কাঁদিস্ না, হামি তুহার সাথে এখনই চল যাইব। ভীল-বন্ধুক ধরলি আর তাহাদের মোকাবেলা দিতে পারে। একটা আওয়াজ দিলে হাজার পলাশ চমকাতে থাকে। চুপ চাপ [illegible] সর্দ্দার মাগী থাকতে, ভীলের কলা তোতা বন্দুক নিয়ে, তুহার উপর দুশমন আসবে, [illegible] করবে, পাহাড় ভাঙবে, তুহার—তুহার, [illegible] ধরবে, উহার নাড়ি ভুঁড়ি বার করে, হেরো পা [illegible] ছুটির ক'রে শিয়ালকুকুর দিয়ে খাওয়াবে, তুহার [illegible] কাকে বাঁচাবে, হামার সেড়কীকে কি মারে [illegible] আনতে, কে কোথায় আছি রে, তীর, ধনু, বর্শা [illegible] তুহার আ—বা, লড়াই, মিত্যা লড়াই, পাহাড় [illegible] হবে, রাজার সেড়কা হামার সেড়কীকে মেরে [illegible] যায় কহুতে হবে। যো পারবি, উ আসবি, না পারবি [illegible] তু জান দিবি।

(ভীলগণের প্রবেশ ও গীত)

যে হামামার জোর কাটী।
মার মার আর না ছুটে,—
চল ঝাপুটে ঝাঁপরে ঘাটী।
তাল ঠুকে হাঁকাড় ছাড়,
কাঁপবে দুষমনের হাড়,
চুঁড়ি ক'রে মে না কাঁড়,
মাউত ছায় খাঁটার আখাড়,
টাঙ্গির চোটে হবে বেইমান উজাড়,
মালসাটে ধনুক দিবে এঁটে চটপটি
করবো পাহাড় গুঁড়া হবে সমুনে মাটী,
যে বেয়াড়া, তার মাথের দুধ তারি বাটী।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত তলা।

(প্রভাতকে লইয়া লালুর প্রবেশ।)

লালু। আরে হামার বিটা! তীর [illegible] হামার জান্ লিতে মন্ করছিলি না? এখনে তুহার কোন্ বাপা আসে হামার বর্শার চোটা হতে [illegible]

প্রভাত। আমি কখনো [illegible], কখনো ভুল [illegible] করি। তবে দেখ এই—একটা পাহাড়ী হরিণ [illegible] নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাণ নিতে [illegible] বলেও [illegible] বীরের ভায় আক্রমণ করতে, আমি থাকলে [illegible] দিতেম, কিন্তু তুমি [illegible] অসহায়ের হয়ে [illegible]

[illegible] তুমার বড় লম্বা লম্বা বচন আছে। আমার [illegible] সইতে পারি না, আমি তুমার সামনে দাঁড়াবে না। [illegible] করিবে, পা কাটবে! জুমেলী লখবে—উহার [illegible] রাজার লেড়কা কেমন ক'রে মরে। গিয়ে জুমেলীকে মারবে। উহার বরম নাই হবুবে। হামি [illegible] করবে না, হামি বরম ভর হবে না।

প্রভাত। জুমেলীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? [illegible] দেখাও, মরবার সময় তার মুখ দেখে। বড় [illegible] হচ্ছে, আমার শেষ আশা পূর্ণ কর।

লাল্। আরে! আরে বাপ রে! তুমার গরম দেখে হামার [illegible] আসছে, তু মরতে মরছিস, মা বাপের কথা [illegible] না, বহিনদের কথা ভাবলি না, জুমেলীকে [illegible] তুমার পরাণ কুন্দে উঠছে! আচ্ছা, তুমার ই [illegible] থামি জানবে। জুমেলীকে হেথাকে। জুমেলীর [illegible] তুমাকে টুকরা টুকরা ক'রে কাটবে, তু চুপ-[illegible] এখানে থাক! হামি জুমেলীকে এখানে আনছে। [illegible] তুমাকে বাঁধি রাখি যাবে, নেই তো তুই ভাগবি। [illegible] ছোড়বাম না, চুপ-চাপ বাঁধিতে দে।

প্রভাত। তোমার যা ইচ্ছা কর, তুমি জুমে-[illegible] হেথায় ধরেছ, এই যথেষ্ট!

[illegible] অবস্থায় প্রভাতকে রাখিয়া লাল্লুর প্রস্থান।

প্রভাত। পূর্বজন্মের অনেক পাপ ছিল, তৈশব অবস্থা থেকে যৌবনে পদার্পণ [illegible] কখন সুখের মুখ দেখি নাই। সুদিন অপেক্ষা করিলেম, সে দিন আর এলো না। পরিণাম দশার হস্তে রাজপুত্রের জীবন-বিসর্জন। মার মুখ মনে পড়ছে—সন্ধ্যার বিষাদ চক্ষু দুটি তোমের উপর ভাসছে। দেবদেব মহাদেব! কে তোমার ললাটে নাম লেখেছিল, তুমি পাষাণনির্মিত, কোমলতা তোমাতে বিন্দুমাত্র নাই।

(জুমেলীকে লইয়া লাল্লুর প্রবেশ)

জুমেলী। লাল্লু সরতান! দুষমন! তু ভাবিস না, [illegible] তু মরবি? মুখে বাত নিকালবে না, আঁখে [illegible] পারি না। তার পর যেখানে যাবি, সেখানকার [illegible] তুমার পাপের বিচার করবে। সাজা দিবে, [illegible] জুমেলী নাই, রাজার লেড়কা নাই, [illegible] না। চুলের মুটি ধরকে আগুনের মধ্যে [illegible] তুমাকে খাবে, তুমার মুখে এক ফোঁটা

লাল্। আরে বরম কি বাত, চুপ রহে যা। হামার খাব দোব্। যদি হামার সাদি করিস, তুকে জানে মারবে না, নেই তো তুমাকে মারবে।

জুমেলী। হামি জান্ থেকে, সরতানকে সাদি করবে না।

লাল্। বটে বটে,রে জুমেলী! তুমার উ মুখ হামি ত পারে মরবে। দেখ লাল্ কি করে।

(জুমেলীকে বন্ধন)

প্রভাত। ক্ষত্রিয়পুত্রের প্রমুক্ত দেখা অপেক্ষা এই দণ্ডে মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

লাল্। হাঁ হাঁ, মরবে—ফের হবে না—ফের হবে না। বল্ জুমেলী, তু আগে মরবি, না রাজার লেড়কা জান্ আগে দিবে?

জুমেলী। লাল্ লাল্! হামার জান্ তু আগে লে, হামার জান্ তু আগে লে! রাজার লেড়কাকে হামার সামনে মারিস্ না।

প্রভাত। লাল্! তোমার মত শত্রু আমার জগতে নাই, তবু তোমায় "নাই' সম্বোধন ক'রে বলছি, তুমি আমার প্রাণ আগে নাও। আমি মৃত্যুকালে তোমার মঙ্গল কামনা ক'রে মরবো।

লাল্। এতো ভালবাসা তুহাদের, এতো ভাল-বাসা হামি সইতে পারবে না, রাজার লেড়কাকে আগে মারবে। জুমেলী! জুমেলী! দেখ, দেখ, তুহার ভালবাসার বুকের রক্ত কত লাল দেখ।

(ছুরিকা আঘাতে উদ্যত)

জুমেলী। সয়তান! সয়তান! জানে মারলে, জানে মারলে!

(জনৈক ভীলের প্রবেশ)

ভীল। লাল্লুজী, লাল্লুজী, বড়া খারাপ খবর, বড়া খারাপ খবর! তু হামার সাথে আয়, হামি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনছি, কোন্ আসছে, হামাদের বস্তুতে আসছে।

লাল্। তৈয়ারি হো! তৈয়ারি হো! যো যো আছে, সব তৈকো তৈয়ারি হোতে বল্। লড়াই দিবে, বাহিরের সয়তান আগে মারবে। জলদি যাহার আয়, জলদি বাহার আয়।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

প্রভাত। জুমেলী! জুমেলী! কেন তুমি আমায় ভালবেসেছিলে? তোমার সরল ভালবাসা

[illegible] এই সময়ে দক্ষিণপার্শ্বস্থ অন্ধ হতে
[illegible] সন্ত্রাসকে দেখাদেন, সিংহনিভ নিদিবে পৃথ্বী
[illegible] নিঃশেষ করতে পারে।

জুমেলী। সর্দার বাবা! তুমাকে একবার
[illegible] পেলেম না।

(দ্রুতপদে ফুলিয়ার প্রবেশ)

ফুলিয়া। জুমেলী, চুপ। রাজার নেড়কা, চুপ, চুপ, আমি আসছে, এই তলোয়ার আনছে, এ বুকের মধ্যে লুকায়ে আনছে। এই তলোয়ার দিয়ে তোমার জান্ বাঁচাতে পারবি তো?

প্রভাত। জয় জয় করুণাময়! আর ভয় কি? আমি বীরের পুত্র, ক্ষত্রিয় রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত, একাকী সহস্রের সহিত যুদ্ধ করবো। তার সাধ্য নেই আমার কেশ স্পর্শ করে। দাও বীর তরবারি দাও, আমি বন্ধন ছেদন করি।

(তরবারি লইয়া আপনার ও জুমেলীর বন্ধন ছেদন।)

তুমি দেবী, আমার প্রাণরক্ষয়িত্রী, যদি আজ এ কৃতান্তের দেশ হ'তে ফিরতে পারি, সাধ্যমত তোমার এর প্রতিদান দিতে চেষ্টা করবো।

জুমেলী। ফুলিয়া, ফুলিয়া, হামার মাথা তোর বুকের উপর লে, হামার কান্না আসছে, হামি কাঁদবে, হামি কাঁদবে।

ফুলিয়া। এক রাত রাজার নেড়কা, তোমার হাতে ধোরে বলছি, শালুর সাথে তু লড়াই করতে যাস করিস, উকে জানে মারিস্‌নে। হামি মরে যাবে, শালুর হামার জান কি জান আছে।

প্রভাত। আমি শপথ করছি, আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাই করবো, শালুর জীবনের প্রতি তোমরূপ লক্ষ্য করবো না।

ফুলিয়া। হামি চলে, হামি চলে, উ শালুর আসতে, হামাকে দেখলে টুটি টিপে মারবে। হামার নেড়কা শালুকে প্রাণে মারিস্ না, প্রাণে মারিস্ না।

প্রভাত। বাহিরে লক্ষ লক্ষ বীর এসেছে, আমার আর নাই। সংগে যুদ্ধে জীবন এই তরবারির [illegible]

(শালুর প্রবেশ)

শালু। ই কিরা সে, ই কিরা হে? রাজার বেটা, [illegible] আছে। হামি ছাড়বে না, বাঁধা করবে। হামি মরব, সেই তো রাজার নেড়কা মরবে। সমান্ যো যা রাজার নেড়কা, শালুর নড়াই দিবে।

(উভয়ের যুদ্ধ ও শালুর পতন, যুদ্ধোদ্যত প্রভাতের আরোহণ।)

প্রভাত। কেমন দস্যুরাজ, যুদ্ধসাধ মিটিল? আমি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ, তোমার প্রাণে মারবো না। প্রতিজ্ঞা কর, দুর্মতি ত্যাগ করবে? আর কখন অধর্ম আচরণ করবে না? যদি জীবনের মমতা থাকে, আমার কাছে শপথ কর, স্ত্রীলোকের প্রতি কখনো অত্যাচার করবে না, আমি তোমায় ত্যাগ করি।

(ভদ্রজী ও ভীলগণের প্রবেশ)

ভদ্রজী। জয় নারায়ণজী! জয় নারায়ণজী! রাজার বিটা, সয়তানের বুকের মধ্যে তলোয়ার দে, দেরী করিস্ না। সাপের মাথায় লাঠি মারু, ডর করিস্ না, ডর করিস্ না।

প্রভাত। সর্দার, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আত্মরক্ষার জন্য যতদূর সকল লড়াই করবো। শালুকে প্রাণে মারবো না। আমি ক্ষত্রিয়ের সন্তান, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ মহাপাপ, তা জানি, শালুর অস্ত্র পর্যন্ত সংহার করেছি, এখন আমি ওকে ছেড়ে দিতে যাই।

ভদ্রজী। তু ছাড়লি, হামি ছাড়বে না। হামার মাথা কাটা গেছে, বুকের ভিতর তীর চলছে; দুষ্ট মনের জান হামি নিবে। আরে সয়তান, যো কাম করছিস্, তোকে আপন হাতে মারলে নরকে যাবি হবে, যো হবে সো হবে, আমি তোকে মারবো।

প্রভাত। কমবখৎ কি সর্দার! অমনে কি [illegible] ক্রোধে আত্মহারা হয়ে আমার মহাপাপে ডুবাবে? আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করালে?

জুমেলী। সর্দার বাবা! সর্দার বাবা! তু করছিস কি? একবার জানে মারলি, আবার কাকে আনছে।

ভদ্রজী। হামি তোর [illegible] তুই তার উপর কথা কহিস্ না।

শালু। মরার! [illegible] আমার শালা উঠে বসেছে। তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[ভূমিকা। ভূমেশী। ভূমার বোধে ভূমে রয়েছে—
বাহি ক'রতে যাচ্ছে, ভূমার উপর ভার আমার পড়লো
। যু যদি ধারাদের ভূলুকে না আসতিস, তাহি
তোরকা থাকতো। আর পারে না। প্রাণ গেল—
প্রাণ গেল।

প্রভাত। বিধাতার বিচিত্র রাজ্যে বিচিত্র লীলা,
কখন মানব উপলব্ধি করে, ঘটনাস্রোত কেউ রোধ
করতে পারে না। সর্দার, চল, আমরা যাই। মানি
মা, দেবময়ী জননী আমার অদর্শনে কি কচ্ছেন,
"সন্ধ্যার" বলিন মুখ মনে পড়ছে—আর স্থির হ'তে
পারছিনে। সর্দার, তুমি ভীলদের ব'লে দাও, লাল্
মুকলেই পরে যথারীতি সৎকারের আয়োজন করুক।

অজজী। রাজার মেয়েকা, তুহার মত মেজাজ
হামি কখনো দেখে নাই। তুই দেওতা আছে (ভীল-
কন্যের প্রতি) লাল্ মুরদা নিয়ে সাথে সাথে আয়।

[সকলের প্রস্থান।

(বেগে কুলিরার প্রবেশ)

কুলিরা। কি কর্‌লে! কি কর্‌লে! আপনার জান
আপনি দিলে,লাল্ মরলো। লাল্ মরলো। হামি বাঁচবে
না,! কুধা লিয়ে যাচ্ছে, হামি দেখবে, একবার
দেখবে, তার পর উহার বুকের উপর প'ড়ে মরবে।

(গীত)

লুকালি তাপি গোপি দিলি তু কাঁকি
বয় তর ঘর ঘর ঘুরিছে আঁখি॥
জনম সারা পাগল পারা,
রোয়ে রোয়ে হব আপন হারা,
আশা না ফুরাবে জীবন ফুরাবে,
যাবে যাবে যে বা পরাণ পাখী।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:—

বন।

(শরৎসুন্দরী, সন্ধ্যা ও সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। মা, স্থির হও, আর উন্মাদিনীর মত ছুটতে
হবে না। ঐ দেখ, ঐ দেখ, ভীলদের দল আমাদের
দিকে এই দিকে ছুটে আসছে। তুমি নারায়ণ
ডাকতে থাকলেন। যদি প্রভাতের সন্ধান না পেলো,
তা হ'লে আমি আত্মহত্যা করবো।

সন্ধ্যা। সদানন্দ! সদানন্দ! আমার প্রাণ কে
আর প্রাণ বিশ্বাস করতে চায় না। নিরাশার
চিকা সমস্ত বুকটা ছেয়ে ফেলেছে। আমা
পর্যন্ত অপেক্ষা করবো, যদি প্রভাতের সন্ধান
না পাই, তা হ'লে আমি আত্মহত্যা করবো।

শরৎ। সন্ধ্যাকে বলবো,তোমার প্রাণের কুমার
ফিরে এসেছি? সদানন্দ! তোমার আমার এই
নারায়ণ না করুন, যদি আমার মরতে হয়,
সন্ধ্যাকে সঙ্গে ক'রে রাজপুরীতে ফিরে নিয়ে
মহারাজের হাতে সমর্পণ করো। আমার
আর কি দেবো, বুকভরা ভালবাসা, চোখভরা
জল, প্রাণ-পোরা নিশ্বাস, যা চোখে দেখছো—
পায়, বয়ে নিয়ে গিয়ে আমার প্রাণপতির পায়ে
সর্ব করো।

সন্ধ্যা। অমন কথা বলিসনি মা, অমন
বলিসনি, তুই মলে আমি কি আর বাঁচবো? ও
পাশে শুয়ে মরবো।

সদা। ছিঃ মা, ছিঃ! মেয়েটাকে অমন ক
কাঁদিও না। নিরাশ হচ্ছো কেন? কখনো কারো
করোনি, কারো প্রাণে ব্যথা দাওনি, পরের ভে
জল দেখলে জগদ্ধাত্রীর মত চার হাত বাড়িয়ে যু
দেছ। তোমার সর্বনাশ কি হ'তে পারে মা? তা
হয়, নিশ্চিত জেনো, কলির শেষ হয়েছে; ন
যুগের সৃষ্টি করবার জন্য ভগবান্ এইরূপ বিড়
কচ্ছেন। ঐ দেখ, ঐ দেখ, ভীলসর্দার অগ্রগামী
আসছেন। ঐ যে তোমার "প্রভাত"। জয় নারায়
জয় নারায়ণ! অজ্ঞ নর তোমার মহিমা কি বুঝে

শরৎ। সদানন্দ! সদানন্দ! আমার প্রাণ কে
বেরুতে চাচ্ছে,সব যেন অন্ধ হ'লে বোধ হচ্ছে। সব
কি ঐ আমার প্রভাত? পোড়া মন বিশ্বাস কর
চায় না।

সন্ধ্যা। ঐ যে দাদা—ঐ যে দাদা। মা, দা
আসছে, সর্দার রাজা আসছে, সঙ্গে সঙ্গে ভীলের
আসছে!

সদা। জয় নারায়ণ! জয় নারায়ণ! জয় বি
ভগবন্! ধন্য তোমার মহিমা!

(ভল্লধারী, প্রভাত, ভূমেশী ও ভীলগণের প্রবেশ

প্রভা। মা মাগি, ভূমার বোঝা যে, এত
ভীলের হাতে দিয়ে পালালি, মারাং বুরুর
ভীলদের পালালি।

শরৎ। প্রভাত! প্রভাত! তোর চাঁদমুখ দেখতে পাব, সে আশা ছিল না।

সন্ধ্যা। দাদা, দাদা, আর আমরা এখানে থাকব না। যারা আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে সোকজন পাঠিয়েছেন, কত হাতী, কত ঘোড়া পাঠিয়েছেন। না দাদা, আমরা এ দেশে আর থাকবো না। এমন ধনেশে দেশে মানুষ থাকে?

ফুলেলী। দিদি! তুই আমাদের ছেড়ে যাবি? গেলে বরষ লাগবে না? কুহারা লোক আজ চলি যেতে, কাল হামি মরে যাবে; সর্দার বাবা, তু এদের যেতে দিস না। তা হ'লে হামি বাঁচবে না।

ভদ্রকী। (শরৎকুমারীর প্রতি) মাঈ! হামার ত যাত তুকে রাখিবই হবে। রাজা আসিয়ে চলিয়েছে, তু আপন মনে চলিয়ে, কুহার সুখের দেন, হামি তুকে একটি টিক্ দিবে, তু নিবে?

শরৎ। সর্দার বাবা! তোমার ধন আমি এ জন্মে শোধ করতে পারবো না। তুমি কৃপা না করলে যজ্ঞাগিনী পুত্রহারা হতো। তবু তুমি নয়, তোমার কন্যা ফুলেলী আমার সন্ধ্যার প্রাণদাত্রী। বাঘদের কবল হতে রক্ষা করেছে। তুমি আমায় যা দেবে, আমি মাথা পেতে নেবো।

ভদ্রকী। তু হামার লেড়কীটাকে লে। হামার প্রানের জান, পরানের পরাণ তুহার লেড়কার সাথে যাদি দিস। চুপ-চাপ রইলি কেন মাঈ? ভাসের লড়কী পরে নিয়ে যেতে সরম পাচ্ছিস। শুন মাঈ। ফুলেলী হামার আপনার লেড়কী না আছে। কোই এ বাত জানে না। হামি নদীর ধারে পাখী শীকার করতে গিয়ে, বালির উপরে কুড়ায়ে পাই। সেখানে একটি ছোটি বাক্সের ভিতর এক টুকরা কাগজ ছিল, হামি সাথে করি সি কাগজ আনছি, এই লে তু পড়। ফুলেলী ভীলনী ওমনসে আমার কাছে আছে, ভীলের আয়া শিখেছে! তু লিয়ে যা, লিখা-পড়া শিখাস। সিংহিনী-বাচ্চা সিংহিনী হবে, শিয়াল হবে না।

শরৎ। এ কি! এ যে উদয়পুরেন্দ্র রাজার নামাঙ্কিত মোহর দেখছি। কি আশ্চর্য ব্যাপার! এই খেলার সেই সঙ্গিনী, সেইরূপ মোহ, সেই বড়যন্ত্র, সেই নির্বাসন! সর্বানন্দ! তোমার মনে আছে বোধ হয়। উদয়পুরের রাজার দুই রাণী ছিল, সঙ্গিনীর কৌশলে দুষ্টরাণী সতী রাণী নির্বাসিতা হন, নদীর ধারে তিনি নাই, সকলেই মনে করেছিল, সন্ধ্যাপ্রসূত কন্যা মৃত-পুত্রের উপযুক্ত হয়েছে, কি আশ্চর্য, এই সে কন্যা। (ফুলেলীর প্রতি) এস মা, পর্ণকুটীরবাসিনী রাজার নন্দিনি! আমার কোলে এস, আমার সন্ধ্যের আনন্দ, নরবরপুত্ররাজার বংশধর গুহাত-কুলাঙ্গারের হাতে হাতে তোমায় দিয়িয়ে দিই। এমন সুখের দিন আর আমার হবে না। রামকুমার, রাজকন্যা, রাজপুত্রবধূ সঙ্গে আমার পরমাত্মীয়া দেবতার পরমজনা করবো। সন্ধ্যায় যাবো! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, ভীলদের সঙ্গে মিশে হবে, বিবাহ-উৎসবে তোমরা না যোগদান করলে আনন্দ উৎসব অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

ভদ্রকী। মাঈ! হামি যাবে, সব ভীললোককে সঙ্গে নিবে। সাদি দিয়ে আবার আপনার মুলুকে ফিরে আসবে।

সন্ধ্যা। কি লো ফুলেলী, কথা কহিস না কেন? কেমন লো, বর মনের মত হয়েছে তো?

ফুলেলী। তু চুপ কর দিদি চুপ কর? তাথাকিস কেন, সেখানে গিয়ে হামি ভাল বর দেখে তুহার সাদি দিবে। তু প্রাণ ভরে নজা করিস।

(ফুলেলী ও সন্ধ্যার গীত)

ফুলেলী। মিলনে দিবে তুহার ভালবাসা,
হেসে খেলে আসবে নাগর পাশা,
সন্ধ্যা। পাহাড়ী তুঁতী তোর পাহাড়ে ঢং,
নেইক সরম খালি কথাতে রং,
ফল দিয়ে তোরে আশা পূরে তুই মেটা পিয়াসা।
ফুলেলী। কলটি ফোটা যেন গোটা গোটা,
ধরতি গেলে ফোটে হাতে কাঁটা,
সন্ধ্যা। তুই তো ভাল, তুহিয়ে গেল,
চোখ দুটি বটে তোর ভাসা ভাসা।
যে দেখতে পাবে বুঝে নেবে সে যে যিনে কেমা।
ফুলেলী। হাতটা তোড়ে গোড়ে ধরে,
একটি কথা দিদি বলবে তোরে,
সন্ধ্যা। তবে বলবি যা বুঝেছি আমি তোমের আশা।
বসলে প্রাণে দেবে পুরিয়ে আশা।

সর্দা। বাবা! বরকন্দাজগুলো ছেড়ে দিয়েছি দিয়ে তোর বেরুলো বেরে আসতে টাকা হলো। আর কেন, বেরবের অন্ধকারের মধ্যে অন্ধ করে, সন্ধ্যা হয়ে

ফুলেলী। দিদি, কুমার দাদা তোমার কে আছে জানিস ?

গঙ্গা। তা আর জানি না,তোর বর—তোর বর।

ফুলেলী। না না, তুই জানিস না, কুমার দাদা তোমার ফটিক জল আছে!

বহুৎ। কি যে প্রলাপ, "ফটিক জল" কি যে ?

প্রলাপ। ফুলেলীর সঙ্গে আমি ফটিক জল পাতিয়েছিলেম।

ভ্রমরী। "ফটিক জল" "ফটিক জল" কি আছে যে ফুলেলী ?

প্রতাপ। তার উত্তর ফুলেলী দিতে পারবে না। ফটিক জল কি, তা কেউ জানে। ফটিক জল না হলে বুঝতে পারবে না,এইটুকু কেবল বোঝো, ফটিক জলের অর্থ ফটিক জল !!!

গঙ্গা। ঠিক বলেছ রাজকুমার, ফটিক জলের অর্থ ফটিক জল !!!

সমবেত গীত।

মেতেছে মন সুখের মিলনে।
"আজ আমোদ ভবন"
যে যারে চায় সে তারে পায়, টানে মনের বাঁধনে
'দেখে আজ খেলছে সহর.'
প্রাণে প্রাণে মেলে কেমনে,
কে জানে কে টেনে আনে,
অজানা কি জানাজানি হয় মনে মনে।
প্রতি মনে মেতে অনঙ্গ, পীরিতের খেলার রঙ্গ
লুকান কত কথা নয়ন বলে নয়নে"
"আজ কাল মন বিভোর।"

নির্ম্মলা।

গীতিকাব্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।

সদানন্দ উপাধ্যায়	গুরু মহাশয়।
বৃত্ত	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
কুমাণ্ড	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
জটিল	দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালক।
পরমানন্দ	বনবাসী চির-অন্ধ ব্যক্তি।
কিশোর	ঐ পুত্র।
নিমচাঁদ	নীচবংশ-সম্ভূত যুবক।

বালকগণ, শিকারীগণ, কাঠুরিয়াগণ, পক্ষী-বিক্রেতাগণ, ব্রাহ্মণবালকগণ, ভার-বাহকগণ, প্রহরীদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শ্রীরাধা	
নির্ম্মলা	সদানন্দের কন্যা।
জটিলের মাতা	
কালিনী	নীচবংশ-সম্ভূত স্ত্রীলোক

হরের মা, জনৈক গ্রাম্যস্ত্রীলোক, শিকারীপত্নীগণ, কাঠুরিয়াপত্নীগণ, পক্ষী-বিক্রেতাপত্নীগণ, বস্ত্রব্যবসায়িগণ, কৃষক-কন্যাগণ, সহচরীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যে কুটীর।

(জটিল ও বালকগণ)

গীত।

ঝরা চাকি ঝিকি মিকি,
ঝরা আলো পাতার পাতায়।
পিট পিট ডাকছে পাখী,
ফুলের কলি খোল্ খো
জলে ঢেউ নাচছে কেমন,
ফুরফুরে হা
শিশির শিশির গায়ে মেখে,
গায়ের পাতা দোহা
ধীর পবনে, আপন মনে,
ভাল ভাল
১ম বালক। ২য়
সে ই'।
৩য় বা।

৩য় বা। কেন, হাতে ক'রে নিয়ে।

৪র্থ বা। যা যে বুদ্ধি! হাতে ক'রে মাছ ধরতে পারি? এ কি মা বাপ্তাচ্ছি যে পুকুর-পাড়ে গাম্ছা রেখে ধরবে?

৩য় বা। তোরা অত ভাবছিস্ কেন? চ না, গাঁয় থেকে একটা কঞ্চি নেবো এখন।

৪র্থ বা। তোর ত দেখ্ছি খুব বুদ্ধি, কঞ্চি না হয় আন্লি, কাতনা পাবি কোথায়, বঁড়শী পাবি কোথায়?

১ম বা। তাও ত বটে, তবে চ', পাখীর ছেনা শক্তি গে চ'।

জটিল। না ভাই, এখন পাঠশালে প'ড়তে যাবার সময়, এখন খেলা কর্লে গুরুমশাই বক্বে।

২য় বা। বকে বক্বে, যাবার সময় চাল থেকে দুটো কুমড়ো পেড়ে নিয়ে যাস্, তা হলেই খুসী হয়ে যাবে।

জটিল। না ভাই, গুরুমশাইকে কি ফাঁকি দিতে আছে? তা হ'লে বিদ্যে হবে না, চিরমূর্খ হয়ে থাকতে হবে, মুড়া কেলে দুখ দুচ্‌বে না।

১ম বা। ওরে, উনি পাঠশালে গিয়ে লেখা-পড়া শিখে বড় লোক হবেন, কোঠা বাড়ীতে থাক্‌বেন, লোকে রাজরাণী কর্‌বেন।

জটিল। কেন ভাই ঠাট্টা ক'র্‌ছ কেন ভাই? আমি ত তোমাদের কখন ঠাট্টা করিনি।

৩য় বা। দেখ জটিল, তোর চাস্ তো শোন্, সকলে এইখেনে পাততাড়ি মমা ক'রে রাখি আয়, আর যদি কথা না শুনিস্ তা হোলে আমার সঙ্গে তোর আড়ি কর্‌বো।

জটিল। কেন ভাই? খেলার ত সময় আছে, পড়ার সময় না পড়লে যা হোক কর্‌বে, আমি মুখ্যু হয়ে থাক্‌বো।

৪র্থ বা। গুরুমহাশয়কে ভয় কেন কর্‌বি? আমরা যে রোজ দেরি ক'রে যাই, পড়া বলতে পারিনি, গুরুমহাশয় কি বকে? হলো একদিন এক গো তামাক, বলো দুটো ভাজি-ভরকারি, নয় তো দু একটা কই মাছ, এই এনে দি, আর গুরুমহাশয়ের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

জটিল। ভাই, তোরা দিতে পারিস্, দিস্। আমি কোথায় কি পাব যে দেব ভাই?

১ম বা। তোদের ঘরের চাল থেকে দুটো কুমড়ো যাবার সময় পেড়ে নিয়ে যাস্, দেখিস্, গুরুমশাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বল্‌বে, জটিল বাবা! বেশ করেছিস্; রোজ এই রকম ফেরি কোরে আসিস্। আর আসবার সময় দুটো কুমড়ো নিয়ে আসিস্।

জটিল। না ভাই; ও কুমড়ো আমি পাড়বো না, মা ওই কুমড়ো বেচে পয়সা কোরে চাল কিনে নিয়ে আসে, তাই আমরা খাই।

১ম বা। কথা শুনলিনি, তবে না, তোর সঙ্গে আড়ি।

সকলে। এই আড়ি, আড়ি, আড়ি আমরা চল্লুম।

জটিল। না ভাই; আমায় একলা ফেলে যাসনি ভাই! আমার বনে যেতে বড় ভয় করে। সে দিন তোরা আমায় ফেলে চ'লে গেছলি, আমি সেই বাঁশ-ঝাড়ের নীচে দিয়ে যেতে বড্ড ভয় পেয়েছিলুম।

২য় বা। হাঁ, হাঁ, আজ যাও না দেখতে পাবে এখন মজা, সেই বাঁশঝাড় পার হয়েই দেখতে পাবে এখন। অশত্থগাছে একটা পা, আর তেঁতুল গাছে একটা পা, মাঝে আর পাকুড় মাটকে থাকবে।

জটিল। না ভাই, আমায় একলা ফেলে যেও না।

৩য় বা। বাদ না বই কি, তুই কথা শুনলিনি? তোর সঙ্গে আবার কিসের ভাব?

সকলে। এই আড়ি—এই আড়ি—এই আড়ি।

(জটিল ব্যতীত বালকগণের গীত)

এই আড়ি—এই আড়ি—এই আড়ি।
শোন্ যা বলি, নয় ত মলি,
ফেলে দে পাততাড়ি॥
খেলতে হবে ছুটোছুটি, ধুলোর উপর আর না লুটি,
চুপি চুপি ওঠ্‌লা গাছে—
পাখীর ছানা চল না পাড়ি॥
এবার যদি আসিস্ কাছে, মাথা ঠুকে দেব গাছে,
একলা ঘরে থাক্‌লা হবে,
থাকতে হবে পাখীর বাড়ি॥

অটল। তাই ত, আমি কেমন ক'রে একলা পাঠশালে যাব? মা! মা! মা! ও মা!

(কুটীর-অভ্যন্তর হইতে অটলের মার প্রবেশ)

অট-মা। কেন রে অটল! কি হয়েছে? ডাক্‌ছিস কেন?

অটল। মা! এরা সব আমায় একলা ফেলে চোলে গেল, আমি একলা কি ক'রে পাঠশালে যাব? আমার বড় ভয় করে, তুমি আমার সঙ্গে ক'রে রেখে আসবে চল।

জ-মা। বাবা! আমি গেলে কুঁড়ে আগলাবে কে বল? ভয় কি বাবা, কাছাম গিরিবের মধুসূদন আছেন। যখন তোমার ভয় পাবে, তুমি মধুসূদন দাদা ব'লে ডেকো, তিনি এসে তোমায় সঙ্গে ক'রে রেখে আসবেন।

অটল। হ্যাঁ মা, সত্যি? মধুসূদন দাদা বোলে ডাক্‌লেই তিনি এসে দাঁড়াবেন?

জ-মা। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমি তোকে মিছে কথা বল্‌ছি?

অটল। তবে আর ভয় কি? মধুসূদন দাদা! মধুসূদন দাদা! ভয় পেলে তুমি দাঁড়িও।

[অটলের প্রস্থান।

জ-মা। আহা! ছয়ের ছেলে, কোলে থেকে নাবাতে ইচ্ছে করে না, ভুলে খাওয়াতে হয়; এমনি পোড়া কপাল, তাকে একলা ছেড়ে দিতে হয়। একে বন, তাতে সাপকোপের ভয়, কি জানি অদৃষ্টে কি আছে? যাহা ভয় পেয়েছে, আশ্বাস দিলুম, মধুসূদন দাদা ব'লে ডেকো, তিনি এসে দাঁড়াবেন। আর ডেকে কি কর্‌বো?

(ছয়ের মার প্রবেশ)

ছ-মা। হ্যাঁ মা! অটল পাঠশালে চ'লে গেছে? আমি ছটো পিটে ভোরের ক'রে এনেছিলুম, আহা মা! খেতে পেলে না!

জ-মা। তা মা! সে, প'ড়ে এসে খাবে এখন, ছেলে মানুষ মা।

ছ-মা। তা মা! আমার কাতাম-গিরিবের ছেলে মরা বাসি পিটেই খাবে! তুমি বল, ক'রে দেখিয়ে এনেছো, কিমিরে দিইরে খাবে, সেটা কি হয়?

জ-মা। তা মা হয় কিমিয়ে দিয়ে যেতে আমারো ত ঘরে ছেলেপুলে আছে।

ছ-মা। তবে এনেছিলে কেন মা? কে তোমাকে সাধায় দিব্য দিয়েছিল?

জ-মা। এই লো! তুই যে লম্বা লম্বা কথা কইছিস দেখতে পাই? মা ছয় চালের একটা কুমড়ো নিতেই এসেছি, তা অত ঠোকার কিসের?

ছ-মা। তাই বুঝি, ও মা, তা আমি বুঝতে পারি নি; আমারই বাড় মটকাতে এসেছ? চাস্‌নে কুমড়ো চাই, তাই ধরে দেখিয়ে পিটে খাওয়াতে এসেছিলে?

জ-মা। বুঝিছিস লো বুঝিছিস, তা বেশ বেশ ক'রেছিস লো বুঝিছিস। সে একটা কুমড়ো দে। তুই তো সব জানিস্ মা, আমি তোর ছেলে পরীব, আমার তিনটি ছেলে।

ছ-মা। দেখ মা! আজ দিচ্ছি, নিয়ে যাও। কিন্তু মা, আর চেও না! মুখের উপর বল্‌তে পারিনি, কিন্তু ঐ বেচে আমাদের পেট চলে।

জ-মা। তা মা, আজকের মতনই দিবি চ। এরপর যে দিন কুমড়ো নিতে আসবো অটলের সত্যি গোটা কতক পিটে ভোরের ক'রে আসবো।

ছ-মা। তা এস, ঘরের ভিতর এস। দেখে আর পাকুড়ো না, ঘরের ভিতর পাড়া

[উভয়ের কুটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ।

(শিকারী ও শিকারী-পত্নীর প্রবেশ ও গীত)

পাখি কোথায় পাখী, (হে কি) ছেলের হাতের ঢেলা
ঠোক্‌রা হাতে খায় বেড়ায়, ছুটে যায়রে ধরলি হেথা
পাখী দেখে কুমুদ খুসি,
ধরবে বলে, ধরতে ছোটে,

আজকে কীর্ত্তির দিবসে শুরু,
ভয়ে ভোজী যেন না ভুলে,
ওরে ও মুখে, যেথায় ওরে, তোরে ভুলব তো ভো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

বৃক্ষবেষ্টিত পথ।

(জটিলের প্রবেশ)

জটিল। এই ত একটা পথ চ'লে এলুম, এই-খানেই সেই বাঁশঝাড়; এই যম পার হ'লেই সেই বাঁশঝাড়ের নীচে দিয়ে যেতে হবে। সেই সে দিন—যেখানে ভয় পেয়েছিলুম। সে কথা মনে হলে, এখনও আমার গা কাঁপে। কে যেন বাঁশগুলো মড় মড় ক'রে আমার মাথার ওপর ফেলে দিয়ে, আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। মা ব'লে দিয়েছে, ভয় পেলে মধুসূদন দাদাকে ডেকো, এলে তিনি রক্ষা করবেন। মধুসূদন দাদা! মধুসূদন দাদা! আমি পাঠশালে যাচ্ছি, আমি একলা, সঙ্গে কেউ নেই, আমার বড় ভয় হ'চ্ছে; আমার সঙ্গে ক'রে রেখে আসবে চল। মধুসূদন দাদা! মধুসূদন দাদা!

(গীত গাইতে গাইতে ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রবেশ)

ডাকুনি কে রে, আয় ক'রে,
কোলে নিতে এসেছি রে।
সোনার বরণ কে রে মরম,
এমন ত আর দেখিনি রে।
রূপখানি তোর মুছিয়ে দিই,
আয় রে কোলে তুলে নিই,
গোষ্ঠে আদর উঠতে নারে,
তাই তোরে দেখ রেখেছি রে॥

রাধা। আমি এসেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। মধুসূদন দাদা।

জটিল। তোমার কে বল?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার বহিন।

রাধা। না রে না, আমি ওর বউ।

জটিল। ও মা! সে কি কথা গো! তুমি দাদা, তুমি দিদি, দাদার সঙ্গে দিদির বে!

রাধা। তুই বে করবি? আমি তোর একটি রাঙা বউ দেখে রেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ রে, আমায় ডাকলি কেন?

জটিল। মধুসূদন দাদা, আমার একলা পাঠশালে যেতে বড় ভয় করে আমার সঙ্গীরা আমায় ফেলে চ'লে গেল, আমি মাকে বললুম, আমায় সঙ্গে ক'রে রেখে আসবে চল; মা একলা আমাদের কুঁড়েটুকু আগ্‌লায়, কেমন করে আসবে বল? আমায় বলে দিলে, কাঙাল-গরীবের মধুসূদন আছেন, তুমি মধুসূদন দাদা ব'লে ডেকো, তিনি এসে দাঁড়াবেন।

শ্রীকৃষ্ণ। তোর সঙ্গীরা তোকে ফেলে চ'লে গেল কেন?

জটিল। তারা বল্লে খেলা করবি আয়। আমি বল্লুম, এখন পাঠশালে যাবার সময় কি খেলা করে? খেলার সময় খেল্‌বো, পড়ার সময় পড়তে হয়; তারা শুন্‌লে না, চ'লে গেল, আমি কত বল্লুম, আমায় একলা ফেলে যাস্‌নি, আমার বড় ভয় করে; তারা সে কথা কানেও তুল্‌লে না।

রাধা। তারা তো ভারী দুষ্ট!

শ্রীকৃষ্ণ। জটিল! তুই দিনকতক আমাদের সঙ্গে থাকবি? আমরা তোর মনের মতন সঙ্গী হ'বো। খেলার সময় খেল্‌বো, পড়ার সময় পড়বো।

জটিল। মধুসূদন দাদা! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি, যেন মধু মাখান, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, তুমি দুষ্ট নও।

রাধা। না রে জটিল না, ওর সঙ্গে যেতাস্ নি, ওর সঙ্গে থাকিস্ নি, ও আমার দুষ্ট নয়; ওর প্রাণে একটু মায়া-মমতা নেই, ওর গুণাগুণ শুনবি? একজন মেয়েমানুষ ওকে ভারী ভালবাসতো, সে কুলের নারী, ওর জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়েছিল; মান, অভিমান, ঘর-দোর, আপনার, পর, স্বামী, পুত্র সব জলাঞ্জলি দিয়েছিল। ও এমন দুষ্ট, তাকে আবার পরের মেয়ের কাছে কাছে ফিরালে, একটু কষ্ট দেয়া

[illegible] আমি [illegible] সে, [illegible] কুমার
[illegible] [illegible] [illegible] [

তাই কথা তোমার ওরে,
দেখে যাবা ফিরি গগনে।
ঈশান।—তুমি যদি ভুলো নাক
মনে রেখ আমায় ক'সে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:—

বনমধ্যস্থিত কুটীরতল।

পরমানন্দ ও বাঁশরী।

পরমা। হাঁ মা, আজ চুপ ক'রে আছ কেন? কথা কচ্চো না, বাবা ব'লে ডাকচো না—তুমি বালিকা, আমার বক্ষ কাননের ধন, এ অঙ্কের যষ্টি তুমি, এ অঙ্কের মনি তুমি, এ অঙ্কের সকল তুমি। এ সংসারের সঙ্গে তিলের নিকেশ অল্পেও দিন ওঠাতুম, কেবল তোমার মায়ায় পাড়ে পারিনি। কিশোর মানুষ হয়েছে, সে আপনার পথ আপনি চিনে নিতে পারবে। তুমি মা আমার তেমন হওনি, এমন ক'রে বেঁধেছো যে, তোমা ছিঁড়ে যাবে মনে করেও পারিনি। মা চুপ ক'রে আছ, কথা কও।

বাঁশরী। বাবা! আমরা কে ছিলুম? কেন এখানে এসেছি? এ বনের মাঝে কেন? রাত্তিরে যখন শোঁ শোঁ ক'রে বাতাস বয়, আমার বুকের ভেতর কেমন করে, গাছপালা নড়ে, আমি চমকে উঠি। বল বাবা বল, আমরা কে ছিলুম? কেন হেথা এসেছি? তুমি কে? আমি কে? দাদা কে?

পরমা। (স্বগত)—আহা! পরমেশ্বর! বালিকার প্রাণে এ অতীতের স্মৃতি কেন এনে দিলে? তার তার চির জীবনের সুখ, চির জীবনের স্বপ্ন কেন ভাঙ্গচো?

বাঁশরী। বাবা! তুমি বল্লে আমি কথা কইছুম, এখন তুমি কথা কইছো না কেন?

পরমা। আমি কে শুনবে? তুমি কে, শুনবে? তোমার দাদা কে, শুনবে?

বাঁশরী। হাঁ বাবা, শুনবো।

পরমা। আমি কে জান? এই বনের [illegible] প্রকাণ্ড তমালো গাছ [illegible] সব আছে পাখে কেবল একটা শুকনো ডাল আর একটা শুকনো কুঁড়ি লেগে আছে। তা গাছটা এখনও বেঁচে আছে। সে শুকনো ডাল কে, জান? তোমার দাদা। আর সে শুকনো কুঁড়ি কে জান? তুমি।

বাঁশরী। হাঁ বাবা আমার কি মা ছিল না?

পরমা। ছিল, চলে গিয়েছে এ সব কথা জিজ্ঞাসা কচ্চো কেন?

বাঁশরী। কি জানি বাবা, আমার মন কেমন করেছে, কত কথা বলবো মনে করি, বলতে পারিনি—মনের কথা মনে ওঠে, আবার মনেই মিলিয়ে যায়। আমার মনে কি হয়, জান? আমরা এখানকার মানুষ নয়, যদি আমরা এখানকার মানুষ হতুম, যদি আমাদের ঘরবাড়ী চিরদিন মনে হতো, তবে বন দেখে ভয় পাবো কেন?

পরমা। হাঁ মা, বনে কি তোমার কিছু মিষ্টি লাগে না?

বাঁশরী। না বাবা, আমার কিছু মিষ্টি লাগে না। হাঁ হাঁ! লাগে, একটা জিনিস মিষ্টি লাগে। কি জান? এই যখন চাঁদ ওঠে, পাতের পাতার ভিতর দিয়ে, ডালপালার ভিতর দিয়ে, উঁকি মেরে আমাদের মুখের পানে চায়, সেই সময়টা আমার বড় মিষ্টি লাগে। আমার মনে হয়, যাই, ঐ চাঁদেতে গিয়ে মিশিয়ে যাই। হাঁ বাবা, বল না বাবা, আমরা কে ছিলুম?

পরমা। (স্বগত) না! তুমি আমার স্নেহে, তোমার কিছুরই অভাব ছিল না, সে কথা ব'লে কেন তোমার চিরজন্মের সুখটুকু বিষাদ দেবো? (প্রকাশ্যে) মা; আমি কি তোমায় মিছে কথা বলছি? এই বন তোমার গৃহ, বনের পাখী তোমার সঙ্গিনী, এ বনের ফুল, তুমি। হাঁ মা, চাঁদের হাসি মিষ্টি লাগে, বনের অন্ধকার মিষ্টি লাগে না? নিবিড় অন্ধকারের ভিতর কেমন মিটমিটে তারার আলো তোমার চক্ষু দুটীর মতন জ্বলে, দেখে মিষ্টি ক'রে নিতে পার না, এতেও খুব মিষ্টি আছে। ফুলের মধুর চেয়েও মিষ্টি।

বাঁশরী। বাবা! এইবার থেকে দিবারাত্রি চাঁদের মুখটি দেখে যেমন হাসি, এবার বনের আঁধার [illegible]

ঘরে ঘরে ঘাড়ায় ধর, তবে আমার বৈধব্য ঘুচে যায়।

পরমা। দেখ মা, কথা কইতে গেলে ঢের কথা কইতে হয়, কথার শেষ নেই; তুমি বালিকা, তোমায় বেশী কথার অধিকার নেই। এখন আমার কথা শোন, তেমনি ক'রে ছাতভাদিদিকে দেখে একটী চরিত্রগঠন গান কর দেখি, প্রাণভোরে শুনি। দিন কাছে আসছে, পরকালের একটু কাজ হোক্।

(বাঁশরীর গীত)

বেলপুরী সাকায়, ফিরে ফিরে চায়,
কদমতলায় কে রে।
বেলসাথী করে, নেচে নেচে চলে,
প্রাণধনে এনে দে রে।
বন না কেমনে, প্রেমেতে বিভোর মনে,
মন যে না হারা হয়ে যায়।
আঁখ এ চিত, মোহে বিমোহিত,
কি আমি কি যে ভাবে।
(কাজ কি আমি কি ভাবে।)
বিষম পাবহি, ছি ছি কুলনারী,
কিরি তারি পাছে পাছে।
কুল-লাজ-ভয়, কুলেতে এ প্রায়,
ছুটে গেছে তারি কাছে।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা, আর এ সহে না,
পশিব যমুনা-জলে।
মরণ-সময়, যেন মনে হয়,
দেখা দেয় বনমালী ব'লে।
(যেন মনে করে দাসী ব'লে)

(কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। দাদা! এখনও তুমি এ গাছতলায় ব'সে রয়েছ? ঘরে চল, আমি ফল-মূল পেড়ে এনেছি, খাবে চল।

পরমা। বাবা, আমার ঘরও যা, গাছতলাও তা। সেখানেও অন্ধকার দেখ্‌বো, এখানেও অন্ধকার। বাঁশরী যখন হরিনাম ক'রে নাচে, আমি তখনই, আমার চোখ বেয়ে ফুটে উঠে। এই গাছের তলায় বেশ কিশোর, একটী আলো দেখ্‌তে পাই, তাই এ গাছতলাটি আমার বড় ভাল লাগে। মুখ থেকে উঠে বাঁশরীকে বসি, আমার হাত ধোবে সেই সাহের গান নিয়ে খুল। কি বল; তুমি বন ভালবাস। বাঁশরী বলে, গাছের পাতাগুলির ভিতর দিয়ে যখন তাঁদের আলো উঁকি মারে, সেইটুকু তার ভাল লাগে। গাছ বড় হলে, পেয়ারা খেতে ভাল হলে তার ভয় হয়।

কিশোর। বাবা, বালিকার প্রাণ এমন ভেঙ্গে যায়, অচল হয়ে পড়ে কেন? বন আমার বড় ভাল লাগে। চাঁদের আলোয় কত বন্যপুষ্প ফোটে, বনে চাঁদের আলো কি ভাল? বসন্ত রাত্রে পাখীগুলি, ফুলের গাগরে গান ঢেলে দিয়ে আনন্দের তুফান তুলবে, ফুলের রাশির উপর শুয়ে, তখন চাঁদের হাসি ভাল। এখন মনে আছি, বনের অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে, বনের পাখীর ডাকে প্রাণ বিকিয়ে গাছপালাকে আপনার ক'রে, এই নির্জ্জন রাজ্যে রাজত্ব করতে হবে। বাবা! বন আমি বড় ভালবাসি।

পরমা। কিশোর! একটী কথা জিজ্ঞাসা করবো, বলবে? আমি বাপ, তোমা ছাড়া এ সংসারে আমার আর কেউ নেই; আমার সঙ্গে প্রতারণা করিস্ নি। হাঁ রে, তোর বন ভাল লাগে কেন? বন ভাল লাগে ছুটো অবস্থায়। যখন সংসারের সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, ভালবাসা, আকাঙ্ক্ষা মিটে আসে, এ সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয়ে বিদায় কালটি পূর্ণে বন বড় আদরের জিনিস হয়, সেই অবস্থায় না কি এইখানে এসেছ। আর তার আগে যাকে ভালবেসে, যার প্রাণ পুড়ে গেছে, মরুভূমি হয়ে গেছে, ইহ সংসারের সুখদুঃখের পাট চুকে গেছে, যে ভালবাসায় আশা পেয়েছে, যে ভালবাসায় মনকে হারিয়েছে, যার পুরুষের সুখ আর ফিরে পাবার আশা নেই, তার বন ভাল লাগে। সত্যি বল্‌, তুই কাউকে ভালবেসেছিস্? আমি পিতা, কখন মরণ, আমার কাছে লুকোস্‌নি। চুপ করে রইলি যে? বুঝেছি। আ মেলে, যদি বাড়ীতে ভালবাসার আদর, ভোলবার চেষ্টা করি, আমি আরও অধীর ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভালবাসাটা কি জানিস্, সোনার কাঠি, ঘুম ভাঙ্গলেই ছুড়ে ফেলে, আর সব ভাল, ভালবাসা ভাল নয়।

কিশোর। হাঁ বাবা, ভালবাসা ভাল নয়

এক কথা, তোমাদের কেউ যেতে পারবে। আমার যেতে হবে, আমার যা কিছু, সবের কথার চেয়ে নিষ্ঠুর কথার জন্যে। চোখ মিছি, চাঁদের আলোর চেয়ে মিছি, পাখীর ডাকের চেয়ে মিছি, বসন্ত অতীতের চেয়ে মিছি—যার প্রাণে ভালবাসা নেই, সে প্রাণ তুচ্ছ অপমান।

শঙ্খ। দূর হো ভাবনা। বাজাও নাকাড়া নিশান। ভাবনার চিন্তি বাঁধা সাধা, ভিতর আমার ভাবনাকে জানিনে, ভালবাসা যেতে হয় যেতি, তাই, (গাঁয়ে ও পরাণা কথার চিনিস না) তবু সব চেয়ে। তোর এর কথা, অমনি যে আমার আসী ফুরিয়ে যিছি। কাজ বাকী।

[বাদ্যটা ও সকলের প্রস্থান।

কালো। [illegible] তুমি কিছুতে ভাবো, আমি নিজে কথা করতে পারতুম না। তোমার কাছে আসবো বলে। তোমার প্রাণে আমার প্রতি [illegible] কৃপণ—নিষ্ঠুর! নিশ্চয় স্থির [illegible] নিশ্চয় নিশ্চয় স্থির [illegible] কথায় কথে ভালবাসি। ভালবাসে মন ছাড়তে [illegible] কাজ। তা ভালবাসা কাজ ভালবাসে ভালবাসো? তবে, তোমার বুঝি। নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমি ভালবাসেছি। কে জানে, পরিণামে কি? কে জানে, কোন পথে নিয়ে দাঁড়াবে।

[প্রস্থান।

(সকলের প্রস্থান ও গীত)

ছাড়া কৌ আর, যেন না ঘরে ফুরে।
আঁচলে ঢেকে, আঁচল ঢেকে,
ওদুরো কোরে সে কি যাবে।
বাঁধা বুকুরো ভরে তার,
তাই দিয়ে সে মনের মুখে (বাঁধি) কাজে কৌ আবার,
(সইরে) তার পিরীতে ভেঙে দে কৌ যায়,
ভাঙার বাকী না হ'লে কই
মজবুতো না ত ভাল হলো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পাহাড়।

(বন্ধু ও দুজনের প্রবেশ)

বন্ধু। কৈ তোর আকেলটা কি?

দুই জ। কেন আকেলটা কিসে দেখলি?

বন্ধু। এই বাসাখানার চেয়ে পাকা ঠাঁই? তোর বাপের?

১ম। একটু ভেজা হতে মিলি, আর কি?

বন্ধু। [illegible] আমার সময় হয়েছে।

১ম। ও সময় হয়, এ মত [illegible] পাকা ঠাঁই।

বন্ধু। [illegible] কাজ করে [illegible] ছেলে।

২য়। আর তুমি [illegible] কি না, বেশ সরস আছে!

বন্ধু। দেখ, আমার মনের কোন, আমি তোর [illegible] তা ভেতে নেই, বাঁচা ছোট দে।

১ম। বাঁচা আছি, তুমি লোক সঙ্গে ছেড়ে যাও।

বন্ধু। কথা কাটাকাটি বই ত নয়। লোকামি তুই হত পারিস বন, তাতে দোষ নেই।

১ম। কি কথা দাদা, যে যেমন মানুষ, আপন আপনাতে তৎপর; তুমি মনে কর, লোকামিতে দোষ নেই, আমি বাঁচাবোধ, আমি জানি, বাঁচার পাপই নরক-কাননের ফুল।

বন্ধু। ওরে, চতুরান্ চূড়ামণি লক্ষ্মী ছিলেন।

২য়। লক্ষ্মী দেবাদিদেব মহাদেব বাঁচাবোধী ছিলেন।

বন্ধু। বাঁচা যাওয়ার বড় দোষ আমিনে, চরিত্র ঘণ্টা ভো করে থাকতে হয়, যেন দুনিয়ার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই; মনাকাশ যাওয়ার জন্যে, কী দুনিয়ায় থাকতে থাকতে শিখে নিতে হয়, আর তা [illegible] প্রকৃতির ফুল, সবাই ছুঁতে ছুঁতে পারে, তা

...অবলম্বন নিশিন্ত নেই—
...নেই। আর বাবা, লোভাতে কর, আপনে
...ার বড়ন আস্থির যাও, কোন অজ্ঞান নেই।

কৃ। যা বল্লে, আমনি আপনি যোহিত হয়ে
...ছ। লোভাসোর সুখ বড়, তা আবার কারা
...ছে। কোথায় কোন গৃহস্থের কুট-কুটে মেয়ে
...ছে, অমনি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা মনে উদয়
...। তিনি গোপাঙ্গনাকুল মজিয়েছিলেন, আমিই বা
...গৃহস্থের কুল উদ্ধার করি না কেন? তবে তবে
...ত সুরু করলুম, ইচ্ছা ক'রে, প্রাণের ভেতর আগুন
...লেম। রাত্রে ঘুম নেই, দিনে খাওয়া নেই,
...সে দাঁড়িয়ে সুখ নেই, কত ক্ষণে সে অবলার
...কুলটি খাব। তার পর হয় ত তার বাপ-মা টের
...পায়ে তোফা ক'রে,—একদিন গোয়েন্দের দিয়ে—
...টাও; বছরখানেক বিছানায় পোড়ে পাটায় কর্
...ত। কাজ কি বাবা, আমার অত হাঙ্গামে
...কটা দুই তিন পেরে টিপ তৈরের করলুম, কাজের
...লেম, চক্ষু বুজে—বোঁ বোঁ টান্, মুখ দিয়ে ধোঁয়া
...বো না বাবা, গিলে ফেল্‌বো, তার পর আর কি,
...কেবারে কৈলাস পর্ব্বতে চল। বোঝো বাবা, প্রাণ
...য়ে বোঝো, সুখের মার ঝাঁটা, যার কিছুরই
...ভাব নেই, যে রাজার রাজা, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ
...র তাঁবে, সেই লোক, হাতে গাঁজার কল্কে, গলা-
...য় মালা আঁটা, বাঘছাল কম্বল, বৃষভাকূল
...বাহন, কতকগুলো সাপ আর ভূতের দল নিয়ে মজ-
...ল হয়ে ব'সে রয়েছে। খালি গাঁজায় ধোঁয়ার
...য়ে, এটুকু বুঝো। ব্যাপারটা কি সোজা ঠাউ-
...ও বাকি?

যত। ওরে মুখ্যু, আমি বুঝবো কি, তুই বোঝ!
...জার ধোঁয়ার ঝোঁকে বস্ত্র ছেড়েছিলেন ত,
...মের শক্তিটিকে ত ছাড়তে পারেন নি?
...ত বড় লোক হও না কেন বাবা, যার মেয়ে-
...ষ নেই, তাকে বিশ্বাস করিনি।

কৃ। তোমার বিশ্বাসের মুখে ছাই, তোমার
...খানা নিয়ে যাও।

যত। আরে রাম, কি কথা! কি কথা!—
...হের নাম গোপনীয়, মনে মনে স্মরণ করলো,
...কে ইষ্ট মুখে কুল দিলুম। তার পর যখন-
...ন কি আবার

কৃ, আবার [illegible]
...ছিলুম, বস্, এক পাঁচা মেয়ের বাবা হলে হয় তো।

কৃ। মেয়েমানুষের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক
...ই বাবা, লোভাতে বড় শক্ত কিনিস, সাধের ধন
...আর পরিণাম ভাবায় বন্দোবস্ত ক'রে আসে ও মজাতে
...লাগতে হয়।

যত। দেখ, তোর এই পাঁজাপুঁথি মুখের মেয়ে
...একদিন আমি পাঁচে পড়ি।

কৃ। মেয়েলোকী নাম করা বাবা, মেয়েমা-
...লোভাবির সরলতার একদিন প্রাণে মারা যাবে।

যত। যদি, এখন এ পাঠশালা হ'তে বিদায়
...হবি?

কৃ। আমার হাতে পাঁজার কল্কে আছে পড়ে
...আমার এখানে থাকতে হোয়, আর তুমি আমের
...ভিতর গাপের বোঝা নিয়ে যেতাচ্ছ, তুমি এখানে
...থাকলে বাবা কিছু বল্‌বে না। বুঝিছি বাবা,
...ছুনিয়ার ভণ্ডামীর আবরণ না পুড়লে কারুরই
...নেই।

যত। আচ্ছা, এতটা বেলা হয়ে গেল, মীরা
...বেটী এখনও কি ক'চ্ছে?

কৃ। আজ্ঞার কমে আছেন বোধ হয়, এই
...আসেন আর কি—দিবি ভেলক-টেলক কেটে বসি-
...মানের ছায়া এঁটে বৈষ্ণব চূড়ামণি সিদুরমাখা
...থেকে এসে পড়েন আর কি।

যত। বাবা বেটী বজায় আছে বাবা! আচ্ছা,
...ও মাগীটাকে কোটালে কোথেকে? আটচল্লিশ ক
...কম দিন বা, পাঁচ পাঁচ বৎসর হ'তে চল্লো।

কৃ। এই যে বছর না যাবা বোলেন আর কি
...শুনতে পাই, ও বেটী এক ভিখেরে মেয়ে, মা
...তার বেটী ভারী মাতাল ছিল, একদিন গঙ্গাসা-
...এমনি সাধে মেরেছিল যে, মাগীর রক্তপাত হয়
...রকম অনেক আনা-যাওয়া সেরে তোমার
...কিন্তু যাই বল বাবা, বেটী লোক ভাল
...ক'রে দিয়ে পড়া যায়, খেতে পেলে আর
...আসা যায়, আর টাকাটা সিকেটা
...পায়।

যত। আমার শিক্ষার [illegible]
...ছুটিয়ে কল্লেন।

কৃ। [illegible]

খণ্ড। আরা! পাঁজাখোরের আবার কিসের [illegible] কত রোগাদের বিষিয়ে, তা জানিস, [illegible] করে অধিষ্ঠান করতে নেই।

কু। যাবা, তোমার মোজাখোর প্রাণটুকু নিয়ে [illegible] যাও।

খণ্ড। তুই যে কথায় কথায় ফটাস্ ফটাস্ করিস্ [illegible] বাবা বলে মানিসনে?

কু। হলেই বা তুমি বাবা, যে বাবা বলে, [illegible] আছে, তার মতন মুখার সঙ্গে আমি কথাই কইবি।

খণ্ড। তোর পাঁজাখোরের নিকুচি করেছে।

কু। তোর লোচ্চার নিকুচি করেছে!

(উভয়ের প্রস্থান)

খণ্ড।—ছেঁকে খাওয়া পাঁজার পোঁয়া,
পাকা পাঁজাখোর।
(দুই পাকা পাঁজাখোর)
পাঁজাখুরি বুদ্ধিটুকু তায় এত ভরোর॥
কু।—লোচ্চা হয়ে সরম খেয়ে,
কে গো তুমি এলে ধেয়ে,
আর চালেতে কোন্ পাছেতে বস মনচোর॥
খণ্ড।—কাকে ঠুকে নেশায় ঝুঁকে,
হাত দুখানি রেখে বুকে,
মুখপুড়ী হয়ে থাকিস্ তবে কাটেনাক ঘোর॥
কু।—দেখ্‌লে চুড়ী আর কি কর,
ভেঙে গিয়ে আঁচল ধর,
নাড়ু দিয়ে খুয়ে মর, তাবে থাক তোর॥
খণ্ড।—পাঁজাখোরের মুখে ছাই,
কু।—লোচ্চা যে তার দাদা খাই,
উভয়ে।—বুঝবো এবার কার কত গুণ,
কিসের এত জোর॥
(উভয়ের প্রস্থান।

(নদানন্দ উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

সদা। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, [illegible] নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" [illegible] আলাদে। এত বেলা হলো, এক [illegible] ছেলের দেখা নেই, বেটারা পোড়া-পড়া [illegible] ফাঁকি দিয়ে ছাটারা! পাড়তাড়ি করে [illegible] যেই বিদে হয় না, তা হলে এখন [illegible] নাম ভজ আর [illegible] না। আহা! আমার ঘরে যদি [illegible] ভাগ্যগুণে দৈবিযোগের পর একটিও [illegible] ছেলে, ছেলে দুটি বলে উল্লাস করেছেন, আর মণি-কাঞ্চনের সুখ পুর্ণ। ঠাকুর! আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে। তাই তো, পিতাঠাকুরের আবার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধটাও এগিয়ে আসছে, সংসারধর্ম্ম করতে হলে এগুলোও ত চাই। নেহাত মণি-কাঞ্চনের সঙ্গে সম্বন্ধ গুঠালে চলে কই? দেখা যাক্, ছেলেগুলোর ওপর দিয়ে কত দূর আদায় করা যায়।

(বালকগণের প্রবেশ)

সদা। হ্যাঁ রে নিধে! তুই ব্যাটা ঠাউরেছিস্ কি বল্ ত? আজ বেতের চোটে সব ব্যাটার গা [illegible] করবো। এই কি পাঠশালে আসবার সময়? এগিয়ে আয় বেটা, এগিয়ে আয়, বেটারা আবার লেখা-পড়া শিখতে এসেছেন।

১ম বা। গুরুমশাই, আজ তোমার তামাক আন্‌তে দোকান গেছলুম। তখন ভোরবেলা কি না, দোকান খোলেনি, তাই নিয়ে আস্‌তে দেরী হয়েছে।

সদা। কৈ, দে—তামাক দে।

১ম বা। এই যে, (তামাক প্রদান)।

সদা। নিধে, কতটা তামাক রে?

১ম বা। আজ্ঞে গুরুমশাই, এক পো।

সদা। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আজ আমি তোর ওপর ভারি খুসি হয়েছি। হরে! তোর ব্যাপারটা কি বল্ ত? রোজ রোজ ফাঁকায় পেয়েছ—না? আজ কো ব্যাটাকে মেরে হাড় গুঁড়ো করবো। কাছে আয়, বেটা কাছে আয়।

২য় বা। গুরুমশাই! আজ ভোরে উঠেই দেখি, আমাদের ঘরের পাশুলে দিয়ে একটা ছেলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে আমাদের পুকুর থেকে এই মইয়াছ ধ'রে এনেছি। তাই আস্‌তে দেরী হয়েছে।

সদা। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, আরা! তোরা আমার ছেলের তুল্য। আর বাবা, এ বয়সে তোদের ঠেঙে না চলবো তো ছেলে কাদের ঠেঙে? [অন্য বালকগণের প্রবেশ] তোরা ব্যাটারা কে কি [illegible] এনেছিস্ রে?

৩য় বা। আজ্ঞে গুরুমশাই! আমি [illegible]

১ম বালক। আমাদের বাগানের মৌসুমী ফুলের গাঁছ এসেছি।

সদা। বেশ, আমি আজ তোদের উপর ভারি খুসি হয়েছি। মোট কথা যারা, মরীয়া হয়, আর লড়তে মুখপর নাই হয়, আসুরার সময় তেই ছুটে আসে না! হাঁ রে, জটলে ব্যাটার খবর কি বল ত? সে ব্যাটা কি মরা মরা দেখেছে না কি? এখনও পাঠশালে আসবার নাম নেই!

১ম বা। আজ্ঞে গুরুমশাই, আমরা পাঠশালে আসবার সময় ক'ত ডাকলাম, সে এলে না, বল্লে আমি এখন খেলা করব।

সদা। আজ আসুক ব্যাটা, এবার বিষ ঝাড়িয়ে ছাড়ব।

বা-দ্য। (জনান্তিকে) ও ভাই কেমন গুরু হয়েছে। যেমন আমাদের কথা শুনবে না, আজি আজ তেমনি সাজা হবে।

১ম বা। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, বেশ কর্ম্ম, তেমনি ফল।

সদা। ঐ যে ব্যাটা নবাবপুত্র আসছেন। ব্যাটার মরবার বাসনা উঠেছে।

(জটিলের প্রবেশ)

কথাকে বাঁচাতে হবে না, এখিনে মার, ওখিনে মার, এ বেতগাছা আর তোর গায়ে ভাঙ্গবে।

জটিল। না গুরুমশাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বেত না, আমার কোন দোষ নাই। আজ আমার ছেলে চ'লে গেল, আমার একলা আসতে ভয় হয় ব'লে মাকে ডাকলুম, মা ব'লে দিলে, বনের ধারে গেলে মধুসূদন দাদাকে ডাকিস্, তিনি এসে নিয়ে যাবেন। বাগানের কাছে এসে আমার ভয় ভয় ক'ল, মধুসূদন দাদা ব'লে ডাকতে তিনি এলেন, আর পাঠশালার কাছে আমার সঙ্গে ক'রে রেখে গেলেন। আমি পথে কোথাও খেলা করিনি গুরুমশাই।

সদা। আচ্ছা, আজকের মতন মাপ করলুম। এখন কি এসেছিস্ বে।

জটিল। গুরুমশাই! আমি বড় দুঃখী, কোথায় কি পাব!

সদা। ওরে বে ছুঁচো হারামজাদা! (বেত প্রহার)

জটিল। গুরুমশাই! আমার বেত না, আমি ঘরে বাপ ভরসাই নি, আমি দুবেলা খাব, কাজ খেতে পাইনি, আমার গায়ে কিছু হয় নাই।

সদা। তোর তোর সেই, তা আমার কি? বেটা আমার ওষুধ হাতে পাঠশালে এসেছেন।

২য় বা। গুরুমশাই! ওরকম চালে বেশ মুখস্থ হবে। ও মার খেলেই আসতে পারে।

সদা। বটে! বেশ জটিলে, যদি পাঁচতে চাস তো কা'ল পাঠশালে আসবার সময়, বাপের ঘুঘুডাঙ্গা হ'তে —চুটি কুমড়া নিয়ে আসবি। ভাল কথায় বল্লি বাপু হয়, আর যদি তবু হাতে এক দুটিটি টিপে পড়ুয়াদের নিতে দিতে, দাড়ি গাছের ডিতর, আর পা দুটি উপরে তুলে রেখো।

জটিল। না গুরুমশাই, আমার বেয়ো না, আমি কা'ল নিয়ে আসবে।

সদা। আচ্ছা, সবাইকে বল্‌বি শোন্, আমার বাপের শ্রাদ্ধ আসছে, ডাল আনা, দুধ, চৈনী, মৌরী, ঘি, আর নই, সন্দেশ, যা চাই, কালি এক একজনের উপর বার বেরো, ঠিক সময় নিয়ে এসে হাজির করতে হবে। শুনলে, দুজনিস যি? ছুটী পাইয়ে, খেতে পাইনি, ও সব কথা শুনব না। যদি পাঠের ছাড়া হয়ার ধারতে চাও ত এই বেলা থেকে সব জোগাড় কর্ত্তে সুরু ক'রে দাও।

জটিল ব্যতীত বালকগণ।—যে আজ্ঞে গুরুমশাই।

সদা। কৈলে! তুই কথা কাচ্ছিস্ যে বু

কৈ। আজ্ঞে গুরুমশাই, মাকে বলবো।

সদা। মাকে বলাবলি বুঝিনি, যেমন ক'রে পার, হাজির করতে হবে। যা আজ সব তোদের ছুটি দিলুম। আর আমি তোদের উপর ভারি খুসী হয়েছি, কা'ল যেন পড়া মুখস্থ সব ঠিক থাকে, আজ সব দাও আমি কা'ল নেবো।

বালগণ। যে আজ্ঞা গুরুমশাই!

সদা। যা, তোরা যা, আমি খেতে যাই, ওরে

(বালকগণের প্রস্থান)

পড়া বেলে ঘরে চল পাঠশালায় সকলে যাই।
বেতের ভয়ে পড়ুয়ারা আর কেন ভাই—
বিদ্যে বোলে

[illegible] চোখ খারাপ হি [illegible]
[illegible] তেমনি লক্ষী হ'য়ে [illegible]

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০—

পাতকোকলা।

(টিয়াপাখী হস্তে নির্ম্মলার প্রবেশ)

নির্ম্মলা। আচ্ছা বল্ দেখি পাখী! তুই সুখী কি আমি সুখী? চোখটি বুজে থাকিস, খাঁচালে পড়িস্‌নি, ছুলে ছুলে মিস্ মিস্‌নি; কেমন এমন হ'য়ে বাঁচিস্? তুই বলবি, আমি বনের ছিলিস, বনে বনে উড়ে বেড়াতুম, বনের ফল খেতুম, আবার সে স্বাধীন সুখটুকু কেড়ে নিলে কেন? আমায় ধরলে কেন? তোকে না হয় ধরিইছি, অযত্ন ত করিনি, তোর মুখে চুমো খাই, খাবে হাত বুলিয়ে দিই, বিনের মুখের খাবার খাওয়াই, তবু তুই সুখী নস্? তোর পায়ে শেকল দিইছি, এইটুকু, কেমন? —আর তোর কিসের জ্বালা? আমার জ্বালা বুঝবি? আমি কে জিজ্ঞেস জানিস্? আ মরণ! নাকটাই চা। একটু শিস দিতে বুঝি ঠোঁটে ব্যথা লেগে গেছে! আচ্ছা, ও কথা যাক্। বল্ দিকি পাখী, এখন আমি কি করি? এম্‌নি ক'রেই কি যৌবনটা কাটিয়ে দেব? দেখ, একটা লোক পেয়েছি, সে আমি কে, তা জানে না, কিন্তু আমায় বড় ভালবাসে। সাত রাজার ধন মাণিকের চেয়েও ভালবাসে, তোর ভয় নেই, তোকে ফেলে যাব না। আ মরণ! আবার মুখপোড়া নিজে আসছে।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। হ্যাঁ রে নিমি! যখন তখন এখানে আসিস্ কেন বল্ ত? কি, ভাঁড়েছিস্ কি?

নির্ম্মলা। আ মরণ আর কি! যত বুড়ো [illegible], আমার উপর হ'বেছে, আবার নাকের সামনে [illegible] ব'লে থাকে কি না, তাই যখন তখন [illegible] টিয়ে পাখীটাকে না দেখাবার জন্যেই [illegible] করেছি কি?

সদা। তাকাবো দেখছ, পাতকোতলার ছুতো ক'রে ইয়ারকি জান? ক'দিন ধ'রে বল্ উঁকি উঁকি দেখছি, চোরডাকি কাজ তুলে রাখতে হয়, আঁচাবার এক ঘটী জল পর্য্যন্ত ঠিক পাইনি, আমি কিছু বুঝিনি? আমার যে দিন দেখবো পান খেকে চুণ খোসেছে, সে দিন খুন ক'রে ফেলবো।

নির্ম্মলা। মরের বাগ পেয়েছ,—না? অতটা বাঁধাবাঁধি ক'চ্ছো কেন? আমায় যদি না পোষায়!

সদা। তোর বাবার পোষাবে, হারামজাদি, যত বড় মুখ, তত বড় কথা? দেখি, আজ তোকে কে রক্ষা করে।

নির্ম্মলা। বেশী বাড়াবাড়ি করো না, কেন একটা কেলেঙ্কারী ক'রছো? এতটা হ'চ্ছে কেন? করা হ'য়েছে কি? সেই যে কথায় বলে না—"যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।" নিজের জন্যে যত ক'রে মরি, সুখ্যাতি তো নেই।

সদা। ও সব ছেনালির কথা রেখে দে, আমি কচি ছেলে কি না! চুলোয় ক'রে দুধ খাই, যেমন বোঝাবে, তেমনি বুঝে যাব। ক'দিন ধ'রে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে কি ফিসির ফিসির হ'চ্ছে? আমি ছাকা, এখন আর ভাল লাগবে কেন? অসময়ে আশ্রয় দিয়েছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, কাপড় দিয়েছি, টাকাটা সিকেটা হাত খরচার জন্যে বরাবর জুগিয়েছি, সময় ফিরিয়ে দিইছি কি না? এখন আর এ বুড়োকে ভাল লাগবে কেন? এখন ছোঁড়া চাই।

নির্ম্মলা। তাই যদি হয়, তুমি ত বল, তুমি আবার ভালবাস, আমি যাতে সুখী হই, তাতে হিংসে আস কেন? তুমি নিজের সুখ চাও না? বৈ, একটা বুড়ীকে এনে দি, ঘর কর দেখি।

সদা। অবাক্ করলি যে রে নিমি! এ সব কি? বলি, মনের কথাটা ভাঙ দিবি।

নির্ম্মলা। কথা আর কি, বিনকড়ক একটু সুখী হবো, তাই সাধ হ'য়েছে।

সদা। তাই সে ছোঁড়ার সঙ্গে মিসিমিসি পীরিত পাতা হ'য়েছে,—না? মরেযাই দেখি, এখনও বলছি, সব খোলসা কথা কও, নইলে দুজনের মুণ্ডু যাবে।

নির্ম্মলা। দুজনের মুণ্ডু নিয়ে কাজ কি? তুমি [illegible]

থাক থেকে বিদায় ক'রে যাও, তাতেও আমার নেই।

সদা। তবে এখান থেকে স'রে পড়বে, এ বৎসর উহু দেখছি।

নির্মলা। এইরূপ বোধ হয়।

সদা। তবে যে হাঁরামজাদি।

(চুলের মুঠী ধরণ)

নির্মলা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, লাগে—লাগে।

সদা। বল্ পাখি কি না?

নির্মলা। না, যাব না, ছেড়ে দাও।

সদা। চ', ঘরে চ'।

নির্মলা। পাখীটাকে এখনও নাওয়ান হয়নি, ইটের নিয়ে যাচ্ছি।

সদা। আচ্ছা, তবে ঝিনুকের জল, আমি দিচ্ছি। বাপের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আসছে, পদ্মা-পার্শ্ব ক'রে একটা কদ তৈয়ার করতে হবে। যি দেরী হয় তো কেটে ফেলবে।

(সদানন্দের প্রস্থান।

নির্মলা। কি রে পাখি! এখন তো চোক চেয়েচিস্ দেখছি। বুঝিছি, আমার চুলের গুঁড়ী ধোয়ে মাল্লে দেখে তোর দুঃখ হয়েছে, না? ঐ যে তোর চোখের কোণে এক ফোঁটা জলও দেখা দিয়েছে। হায় রে, বনের পাখী মানুষের জন্ত কাঁদে, মানুষ মানুষের জন্তে কাঁদে না! তুই কাঁদিস্‌নি, আমি দীপ্‌গিরই তোর মতন বনের পাখী হয়ে উড়ে উড়ে বেড়াবো, আর বাঁধা থাকবো না!

(কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। আমায় আসতে ব'লেছিলে, এসেছি, এখন কি কর্ত্তে হবে বল?

নির্মলা। তুমি তো আমার ওপর আচ্ছা জ্বালা বাড়িয়েছ। আমি তোমায় ছাড়তেও পারিনি, তোমার সঙ্গে কথা না ক'য়েও থাকতে পারিনি।

কিশোর। দেখ, আমি তোমার ভাল-বাসি, তুমি কেবল তোমার হাতের পাখীটিকে পাখীটি যেমন তোমার, তুমিও তেমন আমার তাই। তুমিও যেমন তাকে মারতে কষ্ট কর্ত্তে চাও না, আমিও তোমায় তেমন কষ্ট দিতে চাইনি। তুমি আশা দিয়েছ, তাই এতটা হয়েছে। যদি ফিরিয়ে নিতে, তা হ'লে এতটা হতো না।

নির্মলা। আচ্ছা, আমায় নিয়ে কি কর্ত্তে?

কিশোর। তুমি যা ক'তে চাও, তোমায় তাই কর্ত্তে। আর পিছনে ফিরিও না, আর আশা দিও না, আর আশায় রেখো না।

নির্মলা। আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?

কিশোর। যেখানে তুমি যেতে চাও।

নির্মলা। আমায় কি খাওয়াবে?

কিশোর। আমি বুড়ো বাপকে যা খাওয়াই, তাই খাওয়াব। না কুলোয়, আমিও দুখের আবার খাওয়াব। আর কি জিজ্ঞেস কর্ত্তে চাও, বল।

নির্মলা। না, আর কিছু জিজ্ঞেস কর্বার নেই।

কিশোর। এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কে? সোজা বল, কা'ল বলবো। আজ তোমায় বলতে হবে, তুমি কে?

নির্মলা। কা'ল তুমি এসো, তোমায় সঙ্গে নিয়ে কা'ল তোমার সব কথা বলবো। তবে এইটুকু ব'লে রাখি, আমি একজন অবলা, আমায় এখানে জোর ক'রে ধ'রে রেখেছে।

কিশোর। তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখেছে? আমায় সঙ্গে ছল ক'রছো না?

নির্মলা। ছি! তোমার সঙ্গে ছল কর্ত্তে পারি?

কিশোর। আর একটা কথা, তুমি আমায় ভালবাস?

নির্মলা। যদি বলি কি, তা হ'লে কি একটা হয়?

কিশোর। যদি তুমি আমায় ভালবাস, তা হ'লে এ পৃথিবী আমার কাছে, এ বসন্ত আমার নন্দন-কানন, আমার কাছে সুখ ভিন্ন দুঃখ তুমি রেখো, তোমার জন্তে সব কষ্ট সইবো, তুমি বাঁচলে আমি বাঁচবো, তুমি হাসলে আমি হাসবো, তুমি [illegible] আমি [illegible]

ইশারায় তুমরাজের রাণী ক'রে রাখবো। বড় অপমান হ'ও, সেব। এত সুখী তোমায় দেখী দেখতে পারে না, আর যদি ছল হয়, কি করবো, মজেছি তার আর উপায় কি? পায়ে ঠেললেও পায়ে প'ড়ে থাকতে হবে মুখ ফিরালেও মুখ দেখতে ছুটে আসতে হবে। তুমি জান, তোমার মুখই আমার জীবন।

নিশ্মলা। আমি তোমার জন্যে একটা কর্ত্তে পারি কি? কি বোধ হয়? দেখা যাবে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে।

কিশোর। তবে আমি চল্লুম, কা'ল কখন্ আসবো?

নিশ্মলা। ঠিক জানি সন্ধ্যের সময় এস, যা হয় করবো।

[কিশোরের প্রস্থান।

নিশ্মলা। হাঁরে পাখি! কি হবে বল দেখি? এখানে থাকবি, না এখান থেকে যাবি? কোন্ পথ নিই, বল্ দিকি? চল্, আজ রাত্রে একটু শুয়ে শুয়ে ভাববো, তার পর কা'ল যা হয় করবো।

[নিশ্মলার প্রস্থান।

(কমলী ব্যতীত বালিকাদলের প্রবেশ ও গীত)

নিয়েছি জন্ম, চল্ ঘরে চল্
ঘোমটা টেনে দে রে।
ওলো কুলের বালা ঘটবে জ্বালা,
কে রে দেখবে উঁকি মেরে॥
সোনাপানা বদন হেন,
চুমি ক'রে দেখবে কেন,
নারীর মানের আদর বুঝে,
আপন কাজ হাতে নে রে॥
বেলা গেল চল্ ধো ফিরে,
কালের আলো আসছে ধীরে,
ঝোরা ভারি, বইতে নারি,
গেলে যে সে কাঁকাল ভেঙ্গে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—::—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—::—

বনমধ্যে পথ।

(জটিল, জটিলের মাতা ও হরের মা)

জটিল-মা। কৈ বাবা, কোথা তোর মধুসূদন দাদা?

জটিল। এইখানটিতে মা, এইখানটিতে এসে তোর আমি মধুসূদন দাদা ব'লে ডাকি, তিনি এসে দেখা দেন।

জটিল-মা। তৈ বাবা, একবার ডাক দেখি।

জটিল। মধুসূদন দাদা! মধুসূদন দাদা! আমি মাকে তোমার দেখাব ব'লে ডেকে নিয়ে এসেছি। মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা! একবার এসে দেখা দাও, মা তোমায় কি কিজ্ঞাসা করে।

হরের মা। কৈ লো, তোর ছেলের মধুসূদন দাদা এলো না, তোর যেমন পোড়া কপাল, আমারও তেমনি পোড়া কপাল, এই পুঁটকে ছেলের কথায় বিশ্বাস ক'রে মধুসূদন দেখতে এসেছি। তোলুতে কি বাছা, তোর ছেলের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, নাওয়াবার সময় মাথায় ভাল ক'রে একটু তেল-টেল মাখাস্।

জটিল। ও কেমন কথা গা তোমার? শত্তুরের ছেলের মাথা খারাপ হোক্।

হরের মা। তা রাগ করিস্ কেন লা? তোর ছেলের মাথা যদিই না খারাপ হয়ে থাকে, তোর চোকের দোষ জন্মেছে। আমি একবার জগন্নাথক্ষেত্রে গেছলুম, পাণ্ডারা আমায় মন্দিরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বোলে, এই জগন্নাথ, এই বলরাম, এই সুভদ্রা। আমি বাছা কিছুই দেখতে পেলেম না, কেবল ধোঁয়া দেখতে লাগলুম। ত'হাতে খুব চোখ রোগড়ে ভাল ক'রে চাইলুম, সেবার আমায় চালের লাউশাক দেখতে দিলেন। তাই বলছি, তোরও চোখের দোষ জন্মেছে।

জটিল-মা। চোখের দোষ জন্মাবে কেন, [illegible]

মধুসূদন এসে দেখা দেয়, আমি মনে করতুম, সত্যিই বুঝি বৈকুণ্ঠ থেকে মধুসূদন এসে আমার ছেলেকে রাজ পাঠশালে রেখে যায়। অটল এসে রোজ মধুসূদন দাদার গল্প করে, বলে, তার চূড়া মাথায়, বাঁশী হাতে। আমি জানি, মনে মনে একজন ভাল লোক খাড়া করে, ছোট ছেলে এমনি মনে মনে ভগবান গড়ে, মনের মতন ক'রে সঙ্গে ক'রে রেখে আসে।

হরের মা। ওকে দুঃখু কেলে একটা পথ এনি কেন?

জটিল-মা। এয়েছি কেন জান, জটিল যে পাঠশালে যায়, পাঠশালের গুরুমহাশয়ের আসছে শনিবারে বাপের শ্রাদ্ধ। আর আর যে সব ছেলেরা সেখানে পড়তে যায়, তাদের এক একজনের উপর ঘি, ময়দা, চাউল, মৃগ, তেল, নুন, সন্দেশ, এই সব আনবার ভরসা দিয়েছেন, যত দই লাগবে, জটিলকে দিতে হবে। আমি ওকে বোলেছিলুম, গুরুমশাইকে দিয়ে বলিস্, আমরা দুবেলা দেই পুরে খেতে পাইনে, তা এত দই কোথায় পাব যে দোব? সে কথা শুনে জটিল বোল্লে, তা হোলে ওকমশাই মারবে। আমি বললুম, তা তেমন যেন যদি হয়, তা হোলে ও পাঠশাল ছাড়িয়ে আর এক জায়গায় দেবো। ও কাঁদতে কাঁদতে সে দিন পাঠশালে চোলে গেল, আমার মনে ভারি চাঁখ হোল, মধুসূদনকে ডেকে বললুম, "হে মধুসূদন! পেটে খেতে দিতে কি কাঁদাবার করে?" সে দিন পোড়া পেটে কিছু গেল না, চুপটি ক'রে বোসে ভাবছি, দেখি, জটিল পাঠশালা থেকে ফিরে আসছে, একমুখ হাসি। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, "কি রে জটিল, এত হাসি কেন?" ও বোল্লে, "মা, আর ভয় নেই, আমার মধুসূদন দাদা বলেছেন, যত দই লাগবে, তিনি দেবেন।" আমি মনে কল্লুম যে, যে লোকটি দয়া ক'রে পাঠশালে রোজ পৌঁছে দিয়ে আসে, সেই বুঝি সব কথা শুনে সব দই দিতে রাজী হয়েছে। তাই জানতে এলুম, সে লোকটি কে, আর কথাটা সত্যি কি না?

হরের মা। এখন কি বুঝলি?

জটিল-মা। বুঝলুম বই।

জটিল। না মা, তুমি কিছু ভেবো না, মধুসূদন দাদা যিনে কথা কন না, তিনি সব দই দেবেন বলেছেন। তিনি বলেন, স্বর্গে যত গাভীর ঘরে আমার মতন ছ আনা ভোর চাকী পড়ি আছে, সোম রস, আমার কাছে মধুসূদন দাদা আছেন, আমার ভাব ভাবতে হোলো না। এ মনের কথাটি বলতেই তিনি দুধে আসতেন।

হরের মা। ওলো, চল্ চল্, ঘরে ফিরে চল্, কুইত পুরির ছালা পিটে বেঁধে এনেছিল, আমরা পুরির ছালা পিটে বেঁধে এয়েছি। দুঃখের কিছু দেখছি চল্, মধুসূদন এসে তোর আমার ঘরে যা পিত্তেশ ক'রে বোসে আছে। আর লোকজন সঙ্গে কোরে ভারে ভারে দই এনেছে। পোড়া কপাল আর কি!

জটিল-মা। যাও বাবা, আজকের মতন পাঠশালে যাও। কা'ল থেকে আমি তোমায় আর এক পাঠশালায় দিয়ে আসবো, এখন আমরা চল্লুম।

(জটিল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(জটিলের গীত)

জটিল। দিবে দেখা প্রাণসখা
আসবো ব'লে চ'লে গেলে।
মেখে কেঁদে ডাকনু কত, কই হে তুমি কিবে এলে?

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও গীত)

কৃষ্ণ। এসেছি দেখ না চেয়ে,
প্রাণের টানে এলেম ধেয়ে,
তেমনি ক'রে বাঁশী ধরে দাঁড়িয়েছি রে যমুনা বেলে।
জটিল। বুকের ভেতর লুকিয়ে থাক,
প্রাণছাড়া আর নয়রে কাজ,
তুমি আমার, আমি তোমার,
আর যেও না গহনে চেলে।

জটিল। মধুসূদন দাদা, আমার মা এসেছিল, আমার মা এসেছিল, তোমাকে জিজ্ঞেস করবার জন্যে, তোমাকে জিজ্ঞেস করবার জন্যে, পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে যত দই লাগবে, তত দেবে কি না? তোমায় এত ক'রে ডাকলুম, "মধুসূদন দাদা এসো দাও, মধুসূদন দাদা দেখা দাও" তবুও কত বিনতি কল্লুম, তবু তুমি এলে না। তা বলে কখনও আমি মিছে কথা কইনুম। এই তুমি আমার আসন। তোমার আসবার কথা ছিল, তুমি বলেছিলে, আমি আসবোই আসবো, তা তুমি এলে না!

শ্রীকৃষ্ণ। কি জানি কি তোরে দেখেছিনু দুই,
ছুটে আসি তোর কাছে।
কি জানি কি তারে বলেছি রে তোর,
কিবা তোর সাথে আছে॥
জীবনে মরণে, পরম স্বপনে,
করেছি রে তোরে সাথী।
সাধা জনমের লয়েছি রে ভার,
হয়েছি বাবার বাঁশী॥
তুলিব কেমনে, তোলা কি রে যায়
প্রাণের বাঁধন প্রাণে।
অনন্ত এ প্রেম তুলনা কোথায়?
প্রেমিক যে জন জানে॥
আনন্দ-নীরে উঠিতে এ পেমে মন দিয়া মন বাঁধে।
প্রাণের সাথীর প্রাণের কথাটি
জাগে প্রাণে প্রাণে সাধে॥

অটিল। মধুসূদন দাদা, তোমায় হাতে ধ'রে বলেছিলুম, আমায় ভুলো না; আমায় আজ বলছি, আমায় ভুলো না, তুমি যদি আমায় ভুলে যাও, আমি বাঁচবো না।

শ্রীকৃষ্ণ। না রে না, তোকে আমি ভুলতে পারি? তুই আমার প্রাণে গাঁথা! তোর মাকে বলিস, তাকে কিছু ভাবতে হবে না, তোর গুরুমহাশয়ের যাতায় প্রাতে ঘত দই লাগবে, আমি দেবো। তুই তত্ত্ব নিয়ে যাস, পাঠশালে যা। তোর গুরুমশাই যদি জিজ্ঞাসা করে, বলিস, আমার মধুসূদন দাদা সব দই দিবে।

অটিল। তবে আমি নিশ্চিন্ত হইলুম।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ রে হাঁ, আমি তোকে কি মিছে আশ্বাস দিচ্চি?

অটিল। হাঁ মধুসূদন দাদা! তুমি ব'লেছিলে, তোমার খেলার সঙ্গীদের একদিন আমাকে দেখাবে; তাদের সঙ্গে আমায় খেলা করতে দিয়ে যাবে। বল না, কবে দেখাবে, বল না? আমায় তাদের সঙ্গে খেলা করতে বড় ইচ্ছা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, আজই তাদের তোকে দেখাব। তুই তাদের সঙ্গে খেলা করতে পারবি ত?

অটিল। হাঁ, খুব পারবো, না পারি, তুমি আমায় শিখিয়ে দেবে। তাদের সঙ্গে কি কথা কইব, তুমি বলে দিও। মধুসূদন দাদা! তোমায় যখনই দেখি, তখনই বাঁশী দিয়ে থাক। কেন গা! তুমি বাঁশী

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, পাখি বই কি। রাধাটি আছে, তাই আমি বেঁচে আছি।

অটিল। টৈ, একবার বাজাও না, আমি শুনবো।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনবি? আচ্ছা শোন, বাঁশী বাজলেই কিন্তু আমার খেলার সঙ্গীরা সব এসে পড়বে।

অটিল। আসিও তাই চাই।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

বাঁশী বাজ দেখি রে! আমার সাধের বাঁশী,
একবার বাজ দেখি রে।
রাধে রাধে ব'লে, প্রেমভরে গলে,
একবার বাঁশী বাজ দেখি রে।
সাধে উঠবে তুফান, বইবে উজান,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচবে রে প্রাণ,
থাকবে না আর অভিমান;
আপন হারা হয়ে বাঁশী একবার বাজ দেখি রে!
আসবে ছুটে প্রেমের বালা,
আনবে গেঁথে ফুলের মালা,
ভাসিয়ে দিবে মান অপমান,
বেঁচে এসে বিলাবে রে প্রাণ,
মোহন সুরে প্রাণজয়ে তার,
একবার বাঁশী বাজ দেখি রে॥
ভুলবে তারা আপন পর,
প্রেমতলা করবে ঘর,
যেথায় সাজায় বাঁশী চিকণকালা,
আসবে ধেয়ে কুলের বালা
রাধে রাধে বলবে বাঁশী, রাধানাম ভালবাসি,
বাঁশী বাজ দেখি রে।
আমার সাধের বাঁশী একবার বাজ দেখি রে॥

(ছদ্মবেশী সহচরীগণের প্রবেশ ও গীত)

বাজিয়ে বাঁশী কালশশী মজালে হে কুলের নারী,
পেয়ে কি ভাবিব জলে,
কি জানি তায় পড়ি হায়॥
ব্রজের বালা চিকণকালা,
এনেছে তায় চিকণকালা,
সোহাগের পাখা তার,
কাহিনুরি চাই তারি।
কি জানি কোথায় ছিলে,

যুবকের বীর্য্য বল উদ্যমী,
নারী ওষ্ঠাধর বীজের সাথিরে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ওই যা, ওরা পালিয়ে গেল।

অর্জ্জুন। মধুসূদন দাদা! ওরা পালিয়ে গেল, ওদের সঙ্গে আমি খেলা কর্ব্বো, তুমি এখন যাও।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে আর, দুই আমার সঙ্গে আয়, ওদের এখনি ধ'রছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:—

বনপ্রান্তে বটবৃক্ষতল।

(কিশোর ও নির্ম্মলার প্রবেশ)

কিশোর। চল চল, ছুটে চল, ছুটে চল, শত্রুর চর, শত্রুর চর, এখুনি আসবে—এখুনি ধ'রবে। চল, এই প্রান্তরটা ছাড়িয়ে যাই, তার পর বিশ্রাম কোরবো। এখন যদি আবার তোমাকে হারাই, আবার আমার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, আবার আমার বড় সাধের পাখী প্রাণের পিঞ্জর ভেঙ্গে, উড়ে যায়, তা হ'লে আর বাঁচবো না, সেই দিন আমার শেষ দিন।

নির্ম্মলা। আর পারি নি, কিশোর, একটু দাঁড়াও, দুটো নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। অনেকটা পথ চ'লে এসেছি, বনের প্রান্ত ছাড়িয়ে এসেছি, তীরের মত ছুটে এসেছি, নক্ষত্রের মত ছুটে এসেছি, আর ভয় নেই; এস, দুজনে এইখানে একটু বসি।

কিশোর। আশ্চর্য্য! তুমি স্ত্রীলোক, তোমার প্রাণে একটু ভয় নাই, যদি ধরে পড়ে, তা হ'লে তোমার কি আর রক্ষা হবে? আমি যদি, হাতে অস্ত্র নেই, আমি কতক্ষণ লড়তে পারি? কিন্তু আমার শরীরে বল আছে, শক্তি আছে, সাহস আছে, আমি তাদের অনেক বধিব, তুমি কেন ভয় কর?

নির্ম্মলা। কি জানো, ভয় আমার কাছে [illegible] ভালবাসার [illegible] ভালবাসার [illegible] ভালবাসার

ভালবাসার নিয়মে এখন ... কি ক'রে তিনি আমাদের ... ছিল, ভালবাসা বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড় সুখকর। উহার নিয়ম, ফুলের পাপড়ি, প্রজাপতির বিচিত্র পাখা, রঙের সুখ, আকাশের যেখানে যেটুকু প্রয়োজন আছে, সেই রকম উপাদানে ভালবাসা গঠিত। এখন বুঝছি, শুধু তা নয়, ভালবাসায় বিষ আছে, ভালবাসার আকর্ষণ মহাকর্ষের আকর্ষণের চেয়ে ভয়ঙ্কর, ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা গভীরতর ভীষণ।

নির্মলা। ও কথা থাক, এখন অন্য ঢের কথা বলবার আছে, আমি কে, তুমি কে? চমকে যেও না, অধৈর্য্য হ'ও না, আত্মহারা হ'ও না, আমায় ভালবেসো, আমি যেই হই, আমি কে, জান? আমি—না, থাক, আজ থাক, কাল বোলবো।

কিশোর। না না, বল, আমি সংশয়ে দুলে মরেছি, বল।

নির্মলা। আজ যখন বলবো না বলেছি, তখন বলবো না। আমার অন্য কথা আছে। দেখ, আমি অর্থের ভিখারিণী নয়, স্বার্থের প্রত্যাশী নয়, প্রেমে তবুও পাগলিনী নয়, তবে একটা জিনিসের কাঙালিনী— সম্মান, প্রাণের সম্মান।

কিশোর। তোমায় কি রকম ক'রে শ্রদ্ধা করলে তোমার তৃপ্তি হবে, বল? তুমি যেমন চাও, আমি তেমনি হবো, যেমন ক'রে রাখবে, আমি তেমি থাকবো, তোমায় মাথায় শশি ক'রে রাখিবো।

নির্মলা। শোন স্বামি, আমার কাছে তোমায় সব সময় আসতে হবে, একদণ্ড তোকছাড়া হ'তে পারবে না, আমায় অন্তরঙ্গ বন্ধু ক'রে সারা রাত ক'রে দেখা করতে হবে, আমায় না জিজ্ঞেস ক'রে একটা ছুতোর কথা কইতে পারবে না। আমার অনুমতি নিয়ে সাধ ক'রে একটা তোমার ... পারবে না, আমার মতে না নিয়ে ... পর্যন্ত বলতে পারবে না, আমি ... কাজে আমার না ... স্বামি—তুমি আমি, তোমার চোখ দিয়ে আমি দেখবো, তোমার মন দিয়ে আমি বুঝবো, আমি তুমি হ'লো, আর তুমি আমার প্রাণ দিয়ে প্রেমের আমার কাজ করবে, তুমি আমি হবে। প্রেম, এত জ্ঞানী আছ?

কিশোর। জান, আমি সম্পূর্ণ জ্ঞানী। আর তুমি আমায় করো কি করবে? আমার একটা আত্মবিসর্জনের কি প্রতিদান দেবে? আমারো ত একটু সুখ চাই। আমার প্রাণ শুধু থাকলে প্রেম পূর্ণ হবে কি ক'রে?

নির্মলা। সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করো না, সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কোন অধিকার নাই। আমি কি করবো, আমি বুঝবো, আমার কাজ আমি করবো, তবে যেটুকু করবো, যেটুকু দেখাবো, সেটুকু আমার নিজের গুণ।

কিশোর। আমরা কি এতটা খেলার হেন-স্থার জিনিস? ভালবাসবো—প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো, মন দিয়ে ভালবাসবো, তার প্রতিদানে যদি কিছু চাই, আর যদি তুমি দাও, সেটুকু তোমার অনুগ্রহ? তাই ত, কে জানে, প্রেম কেমন?

নির্মলা। হাঁ, সেটুকু আমার অনুগ্রহ। কেন জান? আমি ভক্তি, তুমি ভক্ত; আমি ফুল, তুমি দেবতা; আমি চাঁদ, তুমি কিরণ।

কিশোর। আজ একটা নূতন জিনিস শিখলুম। প্রেমে গর্ব্ব থাকে, তা আমি জানতুম না।

নির্মলা। প্রেমে গর্ব্ব থাকবে না? যে প্রেমে গর্ব্ব নেই, সেরূপ প্রেম কুটি কুটি ক'রে ছোট ছুতোয় মতন আছাড়ের সঙ্গে উড়িয়ে দিই।

কিশোর। সব বুঝলুম, সব জানলুম, এখন তোমায় পরিচয় দাও।

নির্মলা। হয়েছে ত, আর বলবো না, আমায় জিজ্ঞাসা করো।

(কাহিনী ও বিশ্লেষণের প্রবেশ)

কাহিনী। [illegible]

[illegible] পারে না ; যেমন বুদ্ধিপাকা, তেমনই একটির, কি আমারই একদিন।

নিম। [বিমর্ষভাবে] দেখা যাক, আমি আর দেরি করিতে চাই না। তোমার তোমার, ছেড়ে দাও, আমি বাড়ির ভেতরে ঘরে ফিরে যাই।

কালিন্দী। তা বলবি বৈ কি, সর্বনেশে ছোঁড়া। তা বলবি বৈ কি! বলি, যখন পিরীত করেছিলি, তখন ত খুব ভাল দেখিয়েছিলি। আমি যে ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে তুঁড়ের এসে রইচি, আমায় কি ফিরে কয়ি বল দিকি?

নিম। তোমায় ফিরে আমি কি কর্বো বল? কুঁড়ির মতন আর ছটাক তোর প্রাণটুকু ছিল, সেটুকু অস্তি হাড় নীলাবশরে বিরিঞ্চিবুধ, তা সেটা প্রাণের কদর তোকা কি বুঝবি বল? হাতে পেয়ে অমন মোলারেম জিনিসটাকে থেম-ছাড়া ক'রে দিলি আবার বলেন ফিরে ক'রে দাও।

কালিন্দী। নিমের মাড়ে বেজায়গতি ভেঙেছে রে, নেহাৎ মরণ-পালক উঠেছে। ছাখ মিন্সে, ভালয় ভালয় বলি শোন্। যাবি যা, চুলোয় যা। আমি তোকে চাইনি। আমি কোন্ মুখ নিয়ে বাপ-মার কাছে ফিরবো, বল দেখি? আমায় কিছু দিয়ে যা, তা না হ'লে আজ আমি খুনোখুনি করবো।

নিম। দাঁড়া, কিছু পেলেই ত ঠাণ্ডা হও, আমরা দিচ্ছি। আঁচল পাত, আঁচল পাত, তোমার মোসা-রেম প্রেমে পেট পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, নাও, উপুড়ে দিচ্ছি ঘর।

কালিন্দী। তবে রে, আঁটকুড়ির পুত, ভাবাম? (প্রহার)।

নিম। আরা, মেয়েমানুষের হাতের চড়চাপড় নয়ন বলে আমার আঁচ ছিল, তুই যাদী মেয়েমানুষের বাবা, তোর হাতের চড় যেন বাবুগানের সোহাগ। কি মিষ্টিই লাগলো!

কালিন্দী। আবার ভাবাম? (প্রহার)

নিম। আরা! যেন অমন করো? কি! তুমি ঠাকুরুণ, আমি নিমির ভায় করে আছি কি?

কালিন্দী। আবার! তোর তুমি আপনারদের ছেলে? আর এত বাড়, এত কথা কিছুর ক'রে যাও? আর তুমোরদের ফিরে তোর আমায় দরকার?

নিম। আমারদের কি তোর কাছে, তোর কাছে,

কালিন্দী। তোর [illegible] আসবার [illegible] এসেছে তো? ফিরে যা তো, ফিরে যা। আমার ঘর ভেঙে, সাতখাই [illegible] আমি তোমারদের?

নিম। আমি আমি, যে আকার করে তোমায় অকলঙ্কে সাদী করলুম, সেটা তুমি কিছু না! তুমি মায়াবিনী তো মায়াবিনী! কত আর তোকে, তোর কি পিরীত করতে আসে আসেরাটা আছে? তিনা, তোমার কাছে পাত্তা ঢ'রলে বুঝতে, কত বড় বড় চরণ ধরতে হয়, আবশারী সরদার, গ্রাম পরগণার হয়েছে, আর তুমরা?

কালিন্দী। তা বলবি বই কি বুবসোহাগী, বলবি বই কি! যখন তোর এসে পিরীত [illegible] —পা ছুটো ধরিয়ে বসেছিলি, সেবার কত তোকে কুলে এসে সাধাসিনু, মনেআছে তোর? আমারই বুদ্ধি এখন কিছু মনে নেই? মেয়েমানুষের বুদ্ধি, সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে। সাধীকে দুই-বেলা হবে, খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে থাকবে।

নিম। বেশ বাবা, যদি ভোঁতাই হবে থাকে, আগেও আমার ছুঁচ নেই, তোমার কাছে যে [illegible] কুড়ি হবে হবেরো, তা হচ্ছে না। তবে যদি আর কিছু কড়ক ছেপে কুড়া করি, মাটীর ভাঁড়ির মিশিয়ে যাবে সারা।

নির্মলা। তুমি এমন নিষ্ঠুর, যে তোমার আশ্রয়ে আসে, তার প্রাণে মারা দিচ্ছ?

নিম। তুমি কে গা ঠাকুরুণ? তুমির [illegible] নূতন আমদানি বুঝি? তা বেশ গা, বেশ। তবে ভিনিসটা আসল বটে, বিলকুল আসলোরাজ। কিন্তু মনে করেছিলুম, যার কিছু মূল্য-পরিচয় [illegible] বাবা! তার পর দেখ্লুম, ভিনিসের ভেতর গা [illegible] মাটি বলে, আমার ভিনিস ভাল [illegible] ঠেকলো। আমি, মাটি, মাটিমাখি, [illegible] আলাপ করি,—এই ত সার। তোমার [illegible] নাম? মাটী বলে, ভিনিস নাম। [illegible] মনে মনে বলুম—তবে [illegible] ঠকুরো বটে! আমার [illegible] চাই, ভিনিসের [illegible] কালালিনী ভিনিস, [illegible]

...কি কথা হচ্ছে বেহায়া ? নিজের হয়েছে তখন ! ...ছলের চাঁদ ক'রে বাঁধ, দাঁড়িয়ে আছি ... আমি বলুম, "আবে আবে, আস্তে আস্তে ... আওয়াজটা পাচ্ছিনি, আমার চুড়ি পরার ... শুনতে পাও কি না ? 'তোমার ছোঁয়া ... ছোঁয়ায় ক'রে নিয়ে এসো' (ও হরি) যাও ... অমনি ছোঁয়াব ক'রে দিইনি,—তো বেটীর ... মোটা ঘরে পরনা এনে চুড়ি পরাব ? তখনই ঘরে ... চুপি-চুপি ক'রে বুড়ী এলো, কাজেই বাকীটা ... কাল-কাল ক'রে কাটাতে হয়েছে। আর কাল নেই ... রাধা, রাম রাধ ! আমি চল্লেম। বড় গরু ক'রে ক'লে ... যদি মেয়েমানুষের সঙ্গে লিরীত করে চাও রাধা, ... আগে আমায় বিয়ে ক'রে তার পর আলেখরী ... করে যেয়ো।

[নিষ্ক্রান্তের প্রস্থান।

কালিন্দী। যেও না গো, নিজের আকলটা দেখতে পা, একটু বুঝ করো না, রাগের সময় একবার ফিরেও দেখতে না, যেন, গোলো—একটা মিষ্টি কথা ক'য়ে গেলো না ! ওরে নিলে, তোর জন্যে যে নিজের সর্ব্বনাশ করেছি যে, সব খুইয়েছি যে, ওরে, তোকে যে আমি ভালবাসতুম যে ! মুখপোড়া নিলে, আর কোথায় যাবি যা দেখি, তোকেও খুন করবো, তারও খুন করবো। ওগো, আমার কি হলো গো, আমার কি হলো গো ! (ক্রন্দন)

কিশোর। কেঁদো না, ছি, কি কর্ত্তে বল, যা হবার, তা হবে, কেঁদে কি করবে ? (নির্ম্মলার প্রতি) নির্ম্মলা ! তুমি যথার্থ বলছ, এখন বুঝতে, তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য, প্রেমে বিষ আছে, প্রেমে বিষ আছে, প্রেমে প্রতিহিংসা আছে, প্রেমে প্রবঞ্চনা আছে—যার ভাগ্যে মানুষ পাগল হয়, মানুষ আত্মহত্যা করে, ভ্রূণ হত্যা করে, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান হারায়।

নির্ম্মলা। এখন বুঝছ, প্রেমে স্বার্থশূন্য হওয়া ঠিক নয় কি ? পক্ষ প্রেমের অন্তরায়। যদি প্রেমে বিশ্বাসী হও, যদি প্রেম অটুট করে রাখ, তবে পক্ষ চাই, ... পরে পরিচয় দিয়ে পুরুষকে ভুলাবার ... সুকৌশল ত্যাগ ; নির্ম্মল পক্ষ ; একথা পুরুষ ... মনে আপন করতে চাই, তোমরা পক্ষ ... আমরা পক্ষ না, তোমরা পক্ষী।

কিশোর। (কালিন্দীর প্রতি) ছি, কেঁদো না, আমার কথা শোন। তুমি কোথায় যাও ?

কালিন্দী। আমি এইখানেই থাকি গো এই-খানেই থাকি, বাপমার ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ছিলেম। এখন কোথায় যাই, কি করি ?

নির্ম্মলা। কি কর্ত্তে ? কেন ভাবছ ? যে গেছে, সে গেছে। ধাওয়া মিনিসের জন্য দুঃখ কেন ? ফুল ফুটে গন্ধ ছুঁকে আনন্দ পাও ত ? সে ফুলটিকে যদি ... যায়, তখন কি কেঁদে চোখের জল ফেল ? এও তাই ! সে যদি না ভালবাসে, তুমি কেন ভালবাসবে ? প্রাণ টাকে অত ক'রে হীন করে না।

কালিন্দী। ওগো, আমি বুঝেও বুঝছিনে গো ! কেমন হয়ে যাচ্ছি। গেল—অমনি ক'রে চলে গেল ! বুকে একখানা ছুরি মেরে গেল না কেন, তা হ'লে ত সব মিটে যেত ? ওগো, আমি যে তাকে ভাল-বাসি ! আমি মর্ব্বো, আমি মর্ব্বো, আমি মর্ব্বো !

নির্ম্মলা। ছি ! ও কথা মুখে এনো না। দেখ, আমরাও দুজনে বিপন্নাশ্রয়। আজ তোমার কুটীরে আশ্রয় নেবো। আজকের মতন আমাদের একটু স্থান দেবে ?

কালিন্দী। ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আজ তোমরা আমার সঙ্গে যাও, আমি কি করবো, কোথায় যাব, কি হবে, কিছুই ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছিনি, হয় ত আমি জলে ডুবে মর্ব্বো, নয় গলায় ! ঐ দেখো ! এস, আমার সঙ্গে এস।

নির্ম্মলা। চল !

কিশোর। তার পর কি করবে ?

নির্ম্মলা। সে পরের কথা পরে।

কিশোর। বলো না, তুমি কে ? তোমার পরি-চয় দিলে না ? থাক্, সে কথা আজ থাকু। তুমি বলছে না বলেছে। (কালিন্দীর প্রতি) আবার কাঁদছো ? ছি ! কেঁদো না।

[সকলের প্রস্থান

(কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়া-পত্নীগণের গীত)

সকলে।—বাঁধ ভাই ভাল বকুয়ারী।
গাছায় খুব দিয়ে,
কাটি কাঠ আর কাটি ঝাড়ি।
...—কিশোর ও নির্ম্মলার প্রবেশ।

মইলো কেন এত ঘোরেন,
বল্ মা ভিখের বাঁধ বাঁধিব।
সুখপ।—আম্‌র গেব কুলে হাতে,
বেচে আর সেব পাকে,
পড়িয়ে শোনে, পাকড়ো পোকে,
এ যে ভাই দুপুর ভাবি।
নকলে।—কয়ুকে কি আর বখন যেমন,
কয়ুকে হবে তখন তেমন,
চুপ্‌টি ক'রে থাকি পোড়ে,
দেখি এবার পারি হারি॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:—

গ্রাম্যপথ।

(ভারবাহকগণ সঙ্গে নবীন সদানন্দ ও বালকগণের প্রবেশ)

সদা। পাজী বেটারা, অলিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, ব্যাটাদের বয় বয় ভাড়া দিয়ে তবে এই সব জিনিস-পত্তর আনায় হ'লো। আর কি সবর আছে, হচ্ছোড়া, কাঁপ রাত পোহালেই যে রাজা। উদ্যুগ সুদ্যুগ কর্‌বার কি আর দিন আছে?

২য় বা। তা হুজুরখাই, আমরা ঠিক সময়ে হাজির কত্তম, আমাদের কি বেচের ভয় নেই?

সদা। হাঁ রে, ভটুলে ব্যাটার ব্যাপার কি বল দেখি? ব্যাটার কুঁড়ের পিরে ত উঁটেছিলুম, কারুর সাড়া-শব্দ পেলুম না, দরজায় চাবি বন্ধ দেখ্‌লুম, ব্যাটা আমায় বর ভোরাবে নাকি? বক বই না পুরে, সর রেখে বোলেছে। পাজি-ভোজনের শেষ রক্ষে হই আর সন্দেশে হয়। ব্যাটা যদি সেইকালে দাঁত মুখ খিঁচুটে বলে যে, হুজুরখাই! আমি পালুম না, তা ক'লেই ত প্রভুর! লোকজনের কাছে মুখ দেখান কি কত্তম?

২য় বা। হুজুরখাই! তার মা বেচে পায় না, সে সর হই রেখে খোয়েছে?

সদা। না রে না, তোরা ছেলেমানুষ, বুঝিস্‌নি। বড় পেশুনি কিনা, বিয়ে বাড়ী, ওপাড়া যে ভাড়ী মেয়ে আছে, তার জন্যে করে, হয় ত আনা

[illegible] পোড়ে আছে, সে ছেলেদের হাত দিয়ে [illegible] কড়ি বিদেয় আছে। বাপিদের ভাকের [illegible] আসা কলসীর ছেলে, তাদের নীচে [illegible] সুকুনো আছে। এদের [illegible] পরমায় পাতি নেবু কিনে [illegible] পারা আছ, আর পুঁই [illegible] দিচ্ছেন, যেন [illegible] রয়েছেন। তার পর [illegible] ছিল, সব সরিয়ে [illegible] ইহকাল পরকাল এই [illegible] আমিসপ্তি, [illegible] —আরও আমি শুনলেম, [illegible] দ্বারা আছে, [illegible] আমি দেখো। আমার বোধ হয়, [illegible] লোচ্চোর লোক বড়ী [illegible] ছেলে, দাদা ব'লে [illegible] অসময়ে কিছু সাহায্য [illegible] কায় করিস। আর [illegible] আছে, সাফ [illegible]

৩য় বা। তা হুজুরখাই, [illegible] পুঁজে নিয়ে আসবো?

সদা। হাঁ বাবা, কেঁচে [illegible] কোথায় আছে, খুঁজে পেতে আমার [illegible] এসে হাজির কর। তাদের [illegible] হাঙ্গুর ব'লে জানবা না, বেচের চোটে [illegible] দেবো।

৪র্থ বা। হুজুরখাই, এইবার আমাদের [illegible] কতক ছুটি দিতে হবে। আমরা বিনয় [illegible] বাবে খেলা করি।

সদা। তা পারি বই কি, তা পারি [illegible] হাঁ রে, তোদের কাছে কিছু [illegible] পয়সা আছে?

৪র্থ বা। কেন হুজুরখাই?

সদা। কেন কি রে বাছারা! [illegible] ভালো কি আছি বেচা আছি?

২য় বা। না হুজুরখাই, [illegible]

সদা। তবে এক কাজ [illegible] সঙ্গে ক'রে [illegible] পৌঁছে দিয়ে [illegible] কতক পয়সা [illegible] আমি আর [illegible]

[illegible] সন্ধ্যার [illegible] দেখা যাচ্ছে, [illegible] আমি নিশ্চিন্তি হই।

[illegible]। তবে ওঠবার, আমরা যাই?

[illegible]। হাঁ, যা। [illegible] ঘুটেকাঠগুলো [illegible] নিয়ে যিনি।

[illegible]। এ [illegible] আমাদের বেতের [illegible]

[illegible] প্রস্থান।

[illegible]। আমার জীবনটা এক রকমে কাটিয়ে দিলুম, ছেলেদুটো কি হবে? একটী [illegible] খাটায়, একটী [illegible] দুজনি, এর পর বাটীতে নিয়ে [illegible] না, আমার ত অমতেও [illegible] এর পর বাটীরা [illegible] কে? যাক্, কে কার জন্যে মরে, আমার অত [illegible] কি; জীব দিয়েছে যে, আহার [illegible] সে। [illegible] পাট প্রায় [illegible] এক [illegible] দিইছি, কিন্তু একটা আধা, দিতে আধা, [illegible] পারছিনি। হায় রে স্ত্রী-লোক! তোমার [illegible] বিষম [illegible] ছেলে শুলে অন্ধ হয়ে থাকতে [illegible], আমি একটা কচ্ছি, নিজের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] জীবনও [illegible], সে একটু বোঝে কি? কদিন [illegible] তার মনটা কেমন আর এক রকম দেখছি, [illegible] মারা যাবে নাকি? জগদীশ্বর, তাই কর, [illegible] দাও, মুক্তি দাও, শক্তির সাধার আর আজ্ঞা [illegible] না!

(বড় কুটুম্বের প্রবেশ)

বড়। বাবা! বাবা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

সদা। কি রে, কি?

ছু। তোমার বড় বিশ্বাসের ধন পাতলা করে গিয়েছেন, যাঁর জন্যে আমরা ছেলে, আমাদের পর্য্যন্ত [illegible] ছেড়েছিলে, আমাদের বক্ষে বুকির বসোবস্ত, [illegible] তাঁর তোকা পাওয়া নিয়ে ভাজা পরোটার [illegible], আমরা টাকা সিকে চাইলে কামড়াতে [illegible] আর যৎসামান্য যা কিছু তোমার [illegible] তাঁর সঙ্গে বোঝাই ক'রে আনতে; এখন [illegible] কোথায়?

[illegible]। [illegible]

ছু। সেই [illegible] আছেন, তাঁর তোষার কাছে নেই, একটা ছোঁড়ার সঙ্গে ঘর ছেড়ে গেছেন।

বড়। আর ত, মেয়েমানুষ সাত এসঙ্গ, তা জানতুম না।

ছু। বোঝো দাদা বোঝো, গাঁরা বড়, কি মেয়েমানুষ বড়?

সদা। তবে পাখী উড়লো? বড় সাধ ক'রে পুষেছিলুম, অনেক যত্নে খাবের ভিতর প্রাণটী ঢাকা দিয়ে রেখেছিলুম, এত ভালবাসা, এত সোহাগ, এত প্রেম, সব ছলনা? উঃ! আজ আমার পাষাণ প্রাণ কেঁপে উঠছে, যদি রাজা হয়ে ফিরে যেতুম, তা হ'লে একটা চোট সাম্লাতে পারতুম না। যেলো, দুর্গা ব'লে ফেলো, একবার ব'লে ফেলো না। [illegible] আশীর্ব্বাদী ভাত! তোরা না শক্তির অংশ? ছলে, ছোকে যে বড় ভালবাসতুম, কেবল তোর জন্য মায়া আটকা পোড়েছিলুম, এত সহজে মায়া কাটালি? এক ফোঁটা ভাবলিনি? এক ফোঁটা চোকের জল ফেল্লিনি? বুকে ছুরি মেরে চোলে গেলি, হাসিমুখে পায়ে দলতে দলতে পালালি? তোর ভাল হবে? তুই এখনও সুখী হবি? না না, তোর কাঁদতে কাঁদতে দিন যাবে। ওরে, তোকে যে আমি অমরত্বে আশীর্ব্বাদ দিইছিলুম! একটা [illegible] প্রাণে বসাইছিলি? বনের [illegible] লুকিয়ে থাকিস, বন আগুনে দেবো, সমুদ্র ডুবে থাকিস, সমুদ্র শুকে ফেল্‌বো, পাহাড়ের ভেতর ঢুকে থাকিস, পাহাড় ভেঙ্গে ফেল্‌বো। তোকে মার্কো, তোকে মার্কো, যে মনের ওপর আর একজনকে বসিয়েছিস, সেই মন বিষের ছুরি দিয়ে কুচি কুচি ক'রে কাটবো; তুই আলাদা ছট্‌ফট্ ক'রে মরবি, আমি হাসিমুখে দেখবো, যে চোকের চাউনীতে আমায় পাগল ক'রেছিলি, সেই চোক জ্বাল-কুরুরকে দিয়ে খাওয়াব। পালাবি কোথায়, পালাবি কোথায়? সর্ব্বনাশি! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে, শেষে এমি ক'রে আমায় ফাঁকি দিলি?

বড়। বাবা! তুমি পাগল হ'লে নাকি? ঠাণ্ডা হও, ঠাণ্ডা হও।

ছু। হুঁ[illegible] ইংরেজ গুলা পাওয়ালের বাবায় [illegible] এখন ঠাণ্ডা হচ্ছে না, ও মেয়েমানুষের ছোবল, আর আজ কেউটের ছোবল দুই-ই সমান।

সদা। [illegible]

হইনি। আমি ঠিক আছি, ঠিক আছি। [illegible] কি একটা কাজ [illegible] ছুটে পালাচ্ছে, [illegible] ঠ, [illegible] দেখি।

[illegible] তা তো আমি [illegible] কিন্তু আমার বিশ্বাস করি, [illegible] বড় কি ভেবেছিস বল?

[illegible] উত্তরের প্রতীক্ষায়

[illegible] [illegible] পরমানন্দকে পরমানন্দ, বীরবলী ও চমৎকারী হাসতে হাসতে প্রবেশ।)

মাধ। [illegible] তুমি কাপড় [illegible] আর [illegible] ছোপাতে বল। আমি [illegible] তুমি [illegible] হয়ে যাও, আমি তোমার ছেলেকে খুঁজে আনছি এখনই।

পরমা। বেশ, তুমি যেই হও, তোমাদের [illegible] যেতে পারি, কিন্তু তোমার কথা শুনে [illegible] শুধু প্রাণ আমার [illegible] পড়েছে। [illegible] অনেক [illegible] কুটিল পৃথিবীর সঙ্গে [illegible] করে অভ্যস্ত হয়ে, নীরস [illegible] বসবাস করে আসছি। কিন্তু [illegible] নয়নে ছিল, সেই রস থেকে [illegible] আমার আমি আজ এই [illegible] বঞ্চিত। [illegible] সঙ্গে [illegible] দিল না, তবুও [illegible] পাত্র পূর্ণ ছিল। যে আজ [illegible] খুঁজে পাচ্ছিনি। কস্তুরী [illegible] আমি কাঁদি, ও [illegible] অন্তরের [illegible] [illegible] বল। [illegible] কে। কৃপা ক'রে [illegible] করে [illegible] তোমার [illegible] শুনছি, মনে হচ্ছে, [illegible] স্বর পৃথিবীর নয়, তুমি স্বর্গের [illegible] [illegible] খুঁজে এনে দাও, এ [illegible] [illegible]

বীরবলী। আপা, তোমার [illegible] ছুটি, তুমি [illegible] [illegible] খুঁজে এনে দাও, আমার [illegible] [illegible] [illegible], তুমি আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], আমি তোমার [illegible] [illegible] [illegible] প্রাণ বাঁচাও, নারদকে [illegible] দাও।

চমৎ। (পরমানন্দের প্রতি) [illegible] তোমার ছেলেকে খুঁজে এনে দিতে [illegible] আমার একটি কথা [illegible] [illegible] তার সঙ্গে যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার ছেলেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] তুমি আমার [illegible] ছেড়ে?
[illegible] তোমার চোখ ঝাঁপা [illegible] আমার মনে
[illegible] দিতে চাও, যাও, আমি এখনি তাকে
[illegible] পাঠাচ্ছি।

রাধা। (পদ্মাবতীর প্রতি) দেখ মা, আমার
[illegible] নই, খুব ভাল আছ, আমাদের ঘরে যেতে
[illegible] তোমাদের মন যাচ্ছে বটে কিন্তু এখনি না।

পদ্মা। দেখ, আমি বুদ্ধি-চিত্ত-শূন্য, কিন্তু তপ-
স্বীদের কৃপায় আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। তুমি
আমার চোখ ফোটাতে চাও? পৃথিবীর সার
জিনিস দেখতে চাও, যা দেখলে আর সংসারের
সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তুমি সামান্য নও।
আমি তোমায় অন্তরঙ্গ চিনেছি। কেন চিনেছি
জান? এখন আমার অবস্থা এরূপ দেখছ বটে, কিন্তু
আমার পূর্বজন্মেই আমি সম্পত্তিপন্ন ছিলাম। সুরমা
অট্টালিকা, অসংখ্য দাসদাসী, অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুরই
অভাব ছিল না। স্বামীর সঙ্গে কখনও প্রবঞ্চনা
করি নি, তাঁকে কখন অসৎপথে নিয়ে যাইনি, কুকার্য্য
করি নি, তা এখন জানিনি, চিরকাল সৎসঙ্গে বাস, ধর্ম-
কর্ম্মের আচরণ, দানধ্যান, এই সকল নিয়েই সর্ব-
দাই থাকতেম। অবশেষে পিতা, কন্যা ও পুত্রের হাত
ধরাধরি করে এসে এই বন আশ্রয় করেছি। এই
বনে এক একবার ভগবানের উপর অভিমান
আসতো, কাকুতি, কি পাপে আমার এই দুর্দশা?
এখন বুঝি, সর্ব্বনাশ হয়েছি বলেই পৃথিবীর আর
কিছুই দেখবো, চিত্ত-অন্ধ আমি, চক্ষু পাবো। অন্ত-
র্যামীরূপে হরি তোমার সঙ্গী। যাও, আমি স্বীকৃত
হলেম, তোমার তাদের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ
দেবো। আমার চক্ষু দাও, আর না হয় মাঝে মাঝে
এসে আমাদের দুঃখীজনদের দিয়ে যেও। আপাততঃ
আমার মেয়েটিকে বুঝে এসে দাও।

রাধা। তা দিচ্ছি, (বাঁশরীর প্রতি) সই, তুমি
এই পদ্মিনীর প্রাণ শোষণ কর। তুমি ও ভাই, আমি
[illegible] তুমি পারিবে?

বাঁশরী। তা পারি, আমার কথায় পারবে
[illegible] মেয়ে?

রাধা। হাঁ, তুমি যাও।

কৃষ্ণ। [illegible] কি দিয়ে

(রাধা ও বাঁশরীর প্রস্থান।)

সে যে কদম্বতলায় থেকে হাসায়,
[illegible] মোহন বাঁশরী।
বাঁশরী-রবে ভুবন মজে, মজলো শুনে কিশোরী ও
কুল-মান ছাড়ল কোথা, ছুটলো বাঁশী শুনে।
রাধার মন টানছে বাঁশী, রাধারমণের গুণে।
সাধ যমুনা কুলু কুলু, উজান ব'য়ে যায়,
বাঁশরী কালী গলায় পরে, কোকিল কুহু গায়,
মিশে গিয়ে বাঁশরীর সুরে আপন-হারা হয়।
বাঁশী শুনে দাসী হয়ে পায়ে পড়ে রই।

পদ্মা। আহা! প্রাণ জুড়াল।

রাধা। তা ত জুড়াবেই, এ আর নূতন কথা কি
কি বল? অমৃত চিরদিনই অমৃত। এখন চল।

(সকলের প্রস্থান।)

(পক্ষি-বিক্রেতা রমণীগণের পাখী লইয়া
প্রবেশ ও গীত)

কাল পাখী তোর রাধা ঠোঁটে,
আদর ক'রে চুমো খাই।
এমনি কোরে, বুকে ক'রে, উধাও হয়ে উড়ে যাই।
মিশিয়ে গিয়ে কাল আকাশে,
লুকিয়ে থাকি মেঘের পাশে,
গলা ধ'রে মুচকে হেসে,
প্রাণের মোহন এমনি-চাই।
পাখী তোর রাধা হাসি,
রাঙা প্রাণে ভালবাসি,
মধুর হাসি, পরাণ বাঁশী, এমনিটি আর কোথাও নাই।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০:—

বৃন্দাবন-সমীপ।

(বিদ্যুৎ ও বিদ্যুতা প্রবেশ।)

[illegible] এই [illegible]

সাক্ষী, বলিয়া যাও, তুমি কে? আর আমার মনোযোগ হরণ করো না।

নির্মলা। এই যে সাক্ষী, ঘনশ্যাম গাছপালা সাক্ষী, তুমি সাক্ষী, আমি সাক্ষী, ভগবান সাক্ষী, সত্য বল, তুমি আমায় ভালবাস?

কিশোর। ভালবাসি।

নির্মলা। ভালবাস? আমিও তাই বলি, খুব ভালবাসি, তবে শোন, আমি বেহুলা।

কিশোর। হাঁ! তুমি বেহুলা?

নির্মলা। হাঁ, আমি বেহুলা। বলমটা বা বেহুলা, তাতে কি? তুমি আমায় ভালবাস? এখন আমি তোমার স্বামীর জন্য বেহুলা, তুমি আমার চিরন্তন দেবতা।

কিশোর। তুমি বেহুলা, তা আমি জানতুম না, তা হলে তোমায় ভালবাসতুম না, তোমার সঙ্গে আসতুম না, তোমায় পেতে কি করতুম না। ছি ছি! বেহুলা যে সতীলক্ষ্মী, তাহলে কীর্তন শিখে, রামায়ণ মোটার ভেতর লক্ষ্মিনী সেজে, সরল মানব-প্রকৃতির অলঙ্কার-পরিচয় ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে বসেছি, বেহুলার সঙ্গে ভালবাসা নেই। তবে তুমি আমায় কেমন করে ভালবাসবে? আমার আত্মাবলম্বিনের কথা তুমি কিছু জানতে কি?

নির্মলা। কিছু পারি না, পারি বোধ হয় না। পারি যদি কেউ না, তা হলে প্রেম হবে না। ভগবানকে জানে পাওয়া যায় কি? এমন ভালবাসা নাই যাসমন্ত্রে, আমার কি দিন যাবে না, যাবে। তবে তোমার গঞ্জনা সত্ত্বে, অতি অল্পে পদদলিত হয়ে, তোমার কৃপার পাত্র হয়ে থাকবো তা মনে করো না। যে ভালবাসে, প্রাণ ঢেলে দেয়, আপনার বলে কিছু রাখে না, মনে অভিমান রেখো না। দেখ না, ছদিন পরে না, আমি ভালবাসতে জানি কি না, বোঝো না।

কিশোর। কি বুঝবো, কি তোমাকে? তোমার আর কি আছে? তুমি বেহুলা, ভালবাসা কি পেয়েছ তা? আসলে তার কত উচ্চে স্থান, তা-কি তুমি মনেতে করে রাখতে হয়, তুমি জান কি? তুমি পেয়েছ কি? তোমার ভালবাসাতে পবিত্র আত্মার অবস্থানের কথা কই?

নির্মলা। আমে সুখী করুন, এটুকু তুমি এখন বুঝতে পেরেছ? তবে তুমি সুখী হও, এই আমার আশীর্বাদ। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, বলুন কি

কিশোর। তোমার যা ইচ্ছা হয়, তোমার ভাবনা আর কেন আমার? আগে আসতুম, যখন তোমার দেখা পেতে আসতুম,—এখন আসতুম, এখন আর কেন আসবো? যখন তুমি সাজি সাজে ফুল তুলতে যেতে, আমি দূর থেকে তোমায় দেখতুম, যখন গাঙ্গেয়ায় থেকে জল নিতে আসতে, আমি অনিমেষ-চোখে চেয়ে থাকতুম, মনে হতো, ওই আমার 'ভরম্' কানলের' দেবতা মূর্তি। তুমি বেহুলা, তা আমি জানতুম না, এখন বুঝলুম, যেন কুমি তোমার পতিদেব দেখতে। ছি! ছি! কি করেছি, কার জন্যে সর্বস্ব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, কার তরে বৃদ্ধ পিতা, অন্ধ মাতা, অনুরক্তা পত্নী, ও সাধের মানব-জীবন দূর করতে বসেছি? আমার কথা শোন, আমি তোমায় ভালবেসেছিলুম, এখনও ভালবাসি। ইহকাল তোমায় পেয়েছি, পরকালে যদি পরমাত্মার কিছু কাজ তোমে পাই।

নির্মলা। এ কথা? তোমার মুখে এ সকল কথা শুনতে হবে? তুমি আমার পরকাল দেখবার আমার কর্তব্য-পথ তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ? এই, ঘটনা তোমার মনে কি হচ্ছে, তা নয়। আমি তোমায় বলেছি যে, আমরা বুকের রক্ত দিয়ে ভালবাসতে জানি, আবার পরের বুকের রক্ত নিতেও জানি। সাবধান! সিংহিনীর গুহা ধরে টেনো না, বাঘিনীর কপাল পা দিও না, সাপ ধরে খেলা তুলে বিষের আগুন আনিও না, যে আগুনে শুধু আমি একা পুড়বো না, তুমিও পুড়বে—সব ছাই হয়ে যাবে, নিশানাও থাকবে না। এখন সাক্ষী, তুমি সাক্ষী, তোমার ভালবাসার সাক্ষী, তুমি ছাড়া আমার এখন উপায় নাই বলে, তা বলে তোমার মুখ চাইবো না। তোমার কাছে আর মনুষ্যত্ব ভিক্ষা করবো না, আর তোমায় পরের হতে দেবো না। এখন কি হবে আর? [ ] পথে নিয়ে যাবে সেই পথে [ ] সত্যি বলছি কি, অভাগী রাজার আদরে [ ] যাবে নিরাশ্রয় হয়ে, নিরাশ্রয় [ ] কপট, আমাদের তোমরা নিয়ে [ ] ভাসিয়ে দেবো, তা নিশ্চয় [ ] হবে কেন, কিশোর! [ ]

[illegible] না, চঞ্চল সময় হাতে নাই, [illegible] তোমার [illegible] কি না, সে প্রমাণ [illegible]

কিশোর। একদা আমার মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে, সত্য প্রেমের অনুরাগ। কবিটা শুনে আমার মনে হয়েছিল, তবে তুমি, তুমি যথার্থ প্রেম আর [illegible] প্রেম বড় [illegible] আসলে কেমন ক'রে? [illegible] করবারে, তুমি পারে হাঁসবে, তুমি মুখ ফেরাবে, তবু আমি তোমার চ'খের জলে বুক ভেসে যাবে, সবের বাঁধন ছিঁড়ে প্রবোধ দিয়ে আর টেনে [illegible] যায় না, সব বুঝি যাক, বুঝি তুরি ছেঁড়ে। [illegible] স্বপ্নসুখ, আমার সর্বস্বধন তার প্রেম-[illegible] মুক্তি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ি-[illegible] তখনি তার পায়ে লুটিয়ে পোড়বো। চোখের জল তার পায়ে মুছে, তার গলা ধ'রে [illegible] বলবো,—আমি তোমার। আমায় ঠেলে ফেল, [illegible] ক'রে মার, তবু আমি তোমার। বল দেখি, এ সব কথা শুনে কি প্রাণ কাঁদে না? তোমার ভালবাসায় আর এ ভালবাসায় কতটা প্রভেদ? এ প্রেমে পূর্ণ নেই, কিন্তু তবু কত মধুর, কত সুন্দর, স্বর্গ আর কোথায়? তুমি বেশ্যা, তোমার [illegible]—গর্বে পুরুষ বশ হয়, গর্বের কটাক্ষ পুরুষকে অনুগত করে। গর্ব প্রেমের জল-[illegible]। আর না, তুমি বেশ্যা, তুমিও জীবন নিয়ে যে রকমে সুখী হ'তে চাও, হও, আমি চল্লুম। [illegible] পরকালের জন্য প্রস্তুত হও।

নির্মলা। যাচ্ছ—যাচ্ছ, যাও। ছি! ছি! কি ঘৃণা, কি লজ্জা, নিজের পায়ে পেতেছ [illegible] নিজের জীবন যৌবন বিলিয়ে [illegible] আপনার বড় সাধের জীবন পরের হাতে তুলে [illegible], তাতেও এত সুখ, এত [illegible], এত যন্ত্রণা, এত আত্মপ্রবঞ্চনা! আমি বেশ্যা, সহস্রবার বেশ্যা, আমায় ঘৃণা কর। আমায় ফেলা না, আমায় কাঁদিয়ে দিও না, আমার সর্বনাশ করো না। [illegible] বাসী [illegible] আর ত কিছুই নাই, তুমি নিষ্ঠুর হও, [illegible] প্রাণ [illegible] তুমি [illegible] বাসী ব'লে পায়ে ফেলে [illegible]

তোমার পায়ে বিলিয়ে [illegible], প্রেমের পায়ে [illegible] কাটা কুটলে বুক দিয়ে তুলে নেব। [illegible] যথার্থই অনাথিনী, আমার [illegible] চাইবার কেউ নেই।

কিশোর। অনাথিনীর আশ্রয় অনাথনাথ, তাঁর শরণ নাও। তুমি বেশ্যা, তোমার প্রাণ [illegible] তুমি; আমি চল্লুম।

(কিশোরের প্রস্থান।

নির্মলা। সব ফুরুলো, যেন একটা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। এলো, গেল। সুখ-স্বপ্নের মত চলে গেল! হাওয়ার মত মিশিয়ে গেল। দীন-হীন, ক্ষীণ, মলিন, ক্ষুদ্র, পদদলিত অসার স্মৃতি অতীতের সাক্ষী দিতে রয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, চোখের জল [illegible] ভেসে যাচ্ছে, আমি কাঁদছি! এ একটা নূতন [illegible] বটে। কেঁদে কি হবে! যত কাঁদবো, মৃণালের সুতোর মত কান্না ততই বাড়তে থাকবে। এখন এখন উপায়? আর কেন, পৃথিবীর যতটুকু সুখ, যত টুকু আনন্দ, যতটুকু তৃপ্তি, তা তো সম্পূর্ণ পেয়েছি, এইবার সব ফুরিয়ে দি' কেন? ভুলুয়োকি ক'রে [illegible] তিরস্কার কি ক'রে এড়াব? আছে, একটা উপায় আছে, সেই ছুরী—যে ছুরী বুকে ক'রে বেড়িয়েছি, যে ছুরীকে চির-সহচরী ক'রে সঙ্গে এনেছি, সে আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে, তবে আর কি! এখুনি ত জুড়াতে পারি, এখুনি ত সব জ্বালার মুখে ছাই দিতে পারি! তার পর স্বর্গ কি নরক? কিশোর বলে, তা ত ঠিক, ইহকাল পরকালের কথা, এই আমার মনে পড়ছে। এই ছুরী—(ছুরী বাহির করা) তুমি অনেকের আশা ফুটিয়েছ, তুমি অনেক [illegible] পীড়িতকে চিরদিনের জন্য শান্তি দিয়েছ। অনে[illegible] অভাগিনীর শূন্য প্রাণ পূর্ণ করেছ। অনেক [illegible] হীনাকে প্রবোধ দিয়েছ। অনেক বিরাগ প্রণয়ীর [illegible] কার্য করেছ। তোমায় বুকে ক'রে বে[illegible] বেড়িয়েছি, অনেক যত্নে বুকে স্থান দিয়েছি, এস [illegible] ছুরী! আমার পথ মুক্ত করে দাও, আমায় [illegible] দাও, আমার প্রাণ নাও! বড় আশা, [illegible] [illegible] পারলুম না। মুক্তি দাও, [illegible] [illegible]—যাক, আর কাজ নাই, [illegible] [illegible] [illegible]

ক্রমে বিশ্বাস যাচ্ছে, কে সাধু ও কি জিনিস না, জানে, চেনে তুমি ! আগে তার বুকের রক্ত দিয়ে এস ! তার পর তাহার রক্ত দিয়ে আমার চিরসঞ্চিত অপূর্ব সাধু নিজের সাধ !—পারবে ত ? পারবে ত ? ছি ! ছি ! কাঁদুনি, কাঁদুনি, আবার চোখে জল, চোখ উপড়ে ফেলবো, না না, আবার মায়া, আবার ক্রোধে হয় ! আমার জন্য ! (ক্রন্দন)

(নিমচাঁদের প্রবেশ)

নিম। বাবা ভাইনীর হাত থেকে কোন রকমে এড়িয়েছি, কিন্তু পরমার কাপড় খানা যে সেটা দখল কোর্ব্বে, তা ত প্রাণে সইবে না। ও কে বোসে ? সেই ছুঁড়ীটা নয় ? ব'সে ব'সে কাঁদছে, এ কি রকম বাবা ? মেয়েমানুষে কাঁদে, তা ত জানতুম না।

নির্ম্মলা। উঃ, বড় জ্বালা ! বড় জ্বালা ! প্রাণের বোঝা আর বইতে পারিনে, প্রাণ বুঝি ফেটে যায়, বুকের ভিতরকার সমস্ত রক্তটা যেন কেটে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। মনে করেছিলুম, পুরুষ ত নির্জ্জীব পুতুল, যেমন নাচাবো, তেমনি নাচবে, যেমন দেখাব, তেমনি ফিরবে, কি লাঞ্ছনা ! ছি ! ছি ! কি যন্ত্রণা ! পোড়া মনের সাধ দেখ ! এখন মনে হচ্ছে, আমি তার পেছনে ফিরি, ছুটে গিয়ে আমি তার পায়ে ধরি—তবে সত্যই কি প্রেমে পড়লে সে প্রেম ছুটতে চায় না ? কোথায় যাব ? নিরাশ্রয় সম্বলহীন অনাথিনী স্ত্রীলোক, কোথায় যাব ? কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাবো ?

নিম। এই ত বাবা ! মেয়েমানুষও ত পাঁচে পড়ে দেখছি, আমি সে দিন ঢের বুঝুনি দিচ্ছিল, এক একটা কথা কয়, আর কালসাপিনীর মতন চক্কর তোলে ! এই ত চাঁদ ফাঁদে পড়েছ বটে ! (নির্ম্মলার কাছে গিয়া) ওগো ঠাকুরুণ ! তুমি এখন এমন হয়ে পড়েছ ? তা কি করবে বাছা ! গেছে গেছে, তার আর চারা কি ? আমারও কাঁচা বয়স বটে, আমি এক কথায় ছেড়ে দিলুম, আর তুমি মন বাঁধতে পারবে না ? নিজের মন নিজের হাতের ভিতর নাও, কাঁদতে দিও না, ছট্‌ফট্ করতে দিও না, হাঁফপীক করতে দিও না, ছদিন একটুখানি বুঝুবুঝুনি থাকবে হবে, তার পর যেমন তেমনি হয়ে যাবে।

নির্ম্মলা। তুমি আবার এখানে এলে কে ?

নিম। (আমোদা শিরীষ বাগানের পেয়েছি, তা সাধ করে না, পরমার কাপড় আনে সেই কথাটি যদি তুমি আমায় বলাতে পার, সেই জন্যে এসেছি। কি আর ? নিজের সরলা বিয়ে কেন, কাপড় গুলো নেবো আর একজনকে পরাবে, সেটা আবার পক্ষে ভোলানো ভার হবে। সে কথা থাক্, তোমার মতটি কি অটিচল থেকে নড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছেন না কি ? আর তুমি কেন ছাই চোখের জলে ভাসা পাঁথছ !

নির্ম্মলা। আমি তাকে বড় ভালবাসতুম, তাকে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ করেছিলুম, তার প্রেমময় মূর্ত্তি আমার প্রাণে অতি যত্নে প্রতিষ্ঠা করেছিলুম, সেও এত দিন, অনেক কাঁদালুম, অনেক বসালুম, চোখের জল বুক ভাসালুম, সে একটি পাষাণ, একটি নির্দ্দয়, একটি নিষ্ঠুর এক ফোটা চোখের জল পর্য্যন্তও নিতে দিয়ে গেল না, চলে গেল, সে যেন আমার কেউ ছিল না ! চ'লে গেল, যেন সে আমার পথ। চ'লে গেল, যেন আমি তাকে দেখিয়েছিলুম এমন আমার দশা দেখ ! কেবল জ্বালা ! কেবল জ্বালা ! স্ত্রীলোকের আর কি সম্বল আছে বল ?

নিম। বা ছোক বাবা ! একটা ধোঁকা আমার মিটিলো। মনে করেছিলুম, মেয়েমানুষ যেটা যা কাঁদে, তা লোক দেখান, সে কেবল পুরুষ ভোলান অস্ত্র। তা ত নয়, এখন দেখছি, মেয়ে মানুষ কেউ এ কাজে ছাড়ান পান না। পোড়ার মনের সাধ দেখছি, আশা পিরীত। সকলমারি যিনি করেছেন, মেয়েই হন আর মদ্দই হন, শেষ কথা বিষম কথা।

(নিমচাঁদের যাওন)

পিরীত কথা কি সকলমারি মজাবার ? বিয়ে বিষম রোগে ধরবে তেমে, বিষের আসার বিষম আসার এ কাজের এমনি মজা, হও না কেন রাজার রাজা

কুসলে কাঁধে প্রেমের লাঠা, নড়ন চড়ন নাহি

(কালিনীর প্রবেশ)

কা। এবে বুধোপাড়া, ওরে [illegible] সন্ধানেছে ! আমায় এনেছিল যে ! [illegible] ছেকে এখনি ধরিয়ে দেবো বলছে ! [illegible] দুর হ, দুর হ ! বলে [illegible] আমার আর ফিরে যাবে না।

[illegible] ভগবান্! আমি তোর কত [illegible]
[illegible] পরণের কাপড় কাঁথামা আছে,
[illegible] দিয়ে এসেছি।

কা। কাপড় তোর গায়ায় মরব না?

নিম। নাঃ, তোর মরার দরকারই হবে। তোর ভালবাসার মেয়ের মতন যের ক'রে রাখ, আমি মরে পড়ছি। মনে তোরো না রাজা, তোমার তোলাবেন শিরীষের মূর্তিতে আবার পড়তে এসেছি। তোমার প্রেমে দূর থেকে ছেলাম রাজা!

কা। বলি শোন না, বলি শোন না, কেন বল দিকিন, আমায় সঙ্গে এমন করিস? আমি তোর কি করেছি, তোর থাকা ধানে দৈ দিয়েছি, না তোর দুধ মাখন দিয়ে ভাত দিচ্ছি?

নিম। কি বাবা! আবার মায়া বাড়াচ্ছো? আমার ডাকিনীর মন্ত্র থাকছে? আবার কাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছো? আমার কাপড়ে কাজ নেই বাবা। শুধুই রাঙ চাম! অনেক কষ্টে বাঁধন কাটিয়েছি, আবার কেন আটাকাটিতে পোড়বো? সেইটে সাপের জাত তোমরা, একবোঁদলেই প্রায় কাজ করেছিলে, নেহাৎ বাপ-মার পুণ্যি, অনেক ঝাড়ফুঁকে ঝেড়ে পুঁছে উঠছি, আর কেন?

(নিমচাঁদের গীত)

যেমন আছ তেমনি থাক,
আবার কেন নয়না হান।
ভাঙা শিরাও জোড়া দিয়ে
কেন মিছে বাঁচিয়ে আন॥
তফাৎ থেকে বিদেয় হই,
সুখে থাক মনমই,
বেঁসলে কাছে, পোড়বো পাঁচে,
তোমরা যে চাঁদ তেজী জান॥

[নিমচাঁদের প্রস্থান।

কা। বাপি কোথায় মুখপোড়া, আবার ঘুরে ফিরে আসতে হবে, ওরে ওওআড়া, অমন পাবি কোথায়? নূতন ক'রে শিরীষ করেছে চেছ? তাতে কি কিছু খোকু থাকু চাই, বেটার ঠাঁসা ঠোটে না, ছেলে থাক পাবি কোথা?

নির্ম্মলা। ওগো, আমার সব ফুরিয়েছে, আমার [illegible] ভেঙে গেছে! আমার যে ছিল, সে চলে [illegible] আমি অনাথিনী নির্ম্মলা, আমার কেউ [illegible] দুইটি সাথনী, যে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে, সেই পথে যাবো। আমার চরণ পাবার যে বাসনা করতে বলবে, সেই কাজ করবো, আর সময় নেই, আর আটকে রাখতে পারবো না।

কা। আ মরণ, এরই জন্যে শিরীষের মুখে চাবি পড়ে গেল, ও বাটীর আগুই মেয়েকপালে আছে। ভগবান্! এত লোক মরে, সর্ব্বনেশে পুরুষগুলো মরে না? তা হ'লে যে আমাদের হাড় জুড়োয়, আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

(যণ্ডের প্রবেশ)

যণ্ড। ওগো, পালাও পালাও, শীগ্‌গির পালাও আর দেরী করো না।

কা। কেন, কে তুমি?

যণ্ড। তুমি আমায় চিন্‌বে না। উনি আমায় চিনেছেন। যাও শীগ্‌গির পালাও, বাবা টের পেয়েছে তুমি এইখানে আছ, তোমায় খুন করতে আসছে, বড় জোর জানিয়ে দিতে আসছে, যাও যাও, দেরী করো না।

নির্ম্মলা। সর্ব্বনাশ! কোথায় যাব? হা ভগবান্! কি করে?

যণ্ড। আর কথা কবার সময় নাই, যেখা পাও, লুকোয় যে।

কা। চল গো চল, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি কেন মরতে এমন সর্ব্বনেশে মাগীকে ঘরে আন দিয়েছিলুম গা! আপনিও মলো, আমাকেও মারতে এস এস, আর দাঁড়িও না।

[নির্ম্মলা ও কালিন্দী যণ্ডপ্রস্থান

(মশালহস্তে সদানন্দ ও কুঠারের প্রবেশ)

সদা। কোথা? কোথা? সে মাগী কোথা সে মাগী কোথা? শীগ্‌গির দেখিয়ে দে। শীগ্‌গির দেখিয়ে দে। প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে, প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা হব, ঠাণ্ডা হব, সে বেটীকে খুন ক'রে ঠাণ্ডা হব।

যণ্ড। ওই, এই কুঁড়ের ভেতর লুকিয়েছে।

সদা। [illegible] কে আগিয়ে যে, বেটী খুন [illegible] পুড়ে মরব, সেই বেটী বেরুবে, তখনি সদা [illegible] খাদি অনাথিনী নির্ম্মলা, আমার কেউ [illegible] আমার ঐ অভাগা কুঠুর ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

থেকে পালিয়ে এসেছিস্, আমি তোকে সঙ্গে আন-লাম্ বলে, আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্, এখন এই সঙ্কি-স্থলে।—(ধনু আগলিয়া বেষ্টন) আগুন জ্বলছে, ধূ ধূ জ্বলছে, লক্ লক্ শিখা এইবার আমাকে গিলে ফেলবে। সর্ব্বনাশি! আমার কাঁকি দিয়ে তুই সুখী হবি মনে করেছিস্, আমি কাছে বড় অন্ধকার ছিল, না? কেমন? এখন সুখ কত, তা দেখি। কৈ রে বণ্ডা! বেটী বেরুচ্চে না যে।

বণ্ড। আর বেরুতে হবে না, আজ যে মূর্ত্তি ধরেছেন, তাঁর লীলা-খেলা জীবনের শেষ করেছে।

কৃ। দাদা! আমার ঘর আলো কোর কাজ নাই, এখান থেকে স'রে পড়ি চল। এখনি দারোগার কানে যাবে যে, আমরা ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছি! অমনি কড়াক্কড়ি হাতে হাতকড়ি পড়বে।

সন্ধা। ঠিক বলেছিস্! ঠিক বলেছিস্! প্রাণের জ্বালা ত মিটলো, এখন তার রক্ষার উপায় চাই।

(বেহান।

কৃ। বাস দাদা, বুঝেছ ত মেয়েমানুষের সঙ্গ ভেঙে গেলে নিজের পায়ের তোরাক্কা থাকে না। কি বক্‌মারির কাজ বাধ! সাধে কি আর লোকে বলে খং দিয়ে এ কাজে ইস্তফা দিইচি, চল, আর দেরী ক'রে কাজ নেই।

বণ্ড। তাই ত, ঘরে দারোগা এসে পড়ে!

কৃ। এ সব কথা গোড়ায় ভাবা উচিত ছিল এখন চল, আবার ভিক্ষেয় বেরি, গাঁজা বড় কি মেয়েমানুষ বড়?

(সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—•—

বন।

(একদিক্ দিয়া ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ, জটিল, ও অপরদিক্ দিয়া ছদ্মবেশী রাধা ও বাশরীর প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। জটিল! এই তোর বউ, দেখ দেখি, চিনতে পার? কেমন রাধা টুকটুকে বউ, সোণা-মুখা মাখান। (রাধার হাত ধরে) অনেক খুঁজে পেতে, অনেক খুঁজে নিয়ে এসেছি। দেখ, বেশ এক্‌বার চেয়ে দেখ।—সোণাপানা বরণখানি, সোণা মুখে হাসি, হাতে মতি তোমার সঙ্গে, পাবে সুখী হবি।

মুখের হাসি চুরি করে মুখ লুকিয়ে বসে:
এমনটি আর কোথায় আছে দেখি না ঘরে ঘরে।
আদর ক'রে হাতে ধ'রে বুক তুলে দে।
প্রাণ দিয়ে তোর প্রাণের শোধ নে,
সঙ্গে ফেলে যে।
এ বড় মজার খেলা, ভাব বাসা নাম।
বাসুলে তার সাধে যে সে, হয় অর্থ কাম।

জটিল। মধুসূদন দাদা! তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পাচ্চিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝবি আর কি! একে বেহাই দিয়ে ফের বিয়ে করতে হবে।

জটিল। বিয়ে ক'রে কি করব?

শ্রীকৃষ্ণ। ঘরে নিয়ে যাবি।

জটিল। যা যে বকবে, তা আমাকেই বা কে বলতে পারে, তা আবার আমার বউকে বাপঘরে যেতে ক'রে?

শ্রীকৃষ্ণ। আজ্ঞা, সে ভার আমার, আমি বুঝিয়ে তাকে বলে আনব।

জটিল। তা মধুসূদন দাদা, তুমি যদি যাকে দিয়ে বলে এস, তা হ'লে আমি বিনিপিসি হয়ে বিয়ে করি।

রাধা। ওলো বাশরি! এই তোর বউ, এর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

বাশরী। তার পর কি হবে?

রাধা। তার পর ওর সঙ্গে তোকে শ্বশুরবাড়ী যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে তোকে যেতে হবে, কাঁদলে কাঁদতে হবে, বাসুলে বাসলে সুখ, বলবে, তাই শুনতে হবে।

বাশরী। দেখ দেখি, মাগীর বয়সের গাছ আমার পছন্দ হয়েছে। আমি ওকে নিয়ে [illegible] কিন্তু তুমি যা বলেছ, সেখানে যাবার সময় [illegible] দিতে হবে, আর আমার পায়ের [illegible] ধরে কত কাঁদতে।

...কথা কবো, আর তোর সাথেতে যুদ্ধ
...তোমরা যখন সমুদ্রকূলে দেখে থাকবে
...আমি, তখন বিয়ে দেবোখি তোর ধারে
...আর তোর জামাই সেইখানে রয়েছে।

...। কেমন ক'রে বিয়ে করতে হয়, তা ত
...আমি না।

...। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। জটিল। আর
...তাড়াতাড়ি। এই মুহূর্তে এক ক'রে দিলুম,
...কি, এমি ধারা বিয়ে।

...। ওমা! একি রকম গো। একেই
...বিয়ে?

জটিল। হাঁ মধুসূদন দাদা, দুহাত এক করে
...বিয়ে বর?

শ্রীকৃষ্ণ। যে বুঝতে পারে, সেই ত বোঝে,
কি যে হাতে হাত।
কোথায় প্রাণের বাঁধন পড়ে
কোথায় প্রতিঘাত।
দুটি আমি এক করে যাই,
ভিন্ন কায়া থাকে।
মন দিয়ে সে আমায় দেখে,
আমি দেখি তাকে।
এমন যখন যে জন ছিঁড়ে,
কি সে হবে তার।
বলতে কথা ফুরায় কথা,
(তার) দুখে পড়ুক ধার।

জটিল। হাঁ মধুসূদন দাদা। তা হ'লে বৌ নিয়ে
...আমি এখন কি করবো?

...। হাঁ বিধি। তা হ'লে বর নিয়ে আমি
...এখন কি করবো?

শ্রীকৃষ্ণ। জটিল। তুই আমার আগালি, বৌয়ের
...নাড়ি ন'য়ে এয়েছ কথা ক, আর কি করবি।

...। বাঁদরী বাঁদরি! তুই ছাকা মেয়ে মা
...? সুন্দর বর হলো, বয়ের মনে লোহাল কর,
...হলো আর কথা নয়, এই বেলা থেকে ঘর-
...ঠিক ক'রে নে।

...। ওমা, সে কেমন গো। তা আমি
...না।

...। হাঁ মধুসূদন দাদা, [illegible]

শ্রীকৃষ্ণ। তাহলেতে শিখিয়ে দিচ্ছি [illegible]
আচ্ছা, তা বলি শোন্, ছাকড়া গাড়ে কর আনতে

জটিল। এই যে প্রভু, আন্ছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তুই কখন গাড়ী পুষিছিলি?

জটিল। হাঁ মধুসূদন দাদা, আমাদের একটা
...গোরা পালিক পুষী ছিল, আমি যখন খেতে বসতুম,
...বোজ আমার পাতটির কাছে এসে বসতো, যেন সে
...আমার কত চেনা, কত আপনার ছিল। একদিন
...সকালবেলা উঠেদেখি, পাখীটি আমার বারন্দার উপর
...ম'রে পড়ে রয়েছে, আমি কত কাঁদলুম, সে আর
...উঠ্‌লো না।

শ্রীকৃষ্ণ। তুই সেটিকে বড় করতিস্? তার
...সঙ্গে ভালবেসে কথা কইতিস্?

জটিল। হাঁ মধুসূদন দাদা। তাকে আমি যে
...যত্ন করতুম, আমার মায়ের চেয়ে বেশী যত্ন করতুম।
...সে আমার বড় আপনার ছিল। তাকে নাম ধ'রে
...ডাকতুম, তার সঙ্গে কত কথা কইতুম। সে আর
...কথা বুঝতে পারতো।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে আর কি, তোর বৌয়ের সঙ্গে
...তেমনি ক'রে কথা ক, যেমন তার নাম ধ'রে ডাকতিস্, যেমন তার সঙ্গে ভালবাসার কথা কইতিস্,
...ঠিক তেমনি; এ আর শিখিয়ে দেবো কি?

জটিল। কত না কথা প্রাণের পাখী,
আঁখি দুটি তোল।
মনের ভিতর মন রেখ না,
মনের বাঁধন খোল।
তোমায় আমায় এক হয়েছি,
নই ত এখন পর।
তোমার প্রাণে আমার প্রাণে,
তোমার মনে ঘর॥
খেলেছি অনেক খেলা,
নূতন খেলা এই।
যে মজতে জানে সাধের খেলা,
বুঝতে পারে সেই॥

বাঁদরী। বুঝিছি বুঝতে বাকী,
সেই ত আমার আই।
আমি তোমার পরের বাড়ী,
তুমি আমার ভাই॥
আমায় ক'রে কত না কথা,

বলা হ'য়ে এমনি ক'রে,
মুখটি চেয়ে রয়॥

(ভটিয়ার গীত)

সোনামুখী পাখী আমার, ওরে তুই যে রে?
মন্ত্রে তোলা মল্লিকা ফুল,
খোঁপায় দিতে যে রে॥
অচেনায় চিনে নিয়ে,
চুপি চুপি প্রাণটি দিয়ে,
পরম প্রাণে সযতনে,
আপন হাতে নে রে॥

(হাঁসরীর গীত)

বাঁশি ভুলে নাও, চাঁদ কিরে চাঁদ,
আছি ব'সে আমার আসে।
এ যে নতুন ছবি, ভুলালো কবি,
আঁধার ছুটে আলো হাসে॥
প্রাণের কথা কত ছলে,
বুঝতে নারি প্রাণ কি বলে,
চকোরী চাঁদ চুমু খায়, এস এস ত্বরা কাছে॥

(ছদ্মবেশী সহচরীগণের গীত)

বঁধু কোথায় ছিল, আপনি এল,
মিশিয়ে গেল প্রাণে প্রাণে।
আঁখি ঠেরে কয় লো কথা,
ছলা কলা কত জানে॥
হাসি মর বিষের ছুরী, ধীরে করে মনটি চুরি,
বলবো কি বল, সব ভুলে যাই,
চাইলে বঁধুর মুখের পানে॥
প্রাণ কি যাচে, আপনি ছোটে,
মনের বাঁধন তখনি টোটে,
দুখান করে পড়ে কেটে,
বঁধুর বিষম নয়ন-বাণে॥

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

স্থান।

(কুবক-কন্যাগণের প্রবেশ ও গীত)

লুকিয়ে আঁধার ঐ ঢেকে রাখে,
কালো কালো মেঘের কোলে।
আঁধার থেকে আপন সুখে,
সাঁঝের পাখী ডাকছে বোলে॥
পাখী সব যে যার ঘরে,
পালক মাঝে চুপটি ক'রে,
মিটি মিটি তারা ফুটে, চুপি চুপি আঁখি মেলে
আসে দিন, যায় সে দিনে,
দিনে দিনে হারাই দিনে,
মানুষ মরে কিসের ঝিকে,
ভেবে ভেবে আপন ভোলে॥

(নিমচাঁদের প্রবেশ)

নিম। পিরীতের মাচকোচের আগে মরে যাওয়া ভাল, বড়টা খুব্ব ক'রে উভিয়েছিলুম, তা ক'ল, প্রাণ কাঁদে, এই ত তাকে দেখতে যাচ্চি, সাপের ছোবল খেয়ে বিষের আলায় ম অনেক কষ্টে ছেড়ে পুড়ে উঠেছি। সে প্রাণের রকম-কের দেখ, আবার সেই বি ভুলে আমার অঙ্গে প্রাণ ছুটতে যাইছে কালিন্দী ও কালিন্দী। কিন্তু রাধা, আমার চাঁদের আলো কক্ষ মেঘে যায়। এই উঠেছে, কিমুক্তি দিয়ে কিরণ ছুটেছে, বাধা। তাঁরে মধুরূপ আছে, বৈশি পড়লেই প্রাণ যেন দেহ ছেড়ে উঠে। কি কিনিস—দেখ। পরীতের ছে আজ যোগাতে পারিনি, আর এ সকলের হাড়, একবার এ'দেখাতে পারি, একবার

[illegible] নিয়ে। ও-বেটীর যে বেয়াই মন থেকে সমাদরে [illegible] দেখতে পেয়েছে, তা ত বোধ হয় না। [illegible], আপনি একবার চাঁদের পানে চেয়ে একটু ভাব [illegible]।

(জনৈক গ্রাম্যস্ত্রীলোককে লইয়া
গোকুল চন্দ্রের প্রবেশ)

গ্রাম্য স্ত্রী। বেলাটি যাবা! তোমার সাব! আমার কোন দোষ নাই, চুরির জন্যে যাইনি, আমার অকর্ম্ম নয়, তা কিছু দিতে যাইনি। নিজের কিছু শিকেয় ছিল, তাই [illegible] দিয়েছিলাম।

১ম চৌ। বেটী কুটনী, আর বেরা সাজে থাকবে কেন? আমরা এই কাজের খাতির, আমরা কিছু বুঝতে পারিনি, বল্ দিকি কয়বার বেরিয়েছিলি?

২য় চৌ। হাঁলা বেটী, মাগের মাথায় চুনী জ্বালাতে আসিস্? আমাদের ছোক ধুলো দেবেন, আমরা সেটী নই, তবে তোর [illegible] দেখব না।

গ্রাম্য-স্ত্রী। তোমাকে বাবা! অনেক কথা তোমায় বল্‌ছি, তোমার [illegible] যৌবনের মাথা খেয়েছি, চুবেলা দু'মুঠো পেটে ভাত জোটাতে পারি নি, তাদের ঘরে ও যাবা! তাইেই এখন দুটী পয়সার যোগাড় করেছি, পরের কমীনদের ছেলে ছেলের জন্যে একটা মেয়েমানুষ যোগাড় করে দিতে এসেছি, তার পর পাঁচটাকা হতের দুনী আসিবে তাই পার হতে আস্‌ছিলুম, এমন সময় তোমরা আমায় ধরলে।

১ম চৌ। [illegible] কেন, বেটী সাদা কথা কইছে। আচ্ছা আসা, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি, নিতম্বর ও যা অপমান করবার করেছিস্, সেখেত ত দেখছিস্, ভিজে জোড়ে না। আবার এর আগে বেটিকে কতবার বেরুতে দিস্ কেন?

গ্রাম্য-স্ত্রী। বল্‌ব ত বাবা, পোড়া পেটের জন্যে মুখে না এসে উঠলে তখন আর কারুর নয়। [illegible] মুখে কি বলব বল্? এক একবার মনে করি, যাব না, ভাবি, আর যাব না, কিন্তু যাবা, তখনই [illegible] আসে, আর এড়াতে পারি না। কি জানি, আর কোন [illegible] দিতে না পারি; তাহলেই [illegible] হয়, তা [illegible] যদি এ আয়ের [illegible]

২য় চৌ। হুঁ: বাবা! তুই মাগী আচ্ছা লোক, আর কত রোজগার করেছিস্, বল্!

গ্রাম্য স্ত্রী। বেশী নয় বাবা। এই দেখ, পেট কোঁচড়ে বাঁধা আছে, নগদ পাঁচ সিকে।

১ম চৌ। এ ত ক'দিন চলবে?

গ্রাম্য স্ত্রী। চলাচলি বুঝিনি বাবা। পেটের ভিতর আগুন জ্বলে উঠলে কোন রকমে একটু জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা। আর এই মি বাবা, এ রকম ক'রে রোজগারপাতি করা আর চলে না। আমার বাড়ীতে আমার একটী ছোট মেয়ে আছে, তার জন্যে দুখুটী আছি, যেদিন দিন না চলে সেদিন নিয়ে দিয়ে খুটে খাবে।

২য় চৌ। আচ্ছা, সে সবের কথা পরে হবে। [illegible]। [illegible] আমরা যে কথা বলে বসেছি, সেটার একটা [illegible] করা চাই। পাঁচসিকের ভিতর আমাদের আর [illegible] আসা একটাকা বকশিস, আর তোর এই [illegible]।

গ্রাম্য স্ত্রী। বাবা! যে কথা বলে, এর ভিতর কোন [illegible] আমার কি ক'রে [illegible]? আমার ত একটী নতুন না দিলে চুকতে পারবে ও আর কিছু দিবে না, তুমি ত তোমার কর্ত্তে দু' তিন দিন আসবে যাবে, এ ক'দিন তোমরা কি ক'রে?

১ম চৌ। আরে মাগি, কালিকার [illegible] না, তাকিটা ঠিক বাহবাম্ করতে পারলে ঠিক হ'ত, না? বেশী চালাকি করিস্ ও এখনি তোর সব কাপড়চোপড় নিয়ে তুলব।

২য় চৌ। যা যা মাগি, ঘরে যা। চল ভাই, আমরা ঘরে যাই।

(চৌর্য্যদ্বয়ের প্রস্থান।

গ্রাম্য স্ত্রী। ভগবান্! এমনি ক'রে আমাকে জ্বালাতে পোড়াতে হবে! অনেক দিনের পর নগদ পাঁচসিকে পেয়ে প্রাণটা আহ্লাদে কুলে উঠেছিল, তা তোমার মনে সইবে কেন? ঠাকুর! পাপ কি আছি একলাই করি? আর কি কেউ করে না? তারা ত বেশ সুখে আছে। হা ভগবান্! তোমারও এক-চোখো বিচার?

নিম। ভাই ত বাবা, ইনিয়ার উপর সব রকমেই হে হেয়ো জন্মে যাচ্ছে। এও আবার এক নতুন ভাব

গ্রাম্য স্ত্রী। কে গা তুমি?

নিম। আমি বোধহয়ই মহন মহাজনের ঘরের ছেলে। পেটে ভাত নাই, কিন্তু শিরীষ কাঁয় করি নেখেছি, তাই চাঁদের পানে চেয়ে ভালবাসার মুখখানি মনে করছি। তা তুমিও ত দেখছি আমা দুঃখী, এস এস, তোমার সঙ্গে দুটা প্রাণের কথা করা যাক্ এস।

গ্রাম্য স্ত্রী। প্রাণের কথা তাই মাথামুণ্ড কি কইবে বল? প্রাণ কি আছে? কাহাকাটা, চোখে শুকিয়ে গুকিয়ে চৌচির হ'য়ে গেছে।

নিম। তুমহুন, তুমি দেখছি তোমার দুঃখী, আর কারুকে এখন ভাবতে দিবে না।

গ্রাম্য স্ত্রী। তোমাদের মত কি ধনী মানুষের এমন হয়!

নিম। হবে তুমি একজনকে দেখছি, আচ্ছা, যদি দেখি, তাহলে কি বলব?

গ্রাম্য স্ত্রী। তাহলে আর, তা এলে দুঃখ হয় কি তার, নিজের বুকে তুলে নেব। কাকেই বলে হারানিধিকে কুড়িয়ে পাওয়া।

নিম। তা বটে। তা তোমার ঐ এক বিষম দুঃখ, সিঙ্গে তার হারাতে হয়। বল একখানি চাল তাদের সে কোন জাতে বিয়ে হ'য়, বেশ দু'পয়সা মাসে রোজগার করছি তুমি, সুখে আছে একরকম দিন কাটছিল ভাল। তার পরে এক মহীর পরামর্শ পড়ে গেলুম, তারাধন মুখে মুখে চুকে চুকে, লোকের চাল-চাল টাকা সকল, অদ্বিধন পেয়ে তরি হরি ব'লে দোকানপাট তুলে দিলুম। তার পর বাড়ির হাল। মুড়ি আর মুড়কি বেচবে সব।

গ্রাম্য স্ত্রী। আমার কপালে, আমরা ভগবান ভগবান করে মরি, কিন্তু তিনি বড় লোক্ লোক নন, তাঁরা একটু টেকো—ভারি একচোকো। যতদিন রূপযৌবন থাকে, তারও মজর থাকে, এক রকমে দিন কাটিয়ে দেয়। তার পর যখন জোয়ারের জল ভাটায় নিয়ে যায়, তখন সেরাল-কুকুরেও সাধি মারে, আর ভগবানও ভাবুবান হয়ে যান। এই দেখ না, কুটুনীপনা করে পাঁচসিকে রোজগার করতুম, কোথা থেকে চৌকিদার ছুরো এসে একটা টাকা বখরা ক'রে নিয়ে গেল। আজ তিনি দিন আর পেটে কিছু দিই নি।

নিম। তা আর কি করবে বল, ভগবানের উপর তো আর কথা কইতে পার না। [illegible] উনি অধিক উপোসি, এস দুটি মুড়ি আছে, [illegible] খাও করে যাওয়া যাক্।

গ্রাম্য স্ত্রী। না, পোড়ার মুখে যা যায়।

(উভয়ের মুড়ি ভক্ষণ

(কাপালীর প্রবেশ)

কাপি। কথে রে সর্বনাশের বাটী—এই হাতে ধরেছি। মুক্তন শিরীষ ফুল ফুল এখনও আর হাতের পরশ লেগে, বুঝি [illegible] শিরীষ ফুল। আমার এ ফুল ও ফুল মেরে ফেলুক মুড়ে ফেলে আমার ও সর্বনাশ হয়ে [illegible] করে সুখী হবি? তোরেও [illegible] নিজেও মরবে। [illegible] চাঁদের মত এই ধর। (নিম চাঁদের মুখ চুম্বন)

নিম। ও, কাপালী, কে রে শিপাটি।

গ্রাম্য স্ত্রী। ও মা কোথা যাব, এ কপালে রে

নিম। শিপাটি নয়—শিপাটী নয়, আ কাপিকী—কাপিকী। চিনতে পারছিস্—কি পারছিস্, যা এইবার ঘরের বাড়ী গিয়ে শিগীর যে যা।

নিম। মেরেছিস্ বেশ করেছিস্, খুব করে তোর প্রাণের জ্বালা ও কুফল আছে। যা পালি এখান থেকে পালিয়ে যা। চৌকিদার [illegible] —চৌকিদার আসছে, এখনি ধরবে—এখনি ধরে

কা। চৌকিদার ধরবে? ধরুক্ না,— না আমিও ও তাই চাই। নিজের হাতে ধরব। ফাঁসিকাঠে ঝুলব। ফাঁসিকাঠে ঝুলব, ফাঁসি হবে। চৌকি চৌকিদার! এস, এস, আমার ধরবে এস, খুন করেছি, আমি খুন করেছি!

নিম। ওরে যাদি, কথা শুনছিস্ নি, তোর উপর মায়া হয়েছে ও এখনও তোকে যাদি। যা পালা, আমার কথা শোন। [illegible] এলেই ধরবে, নিজের প্রাণের মায়া করিস্ নি।

কাপি। মায়া—নিজের কাছে [illegible] পুড়িয়েছি, ভালবাসার মুখে ছাই দিয়েছি, আগুন সাধ করে আনিয়েছি, তাকে তোমাটি এ সব কেন, [illegible] মায়া কেন?

[illegible] নয়—অনেক আছে—অনেক আছে, [illegible] ছুকুর। চৌকিদার. আমি খুন করেছি—আমি [illegible] করেছি, এস এস, আমার ঘরে এস।

(চৌকিদারের প্রবেশ)

১ম চৌ। কি যে—কি যে এখানে হয়ে কিসের [illegible]

২য় চৌ। ওরে বাবা রে, ও যে খুন!! কে [illegible] করলে?

কা। আমি করেছি। দেখছ না, হাতে ছুরি; [illegible] রক্ত মাখা। আমার কাপড়ময় রক্ত মাখা। [illegible] যাবে? যাও, আমার দাঁসী মেরে? যাও।

১ম চৌ। ওরে বাবা—বাঁধ বেটীকে বাঁধ, এখনি [illegible]

বিন্দু। না—না, ওকে বেঁধ না, ওকে বেঁধ না। [illegible] আমার ঘরে নি। আমি আপনি এসেছি।

কা। ওরে ঘুষখোড়া, তুই আমাকে এতদূর [illegible]? এখনও আমার হাতে ছুরি চিক্‌চিক্ করছে, এখনও আমার [illegible] ছি ছিঁড়তে পারি নি; তা যদি [illegible], এইবার তুই মরি। আমি ফাঁসীকাঠে [illegible], কিন্তু তোর জ্বালাও জুড়তে পারব না। নরকের আগুন বিষম জ্বালা। আগুনে কেলবে, [illegible] বার করবে, যমদূতগুলো ছ্যাঁকা দিয়ে [illegible] দেবে। যা—যা। যে বেশ—সে বেশ—যেমন করেছি, তার শেষ ফলও তেমনি হ'ক। নাও, আমায় বাঁধ। ভয় পাচ্চো—কিসের ভয়; এই [illegible]—আমি ছুঁড়ে ফেলে দিলুম—এইবার বাঁধ।

(চৌকিদারগণের কালিন্দীকে বন্ধন)

২য়-চৌ। ওরে, তুই উঠতে পারবি?

বিন্দু। না বাবা! আমায় ধ'রে নিয়ে চল, ও বাই [illegible] কথা বলছে। আমার মাথা ঘুরে, আমি, আপনি খুন হয়েছি। আমি হাকিমকে গিয়ে বলব আমার কোন দোষ নাই।

১ম-চৌ। আরে বেটী! পিরীতের ভূত এখনও তোকে ছাড়েনি? পোড়ী বেটীকে এখনও বাঁচাতে [illegible]। কথাটা?

২য়-চৌ। চল, আমাদের আর কথায় কাজ নাই [illegible] কাছারীতে নিয়ে গিয়ে সাহেবকে দিই, তিনি [illegible] করবেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পৃথিবী-তীর।

(শ্রীকৃষ্ণ ও কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। তুমি কে, তোমায় ত আমি চিনিনি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আমায় চেন না বটে, কিন্তু আমি তোমায় খুব চিনি। তুমি আমার বড় আদরের—তুমি আমার, তাই যদি আমিও তোমার। তোমার সঙ্গে ফিরছি কেন জান। তুমি মৃত্যুকে ডাকছ, তাই তার সঙ্গে কথা কচ্ছি, একলা ব'সে তার কেন বল দেখি? ভাবনা কিসের? আর ভাবনা? ভাবতে গেলে ভেবে ভাবতে হবে। কি? ভেব না, ভাল কর না, তোমার কাজ করবার কত আছে, তা জান? কাজ-কর্ম কর, আর ভোগ ভোগাও।

কিশোর। তুমি যা বলছ, তা সম্পূর্ণ সত্য, আমারও তাই ইচ্ছে নয়, ইচ্ছেও অনেক কাজ ছিল; কিন্তু কিসের একটা ভূত ঘাড়ে চেপে আমায় বাধ্য ক'রে, অকালে ছুটে নিয়ে এসেছিল। আমিও অকাতর, আমার মৃত্যু দেখবার কি লোক আছে? আমার মত দুঃখী এ পৃথিবীতে কার আছে কি? বৃদ্ধ পিতা-অন্ধ পিতা, আমিই তাঁর নয়ন ছিলেম। মুখ-কুসুম-প্রফুল্লময়ী প্রতিমা বালিকা, আমিই তার খেলার সঙ্গী ছিলেম, সে জানে, আমা তার কি দরকার আছে? আছে কি নেই, তাই বা কি ক'রে বলব? এক একবার মনে হয়, যাই, দেখে আসি; সেই দু'পা অগ্রসর হই, অমনি কৃতঘ্নতার পর্ব্বত, মা মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়েছে, মনে হয়, যেন মাথার ওপর পড়তে আসছে। ভয়, বিষম ভয়—পেছিয়ে যাই। যেন অসীম অনন্ত অন্ধকার এ বিশ্ব-সংসারকে গ্রাস ক'রে ফেলে, সেই সময়টুকু আমার বেশ লাগে, মনে হয়, এই ঘোর-অন্ধকারে আমার কালমুখ লুকাবার উপযুক্ত স্থান। বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা, আমায় ছটফট করছি, মুখ ফুটে বলবার যো নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি সব জানি গো, সব জানি। যে রাধার ভালবাসার পারদ হয়ে আগুনে ফুলেছিলে,

তা দেব, ভালবাসা ভালবাসা ক'রে ঘুরে মর—ভাল বাসা কি পৃথিবীতে আছে? ও সব কিছুই নয়, তবে লোকে বোঝে না, বিয়ে কিনিষের জন্যে হাঁপু-পাপু ক'রে মরে। তোমায় একটা ওষুধ দিই, তোমার বাপ বেঁচে আছে, হাঁসরীও ভাল আছে?—তবে তুমি ক'দিন কাছছাড়া হয়েছ বলে মার মেয়ে মারা যাবেন।

কিশোর। মার বেঁচে আছেন? হাঁসরী ভাল আছে? আমার সেখানে ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কি ক'রে যাই, আমার কি আর সে সোভাগ্য উপায় আছে?

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব এখন, চুলগুলো কাটিয়ে ফেল। তার পর কি তাবা? একটা কাজ ত চাই।

কিশোর। আমার আর কি কাজ থাকতে পারে বল? আমার কাজ ত সবই ফুরিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। এখন তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু তা নয়। একটা বড় কাজ তোমার, পৃথিবীর সার আর কিছু তোমার নাই। তোমার যাবার ত ইচ্ছা আছে, তা তুমি কবে যেতে পারবে বল।

কিশোর। যেখানে বলি, তুমি আমায় যেমন ক'রে পাঠাতে চাও, কর, সংসারে আর আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, তবে একটা কথা আছে বটে।

শ্রীকৃষ্ণ। কে জানে বাবু, আমার মনে কিছু কেমন ঠেকে। তোমার এমন কি কাজ আছে, যাতে তুমি সব সাধ বিসর্জ্জন দিয়ে চলতে পার? তুমি যাকে ভালবাসতে, সে বেশ্যা ত, তুমি আগে জানতে না, তার পর যখন শুনলে, মনে মনে বুঝলে, বেশ্যার ভালবাসা জানে না—বেশ্যার প্রেম নাই, এই ত? এতে এতেবারে পৃথিবীর উপর অভক্তি জন্মাল কি ক'রে?

কিশোর। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, ঈশ্বর সাক্ষী, আমার আর কোন সাধ নাই। যদি কিছু মনের মতন নূতন কাজ পাই করব, তা নইলে যে পথ বেছে নেবো—তা ঠিক ক'রে রেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। হায় হায়! তোমার এতেই এত, যদি ভালবেসে পাগল হতে, তা হ'লে যে কি করতে, বলতে পারিনি। সে যা হবার তা, তুমি যে কাজটার কথা বলছিলে, সেটি কি? পাছে আর সে রকম কিছু হয়। তুমি হয় ত মনে মনে ভাবছ, আ যা থাক, এখন যা বলছি, শোন, একটা নূতন কাজ তোমায় দিতে পারি। কিন্তু সে কাজ তুমি নিলে আমায় কথা রাখতে হবে, আপনার মত আমায় দিয়ে রেখে তোমা পরে চলতে পারবে না, বে একে রাজি আছ?

কিশোর। কাজটা কি, যদি মনের মতন হয় তবে নিশ্চয় করতে পারব। তুমি কি কাজ দিতে চাও?

শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] ক'রে বে পারবে?

কিশোর। তাতে কি হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] পৃথিবীতে [illegible] নিজে [illegible] প্রাণের প্রথে [illegible] লোকে হাতড়ায় [illegible] বেড়ায়, [illegible] কেউ কখন তাদের মনের উপর [illegible] পারে না। এই [illegible] আমার সেখানে [illegible] কতকটা তোমে [illegible] আমরা থাকে [illegible] মনে আছে, মনে কর না যে, তারা [illegible] আছে। সে সমস্ত অন্ধ ঐশ্বর্য্যের [illegible] আছে তারা ঘরে [illegible]—অথচ [illegible] নয়নে মুছে নিয়ে [illegible] কারণে ঘিনি মহাজনী [illegible] করেন, তাঁর মনের [illegible] কত বড় বিষ [illegible] তোমার মত ছা [illegible], তাঁর মনের ভাব কি, [illegible] দিন বাহে যাচ্ছে, নিত্য প্রতিদিন আসছে, তো [illegible]। যার পর কাল না, যশ, সে ভাল [illegible] পেয়েছে, সে ভালবেসেছে, ইহকালে [illegible] আমার হাতা পায় নি, সেই কি বড় দারিদ্রে আ [illegible] তার কি আছে? যদি তার সোনারূপা কিনিষ [illegible] হাতে গিয়ে পড়ে, যদি অত সোনার ভাণ্ডা [illegible] সে নিরাশ হয়। আমিনী-আকন [illegible] ত পাগল [illegible] তুড়িয়ে দিতুম। কারুরও দুঃখ নাই। [illegible] বাজে কাজে যথার্থ শান্তি পাও, তুমি [illegible] তাই বলছি, যদি যথার্থ সুখ চাও, সংসার [illegible] তবে সব তাসিয়ে দিয়ে হরিদাস বৈরাগী [illegible] মধুর, বড় মিষ্ট; হরিদাস বৈরাগীর [illegible] গ, গড়ের [illegible], সব গুড়িয়ে [illegible]। কারুর কাছে [illegible] হবে না, কারুর কাছে [illegible] হবে না। [illegible] তোমার আর নিস্তারপথের [illegible] তুমি ভাল [illegible]

[illegible] লোক-লোক হয় না—না। এই ছয়টা রিপুকে [illegible] বশ করতে পারবে। আমার কথা শোন, আর [illegible] পরিশ্রম করো না। তুমি সুখী হবে না। [illegible] বেড়াও, এত সুখী হবে যে আর সুখ [illegible] না।

কিশোর। তুমি কে? আমি না, তুমি [illegible] তুমি সেই হও, তুমি আমার বড় আপনার, [illegible] ভাব—বড় ভাব,—মন আমার বড় তাঁর পেয়ে [illegible] হ'য়ে বসেছিল, আজ তুমি নূতন ভাবে ফিরিয়ে [illegible] আমি প্রেমহীন, পৃথিবীর প্রেম সন্ধানার [illegible] বেরিয়েছিলুম। আজ আর একটা জিনিস আছে, [illegible] প্রেমের কেন্দ্রস্থলে, পাবে কি? সাধের চলোয় [illegible] আত্মহারা হ'তে পারব কি?

শ্রীকৃষ্ণ। নয় করলেই পারবে, যখন আর ছয় [illegible] তখন কি জানতে যে নির্মলা ব'লে এক- [illegible] আছে, যারা, তার জন্যে বুড়ো বাপ তাপ করবে, [illegible] ভগিনী আর করবে, আবার হয় প্রেমে নিরাশ [illegible] অন্ধকারের কোলে মুখ লুকিয়ে থাকতে চাইবে? [illegible], যা হবার তা হবে, সন্ধ জিনিস চাইতে যাও [illegible] যায়, ভাল জিনিস চাইলে পাওয়া যাবে না?

কিশোর। পাই—না পাই, একবার দেখব। [illegible]—না পাই, একবার হরিনাম করব। এদিন [illegible] কাজে ঘুরে বেড়ালুম, দেখি না কেন, যদি [illegible] কাজের মতন কাজ করতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ। কি প্রমাণ চাও? সাত একখানা [illegible] রেখে হরিনাম কর—পাষাণ গ'লে যাবে—[illegible], নিষ্কণ্টক হবে, শুনবে—বিশ্বসংসার স্তব্ধ হবে [illegible] সুরে সুর মিলিয়ে দেবে। আহা! হরি- [illegible] বড় মধুর নাম!

শ্রীকৃষ্ণের গীত।

মধুরো কি আর, মধুর আমার,
মধুর হরিনাম।
সাধের তরঙ্গ আপনি ছোটে,
তাতে সুধা অবিরাম।
হ'য়ে মত্ত কোথায় লাগে,
নামটি যার জেগে জাগে,
[illegible] চায় না যে সে, [illegible] অর্থ কাম।
আর নিয়ে সে হয় বিভোর,
আপনি ভেসে ভোরের ভোর,

শ্রীকৃষ্ণ। তবে আমি এখন আসি, আমায় দেখা করব।

কিশোর। না না, দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও, আর দু'টি কথা কয়ে যাও—প্রাণে বড় ভেউ উঠেছে, এ তরঙ্গ বুঝি আর ধ'রে রাখা যাবে না—আর দু'টো হরিনাম শুনিয়ে তুমি এ ঢেউ ভেঙ্গে দিয়ে যাও, আমি সোজা হয়ে দাঁড়াই।

শ্রীকৃষ্ণ। না, এখন আর আমায় দাঁড়াবার যো নাই, দেখ না, তোমার সেই নির্মলা আসছে, আমি চ'লুম।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

কিশোর। নির্মলা, আবার নির্মলা, নির্মল প্রাণে কালি দিতে আবার নির্মলা!

(নির্মলার প্রবেশ)

নির্মলা। আহা চ'লে—আমায় চ'লে, পথি- [illegible] একটা পথ প'ড়ে আছে, তাও বেন্দুম না! যে দিকে যাই, সেই দিকেই পথ, পথ চ'লে গেছে—খুব গেছে, দূরে—দূরে, কাছে—কাছে, ওপরে নীচে, আশে পাশে যে দিকে চাই, সেই দিকেই পথ। একটা পথ চলবে কি ক'রে? যে জানে কি একটা হয়ে গেল, কি যেন ছিল, আর নেই, চ'লে গেল, আমি পড়ে রইলুম। আগুন জ্বেলে জলে পুড়ে মরবার জন্যে, আমি পড়ে রইলুম। বড় জ্বালা, বড় জ্বালা, একটু জল, একটু জল, বুক যায় ধ'রে ভা হা ক'রে চাতক পাখীর মতন এক ফোঁটা জল, এক ফোঁটা জল ক'রে বেড়াচ্ছি, কেউ ত দিলে না, কেউ ত কথা শুনলে না, কেউ ত ফিরে চাইলে না। এত মায়া, এক ফোঁটা জলের জন্যে এত মায়া। উঃ! আগুন, আগুন, কি ছিলুম,—কি হলুম, ফুড়ুতে হবে—ফুড়ুতে হবে, বুক ফেটে মরার চেয়ে ফুড়িয়ে মরা ভাল। ফুড়ুব, ফুড়ুব, কিন্তু জল, জল, বেশী নয়, এক ফোঁটা জল।

কিশোর। এ কি মূর্ত্তি! ভয়ঙ্করী উন্মাদিনী ভৈরবী মূর্ত্তি। কথা কইব, কথা কইতে ভোয় কি? এক ফোঁটা জল খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদি আমার একটা কথা এক ফোঁটা জলের কাজ করে, তাতে ক্ষতি কি? নির্মলা—নির্মলা! তুমি এমন ক'রে বেড়াচ্ছ,

নির্ঝরিণী ! কে তুমি ? কিশোর ! কিশোর ! তুমি ? তুমি ? বেশ হয়েছে, আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে, তা হলেই আমি নিশ্চিন্তি হই। তুমি সুখে থাক, তুমি ভাল থাক, আমার একটা কথার উত্তর দাও ; আর তোমার কাছে আসবো না, আর তোমার মুখ দেখাব না, আর নির্ঝরিণীকে খুঁজে পাবে না। দেখ, ভগবানের উপর আমার বড় রাগ হচ্ছে। আমার পাগলিনী বন্ধুকে দাও বল, পাষাণী বন্ধুকে দাও বল, সঙ্গীনাশী বন্ধুকে দাও বল, তবু বন্ধুর, ভগবানের উপর আমার বিষম রাগ, সঙ্গে সঙ্গে অভিমানও আছে। যদি সাক্ষাৎ একবার পেতুম, তবে তোমি কথা জিজ্ঞাসা করতুম না, পাগলিনী বলে হাসতুম, নির্দয়িনী বলে মুখের মত বকে দিতুম, তার পর হৃদি-সাগরের করুণ কথা তুলিয়ে দিতুম। কি চাও জান ? কিশোর, বন্ধুবর ! আমি কুলবধূ ছিলেম, আমার আমা গভীর রজনীর আঁধার মাঝে [illegible] এক দিন [illegible] যার খোঁজে আমরা [illegible] আমার মন কিরিয়ে নিয়েছিল ? কে আমায় তার এক পথের পথিক হতে বলেছিল ? কে আমার প্রাণের সঙ্গে আর এক রকমে জড়িয়ে দিয়েছিল ? আমি, না তিনি ? সেই দয়াময় ভগবান আমার ভাল করে দিতে পারতেন, আমায় স্বামি-সোহাগিনী করাতে পারতেন, আমি ডুবলুম, আমার মত আর একটী সুন্দর প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণটীকে নিশ্চিন্ত দিতে পারতেন। তবে—তবে অপরাধ কার আমার, না তাঁর ? তাই আমি বেশ—তাই আমি কলঙ্কিনী —তাই আমি তোমার চক্ষে দুশ্চিতা বারবিলাসিনী— তাই সংসারে আমার স্থান নাই, তোমার হৃদয়ে নাই !

কিশোর ! নির্ঝরিণী—নির্ঝরিণী ! তুমি স্ত্রীলোক, অতদূর যেও না, অত উঁচে উঠবার চেষ্টা ক'রো না। দেখ, যা হয়ে গেছে, তা তো আর ফিরবে না ; এখন আমার কথা শোন ! সংসারের কাজ তোমার-ও ফুরিয়েছে—আমারও ফুরিয়েছে। একটা মুক্তন কাজ পেয়েছি, একজন আমায় শিখিয়ে দিয়ে গেছে, সে কাজের মতন কাজ, যদি সে কাজ করতে শেখ, এক কোঁটা জলের জন্যে হা হা ক'রে বেড়াবে না, সুধার সাগরে ডুবে থাকবে। আর ফিরে কাজে যাও না, পরিচয় কর।

ভগবানের নাম ক'রে বেড়াব ? সেই মহাজনের [illegible] অভুক্ত-প্রাণ পরিতৃপ্ত করব ! কিশোর ! তুমি কার পেরে থাক—আর সুখে থাক—নির্ঝরিণী [illegible] প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা ! [illegible] কুটীর মতন সংসারে ঘরে ঘরে [illegible] মানুষের ওপর নয়, পৃথিবীর ওপর নয়, [illegible] ওপর নয়—পশু-পক্ষীর ওপর নয়—ফল-ফুলের ওপর নয়, গাছপালার ওপর নয়, ভগবানের ওপর। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের ওপর ! কেন আমার এই হল কি আমি ক'রেছিলুম ? কেন আমার এই দশা হ'লো ? আমার পা বেরিয়ে এই পথে নিয়ে [illegible] ভগবান তোমা মাঝে দিয়ে, আমার ভিক্ষারিণী [illegible] কিনি রাজা হবে [illegible] আমার [illegible] অতি ভীরু, অতি কুদ্র, অতি নীচ, কলঙ্কিনী, [illegible] দুঃখিনী, বিদায়বর্ষী কেবল প্রাণের আকুল মিনতি [illegible] তোমাতে লাগুক ভগবান ! তুমি ([illegible] নিঃস্বার্থ হ'তে শিক্ষা পাও না, তোমার মত স্বার্থ কে আছে ? বনের পশু, কুদ্র কীট-পতঙ্গ [illegible] আপনা হতেও ভাবে শ্রেষ্ঠ, তোমার প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদে, প্রতি কথায়, প্রতি নিশ্বাসে জটিল স্বার্থ [illegible] আর কেন ? তোমার দেখা পাব না ! তুমি [illegible] যার সামনে আসবে না ? মনে ক'রো না, তোমার দেখা পেয়ে উদ্ধার হ'য়ে যাব ব'লে তোমায় [illegible] করিনে কুড়ি। তা নয়, তবে কি জান আমার প্রাণের বিষ তোমার প্রাণে ঢেলে দিয়ে পারলুম, আমার প্রাণের বৃশ্চিক-দংশন তোমায় [illegible] করাতে পারলুম না, আমার প্রাণ-পেছড়া নিশাস এক ফোঁটা জলের জন্যে হা হা করা, তো তোমাকে পাইলুম না। এ দুঃখ, এ খেদ যা যাবে না। কিশোর ! আমি চলুম, আমার [illegible] আছে—আমার কাজ আছে, যদি দিন পাই, ফিরে, শেষ মইলে শেষ !

[illegible]

কিশোর ! কলঙ্কীথর ! বলা কয়, বলা, [illegible] আসুন, আসুন আসুন, [illegible] বসুন !

[illegible]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:: —

মদানন্দের বাটীর সম্মুখ।

(মত্ত ও কুবাক্তের প্রবেশ)

মত্ত। তবু সা হোক, ঠাকুরদার শ্রাদ্ধটা যে নির্বিঘ্নে পড়িয়ে হবে, তা ত আমার আঁচ ছিল না। কুবুদ্ধি বারখানা দাঁড়িয়েছিল, আমি ঠাউরেছিলুম, ওর শ্রাদ্ধের বদলে চাই। আমার এখনও হাসি পায়, বুড়ো দিনে যেন কচি ছেলের মত ছুটাছুটি করতে লাগল, ঘরেদোরেই আগুন লাগিয়ে দিলে। যে কাঁদে সাধোধার হাত এড়ান গেছে, মনে হ'লে এখনও আমার গা কাঁপে।

কু। কেমন দাদা! নকলের মূল মেয়েমানুষ, তা খুব শক্ত? যোগাযোগ আজ যোগাযোগ ক'রে আমার সঙ্গে খুটপুটি ঝগড়া করতে। এই যে কবিরাজের হাত এড়ান গেছে, সেটুকু কেবল আমার পুণ্যির জোরে! চিরটা কাল ও জাতকে পাল পেড়ে আসছি, মুখ মনে পড়লেই মনে মনে দুটো ক'রে ঘরে ছাই দিয়েছি, ছাই মাড়ালে তিনবার গঙ্গাস্নান করেছি, ছাই কোন রকমে সারদের মাথা কাটাতে পেরেছি, তা নইলে সেইখানে কাল-বেটা সকলে মিলে তোকা বুলড়ি চাল আর পড়হর ডাল খেতুম, আর চন্দ্রসূর্য্যের মুখ দেখতে পেতুম না।

মত্ত। ভাই ত, মেয়েমানুষ জাত এমন পেঁচওয়া, তা ত আমে জানতুম না, কি ভুলই বুঝেছিলুম।

কু। দাদা! তোমার আমার ত ছোট খাট পাল্লায় পড়া নয়, আগুন লাগাতে বেশী দেরি হয় না, এই এক মেয়েমানুষের জন্যে কত বড় বড় রাজার রাজত্ব ছারখার হয়ে গেল, তারা তারে দাসা হয়ে দুজনেই ফাঁসী-কাঠে ঝুলে। আর কত বলব, ও জাতের গুণ বলব, ততই পুঁথি বেড়ে যাবে। বিদায় কর, আর মেয়েমানুষের নামও মুখে আনতে না।

মত্ত। আমার ত কাণ-কান লাগছে। কিন্তু যে রকম মুস্কিল দেখছি, কি নিয়ে যাব? যা হোক একটা কাজ নিয়ে শ্রাদ্ধটাকে আজ দিয়ে রেখে [illegible] হ'লো আর, ওরা, দিন কাটিয়ে কি

কু। দাদা, তার জন্যে ভাবনা কি? আমরা আর একটা কিছু নূতন রকমে খুঁজে যাক এস, আমি দেখছি, যেমনটি খোঁজা যায়, তেমনটি পাওয়া যায়, —তবে তখনি তখনি হোক বা হোক, কিছু দিন যাবে পাবেই পাবে। কথায় বলে, "সাধলেই সিদ্ধি।"

মত্ত। বেশ বলিচিস্ ভাই, কথাটা মনের মতন বটে, কি বলিস, একটা নূতন জিনিস খোঁজা যাক্—কেমন? কিন্তু তোকে বলচি, আমি যেমন মেয়েমানুষ ছাড়লুম, তোকে তেমনি মাগও ছাড়তে হবে।

কু। তোমার দিব্যি বলচি, দেখা ভাই, আমি আর কচ্ছি নি। মেগা করা ত আমোদের জন্যে, টেনে বুনে আবশ্যক দিয়ে আনন্দ আনা, তাতে যথার্থ সুখটুকু যে পাওয়া যায়, তা ত আমার বোধ হয় না। মেগা কাটলেই গা মাটী মাটী করতে থাকে, কিছুই ভাল লাগে না, যতক্ষণ না আর এক ছিলিম চড়িয়ে দুটান টানা যায়, ততক্ষণ যেন ধাত ছাড়া অবস্থায় থাকতে হয়। এই শ্রাদ্ধটা চুকে যাক, আর পর তোমায় আমায় বেরুব। আমার এক অবধূতের সঙ্গে আলাপ আছে, তাকে গিয়ে বলবো, দাদা, গাঁজা আর মেয়েমানুষ ছাড়া এমন কোন জিনিস দিতে পার, যাতে সমান সুখ পাওয়া যায়? সে লোকটা শুনছি, ভারি সাধু, চাই কি নূতন জিনিস দিলেও দিতে পারে।

মত্ত। আচ্ছা। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়েমানুষের ওপরটা ত বেশ চকচকে, দেখে লোভ প্রাণ টানে, কিন্তু মনের ভেতর এত গলদ কেন

কু। দাদা, মেয়েমানুষের কথা নিয়ে এখন বোম্-ভেস্তা খেলচো? তুমি নেহাত ছেঁচড়া বলি সাপের মাথায় ত মণি আছে, তা হ'লে কি সাপের বিষে মানুষ মরে না? যে মেয়ের কোলে চাঁদ লুকোচুরি খেলে, সেই মেয়েই ত নিজের বুকে বজ্র লুকিয়ে রাখে! যে জল না হ'লে আমরা বাঁচিনি সেই জলেই ত মানুষ ডুবিয়ে মারে। আর ও কথা ভুল না, ও বেটীর জাতের কথা কইলেও পাপ আছে

মত্ত। আচ্ছা, ভগবানের এ কি বিচার? মেয়ে জন্মে এ সকল লোক জগতে সৃষ্টি করবার কি দরকার ছিল?

ঠাকুর যে ঠিক থাকে কই? আর সেজের মনটা কি আছে জানি? যে কেউ মহাপ্রভুর মহাকারী হ'লে বাধা বাধা দিয়ে উঠলেন, কেউ উপরজালিত লোক হ'লে বিখ্যাত হলেন, সেই ভগবানের অংশ অংশে লোকের কাছে পরিচিত হলেন। ভগবান্ দেখে শুনে একটু মুচকে হেসে এক এক মেয়েমানুষ ছেড়ে দিলেন, বস্, বেটাদের মুখ পুড়ে গেল। যোগ যাগ, জপ, ধ্যান, সব বাজে আচরণ হয়ে দাঁড়াল। কামিনী এলেন ত সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনও এলেন। কাম টানলেই মান আসে। এই আর কি? সংসারটা এই রকমেই চলছে। যিনি বেশী চালাকি করতে যান, সেই চরে গিয়ে পেরেক খান।

যজ্ঞ। ঠিক বলেছিস, আমার বিনয় এক ধোঁকা খেয়ে গেল। তার মতনে গলায় কাপড় দিয়ে পায়ীর সমস্ত মেয়েমানুষকে মা বলে ডাকি; তিনি ব্রহ্মময়ীর সাধনা করেন, তিনিই আমাদের মা, কেমন এতে রাজি আছিস?

কু। খুব রাজি—খুব রাজি, তোমার এ সুমতি হ'লে আমিও বাঁচি। তুমি মেয়েমানুষ ছাড়লে আমিও পাঁচো ছাড়ছুম। হলো কি জান? ভগবানের উপর কটাক্ষপাত করা হলো, তাঁর ওপরে পাল্টে দেওয়া হলো।

যজ্ঞ। ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস, তুই আমার আচ্ছা চরের ভাই।

কু। তুমিও আমার খুব মাতব্বরদার দাদা—জোড়া ঠিক আছে।

(যজ্ঞ ও কুঞ্জ গুরুর গীত)

বুঝতে নারি কেমন নারীর
ছল দেখে লোক পাগল হয়।

বুঝে সুজে রোকা সেজে
বিষম পাঁচে জড়িয়ে রয়॥
ঝকমারি কি যেমন তেমন,
প্রাণ দিয়ে কই পাও দেখি মন,
বড়ই বাঁধ কাকা বাঁধন
বাতাসের ভর সয় কি না সয়॥

(সন্ধ্যাদেবীর প্রবেশ)

সন্ধ্যা। ওহে পরিত্রাণ হও—পরিত্রাণ হও, ব্রাহ্মণ, [illegible] দেবার কি করেছ?

যজ্ঞ। আর ভাই, কি বলবো! তা হ'লে [illegible] হয়?

কু। বাবাকে এত খাটি হয়, লোকের [illegible] মটকানি রোগ একটু কমাও, তা হ'লে তবুও [illegible] কাঁহাতক লোকের উপর কুসুম ছলে বল, এতে আর [illegible] যান পরোক্ষি হন। বাপের হাড় কয়কে পেকে কি পেটের পয়সা খরচ করতে হয়।

সন্ধ্যা। থাটা আবার সভাপণ্ডিতি হলে [illegible] থাম—থাম, তোকে বুদ্ধি দিতে হবে না। [illegible] এখন কি করা যায় বল দেখি? যাতে [illegible] পাইতে পাই ও এই পাপের উপর মুখ [illegible]

কু। তাতে আর কি বিশেষ হবে মুখুয্যে, [illegible] ওঁকতে পারলে যদি বৈ বেরোতো তা হ'লে আ, [illegible] হয় দুজনে মুখ গুঁজড়ো গুঁজড়ি করতুম। [illegible] লোকটা আমাদের মুখের উপর দিয়েই [illegible] দিলুম।

যজ্ঞ। আমি না হয় একবার গণিয়ে [illegible] বল?

সন্ধ্যা। তাই যাও দাদা—তাই যাও, [illegible] ভাবি অস্থির হয়ে উঠলুম, নিমন্ত্রিত লোকজন [illegible] জমতে আরম্ভ হ'য়েছে।

যজ্ঞ। আর দেরি হবে না—আর দেরি [illegible] না, ঐ যে অটিল আসছে।

(একটি কুম্ভ ভাণ্ডে দধি লইয়া
অটিলের প্রবেশ)

সন্ধ্যা। হাঁ হে, তুই ব্যাটা কি আমার [illegible] আলাপি? তোকে নিয়ে কি আমি একটি [illegible] হ'তে পারবো না? যে কাজটার ভার [illegible] আমার সেই কাজেই গোলমাল ঘটাবি। [illegible] দলের ভারটার কৈ? এনে পৌঁছিলে—[illegible] আসছে?

অটিল। এই যে ভট্টাচার্য্য, আমি [illegible] এনেছি।

সন্ধ্যা। বলিস্ কি হে ব্যাটা, [illegible] মাথাটা খেলি; [illegible] দোকান [illegible] দুই ব্যাটা একটা [illegible] [illegible]

[illegible]—হেটো! ওরা, সব বেটাদের—ছোঁড়া মুটে [illegible] পরে যে।

[illegible] মাতব্বরখানা, মুখ ক'র না, আমার [illegible] না, আমার সঙ্গে অমন ক'রে কথা ক'ও না। [illegible] মধুসূদন দাদা ব'লে গিয়েছে, এইটুকু বৈষ্ণবকে [illegible] লোককে খাওয়াতে চাও, তা পারবে। এই [illegible] বৈ যত চালবে, তত বাড়বে। ফুরবে না। [illegible] এমন মিষ্টি বৈ কেউ কখন খায়নি।

সদা। হাঁরামজাদা পাটা, ছাকাও পেছে? কাচি [illegible] তোলাতে চলেচ? চল্ তো বেটা বাড়ীর [illegible], দেখি, কেমন তোর ঐ বৈ চাল পরশ [illegible] তোর মধুসূদন দাদাকে একবার আমার সামনে [illegible] আসতে পারি।? সে পাজি ব্যাটা কোথাকার [illegible] আমি একবার দেখি। এইটুকু বৈয়ের গর্ব তো [illegible]—এখখুনি বেচে দিতে পারে, আমায় ঢাকা বোঝাতে [illegible]

কু। বলি, ওরে ছোকরা! ছোকরা হ'লে ত [illegible] সরল হয় শুনেচি। তবে তুমি এমন বেয়াদপ [illegible] এই বয়সেই চুরি-জুচ্চুরি শিখেচ?

মতি। ওগো, ছোকরা আমায় অমন ক'রে [illegible] আমি মিছে কথা কইচিনি, দেখ না, [illegible] কথা সত্যি কি না।

সদা। দেখ্‌বে বৈ কি, না দেখে কি তোমায় [illegible] ? আজ তোরই একদিন কি আমারই এক-[illegible]। আয় ত—আয় ত, সব বাড়ীর ভেতর যাই, [illegible] চল্ তো—চল্ তো।

কু। বাবা, দেখ্‌ দেখ, সেই মাগী! সেই মাগীটা [illegible] নিয়ে আসচে। আমি জানতুম, মাগী আর নেই। [illegible] দেখ—দেখ, অমন চেহারা কি হয়ে গেছে! [illegible] মুখখানায় যেন কালি মেড়ে দিয়েচে। পরণের [illegible] এখন দেখ্‌লে বোধ হয়, ও মাগী আবার এখানে [illegible] যে?

কু। দাদা! তুমি ব্রাহ্ম পড়ার। প্রতিপদে বাধা [illegible], কীর্তনের টেনে টুনে রাখা যায় বল। দূর [illegible] যে ছাই, যা হবার হয় হোক্, তুমি আমি যে [illegible]

সদা। তাই ত রে বলা, ও মাগী আবার কেন? [illegible], দেনা এখনও [illegible] আছে? মাগী বোধ [illegible]. দেখ্‌ তাই আমায় কাছে নিয়ে বাড়ীর ভেতর না। খবরদার! বেটাকে ছাড়িস্ নি, আটা-গুড় ঘর তল্লাস, আমি একবার দেখ্‌ব।

বল। এর মধ্যে জটিল, বাড়ীর ভেতর এস, আর তোমার পাগা।

কু। তুমি দেখ্‌বে চল না। আমি তোমায় ঠিক বল্‌চি, আমার মধুসূদন দাদা ব'লে গিয়েছে, মধুসূদন দাদার কথা কি মিছে? এ ভাঁড়ের বৈ যত চালবে, তত বাড়বে, কছুতেই ফুরবে না।

[মত ও জটিলের প্রস্থান।

কু। এই যে ঠাকুরুণ, এগিয়ে আসচেন, —মতলব বোঝা দায়। পাগল সেজে পাগল [illegible] আসচে না ত? কে জানে বাবা, ও [illegible] তেষ্টার সময় জল এগিয়ে দিলেও বিষ দিচ্চে ব'লে মনে হয়।

সদা। তাই ত, ও মাগী আসচে কেন?

(নিশ্মলার প্রবেশ)

নিশ্মলা। আঁচন! আঁচন! ম'লে মলুম, জ'লে মলুম! একটু জল, একটু জল—বেশি নয়, এক ফোঁটা জল, একটা পথ চ'লে এলুম, সারা সহরেই খুঁজে বেড়ালুম, এক বড় পৃথিবীটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলুম কেউ দিলে না। এক ফোঁটা জল, কেউ দিলে না—এক ফোঁটা জল কেউ দিলে না! আর জলও পাইনি, আর খুঁজতে পারিনি, এমন লোক পেলুম না যে, একটু মায়া করে—এমন একজন মিলুলে না যে, মুখের দরদ দেখায়—এমন একটি প্রাণী দেখ্‌লুম না যে, প্রাণ-পোড়া পিপাসায় এক ফোঁটা জল দেয়। কেন এসেছিলুম কি করলুম, তার যেন কোন্ কাজে লাগালুম? জলবিম্ব হয়ে ফুটে উঠে ছিলুম, জলবিম্ব হয়ে মিশিয়ে গেলুম। কেউ দেখ্‌লে না, কেউ জানলে না, কেউ বুঝলে না। আমি আমিই রয়ে গেলুম। বেশীর ভাগ কেবল পিপাসা, প্রাণপোড়া পিপাসা,—জল, বেশী নয়—এক ফোঁটা জল।

কু। বাবা! যে কাজের যা, পাপের [illegible] আছেই! থাকিলে থাকিলে ভাল, এক রকম [illegible] যন্ত্রণা দিলে না। মনে করেছিলে, [illegible] নিরীহে ভাবি সুখ, ভেতে ভুতে ক বেরিয়ে [illegible]

[illegible] সেইখানে ছুটে এলো। [illegible]
[illegible] একবার শেষ পাখি [illegible]
[illegible] ঘরে [illegible]
[illegible] ধীরে ধীরে [illegible]
সন্ধ্যা। নির্মলা! নির্মলা! আমার কেন এমন হ'ল? তুমি যে পথ বুজে দিয়েছ, সে পথ ছাড়বার পক্ষে বেশ দিন।

নির্মলা। এসেছি কি করব বল, এসেছি। আপনার ইচ্ছায় এসেছি। আপনার প্রাণে টানে এসেছি, আপনার মনের জোরে ভেসে এসেছি, মনে কোরো না, তোমার কাছে ছল জানাতে এসেছি, আমার আর উপায় নাই ব'লে তোমার পায়ে ধরে আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি। আমি কাঙালিনী হয়েছি ব'লে গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, পক্ষ প্রেমের অধিকারে দাবীতে বলেছি, মনের কোণে মাথা পেতে সব জানা শুনে মনে করেছি, তবু বলছি,—পক্ষ প্রেমের অধিকারে। তবে তোমার কাছে এসেছি কেন, জান? একটা বেদনা—বিষম বেদনা—ভাষায় বোঝাবার মনে মনে গুড়িয়ে রয়েছে, কিছুতে ফেলতে পারছিনি। দেখ, আমার দিন কাছে এসেছে, আমি যেখানকার মানুষ সেইখানে যাচ্ছি, মনের যেখানে যতটুকু আছে, সব যাচাই হয়ে যেতে হবে, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো। নইলে ম'লেও আত্মা জুড়বে না, মরণের পরও যন্ত্রণার হাত এড়াতে পারবো না, আমার তুমি মার্জ্জনা কর, আমার দোষ তুমি ভুলে যাও—আমি যা করেছি আর মনে রেখ না, আমি ম'লে আমার যেন শেয়াল-কুকুরে না টেনে নিয়ে যায়—আমার চোখ দুটি যেন খুবলিতে না উপড়ে খায়। আমার বুকের রক্ত যেন না কাকে ঠুকরে নেয়। বল, তুমি মুখে বল, একবার বল, আমি সুখে মরি—আর পারিনি, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা। আমায় জুড়াতে দাও।

সন্ধ্যা। নির্মলা, নির্মলা—তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার প্রাণ থেকে মার্জ্জনা ক'রেছি তোমার কাছ থেকে অনেক শিখেছি, তোমার কৃপায় আর এক পথের পথিক হয়েছি, এখন আমি মুক্ত পথে মুক্তকণ্ঠ। তুমি যদি সুখী হ'তে পার, মরেই যেও—আর বেঁচেই থেকো, তাতে আমার কোন বাধা নাই।

নি। তুমি এখন প্রাণ থেকে যতটা নিশ্চিন্তির সুখে পেলে, আমার তেমন আসে নাই। কেন জানি, মনে হচ্ছে, [illegible] আমার [illegible] জুড়াবার [illegible] কথা [illegible] ফেলে [illegible] ধীরে [illegible] ধীরে [illegible] ধীর

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...
[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...
[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

এখন কি করতে বল দেখি? আমার মন স্থির থাকবে, আমার এ-কূল ও-কূল দুকূল গেল।

শ্রীরাধা। ঠাকুরঝি, তুই কবি মেয়েটি, তুই হিতে কথা বলতে জানিস্ না, আজ যে মুখে কথার বাজার বসিয়ে দিয়েছিস্, এ কথা শেষালে কে?

বাঁশরী। কি করি বল, মনের আলায়—মনের দুঃখে—তোমার আক্কেল দেখে।

শ্রীরাধা। আচ্ছা, তোর কথা পুষিয়ে দিচ্ছি। (পরমানন্দের প্রতি) দেখি গ, তোমার চোখ দেখি, এত আমি রাঙা গুলিয়ে দিলুম, এইবার দেখতে পাই কি না।

পরমা। (চক্ষু দেখিয়া) আহা—কা, কি সুন্দর কি সুন্দর পৃথিবী—এত মানুষ, পৃথিবীর শোভা—এত মনুষ্যশশী—সকলেরই এত দেখবার জিনিষ থাকে আর আমার নয়ন জুড়ায়—কৈ জুড়ায়! আর একটু ভাল করে দেখি—সত্যই, কি সুন্দর পৃথিবী—সত্যই সুন্দর—বড়ই সুন্দর—বড় সুন্দর, বড় সুন্দর, বড় সুন্দর, বড় সুন্দর! (শ্রীরাধার প্রতি) তুমি কে? আর মাঝে মাঝে ঘন আঁধার—আর আলোর অন্ধকারে ঢেকো না—তোমার আলোয় বড় তৃপ্তি না, দাও—মিষ্ট পথে আরও দাও।

শ্রীরাধা। দিচ্ছি, আমার পায়ে হাত কেন? মেয়ে মানুষ, তোর বয়সে বড়, ও কি করছিস্?

বাঁশরী। বাবা, বড় আহ্লাদে কথা পাও, তো জানতুম না, এই দেখ না, আমার মা পাচ্ছে। (শ্রীরাধার প্রতি) দিদি, দিদি, আমার বুকটা একবার দেখতে দাও, আমি তোমার ঐ কথা রেখে একটু কাঁদি।

শ্রীরাধা। কাম ছুঁড়ি পাগল, জ্বালাতন করিস্ নি; বলি, আমার একটা কথা ঠিক বলো তো। এইবার রাখালী আপনি এসে পড়বে, আমার কথা শোন, তা করিলাম কর—আমিও তোর সঙ্গে গাইছি।

পরমা। গাও মা, গাও।

শ্রীরাধা ও বাঁশরীর গীত।

সাধ হয়ে কি ছাদের মাঝে
বসে থাকবলিনী রাই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পাই, আর সময় নেই, আমি

[illegible]। কেন গোল, অত ছট্‌ফটানি করছো

[illegible] কথাটা ত এই; একজন তোমায় বিবাহ

[illegible] দিবিয়ে দিয়েছে, তুমি সুন্দর, যদি কিছু

[illegible] থাকে ত এই। এখন কি করতে যাচ্চো?

[illegible] দিন হয়েছে, কাটি যোগাড় ছেঁচে, নিজের প্রতিমার

[illegible] নিয়ে হরিনাম সাধনা করতে বেরিয়ে

[illegible]? তোমার বাপ টাদবে, মেসো কাঁদবে—এতে

[illegible] বুড় সমাই হবে? যার নিজের ঘরের উপর

[illegible] তার হরির উপর টান হবে কি ক'রে?

[illegible] অনেকেই মনে করে, বুঝি সংসার

[illegible] তাদের হরিনাম ক'রে বেড়ালেই হরি প্রেম

[illegible]। তা যদি হতো, তা হ'লে ত কাল খুব

[illegible] হরি নিজে সংসারী ছিলেন, তা জান?

[illegible]। কেন, যদি হরিকে চাও, বাপের কোলে

[illegible] মুখের খাওয়া খাইয়ে একমনে হরিনাম

[illegible] হলেও হরিকে পাবে। সংসার ছাড়বে, বাপ

[illegible] কেন ছাড়বে, তবে হরিকে পাবে, এ সব

[illegible] মনে এনো না।

[illegible], এ আর এক চঙের শিক্ষা বটে,

[illegible] এতে যদি আমার মনস্কামনা পূর্ণ না হয়!

[illegible]। না হয়, আমি তার দায়ী। আমায় কথা

[illegible] বল না। দেখ না, তোমার বাপের চোখ ছিল

[illegible] চোখ ক'রে দেবো বলেছিলুম, ক'রে দিলুম।

[illegible]। তুমি সেই হও, তোমার ক... আমি

[illegible] পরিবার আমার যাই হউক।

[illegible]। সুস্থ হও, সকলে মিলে আমার সঙ্গে

[illegible], আমি যেখানে স্থির থাকবো, সেইখানে সকলে

[illegible] ভাল বই মন্দ হবে না।

[illegible]। বিনোদ! চল, এ বালিকার কথা

[illegible] নেই। তুমি কার সঙ্গে কথা কইচো, এখনও

[illegible]।

[illegible]। তা আমি একটি কথাও কইব না,

[illegible] ছাড়ার আর সঙ্গে সঙ্গে চলুক, আর

[illegible]।

[illegible]। চল তারা যাই (যাইতে যাইতে) না,

[illegible] তোমার বন্ধুকে [illegible], আমার

(ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত)

যদি মুখতে তার মন ধরে থাকে, দুরু থেক না।
কি হার নিবে ভুলিয়ে যায়, বিচার কামনা।
ঘুরে ফিরে এখন কখন, কিছু কি পেলে তেমন,
কেন তবে মোহের বাঁধন টেনে ছিঁড়ে ফেল না।
হরি হরি হরি বল, দিন পেয়েছ চল চল
কালের কোলে মিশিয়ে যাবে এমটুখানি ভাব না।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—•—

সন্ধানন্দের বাটী।

(সন্ধানন্দ, ভণ্ড ও কৃষ্ণাঙ্গের প্রবেশ)

সন্ধানন্দ। আঁ, বলিস কি রে ভণ্ডা, বলিস কি

ভণ্ড। বাবা, চোখে দেখে তবে বলছি, তা

[illegible] কি কি, তা তো কিছু বলতে পারি নি।

[illegible] বোধ হয়, আমাদের ঠকাতে এসেছে। ঘরে

[illegible] ঠিক, সঙ্গে তিনজন, তক তক্‌ তিন, ছটিলের

ছোট চাঁদের বই যাতে চাঁদ, অমনি পরিপূর্ণ

যায়। সঙ্গে তিনটি ব্রাহ্মণ-সকলেই

পরিপুষ্ট হয়ে খেয়েছে, আর বয়স এমন মিষ্টি

তারা জীবনে কখন খায় নি।

সন্ধা। আমি ত বাবা, ধাক্কায় পড়িয়ে

জয় ব'লে ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলুম। তুই

বল্ দিকিন, কি অবস্থায় পড়েছিলুম? পাঁ

লোক নিমন্ত্রণ করা গেছে, ভরসার মধ্যে এক

ভাড়ভম্ব একটু দই, তবে আমি এখন লোকের

সাম্নে বেরুতে পারি?

ভণ্ড। বেরুতে পার; যদি তোতলা না

থাকে যে, ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধটা পাঠশালের ছেলে

বাড় মটকে হচ্ছে। বাবা! মোক্ষ লাভ

করছি, আমরা ভূতারে গাছের মরসা কেড়ে ফুড়ে

একটু উঠেছি, এইবার তুমি একটু পরিষ্কার হও

হলেই উপাধ্যায়ের বংশটা উজ্জ্বল হয়!

সন্ধা। মরে যা—ব্যাটা বলে। বাপ বাপ

...মধুসূদন দাদা দেখেছো, তা আমি আমি ... আমার ব'লে দিয়েছে, তাতেই আমি ... আমার দেখা পেয়ে।

দাদা। তবেই তাই হবে ভাই, এতদিনে তাই। তোর সকল কথা সত্য।

ঘটিল। মধুসূদন দাদা—মধুসূদন দাদা! দেখা দিয়ে—একবার দেখা দাও। আমার মাথা রাখ, একবার দেখা দাও।

(পটপরিবর্ত্তন)

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও সহচরীগণ।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটিল! ঘটিল! আয়, আমার কোলে আয়। দেখ, তুই যেমন ডেকেছিস্, অমনি দেখা দিয়েছি।

ঘটিল। (শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়া) মধুসূদন দাদা! মধুসূদন দাদা! এই যে আমি—এই যে আমি।

শ্রীরাধা। ওলো বাঁশরি! তোর বর আবার তোর কাছে এল, আর তুই ওখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি?

বাঁশরী। দিদি! দিদি! তুমি ওখানে, তুমি ওখানে, আমায় ডাকলি, আমায় কোলে নাও।

দাদা। ভাই ঘটিল! তুই আমার যথার্থ শিষ্য। আমার জীবন সার্থক হলো। দয়াময় হরি ... হয় ক'রে নাও। আর কেন? ... শেষের দিন ফুরুলো।

পশু। ঘটিল, ভাই, তোমার ... হিন্দুর ঘরে আজ আমরা এত সৌভাগ্যবান্ ... । দাদা, এই মধুসূদন বিনিময় পেয়ে ... সে অবধূতের কাছে যাবার দরকার নেই।

পরমা। চক্ষু! আজ তুমি চেতন পে ... চৈতন্যময় মূর্ত্তি দেখলে। তুমি সার্থক, আমি আমার জন্ম সার্থক।

কিশোর। আজ বৃন্দাবনে, হরিনাম বনে —হরিনাম মনে, হরিনাম সংসার ত্যাগ কর্ —হরিনাম ঘরে—হরিনাম বাপ-ভাই ত্যাগ ... না—হরিনাম বাপ-ভাই দিয়ে।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরি...

সহচরীগণের গীত।

রূপময় দাঁড়িয়ে হেথায় রূপ যদি হে চা ... ওগো মন সাজ যদি, তোরে আমার চিনে ... প্রাণের জিনিস প্রাণের মাঝে
দেখা যেথা বেড়াও ঘুরে,
বলি যা তা মনে ভুলে, মাঝে দেখ কি সুখ
কে জানে কি প্রবোধ দিয়ে, রেখেছে কে মন
চেনা জানিস চিনে নিয়ে অচেনা প্রাণ চিনি...

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।